আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

তৃতীয় খণ্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদনা পরিষদ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

www.pathagar.com

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (তৃতীয় খণ্ড)
সম্পাদনা পরিষদ
[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]
পৃষ্ঠা সংখ্যার : ৪২৪
ইফা গবেষণা : ৬৫/২
ইফা প্রকাশনা : ২১৩২/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২০৩
ISBN : 984—06—0728—6
গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন
প্রথম প্রকাশ
মে ২০০২

তৃতীয় প্রকাশ (উ)
আগস্ট ২০১৩
ভাদ্র ১৪২০
শাওয়াল ১৪৩৪

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মু. হারুনুর রশিদ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪০০.০০ (চারশত) টাকা মাত্র।

AL-QURANER BISHAYBHITTIK AYAT (Subjectwise Verses of the Holy quran): Composed and edited by a group of Scholars andPublished by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka - 1207. Phone : 8181535 August 2013

E-mail : directorpubif@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation-bd.org.

Price : Tk 400.00 ; US Dollar : 16.00

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

বিশ্ব জগতের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠতম রহমত হল, তাঁর পবিত্র কালাম তথা কুরআন মজীদ ও সাইয়্যেদুল মুরসালীন খাতামুন নাবিয়্যীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। স্রষ্টার নিদর্শন ও এই মহত্তম মাধ্যম না হলে সৃষ্টিজগত, বিশেষ করে মানব জাতি ন্যায়-অন্যায়ের সুস্পষ্ট সীমারেখা, সত্য-মিথ্যার পৃথকীকরণের মানদণ্ড, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা লাভ করতে পারত না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অশেষ করুণা ও মেহেরবাণীতে বিশ্ব মানবতার জন্য জীবন দর্শন আল-কুরআন নাযিল করেছেন।

পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা, জীবন-বিধান হিসেবে এর শ্রেষ্ঠত্ব, মানবতা প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র জীবনে এর সামগ্রিক প্রতিফলন দেখে উপলব্ধি করা যায়। সুন্নাতে নববীতে কুরআন শরীফ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সৃষ্টিজগতের কাছে উজ্জ্বলতম উদাহরণ পেশ করেছে। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দ, এমনকি অক্ষরগুলো পর্যন্ত যেমন সংরক্ষিত তেমনি এর আয়াতমালার ক্রমবিন্যাস, সূরার তারতীব সবই সংরক্ষিত। এখানে কোন আয়াত কিংবা সূরা অগ্রপশ্চাত করার সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআন নিজস্ব ধারায় গ্রন্থিত আছে। গ্রন্থিত এ ধারা ও স্বরূপ বস্তুত লাওহে মাহফূযে রক্ষিত কুরআনের মূল কপিরই প্রতিবিম্ব।

আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রায় আমরা অনেক সময় নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলো এক স্থানে পেতে চাই। আলিম কিংবা হাফিযগণের পক্ষে এ কাজটি দুরূহ না হলেও সাধারণ পাঠকের জন্য তা নিঃসন্দেহে কঠিন। পাঠকবৃন্দের উপরোক্ত প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন 'আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। 'আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত' ৩য় খণ্ডটি সেই গবেষণা কর্মেরই মূল্যবান ফসল। আমরা মনে করি, এ বিষয়ভিত্তিক আয়াত সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত। এ গ্রন্থ দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের জিজ্ঞাসার যথাযথ জবাব পেতে অশেষ উপকারে আসবে। এ দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট কুরআন গবেষক ও বিশেষজ্ঞের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের পর এ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত হাম্‌দ ও শুকরিয়া। আমি গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট সম্মানিত গবেষক এবং গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জানাই মুবারকবাদ।

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠক চাহিদার কারণে এর দ্বিতীয় সংস্করণ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে বিধায়, গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। আশা করি গ্রন্থটি পাঠক চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কুরআন প্রদর্শিত সীরাতে মুস্তাকীমে অবিচল থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হাসিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম। মহান আল্লাহ্‌র অবিনশ্বর বাণী। এই কুরআনের প্রতিটি বক্তব্য যেমন চিরন্তন ওহী, তেমনি-এর সূরা ও আয়াতসমূহের ক্রমবিন্যাস মহান আল্লাহ পাকের মনোনীত, যা নতুন করে সংস্থাপনের কোন অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআনের এটি অন্যতম মু'জিযা যে, আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে যে তারতীব ও ক্রমবিন্যাসের উপর উম্মাতের সীনায় ও হাতে রেখে গিয়েছেন আজো সেই বিন্যাসের উপর বিদ্যমান। কোথাও কোন যুগে তাতে একটি নুক্‌তার পরিবর্তনও হয়নি। আমরা বর্তমানে যে তারতীবের উপর পবিত্র কুরআন হিফয করছি কিংবা তিলাওয়াত করছি সেই তারতীবের উপরই প্রিয়নবী (সা) পবিত্র কুরআন নিজে মুখস্থ করেছেন, বছর বছর হযরত জিব্রীলকে শুনিয়েছেন, সাহাবায়ে কিরামকে মুখস্থ করিয়েছেন এবং সকলে সেই তারতীবের উপরই নামাযে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহ্‌র সমীপে কুরআন খতম করতেন। এই কুরআন সেই মূলকপিরই হুবহু অনুলিপি যা লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত। ফকীহ্‌গণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের এই তারতীবের ওহীরই অন্তর্ভুক্ত বিধায় নতুনভাবে কুরআনের বিন্যাস বৈধ নয়।

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত শীর্ষক গ্রন্থ দ্বারা নতুন কোন বিন্যাস উপস্থাপন করা কিংবা বর্তমান তারতীবের বিকল্প তারতীব পেশ করা মোটেও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হল সাধারণ পাঠক যেন সহজে পবিত্র কুরআন থেকে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুঁজে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন, সে লক্ষ্যে আয়াতগুলোকে এক একটি শিরোনামের আওতায় রেফারেন্স ও অর্থসহ পেশ করা।

বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য চর্চা পূর্বের তুলনায় অনেকগুলো অগ্রসরমান তাতে কোন সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহর রহমত যাঁরা আলিম বা আরবী শিক্ষিত নন তাঁরাও বাঙলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী থেকে ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করে যাচ্ছেন। ইসলামী সাহিত্য চর্চার এই অনুরাগীদের অনেককে দেখা যায় যে, তাঁরা কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে গিয়ে শুধু কোন লেখকের বই থেকেই নয় অধিকন্তু পবিত্র কুরআন তথা স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের কালাম থেকে সরাসরি বিষয়টি জানার অভিলাষ পোষণ করেন। তাঁদের এ অভিলাষ ও অনুসন্ধিৎসাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সামান্য কিছু খিদমত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছিল আমাদের "আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত" প্রকল্প। দেশের খ্যাতনামা ও নির্ভরযোগ্য আলিম ও পণ্ডিতগণের শ্রম সাধনায় গ্রন্থটির চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশের পর এর ব্যাপক পাঠক চাহিদার কারণে এর মওজুদ শেষ হয়েছে। সম্মানিত পাঠকগণের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমাদের বিশ্বাস গ্রন্থখানার দ্বারা সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হবেন।

গ্রন্থখানার রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে অনেকে আমাদের আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। বিশেষত সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত খ্যাতনামা আলিম ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বসহ তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ইফা প্রেসের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক,
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

আল-কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। মানুষের রচনারীতি থেকে এর প্রকাশরীতি ও বিষয় বিন্যাস আলাদা। একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় বের করা সহজ নয়। কারণ, একটি বিষয় নানা স্থানে এবং কোন কোন সময় বিভিন্ন বিষয় এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আল-কুরআনের বিষয়বস্তু সহজে চিহ্নিত করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য ''আল-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত'' প্রকল্প গ্রহণ করে এবং প্রকল্প কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে। পরিষদ আল-করআনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে, প্রতিটি অধ্যায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে। বিষয়ভিত্তিক আয়াতের তরজমা প্রদানের আগে, প্রথম সূরার নাম, সূরার নম্বর তারপর আয়াত নম্বর দেয়া হয়েছে। যেমন,সূরা বাকারা,২ঃ১০ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আকাইদ সম্পর্কিত বিষয়াবলীকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে রয়েছেঃ ১. আল্লাহ্, মালাইকা, ৩. কিতাবুল্লাহ্, ৪. রাসূল, রিসালাত ও অহী, ৫. কিয়ামত ও আখিরাত এবং ৬. কাযা ও কদর। দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে এসলাম ও মুসলিম, ঈমান ও মু'মিন, কুফর ও কাফির, শিরক ও মুশরিক, নিফাক ও মুনাফিক এবং আহকাম সম্বলিত সকল বিষয়াবলী এবং তৃতীয় খণ্ডে আম্বিয়া আলাইহিমুসআলাম,আমসাল, আহাদ ও মীসাক, কসম ইত্যাদি। চতুর্থ খণ্ডে রয়েছে উলুমুল কুরআন, ইয়াজুজ মাজুজ, কিয়ামত, শেষ বিচার সম্পর্কিত বিষায়াবলী উল্লেখ রয়েছে।

আল-কুরআন এমন কিতাব যার বর্ণনায় মহান আল্লাহ্ বিস্তারিত অথবা সংক্ষিপ্ত কোন কিছু বাদ দেন নি। তবে তা মানুষ রচিত গ্রন্থের মত নয়। এখানে মৌলিক নির্দেশনা রয়েছে, যা থেকে মানুষ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা লাভ করতে পারে। পবিত্র কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত সাজানোর কাজটি খুব সহজ না হলেও সম্পদনা পরিষদের সদস্যবর্গ আন্তরিকভাবে এ মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তবুও কিছু ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ ধরনের কিছু নজরে পড়লে আমরা অনুরোধ করব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য। আমাদের এ কাজে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন, সে জন্য তাঁদেরকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সবার কর্ম প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

সম্পাদনা পরিষদ

www.pathagar.com

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ড. এম. মুস্তাফিজুর রহমান	চেয়ারম্যান
মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুল হক	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল হক	সদস্য
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ মুখলিছুর রহমান	সদস্য
ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক	সদস্য
অধ্যাপক এ. এফ. এম. আবদুর রহমান	সদস্য
মুফ্‌তী মাওলানা সুলতান মাহমুদ	সদস্য
মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হোসাইন খান	সদস্য-সচিব

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ
আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম

হযরত আদম (আ) ১৫
হযরত ইদ্‌রীস (আ) ২০
হযরত নূহ্ (আ) ২১
হযরত হূদ (আ) ৩৫
হযরত সালিহ্ (আ) ৪১
হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ৪৮
হযরত ইসমাঈল (আ) ৭২
হযরত ইসহাক (আ) ৭৫
হযরত লূত (আ) ৭৯
হযরত ইয়াকূব (আ) ৮৭
হযরত ইউসুফ (আ) ৯১
হযরত শু'আইব (আ) ১০৯
হযরত আইউব (আ) ১১৫
হযরত মূসা (আ) ১১৬
হযরত হারূন (আ) ১৭৩
হযরত দাঊদ (আ) ১৭৭
হযরত সুলায়মান (আ) ১৮১
হযরত ইলইয়াস (আ) ১৮৯
হযরত ইয়াস'আ (আ) ১৯০
হযরত উযাইর (আ) ১৯০
হযরত ইউনুস (আ) ১৯২
হযরত যাকারিয়া (আ) ১৯৩
হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ) ১৯৬
হযরত ঈসা মাসীহ্ (আ) ১৯৬

www.pathagar.com

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২০৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাম অনুল্লেখিত নবীগণ ৩৩৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাম উল্লিখিত, তবে নবী কি না তা বলা হয়নি ৩৪৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ব্যক্তি

হযরত জিব্‌রাঈল ও মিকাঈল (আ) ৩৫৬
হযরত হারূত ও মারূত (আ) ৩৫৬
তালূত ও জালূত ৩৫৭
হাওয়ারী ৩৫৯
হাবিল ও কাবিল ৩৬০
আযর ৩৬১
ফিরআওন, কারুন ও হামান ৩৬১
যায়িদ ও যয়নব ৩৭৬
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী ৩৭৭
রানী বিলকীস ৩৭৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ জনপদ

মক্কা ও মাশ'আরুল হারাম ৩৭৯
হুনায়ন ৩৭৯
সাবা ৩৮০
ইন্তাকিয়া ৩৮০
আয়কাবাসী ও অন্যান্য ৩৮৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমসাল বা উদাহরণ ও উপমা

আল-কুরআনে উপমা ৩৮৪
আল-কুরআনে বর্ণিত দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য ৩৮৬
মুনাফিকের উপমা ৩৮৬
রিয়াকারীদের উপমা ৩৮৭
কাফিরদের পার্থিব ব্যয় ৩৮৯
প্রবৃত্তির অনুকরণকারী ৩৮৯
দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত ৩৮৯
কাফির ও মু'মিনের দৃষ্টান্ত ৩৯০

www.pathagar.com

জান্নাতের উপমা ৩৯১
কাফিরদের উপমা ৩৯১
কালিমায়ে তাইয়েবা ও কালিমায়ে খাবীসা ৩৯১
কসম ভঙ্গকারীর উপমা ৩৯২
কর্তৃত্বহীন দাস ও দানশীল ব্যক্তি ৩৯২
কর্তৃত্বহীন দাস ও দানশীল ব্যক্তি ৩৯২
ক্ষমতাহীন বোবা ও ক্ষমতাবান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ৩৯৩
পার্থিব জীবন ৩৯৩
দেবতাদের পূজার অসারতা ৩৯৪
আল্লাহর নূর ৩৯৪
কাফিরদের কর্ম ৩৯৫
যারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যকে মাবূদ হিসাবে গ্রহণ করে তাদের উপমা ৩৯৫
মানুষের নিজেদের মধ্যের একটি উপমা ৩৯৫
আল-কুরআনে সব ধরনের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে ৩৯৬
দু'জন দাসের উদাহরণ ৩৯৬
যাদের তাওরাত দেয়া হয়েছিল কিন্তু তারা তাতে আমল করেনি, তাদের উপমা ৩৯৬
নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত ৩৯৭
দু'জন সৎ নারীর দৃষ্টান্ত -৩৯৭
মীসাক, আহাদ ও কসম বা অঙ্গীকার, চুক্তি ও শপথ ৩৯৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

তৃতীয় খণ্ড

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম

হযরত আদম (আ)

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

৩০. স্মরণ করুন ! বলেছিলেন আপনার রব ফিরিশ্‌তাদের, আমি তো সৃষ্টি করব পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি। তারা বলল ঃ আপনি কি সৃষ্টি করবেন সেথায় এমন কাউকে, যে ফাসাদ করবে সেখানে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? আর আমরা তো আপনার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আমি জানি, যা তোমরা জান না।

৩১. আর তিনি শিক্ষা দিলেন আদমকে সব কিছুর নাম, তারপর সে সব উপস্থাপন করলেন ফিরিশ্‌তাদের সামনে এবং বললেন ঃ বলে দাও আমাকে এ সবের নাম, যদি হও তোমরা সত্যবাদী।

৩২. তারা বলল ঃ আপনি মহান পবিত্র! নেই আমাদের কোন জ্ঞান, আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন তা ছাড়া। নিশ্চয় আপনি তো সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

৩৩. তিনি বললেন ঃ হে আদম ! বলে দাও তুমি তাদের এ সবের নাম। তারপর যখন সে বলে দিল তাদের এসবের

٣٠- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ
قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

٣١- وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ
عَلَى الْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ
إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ○

٣٢- قَالُوا سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ
إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○

٣٣- قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ
فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ

নাম, তখন তিনি বললেন ঃ আমি কি বলিনি তোমাদের, অবশ্যই আমি সবিশেষ অবহিত আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে ? আর আমি তা-ও জানি, যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন রাখ।

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُوْنَ ○

৩৪. আর যখন আমি বললাম ফিরিশ্‌তাদের ঃ তোমরা সিজ্‌দা কর আদমকে। তখন সবাই সিজ্‌দা করল ইব্‌লীস ছাড়া, সে অমান্য করল এবং অহংকার করল আর সে হয়ে গেল কাফিরদের শামিল।

٣٤-وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ
فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ
مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৩৫. আর আমি বললাম ঃ হে আদম ! বসবাস কর তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে এবং তোমরা উভয়ে সেখানে সচ্ছন্দে আহার কর যেথায় যেভাবে চাও, কিন্তু কাছেও যেও না এ গাছের, গেলে তোমরা হয়ে পড়বে যালিমদের শামিল।

٣٥-وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪
وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا
مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৩৬. কিন্তু পদস্খলন ঘটাল শয়তান তাদের এ ব্যাপারে, ফলে বের করে ছাড়ল তাদের উভয়কে, তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে। আর আমি বললাম ঃ তোমরা নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। আর তোমাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে বসবাস ও জীবিকার ব্যবস্থা কিছু কালের জন্য।

٣٦- فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا
مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪
وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ
وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

৩৭. তারপর লাভ করল আদম স্বীয় রবের তরফ থেকে কিছু বাণী। আর আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা-তাওবা কবুলকারী, পরম-দয়ালু।

٣٧-فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ
عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

৩৮. আমি বললাম ঃ তোমরা নেমে যাও এখান থেকে সবাই। তারপর যখন তোমাদের কাছে আসবে আমার তরফ থেকে হিদায়েত, তখন যারা

٣٨-قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ
فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ

هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ○

আমার হিদায়েত অনুসরণ করবে, তাদের নেই কোন ভয় আর না তারা দুঃখিত হবে।

৩৯-وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৩৯. কিন্তু যারা কুফরী করবে এবং অস্বীকার করবে আমার আয়াতসমূহ, তারা হবে দোযখের অধিবাসী, তার সেখানে চিরদিন থাকবে।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩৩

৩৩-اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤی اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِیْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ○

৩৩. নিশ্চয় আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন বিশ্ব-জগতের জন্য আদম, নূহ্, ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইম্রানের বংশধরকে।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১

২৭-وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَاَ ابْنَیْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَؕ قَالَ اِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ ○

২৭. আপনি শোনান তাদের যথাযথভাবে আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত। যখন তারা উভয়ে কুবরানী করেছিল, তখন তাদের একজনের কুরবানী কবুল হয়েছিল এবং অন্য জনের কুরবানী কবুল হয়নি। সে বলেছিল ঃ আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। অপরজন বলেছিলঃ আল্লাহ্ তো কবুল করেন কেবল মুত্তাকীদের কুরবানী।

২৮-لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَیَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِیْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ یَّدِیَ اِلَیْكَ لِاَقْتُلَكَۚ اِنِّیْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ○

২৮. যদি তুমি হাত বাড়াও আমাকে হত্যা করার জন্য। আমি আমার হাত তুলব না তোমাকে হত্যা করার জন্য। আমি তো ভয় করি সারা জাহানের রব আল্লাহ্কে।

২৯-اِنِّیْۤ اُرِیْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِیْ وَ اِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِۚ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِیْنَ ○

২৯. আমি তো চাই, তুমি বহন করবে আমার ও তোমার পাপের বোঝা এবং তুমি হও দোযখবাসী আর এটাই যালিমদের প্রতিফল।

৩০-فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِیْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ○

৩০. তারপর তাকে উত্তেজিত করল তার প্রবৃত্তি তার ভাইকে হত্যা করতে এবং সে তাকে হত্যা করল; ফলে সে হয়ে পড়ল ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

www.pathagar.com

৩১. তারপর আল্লাহ্ পাঠালেন একটি কাক, সে মাটি খুঁড়তে লাগল তাকে দেখাবার জন্য, কিভাবে সে গোপন করবে তার ভাইয়ের মৃতদেহ। সে বলল ঃ হায় আফসোস! আমি কি এ কাকের মত হতে পারলাম না, যাতে গোপন করতে পারি আমার ভাইয়ের মৃতদেহ ? পরে সে অনুতপ্ত হল।

٣١- فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ
لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ
قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ
هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ
فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ○

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

১৯. হে আদম ! বাস কর তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে এবং তোমরা উভয়ে আহার কর যেথা ইচ্ছা, কিন্তু কাছেও যাবে না এ গাছটির, গেলে হয়ে পড়বে যালিমদের শামিল।

١٩- وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ
الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

২০. তারপর কুমন্ত্রণা দিল তাদের উভয়কে শয়তান, তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের থেকে গোপন রাখা হয়েছিল এবং বলল ঃ নিষেধ করেননি তোমাদের রব তোমাদেরকে এ গাছের কাছে যেতে এ উদ্দেশ্য ছাড়া যে, পাছে তোমরা হয়ে যাও ফিরিশ্‌তা অথবা হয়ে যাও অমর।

٢٠- فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ
لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا
وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ
الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ
اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ○

২১. আর সে তাদেরকে কসম দিয়ে বলল ঃ আমি তো তোমাদের অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।

٢١- وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ
النّٰصِحِيْنَ ○

২২. এভাবে সে তাদের উভয়কে অধ:পতিত করল ধোঁকা দিয়ে। তারপর যখন তারা আস্বাদ গ্রহণ করল সে গাছের ফল, তখন প্রকাশ হয়ে পড়ল তাদের কাছে তাদের লজ্জাস্থান এবং ঢাকতে লাগাল নিজেদের জান্নাতের পাতা দিয়ে। তখন তাদের ডেকে বললেন, তাদের রব আমি কি তোমাদের নিষেধ করিনি এ গাছের কাছে যেতে এবং বলেনি কি

٢٢- فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ
بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ
عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ
اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ
وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا

www.pathagar.com

عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

আমি তোমাদের যে, শয়তান তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ?

٢٣- قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكتة وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

২৩. তারা উভয়ে বলল ঃ হে আমাদের রব! আমরা যুলুম করেছি আমাদের প্রতি, আর আপনি যদি আমাদের মাফ না করেন এবং আমাদের প্রতি রহম না করেন, তবে আমরা অবশ্যই হয়ে পড়ব ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

٢٤- قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

২৪. আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু। আর তোমাদের জন্য রইল পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য আবাস ও জীবিকা।

٢٥- قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ○

২৫. তিনি আরো বললেন ঃ সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই তোমরা মারা যাবে, আর সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে।

সূরা তো-হা, ২০ ঃ ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

١١٥- وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ○

১১৫. আর আমি তো নির্দেশ দিয়েছিলাম আদমকে এর আগে, কিন্তু সে তা ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তাকে পাইনি সংকল্পে দৃঢ়।

١١٦- وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰى ○

১১৬. আর স্মরণ কর, আমি বলেছিলাম ফিরিশ্‌তাদের ঃ তোমরা সিজ্‌দা কর আদমকে। তখন তারা সিজ্‌দা করল ; কিন্তু ইব্‌লীস সে অমান্য করল।

١١٧- فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ○

১১৭. তারপর আমি বললাম ঃ হে আদম ! এ শত্রু তোমার ও তোমার স্ত্রীর, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদের বের করে না দেয় জান্নাত থেকে। বের করে দিলে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাবে।

١١٨- اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ○

১১৮. নিশ্চয় তোমার জন্য রইল যে, তুমি এখানে ক্ষুধার্ত হবে না এবং নগ্নও হবে না,

١١٩- وَ اَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا
وَ لَا تَضْحٰى ○

١٢٠- فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ
قَالَ يٰاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ
الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ○

١٢١- فَاَكَلَا مِنْهَا
فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا
وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ
الْجَنَّةِ ز وَعَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ○

١٢٢- ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ
عَلَيْهِ وَ هَدٰى ○

١٢٣- قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج
فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى ۙ
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ○

রীস (আ)

٥٦- وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ز
اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ○

٥٧- وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ○

٨٥- وَاِسْمٰعِيْلَ وَ اِدْرِيْسَ وَ ذَا الْكِفْلِ ط
كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ○

৮৬. আর আমি দাখিল করেছিলাম তাদের আমার রহমতে, তারা তো ছিল নেক্‌কার।

٨٦- وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ
اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

হযরত নূহ্ (আ)

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩৩

৩৩. নিশ্চয় আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন বিশ্ব-জগতের জন্য আদম, নূহ্, ইব্‌রাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে।

٣٣- اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّاٰلَ
اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

৫৯. আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহ্‌কে তার কাওমের কাছে আর সে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম ! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র। নেই তোমাদের জন্য কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। আমি তো ভয় করছি তোমাদের জন্য মহাদিনের আযাবের।

٥٩- لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ
فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّىْۤ اَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

৬০. আর তার কাওমের নেতারা বলেছিল ঃ আমরা তো তোমাকে দেখছি স্পষ্ট গুম্‌রাহীতে।

٦٠- قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ
اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৬১. সে (নূহ্) বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! আমাতে কোন গুম্‌রাহী নেই, বরং আমি তো রাব্বুল আ'লামীনের তরফ থেকে একজন রাসূল,

٦١- قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ
وَّ لٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

৬২. আমি পৌঁছাচ্ছি তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী এবং হিতোপদেশ দিচ্ছি তোমাদের, আর আমি জানি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তা, যা তোমরা জান না।

٦٢- اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ
وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৬৩. অথবা তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, এসেছে তোমাদের কাছে উপদেশ তোমাদের রবের তরফ থেকে। তোমাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির মাধ্যমে, যাতে সে সতর্ক করে তোমাদের এবং তোমরা সাবধান হও,

٦٣- اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ
ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ
وَلِتَتَّقُوْا

وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

٦٤- فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ
وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ
وَ اَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ○

٧١- وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ م
اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ
مَّقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ
تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَ شُرَكَآءَكُمْ
ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ
غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَىَّ
وَ لَا تُنْظِرُوْنِ ○

٧٢- فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ط
اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ لا
وَ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

٧٣- فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ
فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ
وَ اَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ○

পরিণাম তাদের, যাদের সতর্ক করা হয়েছিল ?

٧٤- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا
اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا
لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ
كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ○

৭৪. তারপর আমি পাঠাই নূহের পরে রাসূলদের, তাদের কাওমের কাছে। তারা এসেছিল তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, কিন্তু তারা ঈমান আনার ছিল না তাতে, যা তারা অস্বীকার করেছিল আগে। এভাবে আমি মোহর করে দেই সীমালংঘনকারীদের অন্তরে।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯. ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮

٢٥- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ز
اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

২৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহ্‌কে তার কাওমের কাছে, সে বলেছিল ঃ আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

٢٦- اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ
اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ○

২৬. যেন তোমরা ইবাদত না কর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর, আমি তো আশঙ্কা করি তোমাদের জন্য এক মর্মান্তিক দিনের শাস্তির।

٢٧- فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ
مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ
اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا
بَادِيَ الرَّاْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا
مِنْ فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ○

২৭. তখন বলেছিল তার কাওমের প্রধানরা যারা কুফরী করেছিল ঃ আমরা তো মনে করি না তোমাকে আমাদের মত মানুষ ছাড়া অন্য কিছু আর আমরা তো দেখছি তোমার অনুসরণ করছে কেবল তারাই যারা আমাদের মধ্যে অধম বাহ্যদৃষ্টিতে এবং আমরা দেখছি না তোমাদের জন্য আমাদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব, বরং আমরা তোমাদের মনে করি মিথ্যাবাদী।

٢٨- قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ
اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ

২৮. নূহ্ বলল ঃ হে আমার কাওম ! আচ্ছা দেখ তো যদি আমি প্রতিষ্ঠিত থাকি স্পষ্ট নিদর্শনের উপর আমার রবের তরফ থেকে এবং যদি তিনি দিয়ে

www.pathagar.com

وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ
فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ
لَهَا كٰرِهُوْنَ ○

٢٩- وَيٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ
اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ
وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ
اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْۤ اَرٰىكُمْ
قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ○

٣٠- وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ
اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

٣١- وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ
وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ
وَلَاۤ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ
وَّلَاۤ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْۤ اَعْيُنُكُمْ
لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ
بِمَا فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ ۚۖ
اِنِّىْۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

٣٢- قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا
فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ
اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

٣٣- قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○

যদি তিনি ইচ্ছা করেন আর তোমরা তা ব্যর্থ করার নও।

٣٤- وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِىْٓ
اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ
اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ط
هُوَ رَبُّكُمْ قف وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৩৪. আর তোমাদের কোন উপকারে আসবে না আমার উপদেশ, আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাইলেও, যদি আল্লাহ্ তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের রব এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

٣٦- وَاُوْحِىَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ
مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ
فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

৩৬. আর ওহী করা হয়েছিল নূহের প্রতি যে, কেউ ঈমান আনবে না তোমার কাওমের যারা ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া, অতএব তুমি দুঃখিত হবে না তারা যা করে তার জন্য।

٣٧- وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا
وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا ج اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ○

৩৭. আর তুমি নৌকা তৈরী কর আমার তত্ত্বাবধানে আমার ওহীর নির্দেশ অনুযায়ী আর আমাকে বলোনা তাদের সম্বন্ধে কিছু যারা সীমালঙ্ঘন করেছে, তারা তো নিমজ্জিত হবেই।

٣٨- وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ قف
وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا
مِنْهُ ط
قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا
نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ○

৩৮. নূহ্ নৌকা তৈরী করতে লাগল এবং যখনই তার কাছ দিয়ে যেত তার কাওমের প্রধানরা, তখনই তারা তাকে উপহাস করত সে বলত তোমরা যদি আমাদের উপহাস কর আমরাও তোমাদের উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ,

٣٩- فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لا
مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ
وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

৩৯. আর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি।

٤٠- حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ لا
قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ
اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ

৪০. অবশেষে যখন এল আমার ফায়সালা এবং চুলা উথলে উঠল, তখন আমি বললাম ঃ তুলে নাও এতে প্রত্যেক শ্রেণীর যুগল থেকে দু'টি করে এবং তোমার পরিবার পরিজনকে, তাদের

www.pathagar.com

الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ؕ
وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ ○

٤١- وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا
بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ
اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○
٤٢-وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ
وَنَادٰى نُوْحُ ۨ ابْنَهٗ وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ
يّٰبُنَىَّ ارْكَبْ مَّعَنَا
وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ○
٤٣- قَالَ سَاٰوِىْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ
مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ
مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ
وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ
فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ○
٤٤-وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ
اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ
بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○
٤٥-وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ
مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ
وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ○

٤٦- قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ
اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ

www.pathagar.com

فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۖ إِنِّىٓ أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجٰهِلِينَ ○

বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যেন তুমি জাহিলদের শামিল না হও।

٤٧- قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهٖ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِينَ ○

৪৭. সে বলল ঃ হে আমার রব! আমি আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি, যেন আমি সে বিষয়ে আপনপাকে অনুরোধ না করি, যে বিষয় আমার কোন জ্ঞান নেই। আর আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, তা হলে আমি হয়ে পড়ব ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

٤٨- قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰىٓ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

৪৮. বলা হল ঃ হে নূহ্! তুমি অবতরণ কর আমার তরফ থেকে শান্তি ও কল্যাণ সহ তোমার প্রতি এবং তোমার সাথে যে সব রয়েছে তাদের প্রতি। আর অনেক হবে যাদের আমি জীবন উপভোগ করতে দেব, পরে তাদের স্পর্শ করবে আমার তরফ থেকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৭৬, ৭৭

٧٦- وَنُوحًا إِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَأَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ○

৭৬. আর স্মরণ কর নূহের কথা, যখন সে ডেকে ছিল আমাকে এর আগে, তখন আমি সাড়া দিয়েছিলাম তার ডাকে এবং নাজাত দিয়েছিলাম তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে,

٧٧- وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنٰهُمْ أَجْمَعِينَ ○

৭৭. এবং সাহায্য করেছিলাম তাকে সে কাওমের বিরুদ্ধে, যারা অস্বীকার করেছিল আমার নিদর্শনাবলী। তারা তো ছিল এক খারাপ কাওম। ফলে আমি ডুবিয়ে মেরেছিলাম তাদের সবাইকে।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

٢٣- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلٰى قَوْمِهٖ

২৩. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহ্কে তার কাওমের কাছে। সে বলেছিল ঃ

www.pathagar.com

فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

٢٤- فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ
يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚۖ
مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۝

٢٥- اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ
فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ۝

٢٦- قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۝

٢٧- فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ
بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا
فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ
فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ
وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ
اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ۝

٢٨- فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ
عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ

www.pathagar.com

نَجّٰىنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

নাজাত দিয়েছেন আমাদের যালিম কাওম থেকে'।

٢٩- وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ○

২৯. এবং আরো বলবে ঃ 'হে আমার রব! আপনি আমাকে অবতরণ করান কল্যাণকর অবতরণ। আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী'।

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২

١٠٥- كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ○

১০৫. অস্বীকার করেছিল নূহের কাওম রাসূলদের।

١٠٦- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ○

১০৬. যখন তাদের বলেছিল, তাদের ভাই নূহ্ ঃ তোমরা কি সাবধান হবে না ?

١٠٧- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○

১০৭. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল,

١٠٨- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○

১০৮. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য কর আমার।

١٠٩- وَمَا اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১০৯. আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময়। আমার পুরস্কার তো রয়েছে রাব্বুল আ'লামীনের কাছে।

١١٠- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○

১১০. সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য কর আমার।

١١١- قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ○

১১১. তারা বলল ঃ আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব। অথচ তোমার অনুসরণ করছে ইতরেরা ?

١١٢- قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১১২. নূহ্ বলল ঃ আমার কোন জ্ঞান নেই সে সম্পর্কে, যা তারা করত।

١١٣- اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ○

১১৩. তাদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব তো আমার রবের, যদি তোমরা বুঝতে!

١١٤- وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১১৪. আর নই আমি তাড়িয়ে দেওয়ার মু'মিনদের।

١١٥- اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

১১৫. আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

www.pathagar.com

١١٦- قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ
لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ○

১১৬. তারা বলল ঃ তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, হে নূহ্! তবে অবশ্যই তুমি শামিল হবে প্রস্তরাঘাতে নিহতদের মাঝে।

١١٧- قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ ○

১১৭. নূহ্ বলল ঃ হে আমার রব! আমার কাওম তো আমাকে অস্বীকার করছে।

١١٨- فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِىْ
وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১১৮. অতএব আপনি সুস্পষ্ট ফয়সালা করে দিন আমার ও তাদের মাঝে এবং নাজাত দিন আমাকে এবং আমার সাথে যে সব মু'মিন রয়েছে তাদেরকে।

١١٩- فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ
فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ○

১১৯. তারপর আমি নাজাত দিলাম তাকে এবং তার সংগে যারা ছিল তাদের, বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়ে।

١٢٠- ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ○

১২০. তারপর আমি ডুবিয়ে দিলাম অবশিষ্ট সবাইকে।

١٢١- اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ
وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১২১. নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান রাখে না।

١٢٢- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

১২২. আর নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১৪, ১৫

١٤- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ
فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ
فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

১৪. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহ্কে তার কাওমের কাছে এবং সে অবস্থান করেছিল তাদের সাথে নয়'শ পঞ্চাশ বছর। তারপর তাদের পাঁকড়াও করেছিল মহাপ্লাবন এবং তারা ছিল যালিম।

١٥- فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ
وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

১৫. এরপর আমি রক্ষা করলাম তাকে এবং নৌকায় আরোহণকারীদের আর এটাকে করলাম একটি নিদর্শন বিশ্ব-বাসীর জন্য।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

٧٥- وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ○

৭৫. আর আমাকে তো ডেকে ছিল নূহ্, আমি কত উত্তম ডাকে সাড়াদানকারী।

৭৬. আর আমি উদ্ধার করেছিলাম তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে।

٧٦- وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيْمِ ۝

৭৭. আর আমি বিদ্যমান রেখেছি তার বংশধরদের বংশ-পরম্পরায়,

٧٧- وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۝

৭৮. আর আমি একে স্মরণীয় করে রেখেছি পরবর্তীদের মধ্যে।

٧٨- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝

৭৯. শান্তি বর্তিত হোক নূহের উপর সমগ্র বিশ্বের মধ্যে!

٧٩- سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ۝

৮০. আমি তো এভাবেই পুরস্কৃত করি নেক্কারদের।

٨٠- اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৮১. সে তো ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের একজন।

٨١- اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮২. আর অন্য সবাইকে আমি ডুবিয়ে মেরেছিলাম।

٨٢- ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

৯. অস্বীকার করেছিল এদের আগে নূহের কাওমও, তারা অস্বীকার করেছিল আমার বান্দাকে এবং বলেছিল ঃ এতো এক পাগল। আর তাকে ভয় দেখানো হয়েছিল।

٩- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا
عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ۝

১০. তখন নূহ্ দু'আ করেছিল তাঁর রবের কাছে ঃ আমি তো পরাভূত, অতএব আপনি প্রতিশোধ নিন।

١٠- فَدَعَا رَبَّهٗٓ
اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۝

১১. ফলে, আমি খুলে দেই আসমানের দরজা প্রবল বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে,

١١- فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ
مُّنْهَمِرٍ ۝

১২. আর উৎসারিত করি যমীন থেকে পানির ধারা। তারপর মিলিত হলো সব পানি এক পরিকল্পনা অনুসারে।

١٢- وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا
فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝

১৩. তখন আমি নূহ্কে আরোহণ করাই কাঠ ও পেরেক নির্মিত এক নৌযানে,

١٣- وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ۝

www.pathagar.com

১৪. যা চলত আমার তত্ত্বাবধানে। এ হল পুরস্কার তার জন্য, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

١٤- تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ○

১৫. আর আমি একে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে, অতএব আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী ?

١٥- وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

সূরা নূহ্, ৭১ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ , ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

১. আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহ্‌কে তার কাওমের কাছে এ নির্দেশ সহ যে, তুমি সতর্ক কর তোমার কাওমকে, তাদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার আগে।

١- اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ
اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ
اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

২. নূহ্ বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! আমি তো তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী—

٢- قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৩. তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, ভয় কর তাঁকে এবং আনুগত্য কর আমার,

٣- اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ○

৪. আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন তোমাদের পাপ এবং অবকাশ দেবেন তোমাদের এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট কাল উপস্থিত হলে, তা বিলম্বিত হয় না, যদি তোমরা জানতে!

٤- يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى
اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ
اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৫. সে (নূহ্) বলেছিল ঃ হে আমার রব! আমি তো দাওয়াত দিয়েছি আমার কাওমকে দিন-রাত,

٥- قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ
لَيْلًا وَّنَهَارًا ○

৬. কিন্তু আমার দাওয়াত বৃদ্ধি করেনি তাদের পলায়ণ প্রবণতা ছাড়া আর কিছুই।

٦- فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىْٓ اِلَّا فِرَارًا ○

৭. আর যখনই আমি তাদের দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদের ক্ষমা করেন। তখনই তারা তাদের কানে

٧- وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا
اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ

আংগুল দিয়েছে, নিজেদের ঢেকে নিয়েছে কাপড় দিয়ে, জিদ করেছে এবং অতিশয় অহংকার করেছে।

وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ○

৮. তারপরও আমি তাদের দাওয়াত দিয়েছি প্রকাশ্যে,

٨- ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ○

৯. পরে আমি প্রচার করেছি উচ্চস্বরে এবং উপদেশ দিয়েছি গোপনে।

٩- ثُمَّ اِنِّیْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ○

১০. আর বলেছি ঃ 'তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমাদের রবের। তিনি তো মহা-ক্ষমাশীল'।

١٠- فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ○

১১. তিনি বর্ষণ করবেন তোমাদের প্রতি প্রচুর বৃষ্টি,

١١- يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ○

১২. আর তিনি সমৃদ্ধ করবেন তোমাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে এবং দেবেন তোমাদের বিভিন্ন দান, আর প্রবাহিত করবেন তোমাদের জন্য নদ-নদী।

١٢- وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ○

১৩. তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাও না!

١٣- مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ○

১৪. অথচ তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।

١٤- وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ○

১৫. তোমরা কি লক্ষ্য করনি, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরেস্তরে?

١٥- اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ○

১৬. আর সেথায় স্থাপন করেছেন চাঁদকে আলোরূপে এবং স্থাপন করেছেন সূর্যকে প্রদীপরূপে ?

١٦- وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ○

১৭. আর আল্লাহ্ই তোমাদের উদ্ভুত করেছেন বিশেষভাবে মাটি থেকে।

١٧- وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ○

১৮. এরপর তিনি তোমাদের ফিরিয়ে নিবেন সেখানে এবং পরে বের করবেন তোমাদের সেখান থেকে।

١٨- ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ○

www.pathagar.com

١٩- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ○

٢٠- لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ○

٢١- قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ
وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗۤ
اِلَّا خَسَارًا ○

٢٢- وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ○

٢٣- وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ
وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ
وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ○
٢٤- وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا
وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ○
٢٥- مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا
فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ○

٢٦- وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ
عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ○

٢٧- اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ
وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ○

ল কাওমে নূহের দেব-দেবী।

www.pathagar.com

২৮. 'হে আমার রব ! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে যে মু'মিন হয়ে আমার ঘরে পবেশ করে তাকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে। আর আপনি বৃদ্ধি করবেন না যালিমদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছু।'

٢٨- رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ
وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا
وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ
وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ۝

হযরত হূদ (আ)

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২

৬৫. আর আমি পাঠিয়েছিলাম আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে। সে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম ! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র। নেই তোমাদের কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না ?

٦٥- وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۗ
قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

৬৬. বলেছিল তার কাওমের নেতারা, যারা কুফ্‌রী করেছিল ঃ আমরা তো দেখছি তোমাকে নির্বুদ্ধিতার মধ্যে, আর আমরা তো তোমাকে মনে করি একজন মিথ্যাবাদী।

٦٦- قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ
وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

৬৭. সে (হূদ) বলল ঃ হে আমার কাওম ! আমাতে তো নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি তো রাব্বুল আ'লামীনের তরফ থেকে একজন রাসূল।

٦٧- قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ
وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৬৮. আমি পৌঁছাচ্ছি তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী, আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।

٦٨- اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ
وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ۝

৬৯. তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো যে, এসেছে তোমাদের কাছে উপদেশ তোমাদের রবের তরফ থেকে, তোমাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির মাধ্যমে, যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে ? আর তোমরা স্মরণ কর যে, আল্লাহ্ তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন নূহের কাওমের পরে

٦٩- اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ
ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ
لِيُنْذِرَكُمْ ۗ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ
خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ

এবং তিনি তোমাদের অধিক হৃষ্ট-পুষ্ট করেছেন দৈহিক গঠনে। সুতরাং তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্‌র নিয়ামত, আশা করা যায়, তোমরা কামিয়াব হবে।

وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۚ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৭০. তারা বলল ঃ তুমি কি এসেছ আমাদের কাছে এজন্য যে, আমরা যেন ইবাদত করি এক আল্লাহ্‌র এবং বর্জন করি তা, যার ইবাদত করত আমাদের পূর্ব-পুরুষরা। অতএব, তুমি নিয়ে এসো তা যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ, যদি তুমি হও সত্যবাদী।

٧٠- قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

৭১. সে (হূদ) বলল ঃ তোমাদের জন্য তো নির্ধারিত হয়ে আছে তোমাদের রবের তরফ থেকে আযাব ও গযব, তবে কি তোমরা ঝগড়া করছ আমার সাথে এমন কিছু নাম নিয়ে, যার নামকরণ করেছে তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা, যে সম্বন্ধে নাযিল করেননি আল্লাহ্ কোন প্রমাণ ? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

٧١- قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ○

৭২. অবশেষে আমি উদ্ধার করেছিলাম তাকে এবং যারা ছিল তার সাথে আমার রহমতে, আর নির্মূল করেছিলাম তাদের, যারা অস্বীকার করেছিল আমার নিদর্শন এবং যারা ছিল না মু'মিন।

٧٢- فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ○

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮

৫০. আর আমি পাঠিয়ে ছিলাম আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে। সে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, নেই তোমাদের জন্য কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী।

٥٠- وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ○

www.pathagar.com

٥١- يٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ
اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ؕ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৫১. হে আমার কাওম! আমি চাই না তোমাদের কাছে এর পরিবর্তে কোন পারিশ্রমিক। আমার পারিশ্রমিক তো আছে তাঁর কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও কি তোমরা বুঝ না?

٥٢- وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ
ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ
مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً
اِلٰى قُوَّتِكُمْ
وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ○

৫২. হে আমার কাওম ! তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমাদের রবের কাছে, তারপর ফিরে আস তাঁরই দিকে, তিনি বর্ষণ করবেন আসমান থেকে তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি এবং তিনি বৃদ্ধি করবেন তোমাদের শক্তিকে আরো শক্তি দিয়ে, কিন্তু তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না অপরাধি হয়ে।

٥٣- قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ
وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ
وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

৫৩. তারা বলল ঃ হে হূদ! তুমি তো আননি আমাদের কাছে কোন স্পষ্ট প্রমাণ আর আমরাও পরিত্যাগ করার নই আমাদের উপাস্যদের তোমার কথায় আর আমরা তোমাতে বিশ্বাসী নই।

٥٤- اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ
بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ
قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا
اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○

৫৪. আমরা তো কেবল বলি যে, তোমাকে আবিষ্ট করেছে আমাদের কোন উপাস্য কোন মন্দ কিছু দিয়ে। হূদ বলল, আমি তো সাক্ষী রাখছি আল্লাহ্‌কে এবং তোমারাও সাক্ষী হও, নিশ্চয়ই আমি মুক্ত তা থেকে যা তোমরা শরীক করছ—

٥٥- مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ
جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ○

৫৫. আল্লাহ্ ছাড়া। অতএব তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, তারপর আমাকে কোন অবকাশ দিও না।

٥٦- اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ؕ
مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ
اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৫৬. আমি তো ভরসা করি আল্লাহ্‌র উপর, যিনি রব আমার ও তোমাদের, এমন কোন জীবজন্তু নেই যা তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নয়। নিশ্চই আমার রব আছেন, সরল সঠিক পথে।

٥٧- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ

৫৭. তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তো পৌছে দিয়েছে

www.pathagar.com

مَآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ط
وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّىْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ج
وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ط
اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ○

٥٨- وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا
وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ج
وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

٣١- ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ○

٣٢- فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ
اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط
اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

٣٣- وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ
فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ
وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ○

٣٤- وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ
اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ○

www.pathagar.com

৩৫. সেকি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যদি তোমরা মরে যাও এবং মাটি ও হাঁড়ে পরিণত হও, তবুও কি তোমাদের উঠান হবে ?

٣٥- اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ○

৩৬. অসম্ভব, অসম্ভব, যে বিষয়ে সে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেয় তা।

٣٦- هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ○

৩৭. আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই। আর আমরা কখনো পুনরুত্থিত হবো না।

٣٧- اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ○

৩৮. সে তো এমন ব্যক্তি, যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে আল্লাহ্ সম্বন্ধে। আর আমরা কিছুতেই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নই।

٣٨- اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ ۨ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

৩৯. সে (হূদ) বলল ঃ হে আমার রব! আপনি আমাকে সাহায্য করুন। কেননা, তারা আমাকে অস্বীকার করছে।

٣٩- قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ○

৪০. আল্লাহ্ বললন ঃ অচিরেই তারা অবশ্যই অনুতপ্ত হবে।

٤٠- قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ○

৪১. তারপর তাদের পাঁকড়াও করল এক আওয়াজ যথার্থভাবে, ফলে তাদের করে দিলাম আমি আবর্জনা সদৃশ। সুতরাং ধ্বংস যালিম কাওমের জন্য।

٤١- فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫

১২৩. অস্বীকার করেছিল কাওমে আদ রাসূলদের।

١٢٣- كَذَّبَتْ عَادُ ۨ الْمُرْسَلِيْنَ ○

১২৪. যখন তাদের বলেছিল তাদের ভাই হূদ ঃ তোমরা কি সাবধান হবে না ?

١٢٤- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ○

১২৫. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

١٢٥- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○

www.pathagar.com

১২৬. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য কর আমার।

١٢٦- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○

১২৭. আর আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময়, আমার পুরস্কার তো রাব্বুল আলামীনের কাছে।

١٢٧- وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ
اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১২৮. তোমরা কি নির্মাণ করছ প্রতিটি উঁচু স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নিরর্থক?

١٢٨- اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ○

১২৯. আর তৈরী করছ প্রাসাদ এমন করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে?

١٢٩- وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ
تَخْلُدُوْنَ ○

১৩০. আর যখন তোমরা আঘাত কর, তখন আঘাত কর অতি কঠোরভাবে।

١٣٠- وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ○

১৩১. সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য কর আমার।

١٣١- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○

১৩২. আর তোমরা ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদের দান করেছেন, যা তোমরা জান।

١٣٢- وَاتَّقُوا الَّذِىْۤ اَمَدَّكُمْ
بِمَا تَعْلَمُوْنَ ○

১৩৩. তিনিই তোমাদের দান করেছেন চতুষ্পদ জন্তু ও সন্তান-সন্ততি,

١٣٣- اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ○

১৩৪. উদ্যান ও প্রস্রবণ,

١٣٤- وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○

১৩৫. আমি ভয় করি তোমাদের জন্য মহা-দিবসের শাস্তির।

١٣٥- اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

সূরা আহ্‌কাফ*, ৪৬ : ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

২১. আর স্মরণ কর, আদ সম্প্রদায়ের ভাই হূদের কথা, সে তো সতর্ক করেছিল আহ্‌কাফবাসী তার কাওমকে, আর গত হয়েছিল অনেক সতর্ককারী তার আগে ও তার পরে। সে বলেছিল : তোমরা ইবাদত করোনা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো। আমি তো ভয় করছি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির।

٢١- وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ؕ
اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ
وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهٖۤ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ
اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

* ইয়ামেনের অন্তর্গত একটি বালুকাময় উপত্যকার নাম।

www.pathagar.com

২২. তারা বলেছিল ঃ তুমি কি এসেছ আমাদের নিবৃত্ত করতে, আমাদের দেবতাদের পূজা থেকে ? তুমি নিয়ে এসো আমাদের কাছে, যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ তা, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

٢٢- قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

২৩. সে (হূদ) বলল ঃ এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই কাছে আর আমি তো তোমাদের কাছে কেবল প্রকাশ করি তা-ই, যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা তো এক জাহিল কাওম।

٢٣- قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ○

২৪. তারপর যখন তারা দেখল মেঘ আসতে তাদের উপত্যকার দিকে, তখন তারা বলল ঃ এ মেঘ তো আমাদের বৃষ্টি দেবে। হূদ বলল ঃ না, বরং এতো তা, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চাচ্ছিলে। এ এক ঝড়, যাতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি,

٢٤- فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۭ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۭ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

২৫. এ ধ্বংস করে দেবে সব কিছু আল্লাহ্‌র হুকুমে। ফলে, তাদের পরিণাম এ হলো যে, সেখানে দেখা গেল না, তাদের বসতবাড়ি ছাড়া আর কিছুই। এভাবেই আমি প্রতিফল দেই অপরাধি কাওমকে।

٢٥- تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۢ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ○

হযরত সালিহ্ (আ)

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯

৭৩. আর আমি পাঠিয়েছিলাম সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহ্‌কে। সে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম ! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র। নেই তোমাদের কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। এসেছে তো তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের রবের তরফ থেকে। এটি আল্লাহ্‌র উট্‌নী, তোমাদের জন্য একটি

٧٣- وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۭ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ

www.pathagar.com

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

٧٤- وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ
مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ
تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا
قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ج
فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا
فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

٧٥- قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا
مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا
لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ
صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط
قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

٧٦- قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا
اِنَّا بِالَّذِىْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

٧٧- فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوْا
عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا
بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

٧٨- فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

٧٩- فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ

لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ
رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ
وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ○

কাওম! আমি তো পৌঁছিয়েছিলাম তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী এবং হিতোপদেশ দিয়েছিলাম তোমাদের। কিন্তু তোমরা পসন্দ কর না হিতোপদেশ দানকারীদের !

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬

٦١- وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا م
قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ
ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ط
اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ○

৬১. আর আমি পাঠিয়েছিলাম সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহ্‌কে। সে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, নেই তোমাদের জন্য কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন যমীন থেকে এবং তিনিই তোমাদের বসবাস করিয়েছেন, অতএব তারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। নিশ্চয় আমার রব অতি নিকটে, তিনি ডাকে সাড়া দেন।

٦٢- قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ
فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰىنَآ
اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ
شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ○

৬২. তারা বলল ঃ হে সালিহ্ ! তুমি ছিলে এর আগে আমাদের আশাস্থল। তুমি কি আমাদের বারণ করছ ইবাদত করতে তাদের, যাদের ইবাদত করত আমাদের পিতৃপুরুষরা ? অবশ্যই আমরা রয়েছি বিভ্রান্তিকর সন্দেহে সে সব বিষয়ে, যার প্রতি তুমি আমাদের ডাকছ।

٦٣- قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ
عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ
رَحْمَةً فَمَنْ
يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ قف
فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ○

৬৩. সে (সালিহ্) বলল ঃ হে আমার কাওম তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আমি যদি আমার রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তার তরফ থেকে রহমত দান করে থাকেন, তা হলে কে আমাকে রক্ষা করবে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে, যদি আমি তার অবাধ্যতা করি ? সুতরাং তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছ।

www.pathagar.com

৬৪. হে আমার কাওম! এটা আল্লাহ্র উট্নী, তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। অতএব এটিকে আল্লাহ্র যমীনে চরে খেতে দাও, আর একে কোন কষ্ট দিও না, দিলে তোমাদের পাকড়াও করবে আশু শাস্তি।

٦٤- وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ
اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ
وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ
فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ○

৬৫. কিন্তু তারা সেটিকে হত্যা করল। তারপর সালিহ্ বলল ঃ তোমরা জীবন উপভোগ করে নাও নিজেদের ঘরে তিনদিন। এ হলো একটি ওয়াদা, যা মিথ্যা হবার নয়।

٦٥- فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ
دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ
ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ○

৬৬. তারপর যখন এল আমার ফায়সালা, তখন আমি রক্ষা করলাম আমার অনুগ্রহে সালিহ্কে এবং যারা তার সাথে ঈমান এনছিল তাদের এবং বাঁচালাম সে দিনের লাঞ্ছনা থেকে। নিশ্চয়ই তোমার রব তিনি তো শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

٦٦- فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا
صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ
مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ
اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ○

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯

১৪১. সামূদ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল রাসূলগণকে।

١٤١- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ○

১৪২. যখন তাদের বলেছিল তাদের ভাই সালিহ্ ঃ তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٤٢- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ
اَلَا تَتَّقُوْنَ ○

১৪৩. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

١٤٣- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○

১৪৪. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে এবং আনুগত্য কর আমার।

١٤٤- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○

১৪৫. আর আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান। আমার প্রতিদান তো রাব্বুল আলামীনের কাছে।

١٤٥- وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ
اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৪৬. তোমাদের কি নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে, এখানে যা আছে তাতে,

١٤٦- اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ ○

١٤٧- فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

১৪৭. বাগানে, ঝরণায়,

١٤٨- وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ۝

১৪৮. এবং শস্য ক্ষেত্রে ও সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানে ?

١٤٩- وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ۝

১৪৯. আর তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ।

١٥٠- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

১৫০. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য কর আমার।

١٥١- وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

১৫১. আর মান্য করো না সীমালংঘন কারীদের নির্দেশ,

١٥٢- الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝

১৫২. যারা ফাসাদ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে এবং শান্তি স্থাপন করে না।

١٥٣- قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۝

১৫৩. তারা বলল ঃ তুমি তো একজন যাদুগ্রস্ত লোক।

١٥٤- مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

১৫৪. তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ। অতএব নিয়ে এসো একটা নিদর্শন, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

١٥٥- قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

১৫৫. সালিহ্ বলল ঃ এই তো একটি উট্নী। এর জন্য রয়েছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্যও রয়েছে পানি পানের পালা, নির্দিষ্ট দিনে।

١٥٦- وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

১৫৬. আর তোমরা কোন অনিষ্ট করো না এর, করলে তোমাদের পাকড়াও করবে মহা-দিবসের শাস্তি।

١٥٧- فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ۝

১৫৭. কিন্তু তারা সেটিকে হত্যা করল, ফলে তারা অনুতপ্ত হল।

١٥٨- فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৫৮. তারপর তাদের পাঁকড়াও করল আযাব। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

١٥٩- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

১৫৯. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রম-শালী, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

সূরা কাসাস, ২৭ ঃ ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩

৪৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালিহ্কে এ আদেশসহ ঃ তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্র। কিন্তু তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হল।

٤٥- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ
صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ○

৪৬. সালিহ্ বলল ঃ হে আমার কাওম ! কেন তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাইছ অকল্যাণকে কল্যাণের আগে ? কেন তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছ না আল্লাহ্র কাছে, যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয় ?

٤٦- قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ
بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ
لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

৪৭. তারা বলল ঃ আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করছি তোমাকে এবং তোমার সংগে যারা আছে তাদের। সালিহ্ বলল ঃ তোমাদের ভাল-মন্দ তো আল্লাহ্র ইখ্তিয়ারে। আসলে তোমরা এমন কাওম, যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।

٤٧- قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۗ
قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ○

৪৮. আর ছিল সে কাওমে এমন নয় ব্যক্তি, যারা ফাসাদ সৃষ্টি করত যমীনে এবং শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করত না।

٤٨- وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ
يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ○

৪৯. তারা বলল ঃ তোমরা কসম করো আল্লাহ্র নামে, অবশ্যই আমরা রাত্রিকালে আক্রমণ করব তাকে ও তাঁর পরিবারকে ; তারপর বলব তাঁর অভিভাবককে, আমরা দেখিনি তাঁর পরিবার পরিজনের হত্যা। আর আমরা তো সত্যবাদী।

٤٩- قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ
وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ
مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ
اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

৫০. আর তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও কৌশল অবলম্বন করেছিলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি।

٥٠- وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا
مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

৫১. সুতরাং লক্ষ্য কর, কেমন হয়েছিল পরিণাম তাদের চক্রান্তের ! আমি তো

٥١- فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ

www.pathagar.com

اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

ধ্বংস করেছিলাম তাদের এবং তাদের কাওমের সবাইকে।

٥٢- فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৫২. ঐ তো তাদের ঘর বাড়ি, যা মুখথুবড়ে পড়ে আছে তারা যে যুলুম করেছিল সে জন্য। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে কাওমের জন্য যারা জানে।

٥٣- وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

৫৩. আর আমি রক্ষা করেছিলাম তাদের, যারা ঈমান এনেছিল এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করেছিল।

সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১

٢٣- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ○

২৩. অস্বীকার করেছিল সামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীগণকে,

٢٤- فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ
اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ○

২৪. তারা বলেছিল আমরা কি অনুসরণ করব আমাদেরই মধ্যের এক ব্যক্তিকে ? এরূপ করলে আমরা তো পতিত হব গুমরাহীতে ও পাগলামিতে।

٢٥- ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا
بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ○

২৫. আমাদের মধ্য থেকে তারই উপর কি ওহী নাযিল করা হয়েছে ? বরং সে তো এক মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

٢٦- سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ

২৬. অবশ্যই তারা জানবে আগামীকাল কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

٢٧- اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ
فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ○

২৭. আমি তো পাঠিয়েছি উষ্ট্রীটি তাদের পরীক্ষার জন্য, অতএব তুমি লক্ষ্য কর তাদের আচরণ এবং ধৈর্যধারণ কর।

٢٨- وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ
قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ○

২৮. আর তুমি জানিয়ে দাও তাদের যে অবশ্যই তাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্দ্ধারিত। এবং প্রত্যেকে পালাক্রমে উপস্থিত হবে নির্দ্ধারিত পানির অংশের জন্য।

٢٩- فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ○

২৯. তারপর তারা আহবান করল তাদের এক সঙ্গিকে, তখন সে এসে উষ্ট্রীটি ধরল এবং হত্যা করল।

৩০. ফলে কিরূপ ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্ক বাণী!

٣٠- فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

৩১. আমি তো পাঠিয়েছিলাম তাদের উপর এক বিকট আওয়াজ, ফলে তারা হয়ে গেল খোঁয়াড় নির্মাণকারীর শুষ্ক তৃণ খন্ডের মত।

٣١- إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً
فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ○

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ২৫৮, ২৬০

১২৪. আর স্মরণ করুন ! পরীক্ষা করেছিলেন ইব্‌রাহীকে তার রব কয়েকটি কথা দিয়ে, যা তিনি পূর্ণরূপে পালন করে-ছিলেন। আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা বানাচ্ছি। সে বলল ঃ আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও ? আল্লাহ্ বললেন ঃ আমার ওয়াদা যালিমদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

١٢٤- وَإِذِ ابْتَلَىٰٓ إِبْرٰهِمَ رَبُّهٗ
بِكَلِمٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ
قَالَ إِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ
قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ○

১২৫. এবং স্মরণ করুন! আমি করেছিলাম কা'বা ঘরকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তা স্থল এবং বলেছিলাম ঃ তোমরা গ্রহণ করো 'মাকামে ইব্‌রাহীম'কে সালাতের স্থানরূপে। আর আমি আদেশ দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলকে পবিত্র রাখতে আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু'ও সিজ্‌দাকারীদের জন্য।

١٢٥- وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
وَأَمْنًا ۖ
وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهِمَ مُصَلًّى ۖ
وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيْلَ
أَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○

১২৬. আর স্মরণ করুন, বলেছিল ইব্‌রাহীম ঃ হে আমার রব! করুন এ মক্কা নগরীকে নিরাপদ শহর এবং রিযিক দিন এর অধিবাসীদের মাঝে যারা ঈমান আনে আল্লাহ্' ও আখিরাতে ফলমূল থেকে। আল্লাহ্ বললেন ঃ যে কেউ কুফ্‌রী

١٢٦- وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ
هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهٗ
مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۖ

www.pathagar.com

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

করবে, তাকেও কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দেব, তারপর তাকে বাধ্য করব দোযখের আযাব ভোগ করতে এবং কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তন স্থল!

١٢٧- وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

১২৭. আর স্মরণ করুন, যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের প্রাচীর তুলছিল, তখন তারা বলছিল ঃ হে আমাদের রব! আপনি কবুল করুন আমাদের এ কাজ, আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١٢٨- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۖ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

১২৮. হে আমাদের রব! আপনি করুন আমাদের উভয়কে আপনার জন্য একান্ত অনুগত এবং আমাদের বংশধরদের থেকেও এক অনুগত উম্মাত। আর দেখিয়ে দিন আমাদের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হন। আপনি তো মহাতাওবাকবুলকারী, পরম দয়ালু।

١٢٩- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১২৯. হে আমাদের রব ! আপনি প্রেরণ করুন তাদের কাছে একজন রাসূল* তাদেরই মধ্য থেকে, যে তিলাওয়াত করে শোনাবে তাদের আপনার আয়াতসমূহ, শিক্ষা দেবে তাদের কিতাব ও হিক্‌মত এবং পরিশুদ্ধ করবে তাদের। আপনি তো পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

١٣٠- وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ○

১৩০. কে মুখ ফিরিয়ে নেবে 'মিল্লাতে ইব্‌রাহীম' থেকে সে ছাড়া, যে নিজেকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছে ? আর আমি তো তাকে মনোনীত করেছি পৃথিবীতে এবং আখিরাতেও সে হবে নেক-কারদের অন্যতম।

* এ রাসূলই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.pathagar.com

১৩১. যখন তার রব তাকে বলেছিলেন ঃ ইসলাম কবুল কর! তখন সে বলেছিল ঃ আমি রাব্বুল আলামীনের ইসলাম কবুল করলাম।

١٣١- اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ
قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৩২. আর ইব্‌রাহীম ও ইয়া'কূব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রদের নির্দেশ দিয়ে বলেছিল ঃ হে পুত্রগণ ! নিশ্চয় আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন। অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মরো না।

١٣٢- وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ
يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ
فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১৩৩. তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন এসেছিল ইয়া'কূবের কাছে মৃত্যু ? আর সে বলেছিল তার পুত্রদের ঃ তোমরা কিসের ইবাদত করবে আমার পরে ? তখন তারা বলেছিল ঃ আমরা ইবাদত করব আপনার ইলাহের এবং আপনার পিতৃ-পুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহের, তিনিই একমাত্র ইলাহ্ এবং আমরা তাঁরই কাছে আত্ম-সমর্পণকারী।

١٣٣- اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ
الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ
مِنْ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ
وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ
اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ
وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

১৩৪. তারা ছিল এক উম্মাত, যা অতীত হয়েছে তাদের জন্য তা, যা তারা অর্জন করছে এবং তোমাদের জন্য তা, যা তোমরা অর্জন করেছ। আর তোমাদের প্রশ্ন করা হবে না সে সম্বন্ধে, যা তারা করত।

١٣٤- تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ
عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৩৫. আর তারা বলে ঃ তোমরা ইয়াহূদী হও, অথবা খ্রিস্টান হও, হিদায়েত লাভ করবে। আপনি বলুন ঃ না, বরং 'মিল্লাতে ইব্‌রাহীম', যা সত্য, বক্রতা-মুক্ত। আর ইব্‌রাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

١٣٥- وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ
قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১৩৬. তোমরা বল ঃ আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা আমাদের

١٣٦- قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ

www.pathagar.com

أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ○

প্রতি নাযিল করা হয়েছে তাতে ; আর তাতেও, যা নাযিল করা হয়েছে ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব এবং তার বংশধরদের প্রতি এবং যা দেওয়া হয়েছে তাদের রবের তরফ থেকে মূসা ও ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করি না আর আমরা আল্লাহ্‌রই কাছে আত্মসমর্পণ-কারী।

١٤٠- أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

১৪০. তোমরা কি বল যে, নিশ্চয় ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরগণ ইয়াহূদী কিম্বা খ্রিস্টান ছিল ? আপনি বলুন ঃ তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ্ ? তার চাইতে অধিক যালিম কে, যে গোপন করে আল্লাহ্‌র নিকট হতে তার কাছে যে প্রমাণ আছে তা ? আর গাফিল নন আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে, যা তোমরা কর।

٢٥٨- أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِۦمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِۦمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَٰهِۦمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ○

২৫৮. তুমি কি তাকে দেখনি, যে ইব্‌রাহীমের সংগে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তার রব সম্পর্কে, যেহেতু আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইব্‌রাহীম বলেছিল ঃ তিনি আমার রব, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলেছিল ঃ আমিও তো জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। ইব্‌রাহীম বলেছিল ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ উদিত করেন সূর্য পূর্ব দিক হতে, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত কর। এতে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, যে কুফ্‌রী করেছিল। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না যালিম লোকদের।

٢٦٠- وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِۦمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ

২৬০. আর যখন ইব্‌রাহীম বলল ঃ হে আমার রব! আমাকে দেখান, কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন। তখন আল্লাহ্

www.pathagar.com

قَالَ بَلٰى وَ لٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ط
قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ
فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ
جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا
ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ط
وَ اعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

٦٥- يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ
اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ
اِلَّا مِنْ بَعْدِهٖ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

٦٦- هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ
فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا
لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ط
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○
٦٧- مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا
وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ط
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○
٦٨- اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ
لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَ هٰذَا النَّبِىُّ وَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا ط وَ اللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ○
٩٥- قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ تق

www.pathagar.com

فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

ইব্‌রাহীমের মিল্লাতের, আর সে তো ছিল না মুশরিকদের শামিল।

٩٦- اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ
بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

৯৬. নিশ্চয় সর্বপ্রথম যে ঘর মানব জাতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা তো মক্কায়, তা বরকতময় এবং হিদায়েত বিশ্ব-জগতের জন্য।

٩٧- فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ
وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ط
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط
وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

৯৭. তাতে আছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন, যেমন মাকামে ইব্‌রাহীম। আর যে কেউ সেথায় প্রবেশ করবে, সে হবে নিরাপদ। আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে, তার জন্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্জ কর অবশ্য কর্তব্য। আর কেউ কুফরী করলে, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী বিশ্বজগত থেকে।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২৫

١٢٥- وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا
مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط
وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ○

১২৫. আর তার চাইতে দীনের ব্যাপারে উত্তম কে, যে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ্‌র কাছে এমতাবস্থায় যে, সে নেক্‌কার এবং অনুসরণ করে ইব্‌রাহীমের মিল্লাত একনিষ্ঠভাবে ? আর আল্লাহ্ তো গ্রহণ করেছেন ইব্‌রাহীমকে বন্ধুরূপে।

সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭

٧٤- وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ
اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ج
اِنِّىْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৭৪. আর স্মরণ করুন, বলেছিল ইব্‌রাহীম তার পিতা আযরকে ঃ আপনি কি গ্রহণ করেছেন মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে ? আমি তো দেখছি আপনাকে ও আপনার কাওমকে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

٧٥- وَكَذٰلِكَ نُرِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ
مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ○

৭৫. আর এভাবেই আমি দেখাই ইব্‌রাহীমকে আসমান ও যমীনের বাদশাহী, যাতে সে হয় নিশ্চিত বিশ্বাসী।

www.pathagar.com

৭৬. তারপর যখন রাত তাকে আচ্ছন্ন করল, তখন সে দেখল নক্ষত্র এবং বলল ঃ এটাই আমার রব। এরপর যখন নক্ষত্র ডুবে গেল, তখন সে বলল ঃ আমি ভালবাসি না যা ডুবে যায় তা।

٧٦- فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ
رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ
فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ○

৭৭. তারপর যখন সে দেখল চাঁদকে সমুজ্জ্বলরূপে, তখন সে বলল ঃ এটাই আমার রব। যখন চাঁদও ডুবে গেল, তখন সে বলল ঃ যদি আমাকে পথ না দেখান আমার রব, তাহলে অবশ্যই আমি হয়ে যাব গুম্‌রাহদের শামিল।

٧٧- فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا
قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ
قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ
لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ○

৭৮. তারপর যখন সে দেখল সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে, তখন সে বলল ঃ এটাই আমার রব। এটাই সর্ববৃহৎ। এরপর যখন সূর্যও ডুবে গেল, তখন সে বলল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা যে শির্‌ক কর, তা থেকে আমি মুক্ত।

٧٨- فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً
قَالَ هٰذَا رَبِّيْ
هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ
قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○

৭৯. আমি একনিষ্ঠভাবে মুখ ফিরাচ্ছি তাঁর দিকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন, আর নই আমি মুশরিকদের শামিল।

٧٩- اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ
فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا
وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৮০. তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো তার কাওম, সে বলল ঃ তোমরা কি বিতর্ক করছ আমার সাথে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে ? তিনি তো আমাকে হিদায়েত করেছেন। আর আমি ভয় করি না, যা কিছু তোমরা শরীক কর তাঁর সাথে; আমার রব অন্য কিছু ইচ্ছা না করলে। আমার রব পরিব্যাপ্ত করে আছেন সবকিছু জ্ঞানে। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

٨٠- وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ۚ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ
فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ۚ
وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ
اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْـًٔا ۚ
وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ
اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

৮১. আর আমি কিরূপে ভয় করব তাদের, যাদের তোমরা শরীক কর, তোমরা তো ভয় কর না আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করতে, যে বিষয়ে তিনি তোমাদের

٨١- وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ
وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ
مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۚ

فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ
اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

কাছে কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। অতএব, দু'দলের মাঝে কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিক হক্‌দার ? বল, যদি তোমরা জান।

٨٣- وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ
عَلٰى قَوْمِهٖ ۭ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ۭ
اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

৮৩. আর এ সব আমার দলীল, যা আমি দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীমকে তার কাওমের মুকাবিলায়, আমি উন্নীত করি মর্যাদায় যাকে আমি ইচ্ছা করি। নিশ্চয় আপনার রব হিক্‌মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

٨٤- وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ
كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ
وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۭ
وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

৮৪. আর আমি দান করেছিলাম ইব্‌রাহীমকে ইসহাক ও ইয়া'কূব। তাদের উভয়কে আমি হিদায়েত দান করেছিলাম। আর এর পূর্বে আমি হিদায়েত দান করেছিলাম নূহকে এবং তাঁর বংশধর দাঊদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে। আর এভাবেই আমি পুরস্কৃত করি নেক্‌কারদের।

٨٥- وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ۭ
كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৮৫. আর হিদায়েত দান করেছিলাম যাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা ও ইল্‌ইয়াস্‌কে, তারা সবাই ছিল সৎলোক।

٨٦- وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ۭ
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

৮৬. আর হিদায়েত দান করেছিলাম ইসমাঈল, আল-ইয়াস'আ, ইউনুস ও লূতকে এবং আমি এদের প্রত্যেককে সম্মানিত করেছিলাম সারা-জাহানে।

٨٧- وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ
وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৮৭. আর হিদায়েত দান করেছিলাম তাদের পিতৃ-পুরুষ, বংশধর এবং ভাইদের থেকেও, আর আমি তাদের মনোনীত করেছিলাম এবং তাদের সরলসঠিক পথে পরিচালিত করেছিলাম।

সূরা তাওবা, ৯ : ১১৪

١١٤- وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ
اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا

১১৪. আর ইব্‌রাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা করা তার পিতার জন্য শুধু এ কারণে ছিল যে, সে তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারপর যখন তার কাছে স্পষ্ট হলো যে, তার

www.pathagar.com

তَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ
اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ○

পিতা আল্লাহ্‌র শত্রু, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। ইব্‌রাহীম তো ছিল কোমল হৃদয়, সহনশীল।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬

৬৯. আর অবশ্যই এসেছিল আমার ফিরিশতারা ইব্‌রাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে। তারা বলল ঃ সালাম। ইব্‌রাহীমও বলল ঃ সালাম এবং সে অনতিবিলম্বে পরিবেশন করল একটি ভূণা বাছুর।

٦٩- وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ
بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ
فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ○

৭০. তারপর যখন সে দেখল তাদের হাত সেদিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন সে তাদের অবাঞ্ছিত মনে করল এবং তাদের সম্বন্ধে মনে মনে শংকিত হল। তারা বলল ঃ ভয় করবেন না, আমরা তো প্রেরিত হয়েছি কাওমে লূতের প্রতি।

٧٠- فَلَمَّا رَآ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ
نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ
مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ
اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ○

৭১. আর তার স্ত্রী দাঁড়ান ছিল এবং সে হেসে ফেলল, আর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়া'কূবের।

٧١- وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا
بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ○

৭২. সে (মহিলা) বলল ঃ কি আশ্চর্য! আমি সন্তান প্রসব করব, অথচ আমি বৃদ্ধা এবং এ আমার স্বামী বৃদ্ধ ! নিশ্চয়ই এ একটি অদ্ভুত ব্যাপার!

٧٢- قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ
وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ
اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ○

৭৩. তারা (ফিরিশতাগণ) বলল ঃ তুমি আশ্চার্যান্বিত হচ্ছ আল্লাহ্‌র কাজে ? আল্লাহ্‌র রহমত ও তাঁর বরকত তোমাদের প্রতি, হে ইব্‌রাহীমের পরিবার বর্গ ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ প্রশংসিত, মহিমান্বিত।

٧٣- قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ
رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ
اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

৭৪. তারপর যখন বিদূরিত হল ইব্‌রাহীমের থেকে ভয় এবং এলো তার কাছে সুসংবাদ, তখন সে বাদানুবাদ করতে

٧٤- فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ
الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى

يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۝

লাগল আমার সাথে লূতের কাওম সম্বন্ধে।

٧٥- إِنَّ إِبْرٰهِيمَ لَحَلِيمٌ
أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ۝

৭৫. নিশ্চয় ইব্‌রাহীম তো সহনশীল, কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ্‌ অভিমুখী।

٧٦- يٰٓإِبْرٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ
إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْ
اٰتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۝

৭৬. হে ইব্‌রাহীম, বিরত হও এ থেকে। অবশ্যই এসে গেছে, তোমার রবের ফয়সালা আর তাদের উপর তো আসবে অবধারিত শাস্তি।

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১

٣٥- وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ
هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِي
وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝

৩৫. আর স্মরণ কর, বলেছিল ইব্‌রাহীম ঃ হে আমার রব! আপনি করুন এ মক্কা নগরীকে নিরাপদ এবং দূরে রাখুন আমাকে ও আমার পুত্রদের প্রতিমা পূজা থেকে।

٣٦- رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ
كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِي
فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي
فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৩৬. হে আমার রব! এ সব প্রতিমা তো গুম্‌রাহ্‌ করেছে অনেক মানুষকে, সুতরাং যে কেউ আমার অনুসরণ করবে, সে হবে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার নাফরমানী করলে, আপনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣٧- رَبَّنَآ إِنِّيٓ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ
رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ
تَهْوِيٓ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ
مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝

৩৭. হে আমাদের রব! আমি তো বসবাসের ব্যবস্থা করলাম, আমার কতক বংশধরদের, আপনার পবিত্র ঘরের কাছে অনুর্বর উপত্যকায়। হে আমাদের রব! তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব আপনি মানুষের মন তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করুন ফল-ফলাদি দিয়ে, যাতে তারা শোকর করে।

٣٨- رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ
وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ

৩৮. হে আমাদের রব! আপনি তো জানেন, যা আমরা গোপন করি এবং যা আমরা প্রকাশ করি। আর কোন কিছুই গোপন

www.pathagar.com

فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ○

থাকে না আল্লাহ্‌র কাছে যমীনে আর না আসমানে।

٣٩- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ
عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ط
اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ○

৩৯. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে দান করেছেন এ বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে। নিশ্চয় আমার রব তো দু'আ শোনে থাকেন।

٤٠- رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ○

৪০. হে আমার রব! করুন আমাকে সালাত কায়েমকারী এবং আমার বংশধরদের থেকেও। হে আমাদের রব! আপনি কবুল করুন আমার দু'আ।

٤١- رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ
وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ○

৪১. হে আমাদের রব! আপনি মাফ করুন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনদের, যে দিন অনুষ্ঠিত হবে হিসাব।

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০

٥١- وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ○

৫১. আর আপনি অবহিত করুন তাদের ইব্‌রাহীমের মেহমানদের ব্যাপার,

٥٢- اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ط
قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ○

৫২. যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল, তখন তারা বলল ঃ সালাম। ইব্‌রাহীম বলেছিল ঃ আমি তো তোমাদের ব্যাপারে শংকিত।

٥٣- قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ
بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ○

৫৩. তারা বলল ঃ আপনি ভয় করবেন না। আমরা তো আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এক জ্ঞানী পুত্রের।

٥٤- قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ
الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ○

৫৪. সে (ইব্‌রাহীম) বলল ঃ তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ? কি বিষয়ে তোমরা সুসংবাদ দিচ্ছ ?

٥٥- قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ
فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ○

৫৫. তারা বলল ঃ আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি ; অতএব আপনি নিরাশ হবেন না।

٥٦- قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ
اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ○

৫৬. সে (ইব্‌রাহীম) বলল ঃ কে নিরাশ হয় তার রবের রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া ?

www.pathagar.com

৫৭. সে আরো বলল ঃ হে ফিরিশ্‌তাগণ! তোমাদের আর কি বিশেষ কাজ আছে ?

٥٧- قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ
اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ○

৫৮. তারা (ফিরিশ্‌তারা) বলল ঃ আমরা তো প্রেরিত হয়েছি এক অপরাধী কাওমের বিরুদ্ধে।

٥٨- قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ
اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ○

৫৯. তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, অবশ্যই আমরা তো রক্ষা করব তাদের সবাইকে,

٥٩- اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ
اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৬০. কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়। আমরা তো স্থির করেছি যে, সে তো পেছনে অবস্থান-কারীদের একজন।

٦٠- اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ
اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ১২০, ১২১, ১২২

১২০. নিশ্চয় ইব্‌রাহীম ছিল এক উম্মাত, আল্লাহ্‌র অনুগত একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না মুশ্‌রিকদের শামিল।

١٢٠- اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ
حَنِيْفًا ؕ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১২১. সে ছিল কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য। আল্লাহ্‌ তাকে মনোনীত করেন এবং পরিচালিত করেন সরল সঠিক পথে।

١٢١- شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ؕ
اِجْتَبٰهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

১২২. আর আমি তাকে দিয়েছিলাম এ দুনিয়াতে কল্যাণ এবং অবশ্যই সে আখিরাতে হবে নেক্‌কারদের অন্যতম।

١٢٢- وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ
وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

৪১. আর স্মরণ করুন। এ কিতাবে লিখিত ইব্‌রাহীমের কথা, সে তো ছিল সত্যবাদী নবী।

٤١- وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ؕ
اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ○

৪২. যখন সে বলেছিল তার পিতাকে ঃ হে আমার পিতা ! কেন তুমি ইবাদত কর তার যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না ?

٤٢- اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ
تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ
وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْـًٔا ○

৪৩. হে আমার পিতা ! আমার কাছে তো এসেছে জ্ঞান, যা আসেনি তোমার

٤٣- يٰٓاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ

www.pathagar.com

مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ
صِرَاطًا سَوِيًّا ○

٤٤- يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَٰنَ
كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ○

٤٥- يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ
مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا ○

٤٦- قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ
لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ
وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ○

٤٧- قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيْكَ ۖ
سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٓ ۖ
إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيًّا ○

٤٨- وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي
عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ○

٤٩- فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ
وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ○

www.pathagar.com

٥٠- وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا
وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ○

৫০. আর আমি দান করলাম তাদের আমার তরফ থেকে রহমত এবং সমুচ্চ করলাম তাদের খ্যাতি।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯. ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩

٥١- وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ
مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ○

৫১. আর আমি তো দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীমকে তার সৎপথের জ্ঞান এর আগে এবং আমি তো ছিলাম তার ব্যাপারে সম্যক অবহিত।

٥٢- اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ
الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ○

৫২. স্মরণ কর, সে বলেছিল তার পিতা ও তার কাওমকে ঃ এ মূর্তিগুলো কী, তোমরা রয়েছ যাদের পূজায় রত ?

٥٣- قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا
لَهَا عٰبِدِيْنَ ○

৫৩. তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণকে এদের পূজা করতে দেখেছি।

٥٤- قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ
اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৫৪. সে বলল ঃ নিশ্চয় তোমরা ও তোমাদের পিতৃ-পুরুষরা রয়েছ স্পষ্ট গুম্‌রাহীতে।

٥٥- قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ
اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ○

৫৫. তারা বলল ঃ তুমি কি নিয়ে এসেছ আমাদের কাছে সত্য, না তুমি কৌতুক করছ ?

٥٦- قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ
وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৫৬. সে বলল ঃ না, বরং তোমাদের রব তো আসমান ও যমীনের রব, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন আর আমি এ বিষয়ে অন্যতম সাক্ষী।

٥٧- وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ
بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ○

৫৭. কসম আল্লাহ্‌র ! অবশ্যই আমি কৌশল অবলম্বন করব তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে, তোমাদের চলে যাওয়ার পরে।

٥٨- فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ
لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ○

৫৮. তারপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল সেগুলো, তাদের বড়টি ছাড়া, যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে।

www.pathagar.com

৫৯. তারা বলল ঃ কে করল এরূপ আমাদের দেব-দেবীদের সাথে ? নিশ্চয় সে তো সীমালংঘনকারী।

٥٩- قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৬০. তারা বলল ঃ আমরা শুনেছি এক যুবককে এদের ব্যাপারে সমালোচনা করতে, যাকে ইব্‌রাহীম নামে ডাকা হয়।

٦٠- قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ○

৬১. তারা বলল ঃ তবে তাকে হাযির কর লোকের সামনে, যাতে তারা প্রত্যক্ষ করতে পারে।

٦١- قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ○

৬২. তারা বলল ঃ হে ইব্‌রাহীম! তুমিই কি এরূপ করেছ আমাদের দেব-দেবীদের সাথে ?

٦٢- قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○ؕ

৬৩. সে (ইব্‌রাহীম) বলল ঃ বরং এরূপ কেউ করেছে, এদের বড়টা তো এই! কাজেই, জিজ্ঞেস কর তাদের, যদি এরা কথা বলতে পারে!

٦٣- قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖۗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ○

৬৪. তখন তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং বলল ঃ তোমরাই তো সীমালংঘনকারী!

٦٤- فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৬৫. তারপর তাদের মাথা অবনত হল। তারা বলল, তুমি তো জানই যে, এরা কথা বলতে পারে না।

٦٥- ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ○

৬৬. সে (ইব্‌রাহীম) বলল ঃ তবে তোমরা ইবাদত করছ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এমন কিছুর, যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না ?

٦٦- قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ○

৬৭. ধিক তোমাদের এবং তাদের যাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌কে ছেড়ে! তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?

٦٧- اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৬৮. তারা বলল ঃ তোমরা জ্বালিয়ে দাও একে এবং তোমরা সাহায্য কর তোমাদের দেব-দেবীদের, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও।

٦٨- قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○

www.pathagar.com

٦٩-قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ○

৬৯. (আল্লাহ্ বলছেন) আমি বললাম ঃ হে আগুন! তুমি হয়ে যাও শীতল ও শান্তিদায়ক ইব্‌রাহীমের জন্য।

٧٠- وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ○

৭০. আর তারা তো চেয়েছিল তার ক্ষতি সাধন করতে। কিন্তু আমি করে দিলাম তাদের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

٧١- وَ نَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ○

৭১. আর আমি নাজাত দিলাম ইব্‌রাহীম ও লূতকে সে দেশে পাঠিয়ে, যেখানে আমি রেখেছি বরকত বিশ্ববাসীর জন্য।

٧٢-وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ط وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ط وَ كُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ○

৭২. আর আমি ইব্‌রাহীমকে দান করলাম ইসহাক এবং নাতিরূপে দিলাম ইয়া'কূবকে অতিরিক্ত। আর তাদের প্রত্যেককেই করেছিলাম নেক্‌কার।

٧٣- وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ج وَ كَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ○

৭৩. আর আমি করেছিলাম তাদের নেতা, তারা হিদায়েত করত আমার নির্দেশ অনুসারে এবং তাদের প্রতি ওহী করেছিলাম ভালকাজ করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত দিতে, আর তারা তো আমারই ইবাদত করত।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২৬, ২৭, ৭৮

٢٦-وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○

২৬. আর স্মরণ কর, আমি চিহ্নিত করে দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীমের জন্য কা'বা গৃহের স্থান। (বলেছিলাম) তুমি শরীক করো না আমার সাথে কোন কিছুর এবং পবিত্র রেখ আমার ঘরকে তাওয়াফকারী এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকূ' করে ও সিজ্‌দা করে তাদের জন্য।

٢٧-وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ○

২৭. আর ঘোষণা করে দাও মানুষের মাঝে হজ্জের, তারা আসবে তোমার কাছে পায়ে হেঁটে এবং সব ধরনের ক্ষীণকায় উটে চড়ে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।

www.pathagar.com

৭৮. আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার মত। তিনি তোমাদের বেছে নিয়েছেন এবং তিনি আরোপ করেননি তোমাদের উপর দীনের ব্যাপারে কোন কঠোরতা। তোমরা অনুসরণ কর তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীমের মিল্লাত। তিনি তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এর পূর্বে এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল হন তোমাদের সাক্ষী স্বরূপ এবং তোমরাও হও সাক্ষীস্বরূপ মানুষের জন্য। সুতরাং তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ কর আল্লাহ্‌কে, তিনিই তোমাদের বন্ধু, কত উত্তম বন্ধু এবং কত উত্তম সাহায্যকারী!

٧٨- وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ
هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۚ
مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرٰهِيْمَ ۚ
هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ
وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ
فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَاعْتَصِمُوْا بِاللَّهِ ۚ هُوَ مَوْلٰكُمْ ۚ
فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯

৬৯. আর বর্ণনা করুন তাদের কাছে ইব্‌রাহীমের বৃত্তান্ত।

٦٩- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ○

৭০. যখন সে বলেছিল তার পিতাকে এবং তার কাওমকে ঃ তোমরা কিসের ইবাদত কর ?

٧٠- اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ○

৭১. তখন তারা বলেছিল ঃ আমরা ইবাদত করি মূর্তির, আর আমরা নিষ্ঠার সাথে রত থাকব তাদের পূজায়।

٧١- قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ○

৭২ সে (ইব্‌রাহীম) বলল ঃ তারা কি তোমাদের কথা শোনে, যখন তোমরা তাদের ডাক ?

٧٢- قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ○

৭৩. অথবা তারা কি তোমাদের কোন উপকার করতে পারে বা অপকার করতে পারে ?

٧٣- اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ○

٧٤- قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ○

৭৪. তারা বলল ঃ না, তবে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদের এরূপ করতে।

٧٥- قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ○

৭৫. সে (ইব্‌রাহীম) বলল ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, কিসের পূজা করে আসছ,

٧٦- اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ○

৭৬. তোমরা ও তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারা ?

٧٧- فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৭৭. অবশ্যই তারা সবাই আমার দুশমন, রাব্বুল আলামীন ছাড়া ;

٧٨- الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ○

৭৮. যিনি সৃষ্টি করেছেন আমাকে এবং তিনিই আমাকে পথ দেখান।

٧٩- وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ ○

৭৯. আর তিনিই আমাকে খাওয়ান এবং আমাকে পান করান।

٨٠- وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ○

৮০. আর যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন ;

٨١- وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ○

৮১. আর তিনিই আমাকে মৃত্যু দেবেন, তারপর তিনিই আবার জীবিত করবেন।

٨٢- وَالَّذِيْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ○

৮২. আর আশা করি, তিনিই ক্ষমা করবেন আমার অপরাধ কিয়ামতের দিন।

٨٣- رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ○

৮৩. হে আমার রব! দান করুন আমাকে জ্ঞান এবং শামিল করুন আমাকে নেক্‌কারদের মাঝে।

٨٤- وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ○

৮৪. আর করুন আমাকে যশ ও খ্যাতির অধিকারী পরবর্তীদের মাঝে,

٨٥- وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ○

৮৫. এবং করুন আমাকে শান্তিময় জান্নাতের অধিকারীদের শামিল,

٨٦- وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ○

৮৬. আর ক্ষমা করুণ আমার পিতাকে, তিনি তো গুম্‌রাহদের শামিল।

٨٧- وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ○

৮৭. আর আপনি আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না কিয়ামতের দিনে,

٨٨- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ○

৮৮. যে দিন কোন কাজে আসবে না ধন-সম্পদ, আর না সন্তান-সন্ততি,

www.pathagar.com

৮৯. তবে সে ছাড়া যে আসবে আল্লাহ্র কাছে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে।

٨٩- اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ○

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১৬, ১৭, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭

১৬. আর স্মরণ কর ইব্রাহীমের কথা, যখন সে বলেছিল তার কাওমকে ঃ তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্র এবং ভয় কর তাঁকেই। এটাই শ্রেয় তোমাদের জন্য, যদি তোমরা জানতে!

١٦- وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ
لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ؕ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১৭. তোমরা তো পূজা করছ আল্লাহ্কে ছেড়ে মূর্তির এবং উদ্ভাবন করছ মিথ্যা। নিশ্চয় যাদের তোমরা পূজা করছ আল্লাহ্কে ছেড়ে, তারা মালিক নয় তোমাদের রিযিকের। অতএব তোমরা চাও আল্লাহ্র কাছে রিযিক এবং তাঁরই ইবাদত কর আর তাঁরই শোকর আদায় কর। তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

١٧- اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا
وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا
فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ
وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

২৪. ইব্রাহীমের কাওমের জবাব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না ঃ তোমরা হত্যা কর একে, অথবা আগুনে জ্বালিয়ে দাও একে। কিন্তু আল্লাহ্ রক্ষা করলেন তাকে আগুন থেকে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চত নিদর্শন মু'মিন লোকদের জন্য।

٢٤- فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ
اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ
فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

২৫. আর ইব্রাহীম বলল ঃ তোমরা তো গ্রহণ করেছ উপাস্যরূপে আল্লাহ্কে ছেড়ে মূর্তিগুলোকে, তোমাদের মাঝে পার্থিব জীবনে পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে। পরিণামে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং তোমরা লা'নত করবে পরস্পরকে। আর তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং থাকবে না তোমাদের কোন সাহায্যকারী।

٢٥- وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ
بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ
وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ز
وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

٢٦- فَـاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২৬. তারপর ঈমান আনল ইব্‌রাহীমের প্রতি লূত। আর ইব্‌রাহীম বলল ঃ আমি তো হিজরত করছি আমার রবের উদ্দেশ্যে। অবশ্যই তিনি পরাক্রমশালী, হিক্‌মত-ওয়ালা।

٢٧- وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

২৭. আর আমি দান করেছিলাম ইব্‌রাহীমকে ইসহাক ও ইয়া'কূব এবং দিয়েছিলাম তার বংশধরদের মাঝে নবুওয়াত ও কিতাব এবং আমি পুরস্কার দিয়েছিলাম তাকে দুনিয়ায় আর আখিরাতেও অবশ্যই সে হবে নেক্‌কারদের অন্যতম।

সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ ঃ ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩

٨٣- وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ○

৮৩. আর তার (নূহের) অনুসারীদের মধ্যে তো ছিল ইব্‌রাহীম।

٨٤- اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ○

৮৪. স্মরণ কর, সে উপস্থিত হয়েছিল তার রবের কাছে বিশুদ্ধ চিত্তে,

٨٥- اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ○

৮৫. যখন সে জিজ্ঞাসা করেছিল তার পিতা ও তার কাওমকে ঃ তোমরা কিসের পূজা করছ ?

٨٦- اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ○

৮৬. তোমরা কি চাও অলীক ইলাহ্‌গুলোকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ?

٨٧- فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৮৭. তোমাদের কী ধারণা রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে ?

٨٨- فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ○

৮৮. তারপর সে একবার তাকাল তারকা-রাজির দিকে,

٨٩- فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ○

৮৯. এবং বলল ঃ আমি তো অসুস্থ !

٩٠- فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ○

৯০. তারপর তারা তাকে পেছনে রেখে চলে গেল।

৯১. পরে সে সন্তর্পণে তাদের দেবতাদের কাছে গেল এবং বলল ঃ তোমরা খাচ্ছ না কেন ?

٩١- فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ
أَلَا تَأْكُلُونَ ○

৯২. তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কথাও বল না ?

٩٢- مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ○

৯৩. তারপর সে তাদের উপর জোরে আঘাত হানল।

٩٣- فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًۢا بِٱلْيَمِينِ ○

৯৪. তখন ছুটে এল তার দিকে লোকগুলো।

٩٤- فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ○

৯৫. সে (ইব্‌রাহীম) বলল ঃ তোমরা কি পূজা করছ তাদের, যাদের তোমরা নিজ হাতে নির্মাণ করছ ?

٩٥- قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ○

৯৬. বস্তুত আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমরা যা তৈরী করছ তাও !

٩٦- وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ○

৯৭. তারা বলল ঃ তোমরা বানাও এর জন্য একটি ইমারত। তারপর তাকে নিক্ষেপ কর জ্বলন্ত আগুনে।

٩٧- قَالُوا ٱبْنُوا لَهُۥ بُنْيَٰنًا
فَأَلْقُوهُ فِى ٱلْجَحِيمِ ○

৯৮. তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল। কিন্তু আমি তাদের করে দেই অতিশয় হেয়।

٩٨- فَأَرَادُوا بِهِۦ كَيْدًا
فَجَعَلْنَٰهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ○

৯৯. সে (ইব্‌রাহীম) বলল ঃ আমি চললাম আমার রবের দিকে. অবশ্যই তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।

٩٩- وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ
إِلَىٰ رَبِّى سَيَهْدِينِ ○

১০০. হে আমার রব! দান করুন আমাকে এক নেক-সন্তান।

١٠٠- رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ○

১০১. তারপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম এক সহনশীল পুত্রের।

١٠١- فَبَشَّرْنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٍ ○

১০২ তারপর যখন সে তার পিতার সংগে কাজ করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্‌রাহীম তাকে বলল ঃ হে বেটা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবাহ্‌ করছি। এখন বল তোমার মত কি ? সে বলল ঃ হে আমার আব্বা! করুন, আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন

١٠٢- فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَٰبُنَىَّ
إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ
مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ
سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ

www.pathagar.com

তা-ই। অবশ্যই আপনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমাকে পাবেন ধৈর্যশীলদের শামিল। مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ○

১০৩. যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্‌রাহীম ইসমাঈলকে উপুঁড় করে শোয়াল,

١٠٣- فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ○

১০৪. তখন আমি তাকে ডেকে বললাম ঃ হে ইব্‌রাহীম!

١٠٤- وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○

১০৫. তুমি তো বাস্তবায়িত করে দেখালে স্বপ্নটি ; আমি তো এভাবেই পুরস্কৃত করি নেক্‌কারদের।

١٠٥- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

১০৬ এতো ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

١٠٦- اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ○

১০৭: আর আমি তাকে মুক্ত করলাম এক বিরাট কুরবানীর বিনিময়ে।

١٠٧- وَ فَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ○

১০৮. আর রেখেদিলাম একে স্মরণীয় করে পরবর্তীদের মাঝে।

١٠٨- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ○

১০৯. শান্তি বর্ষিত হউক ইব্‌রাহীমের উপর!

١٠٩- سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ○

১১০. এভাবেই আমি পুরস্কার দেই নেক্‌-কারদের।

١١٠- كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

১১১. সে তো ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের একজন।

١١١- اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১১২. আর আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের। সে ছিল এক নবী, নেক্-কারদের মধ্য থেকে।

١١٢- وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১১৩. আর আমি বরকত দান করেছিলাম তাকে এবং ইসহাককেও। আর তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক ছিল নেক্‌কার এবং কতক ছিল নিজেদের উপর স্পষ্ট যালিম-।

١١٣- وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ۗ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ○

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৪৫, ৪৬, ৪৭

৪৫. আর স্মরণ কর! আমার বান্দা ইব্‌রাহীম, ইস্‌হাক ও ইয়া'কূবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।

٤٥- وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ○

www.pathagar.com

৪৬. আমি তাদের অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, তাহলো পরলোকের স্মরণ।

٤٦- اِنَّاۤ اَخۡلَصۡنٰهُمۡ بِخَالِصَةٍ ذِكۡرَى الدَّارِ ○

৪৭. আর অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত, উত্তম বান্দাদের শামিল।

٤٧- وَاِنَّهُمۡ عِنۡدَنَا لَمِنَ الۡمُصۡطَفَيۡنَ الۡاَخۡيَارِ ○

সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৬, ২৭, ২৮

২৬. আর স্মরণ কর! বলেছিল ইব্‌রাহীম তার পিতাকে এবং তার কাওমকে ঃ আমি তো কোন সম্পর্ক রাখি না, তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে,

٢٦- وَاِذۡ قَالَ اِبۡرٰهِيۡمُ لِاَبِيۡهِ وَقَوۡمِهٖۤ اِنَّنِىۡ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعۡبُدُوۡنَ ○

২৭. তবে সম্পর্ক রাখি শুধু তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেন।

٢٧- اِلَّا الَّذِىۡ فَطَرَنِىۡ فَاِنَّهٗ سَيَهۡدِيۡنِ ○

২৮. আর সে রেখে গেছে এ ঘোষণাকে স্থায়ী বাণীরূপে তার পরবর্তীদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র পথে ফিরে আসে।

٢٨- وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِىۡ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُوۡنَ ○

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

২৪. এসেছে কি আপনার কাছে ইব্‌রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত ?

٢٤- هَلۡ اَتٰىكَ حَدِيۡثُ ضَيۡفِ اِبۡرٰهِيۡمَ الۡمُكۡرَمِيۡنَ ○

২৫. যখন তারা তার কাছে প্রবেশ করল এবং বলল ঃ সালাম। উওরে সে বলল ঃ সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক ?

٢٥- اِذۡ دَخَلُوۡا عَلَيۡهِ فَقَالُوۡا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوۡمٌ مُّنۡكَرُوۡنَ ○

২৬. তারপর সে গেল তার স্ত্রীর কাছে এবং নিয়ে এলো একটা মোটা তাজা ভাজা বাছুর,

٢٦- فَرَاغَ اِلٰۤى اَهۡلِهٖ فَجَآءَ بِعِجۡلٍ سَمِيۡنٍ ○

২৭. তা সে রাখল তাদের সামনে, আর বলল ঃ তোমরা খাওনা কেন ?

٢٧- فَقَرَّبَهٗۤ اِلَيۡهِمۡ قَالَ اَلَا تَاۡكُلُوۡنَ ○

২৮. ফলে, এতে তাদের ব্যাপারে ভীতির সঞ্চার হল তার মনে। তারা বলল, ভয়

٢٨- فَاَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِيۡفَةً ؕ قَالُوۡا لَا تَخَفۡ ؕ

وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ○

করবেন না। পরে তারা তাকে সুসংবাদ দিল এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের।

٢٩- فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ
فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ○

২৯. তখন তার স্ত্রী সামনে এল চীৎকার করতে করতে এবং মুখ চাপড়িয়ে বলল ঃ আমি তো বৃদ্ধা-বন্ধ্যা।

٣٠- قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ۭ
اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ○

৩০. তারা বলল ঃ এরূপই হবে, বলেছেন তোমার রব। তিনি তো হিক্‌মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

٣١- قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ○

৩১. সে (ইব্‌রাহীম) বলল ঃ কী কাজ তোমাদের ওহে প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ ?

٣٢- قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ○

৩২. তারা বলল ঃ আমরা প্রেরিত হয়েছি এক অপরাধী কাওমের প্রতি।

٣٣- لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ○

৩৩. নিক্ষেপ করার জন্য তাদের উপর শক্ত মাটির ঢেলা,

٣٤- مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ○

৩৪. যা তোমার রবের তরফ থেকে চিহ্নিত, সীমালংঘনকারীদের জন্য।

٣٥- فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৩৫. অবশেষে আমি উদ্ধার করলাম সেখানে যে সব মু'মিন ছিল তাদের,

٣٦- فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ
مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৩৬ আর আমি পাইনি সেখানে একটি পরিবার ছাড়া কোন মুসলিম।

٣٧- وَتَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً
لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○

৩৭. আর আমি এতে নিদর্শন রেখেছি তাদের জন্য, যারা ভয় করে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৪, ৫

٤- قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ فِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ
اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ
وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا

৪. অবশ্যই তোমাদের জন্য আছে উত্তম আদর্শ ইব্‌রাহীম ও যারা ছিল তার সাথী, তাদের মধ্যে। যখন তারা বলেছিল তাদের কাওমকে ঃ নেই আমাদের কোন সম্পর্ক তোমাদের সাথে এবং যাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের সাথেও। আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করলাম এবং সৃষ্টি হলো আমাদের ও তোমাদের মাঝে

www.pathagar.com

শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য। যে পর্যন্ত না তোমরা ঈমান আন এক আল্লাহ্‌তে। তবে ইব্‌রাহীমের উক্তি তার পিতার প্রতি এর ব্যতিক্রম ঃ অবশ্যই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব আপনার জন্য এবং আমি কোন অধিকার রাখি না আপনার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে। হে আমাদের রব! আপনারই উপর আমরা ভরসা করলাম এবং আপনারই অভিমুখী হলাম আর আপনারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন।

حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ
اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ
لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ
وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ
رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا
وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا
وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

৫. হে আমাদের রব! আপনি আমাদের করবেন না পরীক্ষার বিষয় কাফিরদের জন্য। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আপনি তো পরাক্রমশালী মহাহিক্‌মতওয়ালা।

٥- رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

হযরত ইস্‌মাঈল (আ)

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০

১২৫. আর স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি করেছিলাম কা'বাগৃহকে মানব জাতির জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তার স্থল এবং বলেছিলাম ঃ তোমরা গ্রহণ কর মাকামে ইব্‌রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে। আর নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলকে যেন তারা পবিত্র রাখে আমার ঘর তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকূ ও সিজ্‌দাকারীদের জন্য।

١٢٥- وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
وَاَمْنًا ۭ
وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ۭ
وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّاۗىِٕفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝

১২৭. আর যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের দেওয়াল তুলছিল, তখন তারা বলেছিল ঃ হে আমাদের রব! আপনি কবূল করুন আমাদের একাজ, আপনি তো সব শোনেন, সব জানেন।

١٢٧- وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ۭ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۭ
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

১২৮. হে আমাদের রব! আপনি করুন আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত এবং আমাদের বংশধরদের থেকেও করুন এক অনুগত উম্মাত, আর দেখিয়ে দিন আমাদের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি এবং হোন আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল। আপনি তো অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢٨- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص
وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج
اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

১২৯. হে আমাদের রব! আপনি পাঠান তাদের মাঝে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তিলাওয়াত করে শোনাবেন তাদের আপনার আয়াতসমূহ এবং তাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও হিক্‌মত এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। আপনি তো পরাক্রমশালী মহাহিক্‌মত-ওয়ালা।

١٢٩- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ
يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১৩৩. তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন এসেছিল মৃত্যু ইয়া'কূবের কাছে ? যখন জিজ্ঞাসা করেছিল ইয়া'কূব তার পুত্রদের ঃ তোমরা কিসের ইবাদত করবে আমার পরে ? তখন তারা বলেছিল ঃ আমরা ইবাদত করব আপনার ইলাহের এবং আপনার পিতৃ-পুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ও ইস্‌হাকের ইলাহের, যিনি এক ইলাহ্‌! আর আমরা তাঁরই কাছে আত্ম-সমর্পনকারী।

١٣٣- اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ
الْمَوْتُ لا اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ
مِنْ بَعْدِيْ ط قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ
وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ
اِلٰهًا وَّاحِدًا ج
وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

১৩৬. তোমরা বল ঃ আমরা ঈমানের রাখি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি, আর যা নাযিল-করা হয়েছে ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইয়া'কূব ও তার বংশধরদের প্রতি। আর যা দেওয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা দেওয়া হয়েছে অন্যান্য নবীদের, তাদের রবের তরফ থেকে। আমরা কোন পার্থক্য করি না তাদের মাঝে।

١٣٦- قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ
اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى
وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ج
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز

www.pathagar.com

আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ-কারী।

وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

১৪০. তোমরা কি বল যে, ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ইয়া'কূব ও তার বংশধরগণ ছিল ইয়াহূদী অথবা নাসারা ? বলুন ঃ তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্ বেশী জানেন ? তার চাইতে অধিক যালিম কে, যে গোপন করে তার কাছে, যে প্রমাণ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আছে তা ? আর আল্লাহ্ গাফিল নন সে সম্বন্ধে, যা তোমরা কর।

١٤٠- اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮৪

৮৪. বলুন ঃ আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও তাঁর বংশধরদের প্রতি, আর দেওয়া হয়েছে, মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদের-তাদের রবের তরফ থেকে। আমরা কোন পার্থক্য করি না তাদের মাঝে। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্ম-সমর্পণকারী।

٨٤- قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৩

১৬৩. আমি তো ওহী পাঠিয়েছি আপনার কাছে, যেমন আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ্ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে। আর আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরদের কাছে এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের কাছেও। আর আমি দিয়েছিলাম দাউদকে যাবূর।

١٦٣- اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৬

৮৬ আর আমি হিদায়েত দান করেছিলাম ইসমাঈল, আল্-ইসায়া, ইউনুস ও

٨٦- وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ

লূতকে এবং এদের প্রত্যেককে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্বজগতের উপর।

وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৩৯

৩৯ (ইব্রাহীম বললেন) সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি দান করেছেন আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইস্‌হাককে। নিশ্চয় আমার রব তো অতিশয় দু'আ শ্রবণকারী।

٣٩- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ
عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ط
اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ○

সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৪, ৫৫

৫৪ আর স্মরণ করুন! এ কিতাবে ইসমাঈলের কথা। নিশ্চয় সে ছিল ওয়াদা পালনে সত্যবাদী এবং সে ছিল রাসূল, নবী।

৫৫. আর সে নির্দেশ দিত তার পরিবার-পরিজনকে সালাত ও যাকাতের এবং সে ছিল তার রবের কাছে সন্তোষ-ভাজন।

٥٤- وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ز
اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ○
٥٥- وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ○

সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৫, ৮৬

৮৫. আর স্মরণ করুন! ইসমাঈল, ইদ্‌রীস ও যুল্‌-কিফ্‌লের কথা, তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল।

৮৬. আর আমি দাখিল করেছিলাম তাদের আমার রহমতে তারা তো ছিল নেক্‌কার।

٨٥- وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ط
كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ○
٨٦- وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا ط
اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৪৮

৪৮. আর স্মরণ করুন, ইসমাঈল, আল-ইয়াস্‌য়া ও যুল-কিফ্‌লের কথা, তারা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন।

٨٥- وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ط
كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ○

হযরত ইসহাক (আ)

সূরা বাকারা, ২ : ১৩৩, ১৩৬, ১৪০

১৩৩. তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন এসেছিল মৃত্যু ইয়া'কূবের কাছে ?

١٣٣- اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ

www.pathagar.com

যখন জিজ্ঞাসা করেছিল ইয়া'কূব তার পুত্রদের ঃ তোমরা কিসের ইবাদত করবে আমার পরে ? তখন তারা বলেছিল ঃ আমরা ইবাদত করব আপনার ইলাহের এবং আপনার পিতৃ-পুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ও ইস্‌হাকের ইলাহের, যিনি এক ইলাহ্। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।

الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ط قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

১৩৬. তোমরা বল ঃ আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি, আর যা নাযিল করা হয়েছে, ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইস্‌হাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরদের প্রতি। আর যা দেওয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা দেওয়া হয়েছে অন্যান্য নবীদের, তাদের রবের তরফ থেকে। আমরা কোন পার্থক্য করি না তাদের মাঝে। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।

١٣٦- قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

১৪০. তোমরা কি বল যে, ইব্‌রাহীম, ইসমাইল, ইস্‌হাক, ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরগণ ছিল ইয়াহূদী অথবা নাসারা ? বলুন ঃ তোমরা কি বেশী জান না আল্লাহ্ ? তার চাইতে অধিক যালিম কে, যে গোপন করে তার কাছে যে প্রমাণ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আছে তা ? আর আল্লাহ্ গাফিল নন সে সম্বন্ধে যা তোমরা কর।

١٤٠- أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ط قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ط وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ط وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮৪

৮৪. বলুন ঃ আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইস্‌হাক ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি, আর যা দেওয়া হ্‌য়েছে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য

٨٤- قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ

www.pathagar.com

নবীদের, তাদের রবের তরফ থেকে। আমরা কোন পার্থক্য করি না তাদের মাঝে। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্ম-সমর্পণকারী।

مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ
وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৩

১৬৩. আমি তো ওহী পাঠিয়েছি আপনার কাছে যেমন আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ্ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে। আর আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইস্‌হাক, ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরদের কাছে এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের কাছেও। আর আমি দিয়েছিলাম দাঊদকে যাবূর।

١٦٣- اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ
كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ
وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ
وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ
وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ○

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৪

৮৪. আর আমি দান করেছিলাম, ইব্‌রাহীমকে ইস্‌হাক ও ইয়া'কূব, এদের প্রত্যেককে দান করেছিলাম হিদায়েত। আর নূহ্‌কে হিদায়েত দান করেছিলাম আগে এবং তার বংশধরদের থেকে দাঊদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও। আর এ ভাবেই আমি পুরস্কার দেই নেক্‌কারদের।

٨٤- وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ
كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ
وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۭ
وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৭১

৭১. আর ইব্‌রাহীমের স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল এবং সে হেসে ফেলল। এরপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইস্‌হাকের এবং ইসহাকের পর ইয়া'কূবেরও।

٧١- وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا
بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ○

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৬, ৩৮

৬. আর এভাবেই তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে শিক্ষা দেবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আর পরিপূর্ণ করবেন তাঁর নিয়ামত তোমার প্রতি ও ইয়া'কূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি;

٦- وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ
مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ
عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا

www.pathagar.com

عَلَىٰٓ اَبَوَيۡكَ مِنۡ قَبۡلُ اِبۡرٰهِيۡمَ
وَاِسۡحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ○

৩৮- وَاتَّبَعۡتُ مِلَّةَ اٰبَآءِیۡۤ اِبۡرٰهِيۡمَ وَاِسۡحٰقَ
وَيَعۡقُوۡبَ ؕ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنۡ نُّشۡرِكَ بِاللّٰهِ مِنۡ
شَیۡءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ عَلَيۡنَا وَعَلَى
النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَشۡكُرُوۡنَ ○

৩৯- اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ وَهَبَ لِیۡ
عَلَى الۡكِبَرِ اِسۡمٰعِيۡلَ وَاِسۡحٰقَ ؕ
اِنَّ رَبِّیۡ لَسَمِيۡعُ الدُّعَآءِ ○

৪৯- فَلَمَّا اعۡتَزَلَهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُوۡنَ
مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبۡنَا لَهٗۤ اِسۡحٰقَ وَيَعۡقُوۡبَ ؕ
وَكُلًّا جَعَلۡنَا نَبِيًّا ○

৭২- وَوَهَبۡنَا لَهٗۤ اِسۡحٰقَ ؕ
وَيَعۡقُوۡبَ نَافِلَةً ؕ
وَكُلًّا جَعَلۡنَا صٰلِحِيۡنَ ○

২৭- وَوَهَبۡنَا لَهٗۤ اِسۡحٰقَ وَيَعۡقُوۡبَ
وَجَعَلۡنَا فِیۡ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالۡكِتٰبَ
وَاٰتَيۡنٰهُ اَجۡرَهٗ فِی الدُّنۡيَا ۚ

www.pathagar.com

وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

অবশ্যই হবে আখিরাতে নেক্কারদের অন্যতম।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ১১২, ১১৩

١١٢- وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ
نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১১২. আর আমি তাকে (ইব্রাহীমকে) সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইস্হাকের, সে ছিল এক নবী, নেক্কারদের অন্যতম।

١١٣- وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ؕ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ
لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ○

১১৩. আর আমি বরকত দান করেছিলাম ইব্রাহীমকে এবং ইস্হাককেও তাদের বংশধরদের মাঝে কতক নেক্কার এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট যালিম।

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৪৫, ৪৬, ৪৭

٤٥- وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ ○

৪৫. আর স্মরণ কর! আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূবের কথা ঃ তারা ছিল শক্তিশালী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।

٤٦- اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ○

৪৬. আমি তো তাদের অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের তা ছিল আখিরাতের স্মরণ।

٤٧- وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا
لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ○

৪৭. আর তারা ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের শামিল।

হযরত লূত (আ)

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪

٨٠- وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ
اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

৮০. আর আমি পাঠিয়েছিলাম লূতকে, সে বলেছিল তার কাওমকে ঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা করেনি তোমাদের আগে কেউ সারা জাহানে?

٨١- اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ
دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○

৮১. তোমরা তো পুরুষে গমন করেছ কাম-তৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে। তোমরা তো এক সীমালংঘনকারী কাওম।

٨٢- وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا
اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ

৮২. তার কাওমের জবাব একথা বলা ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তোমরা বের করে দাও এদের তোমাদের

إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۝

জনপদ থেকে, কেননা, এরা এমন লোক যারা খুব পবিত্র হতে চায়।

٨٣- فَأَنْجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ۝

৮৩. তারপর আমি উদ্ধার করলাম তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে তার স্ত্রী ছাড়া, সে ছিল পেছনে অবস্থানকারীদের একজন।

٨٤- وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۝

৮৪. আর আমি তাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। সুতরাং লক্ষ্য কর কিরূপ হয়েছিল অপরাধীদের পরিণাম।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৭৭, ৭৮,৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩

٧٧- وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝

৭৭. আর যখন এলো আমার ফিরিশতারা লূতের কাছে, তখন তাদের আগমনের কারণে সে বিষন্ন হয়ে পড়ল। এবং নিজেকে অসমর্থ মনে করল তাদের রক্ষায় এবং বলল ঃ এ এক নিদারুন দিন।

٧٨- وَجَآءَهُۥ قَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِى ضَيْفِىٓ ۖ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ۝

৭৮. আর উদভ্রান্তের মত ছুটে এল তার কাছে তার কাওমের লোকেরা এবং তারা আগে থেকেই কুকর্মে লিপ্ত ছিল। লূত বলল ঃ হে আমার কাওম! এরা আমার কন্যা, এরা তোমাদের জন্য পবিত্র, সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং লাঞ্ছিত করো না আমাকে আমার মেহমানদের ব্যাপারে। নেই কি তোমাদের মাঝে কোন ভাল মানুষ ?

٧٩- قَالُوا۟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِى بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۝

৭৯. তারা বলল ঃ তুমি তো জান, আমাদের নেই কোন প্রয়োজন তোমার কন্যাদের নিয়ে, আর তুমি তো ভালই জান, আমরা কি চাই ?

٨٠- قَالَ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً

৮০. লূত বলল ঃ যদি থাকত তোমাদের উপর আমার শক্তি অথবা যদি আমি

أَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ○

আশ্রয় নিতে পারতাম কোন সুদৃঢ় স্তম্ভের!

٨١- قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ○

৮১. তারা বলল ঃ হে লূত! আমরা তো তোমার রবের প্রেরিত ফিরিশতা, তারা কখনও তোমার কাছে পৌছতে পারবে না। সুতরাং তুমি বেরিয়ে পড় তোমার পরিবারবর্গসহ তোমার স্ত্রীকে ছাড়া, কোন এক সময় এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনের দিকে না তাকায়, অবশ্যই তোমার স্ত্রীর তাই ঘটবে, যা তাদের ঘটবে। নিশ্চয় তাদের নির্ধারিত কাল হল প্রভাত। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?

٨٢- فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ○

৮২. তারপর যখন এল আমার নির্দেশ, তখন আমি সে জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম। এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর কংকর,

٨٣- مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ○

৮৩. যা চিহ্নিত ছিল তোমার রবের কাছে, আর এ জনপদ যালিমদের থেকে দূরে নয়।

সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬

٦١- فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِۨ الْمُرْسَلُوْنَ ○

৬১. তারপর যখন ফিরিশ্তারা এলো লূত পরিবারের কাছে,

٦٢- قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ○

৬২. তখন লূত বলল ঃ তোমরা তো অপরিচিত লোক।

٦٣- قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ○

৬৩. তারা বলল ঃ না, বরং আমরা নিয়ে এসেছি তোমার কাছে সে বিষয়, যাতে তারা সন্দিহান ছিল।

٦٤- وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

৬৪. আর আমরা নিয়ে এসেছি তোমার কাছে সত্য সংবাদ এবং আমরা তো সত্যবাদী।

٦٥- فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ

৬৫. সুতরাং তুমি বেরিয়ে পড় তোমার পরিবারবর্গকে নিয়ে রাতের কোন এক প্রহরে এবং তুমি তাদের পিছে পিছে

www.pathagar.com

যাও, আর তোমাদের কেউ যেন পেছনের দিকে না তাকায়। তোমরা সেখানে যাও, যেখানে যেতে তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ
وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ○

৬৬. আর আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম লূতকে এ ফয়সালা যে, অবশ্যই তাদের সমূলে বিনাশ করা হবে ভোরের দিকে।

٦٦- وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ
أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ○

৬৭. আর আসল নগরবাসীরা উল্লসিত হয়ে।

٦٧- وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ○

৬৮. লূত বলল ঃ এরা তো আমার অতিথি, সুতরাং তোমরা আমাকে বে-ইজ্জত করো না,

٦٨- قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ○

৬৯. আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং আমাকে হেয় করো না।

٦٩- وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ○

৭০. তারা বলল ঃ আমরা কি তোমাকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করিনি দুনিয়া শুদ্ধ লোককে ?

٧٠- قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ
عَنِ الْعَالَمِينَ ○

৭১. লূত বলল ঃ তোমরা যদি একান্তই কিছু করতে চাও, তবে তো আমার এ কন্যারা রয়েছে।

٧١- قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي
إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ○

৭২. তোমার জীবনের কসম! তারা তো মত্ত রয়েছে তাদের নেশায়।

٧٢- لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ○

৭৩. তারপর তাদের পাকড়াও করল মহানাদ সূর্যোদয়ের সময়।

٧٣- فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ○

৭৪. আর আমি তাদের জনপদ উল্টিয়ে উপর নীচ করে দিলাম এবং বর্ষণ করলাম তাদের উপর প্রস্তর-কংকর।

٧٤- فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ○

৭৫. নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন গভীর-দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য।

٧٥- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِلْمُتَوَسِّمِينَ ○

৭৬. আর সে জনপদ এখনও বিদ্যমান লোক চলাচলের পথ পার্শ্বে।

٧٦- وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ○

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৭৪, ৭৫

৭৪. আর আমি দান করেছিলাম লূতকে হিক্‌মত ও ইল্‌ম এবং তাকে উদ্ধার

٧٤- وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

www.pathagar.com

وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ○

করেছিলাম এমন জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা করত অশ্লীল কাজ, তারা তো ছিল এক নিকৃষ্ট সম্প্রদায়, ফাসিক।

٧٥- وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৭৫. আর আমি দাখিল করেছিলাম তাকে আমার রহমতের মাঝে, সে তো ছিল নেক্‌কারদের শামিল।

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫

١٦٠- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ○

১৬০. অস্বীকার করেছিল লূতের কাওম রাসূলগণকে।

١٦١- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ○

১৬১. যখন তাদের বলেছিল তাদের ভাই লূত ঃ তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٦٢- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○

১৬২. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

١٦٣- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○

১৬৩. সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য কর আমার।

١٦٤- وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৬৪. আর আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান। আমার প্রতিদান তো রাব্বুল আলামীনের কাছে।

١٦٥- اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৬৫. তোমরাই কি উপগত হচ্ছ পুরুষদের সাথে সারা জাহানের মাঝে!

١٦٦- وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ○

১৬৬. আর বর্জন করছ তাদের, যাদের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তোমাদের রব, তোমাদের স্ত্রীদের থেকে? তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী কাওম।

١٦٧- قَالُوْا لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ○

১৬৭. তারা বলল ঃ যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, হে লূত! তবে অবশ্যই তুমি হবে নির্বাসিতদের শামিল।

١٦٨- قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ○

১৬৮. সে (লূত) বলল ঃ অবশ্যই আমি তোমাদের কাজকে ঘৃণা করি।

www.pathagar.com

১৬৯. হে আমার রব! নাজাত দিন আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে, তারা যা করে তা থেকে।

١٦٩- رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

১৭০. তারপর আমি নাজাত দিলাম তাকে এবং তার পরিবার-পরিজন সবাইকে,

١٧٠- فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ○

১৭১. এক বুড়ি ছাড়া, যে ছিল পেছনে অবস্থানকারীদের শামিল।

١٧١- اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ○

১৭২. তারপর আমি ধ্বংস করলাম অন্য সবাইকে।

١٧٢- ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ○

১৭৩. আর বর্ষণ করলাম তাদের উপর আযাবের বর্ষণ। কতই না নিকৃষ্ট ছিল সে বর্ষণ ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য!

١٧٣- وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ
فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ○

১৭৪. নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

١٧٤- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ
وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৭৫. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

١٧٥- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮

৫৪. আর স্মরণ কর! লূতের কথা সে বলেছিল তার কাওমকে ঃ তোমরা কি এই অশ্লীল কাজ করছ জেনেশুনে?

٥٤- وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ
اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ○

৫৫. তোমরা কি উপগত হচ্ছ পুরুষে কাম তৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে? তোমরা তো এক জাহিল কাওম।

٥٥- اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ○

৫৬. জবাবে তার সম্প্রদায় শুধু বলল ঃ বের করে দেও লূতের পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে। তারা তো এমন লোক, যারা নিজেদের পূত-পবিত্র মনে করে।

٥٦- فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا
اَخْرِجُوْۤا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ
اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○

৫৭. তারপর আমি রক্ষা করলাম তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে তার স্ত্রীকে ছাড়া। করেছিলাম তাকে ধ্বংসপ্রাপ্তদের শামিল।

٥٧- فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫
قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○

www.pathagar.com

৫৮. আর আমি বর্ষণ করলাম তাদের উপর ভয়ংকর বর্ষণ, কত নিকৃষ্ট ছিল তা ভীতিপ্রদর্শিতদের জন্য।

٥٨- وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

২৮. আর স্মরণ কর! লূতের কথা, যখন সে বলেছিল তার কাওমকে ঃ তোমরা তো করছ এমন অশ্লীল কাজ, যা করেনি তোমাদের আগে কেউ বিশ্ববাসীদের মাঝে।

٢٨- وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ؗ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

২৯. তোমরাই তো পুরুষে উপগত হও, তোমরাই রাহাজানি কর এবং তোমরাই প্রকাশ্যে ঘৃণ্যকর্ম কর তোমাদের মজলিসে, তার কাওমের জবাব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না ঃ নিয়ে এসো আমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

٢٩- اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ۬ وَ تَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

৩০. লূত বলল ঃ হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন ফাসাদ সৃষ্টিকারী কাওমের বিরুদ্ধে।

٣٠- قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

৩১. তারপর যখন এল আমার ফিরিশ্‌তারা ইব্‌রাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে, তখন তারা বলল ঃ আমরা তো ধ্বংস করব এ জনপদের অধিবাসীদের। কেননা এর অধিবাসীরা তো যালিম।

٣١- وَ لَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

৩২. সে (ইব্‌রাহীম) বলল ঃ এখানে তো লূত রয়েছে। ফিরিশতারা বলল ঃ আমরা ভাল জানি, কারা সেখানে আছে। অবশ্যই আমরা রক্ষা করব লূতকে ও তার পরিবারবর্গকে, তার স্ত্রীকে ছাড়া। কেননা, সে তো পেছনে অবস্থানকারীদের একজন।

٣٢- قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۫ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝

৩৩. তারপর যখন এলো আমার ফিরিশ্‌তারা লূতের কাছে, তখন সে তাদের কারণে

٣٣- وَ لَمَّاۤ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا

سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ قف
إِنَّا مُنَجُّوْكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○

বিষণ্ন হয়ে পড়ল এবং নিজেকে অসমর্থ মনে করল তাদের রক্ষায়। ফিরিশ্তারা বলল : ভয় করবেন না এবং দুঃখও করবেন না; আমরা তো রক্ষা করব আপনাকে এবং আপনার পরিবার-বর্গকে, আপনার স্ত্রীকে ছাড়া, সে তো পেছনে অবস্থানকারীদের একজন।

٣٤- إِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

৩৪. অবশ্যই আমরা নাযিল করব এ জনপদবাসীদের উপর আযাব আসমান থেকে, কেননা, তারা পাপাচারে লিপ্ত।

٣٥- وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

৩৫. আর আমি রেখেছি এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ : ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮

١٣٣- وَإِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

১৩৩. আর লূত তো ছিল রাসূলদের একজন,

١٣٤- إِذْ نَجَّيْنٰهُ وَأَهْلَهٗٓ أَجْمَعِيْنَ ○

১৩৪. স্মরণ কর, আমি উদ্ধার বরেছিলাম তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে।

١٣٥- إِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ○

১৩৫. এক বৃদ্ধা ছাড়া, যে রয়ে গিয়েছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মাঝে।

١٣٦- ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ○

১৩৬. তারপর আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম অবশিষ্টদের,

١٣٧- وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ○

১৩৭. আর তোমরা তো অতিক্রম কর তাদের ধ্বংসাবশেষগুলোর উপর দিয়ে সকালে,

١٣٨- وَبِالَّيْلِ ط أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

১৩৮. এবং রাতে, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?

সূরা কামার, ৫৪ : ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

٣٣- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍۭ بِالنُّذُرِ ○

৩৩. অস্বীকার করেছিল লূতের কাওম সতর্ককারীগণকে।

٣٤- إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ط

৩৪. আমি তো পাঠিয়েছিলাম তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি। তবে লূতের অনুসারীদের

www.pathagar.com

উপর নয়, আমি রক্ষা করেছিলাম তাদের রাতের শেষ অংশে।

নَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ○

৩৫. এ ছিল বিশেষ নিয়ামত আমার তরফ থেকে। এভাবেই আমি পুরস্কার দেই তাকে যে শোক্‌র করে।

٣٥- نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ ○

৩৬. আর লূত তো সতর্ক করেছিল তাদের আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে, কিন্তু তারা ঝগড়া শুরু করল আমার সতর্কবাণী সম্বন্ধে।

٣٦- وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ○

৩৭. আর তারা অসৎ উদ্দেশ্যে লূতের কাছে দাবী করেছিল তার মেহমানদের, তখন আমি লোপ করে দিলাম তাদের দৃষ্টি শক্তি এবং বললাম ঃ আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং আমার সতর্কবাণীর পরিণাম।

٣٧- وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

৩৮. আর আপতিত হল তাদের উপর ভোর বেলায় বিরামহীন শাস্তি।

٣٨- وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ○

৩৯. আমি বললাম ঃ আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণীর পরিণাম।

٣٩- فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

হযরত ইয়া'কূব (আ)

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০

১৩২. আর এ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে বলেছিল ইব্‌রাহীম তার পুত্রদের এবং ইয়া'কূবও ঃ হে পুত্রগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ দীনকে মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা মৃত্যুবরণ করো না মুসলমান না হয়ে।

١٣٢- وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ۖ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১৩৩. তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন এসেছিল ইয়া'কূবের কাছে মৃত্যু ? আর সে বলেছিল তার পুত্রদের ঃ তোমরা কিসের ইবাদত করবে আমার পরে? তখন তারা বলেছিল ঃ আমরা ইবাদত

١٣٣- اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ ۖ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ

করব আপনার ইলাহের এবং আপনার পিতৃ পুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ও ইস্‌হাকের ইলাহের। তিনি এক ইলাহ্‌ এবং আমরা তাঁরই কাছে আত্ম-সমর্পণকারী।

وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

১৩৬. তোমরা বল ঃ আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাতে, যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি, আর যা নাযিল করা হয়েছে ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরদের প্রতি, আর যা দেওয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা দেওয়া হয়েছে অন্যান্য নবীদের তাদের রবের তরফ থেকে। আমরা কোন পার্থক্য করি না তাদের মাঝে, আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।

١٣٦- قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

১৪০. তোমরা কি বল যে, ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরগণ ছিল ইয়াহূদী অথবা নাসারা ? বলুন ঃ তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্‌ ? তার চাইতে অধিক যালিম কে, যে গোপন করে তার কাছে, যে প্রমাণ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আছে তা ? আর আল্লাহ্‌ গাফিল নন সে সম্বন্ধে যা তোমরা কর।

١٤٠- اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮৪

৮৪. বলুন ঃ আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরদের প্রতি আর যা দেওয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদের তাদের রবের তরফ থেকে। আমরা কোন পার্থক্য করি না তাদের মাঝে। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।

٨٤- قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

www.pathagar.com

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৩

١٦٣- اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ
كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ
وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ
وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ
وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۚ ○

১৬৩. আমি তো ওহী পাঠিয়েছি আপনার কাছে, যেমন আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহ্ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে। আর আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরদের কাছে এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের কাছেও। আর আমি দিয়েছিলাম দাঊদকে যাবূর।

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৪

٨٤- وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ
كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ
وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۭ
وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

৮৪. আর আমি দান করেছিলাম ইব্রাহীমকে ইস্হাক ও ইয়া'কূব, এদের প্রত্যেককে দান করেছিলাম হিদায়েত। আর নূহকে হিদায়েত দান করেছিলাম এর আগে এবং তার বংশধরদের থেকে দাঊদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও। আর এভাবেই আমি পুরস্কার দেই নেক্কারদের।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৭১

٧١- وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا
بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ○

৭১. আর ইব্রাহীমের স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল এবং সে হেসে ফেলল। এরপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইস্হাকের এবং ইস্হাকের পর ইয়া'কূবেরও।

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৬, ৩৮, ৬৮

٦- وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ
مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ
عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا
عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ
وَاِسْحٰقَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৬. আর এভাবেই তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে শিক্ষা দেবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আর পরিপূর্ণ করবেন তাঁর নিয়ামত তোমার প্রতি ও ইয়া'কূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি; যেমন তিনি পূর্ণ করেছিলেন তাঁর নিয়ামত এর আগে তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম ও ইস্হাকের প্রতি। নিশ্চয় তোমার রব সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

www.pathagar.com

৩৮. আর ইউসুফ বলল ঃ আমি অনুসরণ করি আমার পিতৃ-পুরুষ ইব্‌রাহীম, ইস্‌হাক ও ইয়া'কূবের মিল্লাত। আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এ হল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আমাদের প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকর করে না।

٣٨- وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ
مِنْ شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا
وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

৬৮. আর যখন তারা ইউসুফের কাছে প্রবেশ করল, যেভাবে তাদের আদেশ দিয়েছিল তাদের পিতা সেভাবে, তখন তা তাদের কোন কাজে আসল না আল্লাহ্‌র ফয়সালার বিরুদ্ধে, তবে ইয়া'কুব কেবল তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিল। আর সে তো ছিল জ্ঞানী, কেননা, আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

٦٨- وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ
اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ
مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ
قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪৯

৪৯. তারপর সে (ইব্‌রাহীম) যখন আলাদা হয়ে গেল তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে, তখন আমি তাকে দান করলাম ইস্‌হাক ও ইয়া'কূব এবং তাদের প্রত্যেককে করলাম নবী।

٤٩- فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ
وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ○

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৭২

৭২. আর আমি দান করেছিলাম ইব্‌রাহীমকে ইস্‌হাক এবং ইয়া'কুবকে পৌত্ররূপে, আর তাদের প্রত্যেককেই আমি করেছিলাম নেক্‌কার।

٧٢- وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ ؕ
وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ
وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ○

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৭

২৭. আর আমি দান করলাম ইব্‌রাহীমকে ইস্‌হাক ও ইয়াকূব এবং আমি স্থির করলাম তার বংশধরদের জন্য নবুওয়াত ও কিতাব এবং দিলাম তাকে তার

٢٧- وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ
وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ

www.pathagar.com

وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

প্রতিদান দুনিয়াতে। আর সে অবশ্যই হবে আখিরাতে নেক্‌কারদের অন্যতম।

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৪৫, ৪৬, ৪৭

٤٥- وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِي الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ ۝

৪৫. আর স্মরণ কর! আমার বান্দা ইব্‌রাহীম, ইস্‌হাক ও ইয়া'কূবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী, দূর দৃষ্টিসম্পন্ন।

٤٦- اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۝

৪৬. আমি তো তাদের অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, তা ছিল অখিরাতের স্মরণ।

٤٧- وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ۝

৪৭. আর তারা ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের শামিল।

হযরত ইউসুফ (আ)

সূরা ইউসুফ, **১২ ঃ ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১**

٤- اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۝

৪. স্মরণ কর, বলেছিল ইউসুফ তার পিতাকে ঃ হে আমার পিতা ! আমি তো দেখেছি এগারটি তারা, সূর্য ও চন্দ্র; দেখেছি তাদের আমার প্রতি সিজ্‌দাবনত।

٥- قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ

৫. তার পিতা বলল ঃ হে আমার পুত্র! তুমি বর্ণনা করো না তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্ত

www.pathagar.com

عَلَىٰٓ اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ
اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

ভাইদের কাছে, করলে তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করবে তোমার বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তান হলো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

٦- وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ
مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ
عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا
عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ
وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৬. আর এভাবেই তোমাকে মনোনীত করবেন তোমার রব এবং তোমাকে শিক্ষা দেবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আর পরিপূর্ণ করবেন তাঁর নিয়ামত তোমার প্রতি এবং ইয়া'কূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি, যেভাবে তিনি তা পূর্ণ করেছিলেন, এর পূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম ও ইস্‌হাকের প্রতি। নিশ্চয় তোমার রব সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

٧- لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ
وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ○

৭. অবশ্যই রয়েছে ইউসুফ ও তার ভাইদের বৃত্তান্তে নির্দেশন জিজ্ঞাসুদের জন্য।

٨- اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ
اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ
اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ ۚۖ ○

৮. স্মরণ কর, তার ভাইয়েরা বলেছিল ঃ নিশ্চয় ইউসুফ ও তার ভাই অধিক প্রিয় আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে, অথচ আমরা একটি সংহত দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা তো রয়েছেন স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।

٩- اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ
اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ
وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ○

৯. তোমরা হত্যা কর ইউসুফকে অথবা ফেলে এসো তাকে কোন স্থানে, যাতে নিবিষ্ট হয় তোমাদের প্রতি তোমাদের পিতার দৃষ্টি, আর তারপর তোমরা হয়ে যেও ভাল মানুষ।

١٠- قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ
وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ
السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○

১০. তাদের মধ্যে কেউ বলল ঃ তোমরা হত্যা করো না ইউসুফকে, যদি কিছু করতেই চাও, তবে তাকে নিক্ষেপ কর কোন কূপের গভীরে, তুলে নিয়ে যাবে তাকে কোন কাফিলা।

١١- قَالُوْا يٰٓاَبَانَا
مَالَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ

১১. তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা! তোমার কি হয়েছে যে তুমি আমাদের বিশ্বস্ত মনে করো না ইউসুফের

www.pathagar.com

وَ اِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ○

ব্যাপারে, অথচ, আমরা তো তার শুভাকাঙ্ক্ষী ?

١٢- اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَ يَلْعَبْ
وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○

১২. তাকে যেতে দাও আমাদের সাথে আগামীকাল, সে তৃপ্তিসহ খাবে ও খেলাধুলা করবে। আমরা তার অবশ্যই হিফাযত করব।

١٣- قَالَ اِنِّىْ لَيَحْزُنُنِىْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ
وَ اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ
وَ اَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ○

১৩. সে (ইয়া'কূব) বলল ঃ অবশ্যই আমাকে ইহা কষ্ট দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে আর আমি ভয় করি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে আর তোমরা থাকবে তার ব্যাপারে গাফিল।

١٤- قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ
وَنَحْنُ عُصْبَةٌ
اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ○

১৪. তারা (ভায়েরা) বলল ঃ যদি তাকে খেয়ে ফেলে নেকড়ে বাঘ, অথচ আমরা একটি সংহত দল, অবশ্যই তাহলে তো আমরা হয়ে পড়ব ক্ষতিগ্রস্ত।

١٥- فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ
فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ
وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا
وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

১৫. তারপর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তারা একমত হলো তাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে, তখন আমি ইউসুফকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম ঃ অবশ্যই তুমি তাদের অবহিত করবে, তাদের এই কাজের ব্যাপারে, যখন তারা তোমাকে চিনবে না।

١٦- وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ○

১৬. আর তারা এলো তাদের পিতার কাছে রাতের প্রথম প্রহরে কাঁদতে কাঁদতে।

١٧- قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ
اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا
يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ
وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ○

১৭. তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে রেখে গিয়েছিলাম আমাদের মাল সামানের কাছে, তারপর তাকে খেয়ে ফেলেছে নেকড়ে বাঘ, আর তুমি তো আমাদের বিশ্বাস করবার নও, যদিও আমরা সত্যবাদী।

١٨- وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ

১৮. আর তারা এসেছিল তার জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে। তাদের পিতা বলল ঃ না,

www.pathagar.com

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ
فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ
وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ○

এরূপ নয় বরং সাজিয়ে দিয়েছে তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী। সুতরাং আমার জন্য পূর্ণ সবরই শ্রেয় আর আল্লাহ্‌ই আমার জন্য একমাত্র আশ্রয়স্থল, তোমরা যা বল সে ব্যাপারে।

١٩- وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا
وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ
قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ
وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

১৯. আর এক কাফিলা এলো, তারা পাঠালো তাদের পানি সংগ্রাহককে, সে তার পানির ঢোল নামিয়ে দিল। সে বলল ঃ কী সুখবর! এ যে এক কিশোর! তারপর তারা লুকিয়ে রাখল তাঁকে পণ্যরূপে। আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত, যা তারা করছিল সে ব্যাপারে।

٢٠- وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ
وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ○

২০. আর তারা বিক্রি করল তাকে অল্প মূল্যে, মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, আর তারা ছিল তার ব্যাপারে অনাগ্রহী।

٢١- وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ
لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى
اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ
وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۫
وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ
وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২১. আর মিসরের সে ব্যক্তি, যে তাকে খরিদ করেছিল, সে বলল তার স্ত্রীকে ঃ সম্মানজনক ব্যবস্থা কর এর থাকার জন্য, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে গ্রহণ করতে পারি পুত্ররূপে। আর এভাবেই আমি প্রতিষ্ঠিত করি ইউসুফকে সে দেশে এবং তাকে শিক্ষা দেবার জন্য স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আর আল্লাহ্ অপ্রতিরোধ্য স্বীয় কর্ম সম্পাদনে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।

٢٢- وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ
وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

২২. আর সে যখন উপনীত হলো পূর্ণ যৌবনে, তখন আমি তাকে দান করলাম হিক্‌মত ও জ্ঞান। আর এভাবেই আমি পুরস্কৃত করি নেককারদের।

٢٣- وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا
عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ
وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ

২৩. আর ইউসুফ যে স্ত্রী লোকের গৃহে ছিল, সে অসৎকর্ম কামনা করল তার থেকে এবং বন্ধ করল দরজাগুলো, আর বলল ঃ এসো! তোমাকেই বলছি।

www.pathagar.com

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْۤ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ؕ
اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

٢٤-وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا
لَوْلَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ
كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ
السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ
اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ○

٢٥-وَاسْتَبَقَا الْبَابَ
وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ
وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ
قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا
اِلَّاۤ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

٢٦-قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ
اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ
فَصَدَقَتْ
وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○
٢٧-وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ
فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

٢٨-فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ

www.pathagar.com

ছেঁড়া, তখন সে বলল ঃ এতো তোমাদের নারীদের ছলনা, নিশ্চয় তোমাদের ছলনা অতি ভয়ংকর!

২৯. হে ইউসুফ! তুমি ঐসব উপেক্ষা কর, আর হে নারী! তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার গুনাহের জন্য। নিশ্চয় তুমি তো অপরাধীদের একজন।

৩০. আর বলেছিল নগরের কতিপয় নারী ঃ আযীযের স্ত্রী কুকর্ম কামনা করছে তার যুবক দাস থেকে, প্রেমে সে তো পাগল হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।

৩১. যখন স্ত্রীলোকটি শুনতে পেল তাদের চক্রান্তের কথা, তখন সে তাদের ডেকে পাঠাল এবং তৈরী করল তাদের জন্য আসন, আর দিল তাদের প্রত্যেককে একটি করে চাকু এবং বলল ইউসুফকে ঃ বেরিয়ে এসো এদের কাছে। তারপর তারা যখন দেখল, তাকে অতি মহান মনে করল এবং কেটে ফেলল নিজেদের হাত, আর বলল ঃ অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয়, এতো এক সম্মানিত ফিরিশ্‌তা বই কিছু নয়!

৩২. স্ত্রী লোকটি বলল ঃ এই সে দাস, যাকে নিয়ে তোমরা আমাকে অপবাদ দিয়েছ। আমি তো কুকর্ম কামনা করেছিলাম তার থেকে, কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। আর যদি সে না করে, যা আমি তাকে আদেশ করি, তবে সে কারারুদ্ধ হবেই এবং লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩৩. ইউসুফ বলল ঃ হে আমার রব! কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয় তার চাইতে, যার দিকে এ নারীরা আমাকে ডাকে।

www.pathagar.com

وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ
وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ○

আর যদি আপনি দূর না করেন, আমার থেকে তাদের ছলনা, তাহলে আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব তাদের প্রতি এবং হয়ে যাব যালিমদের শামিল।

٣٤- فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ
فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ط
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৩৪. তারপর তার দু'আ কবুল করলেন তার রব এবং বিদূরিত করলেন তার থেকে নারীদের ছলনা। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٣٥- ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ
لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ○

৩৫. তারপর তাদের কাছে প্রতীয়মান হল নিদর্শনাবলী দেখার পরে যে, অবশ্যই তাকে কারারুদ্ধ করতে হবে কিছু কালের জন্য।

٣٦- وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ط
قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ج
وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ
رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ط
نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ج
إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ○

৩৬. আর প্রবেশ করল তার সাথে কারাগারে আরো দু'জন যুবক। তাদের একজন বলল ঃ আমি তো স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি আংগুর নিংড়িয়ে রস বের করছি, আর অপরজন বলল, আমি তো স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি বহন করছি আমার মাথার উপর রুটি, পাখি তা থেকে খাচ্ছে। তুমি বলে দাও আমাদের এর ব্যাখ্যা। আমরা তো তোমাকে নেক্কার মনে করছি।

٣٧- قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ
إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ط
ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ط إِنِّي تَرَكْتُ
مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ○

৩৭. ইউসুফ বলল ঃ যে খাদ্য তোমাদের দেওয়া হয় যা তোমাদের কাছে আসে, তা আসার আগেই আমি তোমাদের জানিয়ে দেব তার ব্যাখ্যা। আমি যা তোমাদের বলব তা তো আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, আমার রব তা থেকে। আমি তো বর্জন করেছি সে কাওমের মতবাদ, যারা ঈমান রাখে না আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাতকে অবিশ্বাস করে।

٣٨- وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ ط مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ

৩৮. আর আমি অনুসরণ করি আমার পিতৃ-পুরুষ ইব্‌রাহীম ইস্‌হাক ও ইয়া'কূবের মতবাদ। আমার জন্য সমীচীন নয় যে, আমি শরীক করি আল্লাহ্‌র সংগে কোন

www.pathagar.com

مِن شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا
وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ○

কিছু। ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আমাদের প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকর করে না।

٣٩- يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ
خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

৩৯. হে আমার কারা সংগীদ্বয় ! ভিন্ন ভিন্ন বহু রব শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্ ?

٤٠- مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً
سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ
بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ
أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

৪০. তোমরা তো ইবাদত করছ তাঁকে ছেড়ে কেবল কতগুলো নামের, যে নামগুলো রেখেছ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা, নাযিল করেননি আল্লাহ্ এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ। বিধান তো কেবল আল্লাহ্‌রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন ঃ তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত না করতে। ইহাই শাশ্বত দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

٤١- يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي
رَبَّهُ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ
الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ۚ قُضِيَ
الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ○

৪১. হে কারা সংগীদ্বয়! তোমাদের দু'জনের একজন তার মনীবকে মদ পান করাবে এবং অপরজনকে শূলবিদ্ধ করা হবে, তারপর পাখী তার মাথা থেকে খাবে। সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে সে ব্যাপারে, যে বিষয় তোমরা জানতে চেয়েছ!

٤٢- وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ
نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ز
فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ
فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ○

৪২. আর ইউসুফ তাকে বলল, যাকে সে তাদের মধ্য থেকে মুক্তি পাবে বলে ধারণা করেছিল ঃ আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিও তোমার মনীবের কাছে, কিন্তু ভুলিয়ে দিল তাকে শয়তান, তার মনীবের কাছে তার কথা বলতে। সুতরাং রয়ে গেল ইউসুফ কারাগারে কয়েক বছর।

٤٣- وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ
سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ
وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ
يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ

৪৩. আর রাজা বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি সাতটি মোটা গাভী, তাদের খেয়ে ফেলছে সাতটি শীর্ণকায় গাভী। আরও দেখেছি সাতটি সবুজ শীষ এবং অন্য সাতটি শুকনো। হে প্রধানেরা! আমাকে তোমাদের অভিমত দেও। আমার

www.pathagar.com

إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ○

স্বপ্নের ব্যাপারে, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পার।

٤٤- قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ
بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ○

৪৪. তারা বলল ঃ এটা তো অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা নই এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানে অভিজ্ঞ।

٤٥- وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا
وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ
اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ○

৪৫. দু'জন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ হয়েছিল, সে বলল ঃ আমি জানিয়ে দেব তোমাদের এর ব্যাখ্যা, সুতরাং আমাকে পাঠিয়ে দাও।

٤٦- يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ
اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ
يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ
وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ
لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

৪৬. সে ইউসুফের কাছে গিয়ে বলল ঃ হে সত্যবাদী! আমাদের ব্যাখ্যা দাও, সাতটি মোটা গাভী, তাদের খেয়ে ফেলছে সাতটি শীর্ণকায় গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে, যাতে আমি ফিরে যেতে পারি লোকদের কাছে এবং যাতে তারা জানতে পারে।

٤٧- قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ
فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ
اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ○

৪৭. ইউসুফ বলল ঃ তোমরা চাষ করবে সাত বছর একাধিক্রমে, তারপর যে শস্য তোমরা কেটে আনবে, তার সবই তোমরা শীষ সমেত রেখে দেবে, তবে তার মধ্য থেকে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া,

٤٨- ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ
يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ○

৪৮. তারপর আসবে সাতটি কঠিন বছর, এ সময় লোকে খাবে যা তোমরা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে তাদের জন্য তা থেকে, তবে যে সামান্য কিছু সংরক্ষণ করে রাখবে তা ছাড়া।

٤٩- ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ
يُغَاثُ النَّاسُ
وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ○

৪৯. তারপর আসবে এমন এক বছর, যে বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে মানুষের জন্য এবং সে বছর তারা প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।

٥٠- وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ

৫০. আর রাজা বলল ঃ তোমরা নিয়ে এসো ইউসুফকে আমার কাছে। তারপর

www.pathagar.com

فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ
اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ
قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ
اِنَّ رَبِّىْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ○

যখন দূত পৌঁছল তার কাছে তখন সে বললো ঃ তুমি ফিরে যাও তোমার মনীবের কাছে এবং তাকে জিজ্ঞেস কর সে নারীদের অবস্থা কি, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল! নিশ্চয় আমার রব তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

٥١- قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ
عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ
مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ
قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ز
اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ
وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৫১. রাজা জিজ্ঞেস করল ঃ হে নারীরা! তোমাদের কী হয়েছিল যখন তোমরা কুকর্ম কামনা করেছিলে ইউসুফের থেকে? তারা বলল ঃ অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ! আমরা দেখতে পাইনি ইউসুফের মাঝে কোন দোষ-ত্রুটি। আযীযের স্ত্রী বলল ঃ এতক্ষণে প্রকাশিত হলো সত্য। আমি তো তাকে ফুসলিয়ে ছিলাম, কিন্তু সে তো ছিল সত্যবাদী।

٥٢- ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ
وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ○

৫২. ইহা এ জন্য যে, যাতে সে জানতে পারে যে, আমি তার খিয়ানত করিনি তার অনুপস্থিতিতে আর আল্লাহ্‌ তো খিয়ানতকারীদের চক্রান্তে সফল করেন না।

٥٣- وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ج
اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْٓءِ
اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ ؕ اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৫৩. আর সে বলল ঃ আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন তো মন্দ কর্মপ্রবণ, তবে যাকে আমার রব রহম করেন সে ছাড়া! নিশ্চয় আমার রব অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٤- وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖٓ
اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ج فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ
اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا
مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ○

৫৪. আর রাজা বলল ঃ নিয়ে এসো আমার কাছে ইউসুফকে, আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিয়োগ করব। তারপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল, তখন তাকে বলল ঃ তুমি তো আজ আমাদের কাছে মর্যাদাশীল, বিশ্বাসভাজন।

٥٥- قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ج
اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ○

৫৫. ইউসুফ বলল ঃ আমাকে কর্তৃত্ব প্রদান করুন দেশের ধন-ভান্ডারের উপর, আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।

www.pathagar.com

٥٦- وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ
فِي الْأَرْضِ ۚ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ
نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ
وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○

৫৬. আর এভাবেই আমি প্রতিষ্ঠিত করলাম ইউসুফকে সে দেশে, সে বাসবাস করতে পারত সে দেশের যথা ইচ্ছা তথায়। আমি অনুগ্রহ করি যাকে ইচ্ছা তাকে এবং বিনষ্ট করি না নেককারদের শ্রমফল।

٥٧- وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○

৫৭. আর আখিরাতের পুরস্কারই তো উত্তম তাদের জন্য যারা ঈমান আনে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

٥٨- وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ
فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ○

৫৮. আর এলো ইউসুফের ভাইয়েরা এবং তারা উপস্থিত হলো তার কাছে, সে তাদের চিনতে পারল, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না।

٥٩- وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ
قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ۚ
أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ
وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ○

৫৯. আর যখন সে ব্যবস্থা করে দিল তাদের সামগ্রীর, তখন সে বলল : তোমরা নিয়ে আসবে আমার কাছে তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে। তোমরা কি দেখছ না যে, আমি তো পূর্ণমাত্রায় দেই মাপে এবং আমি তো উত্তম অতিথিপরায়ণ।

٦٠- فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ
فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي
وَلَا تَقْرَبُونِ ○

৬০. কিন্তু যদি তোমরা তাকে আমার কাছে না নিয়ে এসো, তবে থাকবে না তোমাদের জন্য কোন বরাদ্দ আমার কাছে এবং তোমরা আমার কাছেও আসবে না।

٦١- قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ
وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ○

৬১. তারা বলল : অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব রাযী করতে এ ব্যাপারে তার বাপকে এবং আমরা অবশ্যই এ করব।

٦٢- وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا
بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا
إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○

৬২. আর ইউসুফ বলল, তার ভৃত্যদের : রেখে দাও তাদের পণ্যমূল্য তাদের মালপত্রের মাঝে, যাতে তারা তা চিনতে পারে, যখন তারা ফিরে যাবে তাদের স্বজনের কাছে, এ কারণে তারা আবার আসতে পারে।

www.pathagar.com

৬৩. এরপর যখন তারা ফিরে গেল তাদের পিতার কাছে, তখন তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা! নিষিদ্ধ করা হয়েছে আমাদের বরাদ্দ, অতএব যেতে দিন আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে, যাতে আমরা বরাদ্দ পেতে পারি। আর আমরা তো তার হিফাযতকারী।

৬৪. সে (ইউসুফের পিতা) বলল ঃ আমি তো বিশ্বাস করি না তোমাদের তার ব্যাপারে, কিন্তু তোমাদের সেরূপ বিশ্বাস করি যেরূপ বিশ্বাস করেছিলাম তোমাদের তার ভাইয়ের ব্যাপারে এর আগে। আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ হিফাযতকারী এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৬৫. আর যখন তারা খুলল তাদের মালপত্র, তখন তারা দেখতে পেল তাদের পণ্যমূল্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি চাই? এই তো আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, যা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের। আমরা খাদ্য-সামগ্রী এনে দেব আমাদের পরিবার পরিজনকে এবং হিফাযত করব আমাদের ভাইয়ের, আর নিয়ে আসব অতিরিক্ত এক উট বোঝাই পণ্য। কেননা, যা এনেছি তা তো সামান্য।

৬৬. পিতা (ইয়া'কূব) বলল ঃ আমি কখনো তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আমার কাছে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার কর যে, অবশ্যই তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, তবে যদি না তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে পড়। তারপর যখন তারা তার কাছে অঙ্গীকার করল,

www.pathagar.com

مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ○

তখন সে বলল ঃ যে বিষয়ে আমরা কথা বলছি, আল্লাহ্ তার যিম্মাদার।

٦٧- وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ
وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ
وَمَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ
اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ
وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

৬৭. আর সে (ইয়া'কূব) বলল ঃ হে আমার পুত্রগণ! তোমরা প্রবেশ করবে না এক দরজা দিয়ে, বরং প্রবেশ করবে বিভিন্ন দরজা দিয়ে। আর আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারি না, আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে। বিধান তো আল্লাহ্রই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করুক যে ভরসা করতে চায়।

٦٨- وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ
اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ
مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ
نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ
وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৬৮. আর যখন তারা প্রবেশ করল যেভাবে তাদের আদেশ করেছিল তাদের পিতা সেভাবে, তখন তা আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে তাদের কোন কাজে আসার ছিল না। এছাড়া যে, ইয়া'কূব তার মনের একটি বাসনা পূর্ণ করেছিল, আর অবশ্যই সে ছিল একজন জ্ঞানী, কেননা আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

٦٩- وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ
اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ
اِنِّيْۤ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ
بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৬৯. আর যখন তারা উপস্থিত হল ইউসুফের কাছে তখন ইউসূফ নিজের কাছে রাখল তার সহোদর ভাইকে এবং বলল ঃ নিশ্চয় আমি তোমার সহোদর ভাই। সুতরাং তুমি দুঃখ করো না, তারা যা করত তার জন্য।

٧٠- فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ
جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ
ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ
اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ○

৭০. তারপর যখন সে তাদের মাল সামানের ব্যবস্থা করে দিল, তখন সে রেখে দিল পানপাত্র তার সহোদর ভাইয়ের মাল-পত্রের মাঝে। এরপর চিৎকার করে বলল এক ঘোষক ঃ হে যাত্রীদল! তোমরা তো চোর।

٧١- قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ○

৭১. তারা তাদের দিকে এগিয়ে বলল ঃ কী হারিয়েছ তোমরা?

www.pathagar.com

٧٢- قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ
وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ
وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ○

৭২. তারা বলল ঃ আমরা হারিয়েছি আমাদের রাজার পানপাত্র, আর যে কেউ তা এনে দেবে, সে পাবে এক উট বোঝাই মাল। আর আমি তার যিম্মাদার।

٧٣- قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا
لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ
وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ○

৭৩. তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা তো জান যে, আমরা আসিনি ফাসাদ করতে এ দেশে, আর আমরা চোরও নই।

٧٤- قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗۤ
اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ○

৭৪. তারা বলল ঃ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে তার শাস্তি কী ?

٧٥- قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ
فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ
كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ○

৭৫. তারা বলল ঃ তার শাস্তি যার মালের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে নিজেই তার শাস্তি। এভাবেই আমরা যালিমদের শাস্তি দিয়ে থাকি।

٧٦- فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ
ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ
كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ
مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ
الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ
نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ
وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ○

৭৬. তারপর সে (ইউসুফ) তল্লাশি শুরু করল তাদের মালপত্রে, তার সহোদর ভাইয়ের মালপত্র তল্লাশির আগে, পরে সে বের করল পাত্রটি তার সহোদর ভাইয়ের মালপত্র থেকে। এভাবেই আমি কৌশল করেছিলাম ইউসুফের জন্য। সে দেশের রাজার আইনে সে তার ভাইকে আটকে রাখতে পারত না, আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে। আমি উন্নীত করি মর্যাদায় যাকে ইচ্ছা করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছেন সর্বজ্ঞানী।

٧٧- قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ
مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ
وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ
قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ○

৭৭. তারা বলল ঃ যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তো চুরি করেছিল তার সহোদর ভাইওএর আগে। কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখল নিজের মনে এবং প্রকাশ করল না তা তাদের কাছে। সে মনে মনে বলল ঃ তোমাদের অবস্থা তো হীন এবং আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে তোমরা যা বল।

www.pathagar.com

٧٨- قَالُوْا يٰاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا
شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ
اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

٧٩- قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ
اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ
اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ○

٨٠- فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ
قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ
قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ
وَ مِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ
فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ
لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ
وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

٨١- اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَا
اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ
وَ مَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا
وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ○

٨٢- وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا
وَ الْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ
وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

www.pathagar.com

৮৩. সে (ইয়া'কূব) বলল ঃ বরং সাজিয়ে দিয়েছে তোমাদের জন্য তোমাদের মন একটি কাহিনী। অতএব সবর করাই আমার জন্য শ্রেয়। আশা করি আল্লাহ্ তাদের এনে দেবেন আমার কাছে এক সাথে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, হিক্‌মত-ওয়ালা।

৮৪. আর সে মুখ ফিরিয়ে নিল তাদের থেকে এবং বলল ঃ আফ্‌সোস ইউসুফের জন্য! সাদা হয়ে গিয়েছিল তার দু'চোখ শোকে এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপ ক্লিষ্ট।

৮৫. তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আপনি তো ইউসুফের কথা সদা স্মরণ করতেই থাকবেন, যে পর্যন্ত না আপনি মুমূর্ষ হয়ে পড়েন অথবা মারা যান।

৮৬. সে (ইয়া'কূব) বলল ঃ আমি তো নিবেদন করছি আমার দুঃসহ বেদনা ও আমার দুঃখ কেবল আল্লাহ্‌র কাছে এবং আমি জানি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে, যা তোমরা জান না।

৮৭. হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও এবং অনুসন্ধান কর ইউসুফ ও তার সহোদর ভাইয়ের, আর নিরাশ হয়ো না আল্লাহ্‌র রহমত থেকে। কেননা, কেউ-ই নিরাশ হয় না আল্লাহ্‌র রহমত থেকে কাফির লোক ছাড়া।

৮৮. আবার যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন তারা বলল ঃ হে আযীয! আপতিত হয়েছে আমাদের ও আমাদের পরিবার পরিজনের উপর দুঃখ-কষ্ট, আর আমরা এসেছি অতি সামান্য পূঁজি নিয়ে। আপনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় দিন রসদ এবং আমাদের

www.pathagar.com

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ○

আরো দান করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পুরস্কার দেন দাতাদের।

٨٩- قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ
وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جٰهِلُونَ ○

৮৯. সে (ইউসুফ) বলল ঃ তোমরা কি জান, কিরূপ আচরণ করেছিলে তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদর ভাইয়ের সাথে, যখন তোমরা ছিলে জাহিল ?

٩٠- قَالُوٓا ءَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ؕ
قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهٰذَآ أَخِي ز
قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ؕ
إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ
لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○

৯০. তারা বলল ঃ তবে কি তুমিই ইউসুফ ? সে বলল ঃ আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ্ তো অনুগ্রহ করেছেন আমাদের প্রতি। নিশ্চয় যে কেউ আল্লাহ্কে ভয় করে ও সবর করে, আল্লাহ্ তো এরূপ নেক্কারদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

٩١- قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا
وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ ○

৯১. তারা বলল ঃ আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন আমাদের উপর এবং আমরা তো ছিলাম অপরাধী।

٩٢- قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ
يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ز وَهُوَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِينَ ○

৯২. সে (ইউসুফ) বলল ঃ কোন অভিযোগ নেই তোমাদের বিরুদ্ধে আজ। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

٩٣- اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هٰذَا فَأَلْقُوهُ
عَلٰى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ج
وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ○

৯৩. তোমরা নিয়ে যাও আমার এ জামাটি এবং তা রেখে দিও আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর, তিনি হয়ে যাবেন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আর নিয়ে এসো তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার কাছে।

٩٤- وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ
أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ
لَوْلَآ أَنْ تُفَنِّدُونِ ○

৯৪. আর যখন যাত্রীদল বেরিয়ে পড়ল, তখন তাদের পিতা বলল ঃ আমি তো ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি, যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতস্থ মনে না কর।

٩٥- قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي
ضَلٰلِكَ الْقَدِيمِ ○

৯৫. তারা বলল ঃ আল্লাহ্র কসম! আপনি তো রয়েছেন আপনার আগের বিভ্রান্তিতেই।

৯৬. তারপর যখন এলো সুসংবাদবাহক এবং রেখে দিল জামাটি তার মুখমণ্ডলের উপর তখন সে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। সে বলল ঃ আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি তো জানি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে, যা তোমরা জান না।

٩٦- فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ
عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ
قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ
اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৯৭. তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা! ক্ষমা প্রার্থনা করুন আমাদের গুনাহের জন্য, আমরা তো অপরাধি।

٩٧- قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ
اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ○

৯৮. সে (ইয়া'কূব) বলল ঃ আমি অচিরেই ক্ষমা প্রার্থনা করব তোমাদের জন্য আমার রবের কাছে, তিনি তো অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٩٨- قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ؕ
اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৯৯. এরপর যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন সে তার কাছে স্থান দিল তার পিতা মাতাকে এবং বলল ঃ আপনারা প্রবেশ করুন মিসরে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আপনারা নিরাপদ।

٩٩- فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ
اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ
اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ○

১০০. আর ইউসুফ তার মাতা পিতাকে বসাল সিংহাসনে এবং তারা তার সম্মানে সিজ্‌দায় পড়ল। ইউসুফ বলল ঃ হে আমার পিতা ! এটাই হল আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার রব তা সত্যে পরিণত করেছেন। আর তিনি তো আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এবং আপনাদের আমার কাছে এনে দিয়ে মরু অঞ্চল থেকে, আমার ও আমার ভাইদের মাঝে শয়তান কর্তৃক সম্পর্ক নষ্ট করার পরে। নিশ্চয় আমার রব অতি সূক্ষ্মভাবে করেন যা করতে চান। অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞ, হিক্‌মত-ওয়ালা।

١٠٠- وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ
وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ
هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ؗ
قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ
وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ
السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ
اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ؕ
اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ
اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

১০১. হে আমার রব! তুমি তো আমাকে দান করেছ রাজ্য এবং শিক্ষা দিয়েছ আমাকে

١٠١- رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ

www.pathagar.com

স্বপ্নের ব্যাখ্যা। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! তুমিই আমার অভিভাবক, দুনিয়া ও আখিরাতে। তুমি আমাকে মৃত্যু দিও মুসলিম হিসেবে এবং শামিল করো নেক্কারদের মাঝে।

وَ عَلَّمْتَنِیْ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ ۚ
فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۟
اَنْتَ وَلِیّٖ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ
تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ ○

হযরত শু'আইব (আ)

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩

৮৫. আর আমি পাঠিয়েছিলাম মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আইবকে, সে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্র। তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের রবের তরফ থেকে। সুতরাং তোমরা পুরোপুরি দেবে মাপে ও ওযনে এবং কম দেবে না লোকদের তাদের প্রাপ্যবস্তু আর ফাসাদ সৃষ্টি করবে না যমীনে, সেখানে শান্তি স্থাপনের পর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা মু'মিন হও।

٨٥- وَ اِلٰی مَدْیَنَ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا ؕ قَالَ
یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ
قَدْ جَآءَتْكُمْ بَیِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
فَاَوْفُوا الْكَیْلَ وَ الْمِیْزَانَ
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا
فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ
ذٰلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ○

৮৬. আর তোমরা বসে থাকবে না কোন পথে, ভয় দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্র পথে বাধা দেওয়ার জন্য তাদের যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে আর তোমরা বক্রতা অনুসন্ধান করবে না আল্লাহ্র পথে। স্মরণ কর যখন তোমরা ছিলে সংখ্যায় কম, তখন আল্লাহ্র তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। আর লক্ষ্য কর, কিরূপ হয়েছিল পরিণাম ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের।

٨٦- وَ لَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ
وَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ
مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ
وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِیْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪
وَ انْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ ○

৮৭. যদি তোমাদের মধ্যে কোন এক দল, আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে ঈমান আনে এবং কোন দল ঈমান না আনে, তবে তাতে তোমরা সবর করবে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ফয়সালা

٨٧- وَ اِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا
بِالَّذِیْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَ طَآئِفَةٌ لَّمْ یُؤْمِنُوْا
فَاصْبِرُوْا حَتّٰی یَحْكُمَ اللّٰهُ بَیْنَنَا ۚ

করে দেন আমাদের মাঝে। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

৮৮. বলেছিল তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক নেতারা, অবশ্যই আমরা বের করে দেব তোমাকে আমাদের জনপদ থেকে, হে শু'আইব ! আর তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরও, অথবা অবশ্যই তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের ধর্মাদর্শে। শু'আইব বলল ঃ যদিও আমরা তা ঘৃণা করি, তবুও ?

৮৯. আমরা তো মিথ্যারোপ করব আল্লাহর প্রতি, যদি আমরা ফিরে যাই তোমাদের ধর্মাদর্শে তা থেকে আল্লাহ্ আমাদের উদ্ধার করার পরে। আর আমাদের জন্য সমীচীন নয় তাতে ফিরে যাওয়া, যদি না আমাদের রব আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। আমাদের রব সব কিছু জ্ঞানে পরিব্যপ্ত করে আছেন। আমরা আল্লাহ্রই উপর ভরসা করি, হে আমাদের রব! ফয়সালা করে দিন আমাদের ও আমাদের কাওমের মধ্যে যথাযথভাবে, আর আপনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

৯০. আর বলেছিল তার কাওমের কাফির নেতারা ঃ যদি তোমরা অনুসরণ কর, শু'আইবকে, তবে তো তোমরা হয়ে পড়বে ক্ষতিগ্রস্ত।

৯১. তারপর তাদের পাকড়াও করল ভূমিকম্প; ফলে তারা পড়ে থাকল তাদের ঘরে অধোমুখে।

৯২. যারা অস্বীকার করেছিল শু'আইবকে, মনে হল তারা যেন সেখানে কখনো বসবাস করেনি। যারা অস্বীকার করেছিল শু'আইবকে, তারা হয়ে পড়ল ক্ষতিগ্রস্ত।

www.pathagar.com

٩٣-فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ
وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ
فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ○

৯৩. তারপর শু'আইব মুখে ফিরিয়ে নিল তাদের থেকে এবং বলল ঃ হে আমার কাওম! আমি তো পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী এবং উপদেশ দিয়েছি তোমাদের। অতএব, কি করে আমি আক্ষেপ করব কাফির লোকদের জন্য!

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫

٨٤-وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ
يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ
غَيْرُهٗ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ
اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ
اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ○

৮৪. আর আমি পাঠিয়েছিলাম মাদইয়ান-বাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আইব-কে। সে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, নেই তোমাদের জন্য কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। আর তোমরা কম করবে না মাপে ও ওযনে, আমি তো দেখছি তোমরা সমৃদ্ধশালী। কিন্তু আমি আশংকা করছি তোমাদের জন্য এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তি।

٨٥- وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ
وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

৮৫. হে আমার কাওম! তোমরা পুরাপুরি দিবে মাপেও ওজনে ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং কম দিবে না লোকদের তাদের প্রাপ্যবস্তু, আর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না পৃথিবীতে।

٨٦- بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ○

৮৬. আল্লাহ্ অনুমোদিত যা বাকী থাকবে, তা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা মু'মিন হও আর আমি তোমাদের হিফাযতকারী নই।

٨٧- قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ
تَأْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ
اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۗ
اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ○

৮৭. তারা বলল ঃ হে শু'আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে আমরা বর্জন করি যার ইবাদত করত আমাদের পিতৃপুরুষরা তা অথবা আমরা বর্জন করি আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও ? তুমি তো অবশ্যই সহনশীল, ভাল মানুষ।

www.pathagar.com

৮৮. সে (শু'আইব) বলল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আমি যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি স্পষ্ট প্রমাণের উপর আমার রবের তরফ থেকে এবং তিনি যদি আমাকে রিযিক দিয়ে থাকেন তাঁর তরফ থেকে উৎকৃষ্ট রিযক, তবে আমি কি করে আমার কর্তব্য থেকে বিরত থাকব ? আমি তোমাদের যা নিষেধ করি আমি তার বিপরীত করতে চাই না। আমি তো চাই কেবল সংশোধন আমার সাধ্যমত। আর আমার কার্য সম্পাদন তো কেবল আল্লাহ্‌রই সাহায্য, তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই।

٨٨- قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ
عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ
وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۗ
وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ
اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ۗ
اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۗ
وَمَا تَوْفِيْقِىْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ○

৮৯. হে আমার কাওম! আমার সাথে বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদের এমন অপরাধ করতে উদ্বুদ্ধ না করে যাতে তোমাদের উপর আপতিত হয় সেরূপ বিপদ যেরূপ আপতিত হয়েছিল নূহের কাওমের উপর অথবা হূদের কাওমের উপর অথবা সালিহের কাওমের উপর, আর লূতের কাওম তো তোমাদের থেকে দূরে নয়।

٨٩- وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْٓ اَنْ
يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ
اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ۗ
وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ○

৯০. তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমাদের রবের কাছে, তারপর তাঁর দিকে ফির, নিশ্চয় আমার রব পরম দয়ালু, পরম মমতাময়।

٩٠- وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۗ
اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ○

৯১. তারা বলল ঃ হে শু'আইব! আমরা বুঝি না তুমি যা বল তার অনেক কিছুই, আর আমরা তো তোমাকে দেখছি আমাদের মধ্যে দুর্বল। যদি তোমার স্বজনবর্গ না থাকত, তাহলে অবশ্যই আমরা পাথর ছুড়ে তোমাকে মেরে ফেলতাম, আর তুমি তো নও আমাদের উপর শক্তিধর।

٩١- قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ
كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ
فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ز
وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ○

৯২. সে (শু'আইব) বলল ঃ হে আমার কাওম! আমার আত্মীয়বর্গ কি তোমাদের

٩٢- قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِىْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ

اللهِ ۖ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۝

কাছে মর্যাদাবান আল্লাহ্‌র চেয়ে ? আর তোমরা আল্লাহ্‌কে সম্পূর্ণভাবে তোমাদের পেছনে ফেলে রেখেছ। নিশ্চয়ই আমার রব, তোমরা যা কর তা বেষ্টন করে আছেন।

৯৩- وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۝

৯৩. হে আমার কাওম! তোমরা কাজ করতে থাক নিজ নিজ অবস্থায়, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

৯৪- وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝

৯৪. আর যখন আসল আমার নির্দেশ, তখন আমি রক্ষা করলাম শু'আইবকে এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার রহমতে এবং এক মহা গর্জন যালিমদের আক্রমণ করল, ফলে, তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

৯৫- كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۖ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ۝

৯৫. যেন তারা কোন দিন সেখানে বসবাস করেনি। জেনে রাখ, মাদইয়ানবাসীরা ধ্বংস হয়েছিল, যেমন ধ্বংস হয়েছিল সামূদ।

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১

১৭৬- كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

১৭৬. অস্বীকার করেছিল আয়কাবাসীরা* রাসূলদের।

১৭৭- اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

১৭৭. যখন পদের বলেছিল শু'আইব ঃ তোমরা কি সাবধান হবে না ?

১৭৮- اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝

১৭৮. আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

* আয়কা হলো মাদইয়ানের পার্শ্ববর্তী এলাকা। 'আসহাবুল আয়কা' শব্দের অর্থ গহীন অরণ্যের অধিবাসী, শু'আইব সম্প্রদায়-এ এলাকায় বাস করত বলে তাদেরকে 'আসহাবুল আয়কা' বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

১৭৯. অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য কর আমার।

١٧٩- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○

১৮০. আর আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান। আমার প্রতিদান তো রাব্বুল আলামীনের কাছে।

١٨٠- وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ
اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৮১. তোমরা পূর্ণ মাত্রায় দেবে মাপে এবং যারা মাপে কম দেয় তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

١٨١- اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ
الْمُخْسِرِيْنَ ○

১৮২. তোমরা ওযন করবে সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায়।

١٨٢- وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ○

১৮৩. আর কম দেবে না লোকদের তাদের পাপ্য বস্তুতে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ করে বেড়াবে না।

١٨٣- وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ
وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

১৮৪. আর তোমরা ভয় কর তাঁকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠিকে।

١٨٤- وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ
وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ○

১৮৫. তারা বলল ঃ তুমি তো যাদুগ্রস্তদের একজন,

١٨٥- قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ○

১৮৬. আর তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ এবং আমরা মনে করি, তুমি তো মিথ্যাবাদীদের একজন।

١٨٦- وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

১৮৭. অতএব তুমি ফেলে দাও আমাদের উপর আকাশের এক খণ্ড, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

١٨٧- فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ
اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

১৮৮. শু'আইব বলল ঃ আমার রব ভাল জানেন, যা তোমরা কর তা।

١٨٨- قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১৮৯. তারপর তারা তাকে অস্বীকার করল ঃ ফলে পাকড়াও করল তাদের মেঘাচ্ছন্ন দিনের আযাব। নিশ্চয় তা ছিল এক ভীষণ দিনের আযাব।

١٨٩- فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ
الظُّلَّةِ ۗ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

১৯০. অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

١٩٠- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ
وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৯১. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

١٩١- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

www.pathagar.com

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৩৬, ৩৭

৩৬. আর আমি পাঠিয়েছিলাম মাদ্‌ইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আইবকে। সে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র এবং আশা রাখ শেষ দিনের, আর ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না পৃথিবীতে।

٣٦- وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

৩৭. কিন্তু তারা অস্বীকার করেছিল তাকে, তারপর তাদের পাকড়াও করেছিল ভূমিকম্প, ফলে তারা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল নিজ নিজ ঘরে।

٣٧- فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

হযরত আইউব (আ)

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৩, ৮৪

৮৩. আর স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে ডেকে বলেছিল তার রবকে ঃ আমাকে তো স্পর্শ করেছে দুঃখ-কষ্ট, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

٨٣- وَ اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

৮৪. তখন আমি তার দু'আ কবুল করেছিলাম এবং বিদূরিত করেছিলাম সে কষ্ট যাতে সে নিঃপতিত হয়েছিল এবং ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তাকে তার পরিবার পরিজন এবং তাদের সাথে তাদের মত আরো দিয়েছিলাম আমার তরফ থেকে রহমতরূপে এবং উপদেশ স্বরূপ ইবাদতকারীদের জন্য।

٨٤- فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ○

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

৪১. আর স্মরণ কর, আমার বান্দা আইউবের কথা, যখন সে ডেকে বলেছিল তার রবকে ঃ আমাকে তো শয়তান যন্ত্রণায় ও কষ্টে ফেলেছে।

٤١- وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ○

৪২. তখন আমি তাকে বললাম ঃ তুমি আঘাত কর যমীনে তোমার পা দিয়ে এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়।

٤٢- اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّ شَرَابٌ ○

٤٣- وَ وَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَ ذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ○

৪৩. আর আমি তাকে দান করলাম তার পরিবারবর্গকে এবং তাদের মত আরো আমার তরফ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ এবং উপদেশ স্বরূপ বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য।

٤٤- وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ○

৪৪. আর আমি তাকে আদেশ করলাম ঃ নেও এক মুঠো তৃণ এবং তা দিয়ে আঘাত কর, কিন্তু শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তো তাকে পেয়েছিলাম সবরকারী। সে ছিল উত্তম বান্দা, সে ছিল আমার অভিমুখী।

হযরত মূসা (আ)

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৮৭, ৯২

٥١- وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

৫১. আর স্মরণ করুন! আমি নির্ধারিত করেছিলাম মূসার জন্য চল্লিশ রাত। তারপর তোমরা উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে বাছুর, তার প্রস্থানের পরে। আর তোমরা হলে যালিম।

٥٢- ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৫২. তারপর আমি মাফ করেছি তোমাদের এতদ্‌সত্ত্বেও, যাতে তোমরা শোকর কর।

٥٣- وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

৫৩. আর স্মরণ করুন! আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব ও ফুরকান, যাতে তোমরা হিদায়েত পাও।

٥٤- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ

৫৪. আর স্মরণ করুন! বলেছিল মূসা তার কাওমকে ঃ হে আমার কাওম! তোমরা তো নিজেদের উপর যুলুম করেছ বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে। অতএব, তোমরা ফিরে এস তোমাদের স্রষ্টার দিকে এবং তোমরা হত্যা কর নিজেদের। ইহাই শ্রেয় তোমাদের স্রষ্টার কাছে। তারপর আল্লাহ্ তোমাদের তাওবা কবুল করেন। নিশ্চয়

فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

তিনি হলেন মহা তাওবাকবুলকারী পরম দয়ালু।

٥٥- وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ○

৫৫. আর যখন তোমরা বলেছিলে ঃ হে মূসা! কখনো আমরা ঈমান আনব না তোমার প্রতি, যতক্ষণ না আমরা প্রত্যক্ষ করি আল্লাহ্কে। তখন পাকড়াও করেছিল তোমাদের বজ্র, আর তোমরা তা দেখছিলে।

٥٦- ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

৫৬. তারপর আমি পুনরায় জীবিত করে-ছিলাম তোমাদেরকে, তোমাদের মৃত্যুর পর, যাতে তোমরা শোকর কর।

٥٧- وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○

৫৭. আর আমি ছায়া বিস্তার করেছিলাম তোমাদের উপর মেঘ দিয়ে এবং নাযিল করেছিলাম তোমাদের কাছে মান্না ও সাল্ওয়া। বলেছিলাম ঃ আহার কর, ভাল যা কিছু আমি তোমাদের দান করেছি তা থেকে। তারা আমার প্রতি কোন যুলুম করেনি, বরং তারা নিজিদেরই উপর যুলুম করেছিল।

٥٨- وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَٰيَٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ○

৫৮. আর স্মরণ করুন! আমি বলেছিলাম ঃ তোমরা প্রবেশ কর এ জনপদে এবং আহার কর সেখানে যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে এবং প্রবেশ কর দরজা দিয়ে নতশিরে এবং বল ঃ মাফ চাই। আমি মাফ করব তোমাদের অপরাধ এবং বাড়িয়ে দেব আমার দান নেক্কারদের জন্য।

٥٩- فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○

৫৯. কিন্তু যারা যুলুম করেছিল, তারা বদলে দিল, যে কথা তাদের বলা হয়েছিল, তার স্থানে অন্য কথা। সুতরাং আমি নাযিল করলাম যারা যুলুম করেছিল তাদের উপর আসমান থেকে শাস্তি, কেননা তারা অবাধ্য আচরণ করত।

٦٠- وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا

৬০. আর স্মরণ করুন! মূসা পানি প্রার্থনা করেছিল তার কাওমের জন্য। আমি

বলেছিলাম ঃ আঘাত কর তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে, ফলে তা ফেটে বের হলো বারটি ঝরণাধারা। প্রত্যেক গোত্র চিনে নিল স্ব-স্ব পান করার স্থান। আমি বললাম ঃ তোমরা আহার কর এবং পান কর, আল্লাহ্ যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে, কিন্তু ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না যমীনে।

اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ
اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○

৬১. আর যখন তোমরা বলেছিলে ঃ হে মূসা! আমরা কখনো ধৈর্যধারণ করব না একই রকম খাদ্যের উপর। অতএব আপনি প্রার্থনা করুন আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে, তিনি যেন উৎপন্ন করেন আমাদের জন্য ভূমি থেকে শাক-সব্জী, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ। তখন মূসা বলল ঃ তোমরা কি বদল করতে চাও নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে উৎকৃষ্টতর বস্তুকে ? তাহলে তোমরা নেমে যাও কোন শহরে, সেখানে তোমাদের জন অবশ্যই রয়েছে, যা তোমরা চাও। তাদের উপর অবধারিত করা হলো লাঞ্ছনা ও দারিদ্র এবং তারা হয়ে পড়ল আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র। কেননা তারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ এবং হত্যা করত নবীদের অন্যায়ভাবে। ইহা এজন্য যে, তারা নাফরমানী করেছিল এবং সীমালঙ্ঘন করত।

٦١- وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ
طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا
مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا
وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ
الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ
اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا
عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ○

৬৭. আর যখন বলেছিলা মূসা তার কাওমকে ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ হুকুম দিয়েছেন তোমাদের একটি গরু যবেহ্ করতে। তখন তারা বলেছিল ঃ তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ ? মূসা বলল ঃ আমি আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করি জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে।

٦٧- وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا
أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ○

www.pathagar.com

৬৮. তারা বলল ঃ প্রার্থনা কর আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে, তিনি যেন স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দেন, সেটি কিরূপ ? মূসা বলল ঃ আল্লাহ্ বলছেন, সেটি এমন গরু, যা বৃদ্ধও নয় এবং অল্প বয়স্কও নয়, বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি। অতএব তোমরা কর, যা তোমাদের হুকুম করা হয়েছে তা।

٦٨- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ○

৬৯. তারা বলল ঃ তুমি প্রার্থনা কর আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে, তিনি যেন স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দেন, সেটির রং কী ? মূসা বলল ঃ আল্লাহ্ বলছেন, সেটি হলুদ বর্ণের গরু, তার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদের আনন্দিত করে।

٦٩- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ○

৭০. তারা বলল ঃ তুমি প্রার্থনা কর আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে, তিনি যেন স্পষ্টভাবে আমাদের বলে দেন, সেটি কোনটি ? আমরা তো গরুটির ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হয়েছি। আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমরা অবশ্যই ঠিক চিনতে পারব।

٧٠- قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ○

৭১. সে (মূসা) বলল ঃ আল্লাহ্ বলছেন, সেটি এমন গরু, যা ব্যবহৃত হয়নি জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য, যা সুস্থ, যাতে নেই কোন খুঁত। তারা বলল ঃ এখন তুমি এনেছ আমাদের কাছে সত্য, তখন তারা সেটি যবাহ্ করল, যদিও তারা তা করার ছিল না।

٧١- قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ○

৭২. আর স্মরণ করুন ! তোমরা হত্যা করেছিলে এক ব্যক্তিকে, তারপর দোষারূপ করছিলে একে অন্যের প্রতি। আর আল্লাহ্ ব্যক্ত করছেন, যা তোমরা গোপন করছিলে।

٧٢- وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ○

৭৩. তারপর আমি বললাম ঃ তোমরা আঘাত কর যবাহ্‌কৃত গরুর কোন অংশ দিকে মৃত ব্যক্তিকে। এভাবেই জীবিত করেন আল্লাহ্ মৃতকে এবং তোমাদের দেখান তাঁর নিদর্শনসমূহ, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

٧٣-فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ط
كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى لا
وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

৮৭. আর আমি তো দিয়েছি মূসাকে কিতাব এবং পর্যায়ক্রমে পাঠিয়েছি তার পরে রাসূলদের এবং দিয়েছি ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে স্পষ্ট নিদর্শন এবং তাকে শক্তিশালী করেছি জিব্‌রাঈলকে দিয়ে। তবে কি যখনই এসেছে তোমাদের কাছে কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ, আর কতককে অস্বীকার করেছ এবং কতককে হত্যা করেছ ?

٨٧-وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا
مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ
مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط
اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى
اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج
فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ○

৯২. আর মূসা তো নিয়ে এসেছে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ, কিন্তু তোমরা উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ বাছুর তারপর, আর তোমরা তো হলে যালিম।

٩٢-وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

২০. আর স্মরণ কর, বলেছিল মূসা তার কাওমকে ঃ হে আমার কাওম! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যখন তিনি করেছিলেন তোমাদের মধ্য থেকে নবী, করেছিলেন তোমাদের বাদশাহ্ এবং দিয়েছিলেন তোমাদের তা, যা দেওয়া হয়নি সারা জাহানে কাউকে।

٢٠-وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ
يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ
وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا
مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

২১. হে আমার কাওম! তোমরা প্রবেশ কর সে পবিত্র ভূমিতে, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং

٢١-يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ
الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا

عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ○

পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না, করলে তোমরা হয়ে পড়বে ক্ষতিগ্রস্ত।

٢٢- قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ○

২২. তারা বলল ঃ হে মূসা! সেখানে তো রয়েছে এক দুর্ধর্ষ সম্প্রদায়, আমরা কিছুতেই প্রবেশ করব না সেখানে, যতক্ষণ না তারা বেরিয়ে আসে সেখান থেকে। তবে যদি তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলেই আমরা প্রবেশ করব।

٢٣- قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۬ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

২৩. যারা ভয় করছিল, তাদের মধ্যে দু'জন, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বললঃ তোমরা তাদের মুকাবিলা কর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, যখনই তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে, তখনই তোমরা বিজয়ী হবে। আর তোমরা আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।

٢٤- قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ○

২৪. তারা বলল ঃ হে মূসা! আমরা কখনো সেখানে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, যাও তুমি ও তোমার রব, যুদ্ধ কর গিয়ে। আমরা এখানেই বসে থাকব।

٢٥- قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

২৫. মূসা বলল ঃ হে আমার রব! আমার কোন আধিপত্য নেই, আমার ও আমার ভাইয়ের উপর ছাড়া। অতএব আপনি ফয়সালা করে দিন আমাদের ও নাফরমান কাওমের মাঝে।

٢٦- قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

২৬. আল্লাহ্ বললেন ঃ তবে ইহা নিষিদ্ধ রইল তাদের জন্য চল্লিশ বছর পর্যন্ত, তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে পৃথিবীতে। অতএব তুমি দুঃখ করো না নাফরমান কাওমের জন্য।

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৪

١٥٤- ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا

১৫৪. তারপর আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, যা ছিল সম্পূর্ণ নেক্‌কারদের

www.pathagar.com

জন্য এবং বিশদ বিবরণ সব কিছুর, আর হিদায়েত ও রহমত স্বরূপ ; যাতে তারা তাদের রবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈমান আনে।

عَلَى الَّذِىٓ اَحْسَنَ وَ تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ
وَّهُدًى وَّرَحْمَةً
لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ○

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৯, ১৬০

১০৩. তারপর আমি পাঠাই মূসাকে এদের পরে আমার নিদর্শনসহ ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে, কিন্তু তারা সে সবের প্রতি অবিচার করে। অতএব, লক্ষ্য কর কিরূপ হয়েছিল পরিণাম ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের।

١٠٣- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

১০৪. আর বলেছিল মূসা ঃ হে ফির'আউন ! আমি তো একজন রাসূল রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

١٠٤- وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ
اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১০৫. ইহা স্থির নিশ্চিত যে, আমি বলব না আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু। আমি তো নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের রবের তরফ থেকে ; সুতরাং যেতে দাও আমার সাথে বনূ ইসরাঈলকে।

١٠٥- حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ
عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۗ
قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ
فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

১০৬. ফির'আউন বলল ঃ যদি তুমি এনে থাক কোন নিদর্শন, তবে তা পেশ কর। যদি হও তুমি সত্যবাদী।

١٠٦- قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ
فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

১০৭. তারপর মূসা নিক্ষেপ করল তার লাঠি, আর তখনই তা হয়ে গেল এক স্পষ্ট অজগর।

١٠٧- فَاَلْقٰى عَصَاهُ
فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ○

www.pathagar.com

১০৮. আর সে তার হাত বের করল এবং তা প্রতিভাত হল শুভ্র উজ্জ্বল দর্শকদের কাছে।

١٠٨- وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۝

১০৯. ফির'আউনের কাওমের নেতারা বলল ঃ এতো একজন সুবিজ্ঞ যাদুকর,

١٠٩- قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ۝

১১০. সে চায় তোমাদের বের করে দিতে তোমাদের দেশ থেকে, এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও ?

١١٠- يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۝

১১১. তারা বলল ঃ কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও তাকেও তার ভাইকে এবং পাঠাও শহরে নগরে সংগ্রহকারীদের।

١١١- قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۝

১১২. যেন তারা নিয়ে আসে তোমার কাছে প্রত্যেক অভিজ্ঞ যাদুকরকে।

١١٢- يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ۝

১১৩. আর উপস্থিত হল যাদুকররা ফির-'আউনের কাছে, তারা বলল ঃ অবশ্যই থাকবে তো আমাদের জন্য পুরস্কার, যদি আমরা বিজয়ী হই ?

١١٣- وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ۝

১১৪. ফির'আওন বলল ঃ হ্যাঁ, থাকবে ; আর তোমরা হবে আমার নৈকট্য-প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

١١٤- قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝

১১৫. যাদুকররা বলল ঃ হে মূসা ! তুমি কি নিক্ষেপ করবে, না আমরা প্রথম নিক্ষেপকারী হব ?

١١٥- قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ۝

১১৬. মূসা বলল ঃ তোমরাই নিক্ষেপ কর। আর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন তারা লোকের চোখে যাদু করল, তাদের আতংকিত করল এবং তারা সংঘটিত করল এক বড় ধরনের যাদু ।

١١٦- قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ۝

১১৭. তারপর আমি ওহী করলাম মূসার প্রতি যে, তুমিও নিক্ষেপ কর তোমার লাঠি, আর তখন তা গ্রাস করতে লাগল তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে।

١١٧- وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۝

১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং অসার প্রতিপন্ন হল যা তারা করেছিল।

١١٨- فَوَقَعَ الْحَقُّ
وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১১৯. আর তারা পরাভূত হল সেখানে এবং হয়ে গেল লাঞ্ছিত ;

١١٩- فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ
وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ○

১২০. আর যাদুকররা লুটিয়ে পড়ল সিজ্‌দায়।

١٢٠- وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ○

১২১. তারা বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম রাব্বুল আলামীনের প্রতি।

١٢١- قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১২২. যিনি রব মূসা ও হারূনের।

١٢٢- رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ○

১২৩. ফির'আউন বলল ঃ তোমরা ঈমান আনলে এতে, আমি তোমাদের অনুমতি দেবার আগে ? এ তো এক চক্রান্ত, যা তোমরা করেছ শহরে বসে, যাতে তোমরা বের করে দিতে পার সেখান থেকে এর অধিবাসীদের। শিগ্‌গীরই তোমার জানতে পারবে।

١٢٣- قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ
قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ
مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ
لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

১২৪. অবশ্যই আমি কেটে ফেলব তোমাদের হাত ও তোমাদের পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর আমি অবশ্যই শূলবিদ্ধ করব তোমাদের সবাইকে।

١٢٤- لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ
مِّنْ خِلَافٍ
ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

১২৫. তারা বলল ঃ আমরা তো আমাদের রবের কাছে ফিরে যাব।

١٢٥- قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ○

১২৬. তুমি তো আমাদের শাস্তি দিচ্ছ শুধু এ জন্য যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের রবের নিদর্শনে, যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। হে আমাদের রব! তাওফীক দিন আমাদের সবর করার এবং মউত দিন আমাদের মুসলমানরূপে।

١٢٦- وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ
اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ
رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ○

১২৭. ফির'আওনের কাওমের নেতারা বলল ঃ আপনি কি ছেড়ে দিচ্ছেন মূসা ও তার কাওমকে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদের বর্জন করতে ?

١٢٧- وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ
اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا
فِي الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ۚ

www.pathagar.com

قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ
وَنَسْتَحْيِ نِسَآءَهُمْ
وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُونَ ○

ফির'আউন বলল ঃ অবশ্যই আমরা হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদের এবং জীবিত রাখব তাদের নারীদের, আর আমরা তো তাদের উপর প্রবল ক্ষমতাধর।

١٢٨- قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ
وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ ۙ
يُورِثُهَا مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○

১২৮. মূসা বলল তার কাওমকে ঃ তোমরা সাহায্য চাও আল্লাহ্‌র কাছে এবং সবর কর। নিশ্চয় যমীন তো আল্লাহ্‌রই। তিনি এর উত্তরাধিকারী করেন যাকে চান তার বান্দাদের থেকে। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

١٢٩- قَالُوٓا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ
قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ
أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ○

১২৯. তারা বলল ঃ আমরা তো নির্যাতিত হয়েছি, আমাদের কাছে তোমার আমার আগে এবং তোমার আসার পরেও। মূসা বলল ঃ শিগগীরই তোমাদের রব ধ্বংস করবেন তোমাদের শত্রু এবং তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন যমীনে। তারপর তিনি দেখবেন, তোমরা কেমন কর।

١٣٠- وَلَقَدْ أَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ
بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ○

১৩০. আর আামি তো পাকড়াও করেছিলাম ফির'আউনীদের দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতি দিয়ে, যাতে তারা অনুধাবন করে।

١٣١- فَإِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ
قَالُوا لَنَا هٰذِهِ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَطَّيَّرُوا بِمُوسٰى وَمَنْ مَّعَهُ ۗ
أَلَآ إِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

১৩১. আর যখন তাদের কোন কল্যাণ হত, তখন তারা বলত ঃ এটা তো আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হত, তাহলে তারা অলুক্ষণে মনে করত তার জন্য মূসা ও তার সাথীদের। জেনে রাখ, তাদের অকল্যাণ তো আল্লাহ্‌রই নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

١٣٢- وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ اٰيَةٍ
لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ
فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ○

১৩২. আর তারা বলেছিল ঃ তুমি যে কোন নিদর্শনই আমাদের কাছে পেশ করনা কেন, তা দিয়ে আমাদের যাদু করার জন্য, আমরা তো নই তোমাতে ঈমান আনার।

www.pathagar.com

١٣٣- فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ
وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ
وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ○

১৩৩. তারপর আমি পাঠাই তাদের উপর প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, বেঙ এবং রক্ত, যা ছিল স্পষ্ট নিদর্শন ; কিন্তু তারা অহংকার করে এবং তারা ছিল এক অপরাধী কাওম।

١٣٤- وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا
يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
بِمَا عَهِدَ عِندَكَ
لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ
لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ
وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ○

১৩৪. আর যখন আপতিত হত তাদের উপর কোন শাস্তি তখন তারা বলত ঃ হে মূসা! তুমি দু'আ করো আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে, তোমার সাথে তিনি যে ওয়াদা করছেন সে অনুযায়ী, যদি তুমি দূর কর আমাদের থেকে শাস্তি, তবে তো আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবই এবং অবশ্যই যেতে দেব তোমার সাথে বনূ ইসরাঈলকে।

١٣٥- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ
إِلَىٰ أَجَلٍ
هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ○

১৩৫. বস্তুত, যখনই আমি দূর করতাম তাদের থেকে শাস্তি, এক নির্দিষ্ট কালের জন্য, যে শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত ছিল, তখন তারা ভংগ করত অঙ্গীকার।

١٣٦- فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ○

১৩৬. সুতরাং আমি শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের এবং ডুবিয়ে দিয়েছিলাম তাদের অতল সমুদ্রে। কেননা, তারা অস্বীকার করেছিল আমার নিদর্শনসমূহ এবং তারা ছিল এ ব্যাপারে গাফিল।

١٣٧- وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا
يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ
وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ
عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ
وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ
وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ○

১৩৭. আর আমি উত্তরাধিকারী করেছিলাম সে কাওমকে যাদের দুর্বল মনে করা হত পূর্ব ও পশ্চিমের যমীনের, যাতে আমি কল্যাণ রেখেছিলাম। আর পূর্ণ হল তোমার রবের কল্যাণ বাণী বনূ ইস্রাঈলের প্রতি। কেননা তারা সবর করেছিল। আর আমি ধ্বংস করেছিলাম শিল্প, যা তৈরী করেছিল ফির'আউন ও তার কাওম এবং সে' সব প্রাসাদ, যা তারা নির্মাণ করেছিল।

www.pathagar.com

১৩৮. আর আমি পার করিয়ে ছিলাম বনূ ইস্‌রাঈলকে সমুদ্র, ফলে তারা পৌঁছে এমন এক কাওমের কাছে, যারা পূজা করত তাদের প্রতীমার। তারা বলল ঃ হে মূসা ! বানিয়ে দেও আমাদের জন্য প্রতীমা, তাদের প্রতীমার মত। মূসা বলল ঃ তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়।

١٣٨- وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ
فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ
لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ
اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۗ قَالَ
اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ○

১৩৯. নিশ্চয় এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে, তাতো বিধ্বস্ত হবে এবং যা তারা করছে তাও অসার।

١٣٩- اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ
وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৪০. সে (মূসা) আরো বলল ঃ আমি কি তালাশ করব তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য ইলাহ্ ; অথচ তিনিই তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন সারা জাহানের উপর ?

١٤٠- قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ
اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا
وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

১৪১. আর স্মরণ কর, আমি উদ্ধার করেছিলাম তোমাদের ফির'আউনের হাত থেকে, যারা দিত তোমাদের নিকৃষ্ট শাস্তি। তারা হত্যা করত তোমাদের পুত্র সন্তানদের এবং জীবিত রাখত তোমাদের নারীদের। আর এতে ছিল তোমাদের জন্য, তোমাদের রবের তরফ থেকে এক মহা পরীক্ষা।

١٤١- وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ
يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ
يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۗ
وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

১৪২. আর আমি ওয়াদা করেছিলাম মূসার জন্য ত্রিশ রাত এবং পূর্ণ করেছিল তা আরো দশ দিয়ে। এভাবেই পূর্ণ হয় তার রবের নির্ধারিত চল্লিশ রাত। আর বলেছিল মূসা তার ভাই হারূনকে ঃ আপনি আমার প্রতিনিধিত্ব করবেন, আমার কাওমের মধ্যে এবং সংশোধন করবেন, আর অনুসরণ করবেন না ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ।

١٤٢- وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً
وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ
فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ
وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ
اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ
وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

১৪৩. আর যখন মূসা উপস্থিত হলো আমার নির্ধারিত সময়ে এবং কথা বললেন

١٤٣- وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا

তার সঙ্গে তার রব, তখন সে বলল ঃ হে আমার রব ! আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখতে চাই। তিনি বললেন ঃ তুমি কখনো আমাকে দেখতে পাবে না। তুমি বরং তাকাও পাহাড়ের দিকে, যদি তা স্থির থাকে স্বস্থানে, তবে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তার রব তাজাল্লী প্রকাশ করলেন পাহাড়ে, তখন তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল তা আর বেহুশ হয়ে পড়ে গেল মূসা। তারপর যখন সে হুশ ফিরে পেল, তখন বলল ঃ পবিত্র মহান আপনি, আমি অনুতপ্ত হয়ে আপনার প্রতি ফিরে এলাম। আর আমিই প্রথম মু'মিন।

وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۙ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ
أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِى
وَلَٰكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ
فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنِى ۚ
فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ
مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ
فَلَمَّآ أَفَاقَ
قَالَ سُبْحَٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ
وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ○

১৪৪. আল্লাহ্ বললেন ঃ হে মূসা ! আমি তো তোমাকে বৈশিষ্ট্য দান করেছি মানুষের উপর আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দিয়ে। অতএব তুমি গ্রহণ করো, যা আমি তোমাকে দিয়েছি তা এবং হয়ে যাও শোকরকারীদের শামিল।

١٤٤- قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّى ٱصْطَفَيْتُكَ
عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِى وَبِكَلَٰمِى
فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ○

১৪৫. আর আমি লিখে দিয়েছি মূসার জন্য ফলকে সব বিষয়ে উপদেশ ও সবকিছুর ব্যাখ্যা। অতএব তুমি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং নির্দেশ দাও তোমার কাওমকে যেন তারা তার যা উত্তম তা গ্রহণ করে। আর শিগ্গীরই আমি তোমাদের দেখাব পাপাচারীদের বাসস্থান।

١٤٥- وَكَتَبْنَا لَهُۥ فِى ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَىْءٍ
مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ
فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا۟
بِأَحْسَنِهَا ۚ
سَأُو۟رِيكُمْ دَارَ ٱلْفَٰسِقِينَ ○

১৪৮. আর মূসার কাওম বানিয়ে নিল তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে 'হাম্বা' রবকারী বাছুরের এক দেহ। তারা কি দেখেনি যে, সেটি তাদের সাথে কথা বলে না এবং তাদের পথও দেখায় না ? তারা সেটিকে উপাস্যরূপে

١٤٨- وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ
مِنۢ بَعْدِهِۦ مِنْ حُلِيِّهِمْ
عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ ۚ
أَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّهُۥ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ

سَبِيْلًا ۚ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ○

গ্রহণ করল, আর তারা তো ছিল যালিম।

١٤٩-وَلَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ
وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ
قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا
وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

১৪৯. আর যখন তারা অনুতপ্ত হলো আর দেখল যে, তারা তো গুমরাহ্ হয়ে গেছে, তখন তারা বলল ঃ আমাদের রব যদি আমাদের প্রতি রহম না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন ; তাহলে আমরা তো হয়ে পড়ব ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

١٥٠-وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ
اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ
مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ
وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ
وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ۚ
قَالَ ابْنَ اُمَّ
اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ
وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۫ۖ
فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ
وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

১৫০. আর যখন ফিরে এলো মূসা তার কাওমের কাছে ক্রুদ্ধ হয়ে, তখন সে বলল ঃ কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ তোমরা আমার, আমার অনুপস্থিতিতে, তোমরা জলদি করলে, তোমাদের রবের আদেশের আগে ? আর সে ফেলে দিল ফলকগুলো এবং তার ভাইয়ের চুল ধরে নিজের দিকে টেনে আনল। তার ভাই হারূন বলল ঃ হে আমার সহোদর ! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল করে ফেলেছিল। অতএব তুমি আমার সাথে এমন আচরণ করো না, যাতে শত্রুরা খুশী হয়। আর তুমি আমাকে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত করো না।

١٥١-قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ
وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۫ۖ
وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

১৫১. মূসা বলল ঃ হে আমার রব ! আপনি মাফ করুন আমাকে এবং আমার ভাইকে, আর দাখিল করুন আমাদের উভয়কে আপনার রহমতের মধ্যে। আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

١٥٤-وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ
اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۚۖ وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى
وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ○

১৫৪. আর যখন প্রশমিত হল মূসার ক্রোধ, তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল এবং সে লিপিতে ছিল হিদায়েত ও রহমত তাদের জন্য, যারা তাদের রবকে ভয় করে।

١٥٥-وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا

১৫৫. আর বেছে নিল মূসা তার কাওম থেকে সত্তর জন লোককে, আমার নির্ধারিত

www.pathagar.com

لِمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ
اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ؕ
اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ
اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ؕ
تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ
وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ؕ
اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ
لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ
خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ○

স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য। আর যখন পাকড়াও করল তাদের ভূমিকম্প, তখন মূসা বলল ঃ হে আমার রব ! আপনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে এর আগেই তাদের ও আমাদের ধ্বংস করতে পারতেন। আপনি কি ধ্বংস করবেন আমাদের, যা করেছে নির্বোধরা আমাদের থেকে তার জন্য ? এত কেবল আপনার পরীক্ষা। যা দিয়ে আপনি গুমরাহ্ করেন যাকে চান এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। আপনি তো আমাদের অভিভাবক, অতএব আপনি আমাদের মাফ করুন এবং আমাদের রহম করুন, আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী।

١٥٦- وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ؕ
قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ
وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ
فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ○ۚ

১৫৬. আর আপনি লিপিবদ্ধ করুন আমাদের জন্য এ দুনিয়াতে কল্যাণ এবং আখিরাতেও আর আমরা তো প্রত্যাবর্তন করেছি আপনারই দিকে। আল্লাহ্ বললেন ঃ আমার আযাব, আমি দেই তা যাকে চাই, আর আমার রহমত, তা তো পরিব্যপ্ত প্রত্যেক বস্তুতে। সুতরাং আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য, যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহে ঈমান রাখে।

١٥٩- وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى
اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ○

১৫৯. আর মূসার কাওমের মাঝে আছে একদল, যারা ন্যায়ভাবে হিদায়েত করে এবং সে মতেই ইনসাফ করে।

١٦٠- وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا
اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ
قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ
فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ

১৬০. আর আমি বিভক্ত করেছি তাদের বারো গোত্রে-দলে। আর আমি ওহীর মাধ্যমে জানালাম মূসাকে, যখন তার কাছে পানি চেয়েছিল তার কাওম ঃ আঘাত কর তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে। ফলে উৎসারিত হল সে পাথর থেকে বারোটি

www.pathagar.com

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ
وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا
عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۖ
كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُوْنَا
وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

প্রস্রবণ, প্রত্যেক গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ পান-স্থান, আর আমি ছায়া বিস্তার করেছিলাম তাদের উপর মেঘ দিয়ে এবং পাঠিয়েছিলাম তাদের কাছে মান্না ও সাল্ওয়া। আর বলেছিলাম ঃ খাও, ভাল যা কিছু তোমাদের দিয়েছি তা থেকে। তারা কোন যুলুম করেনি আমার প্রতি বরং তারা তো যুলুম করেছে নিজেদের প্রতি।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯

٧٥- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ
إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ بِاٰيٰتِنَا
فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

৭৫. তাদের পরে আমি পাঠাই মূসা ও হারূনকে ফির'আউন ও তার পারিষদ-বর্গের কাছে, আমার নিদর্শন দিয়ে। কিন্তু তারা অহংকার করে এবং তারা ছিল অপরাধী কাওম।

٧٦- فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا
قَالُوْا إِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৭৬. তারপর যখন এল তাদের কাছে সত্য আমার তরফ থেকে, তখন তারা বলল ঃ নিশ্চয় এতো স্পষ্ট যাদু।

٧٧- قَالَ مُوْسٰى أَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ۖ
أَسِحْرٌ هٰذَا ۖ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ○

৭৭. মূসা বলল ঃ তোমরা এরূপ বলছ সত্য সম্পর্কে। যখন তা তোমাদের কাছে এলো? এটা কি যাদু? আর যাদুকররা তো সফলকাম হয় না।

٧٨- قَالُوْا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا
عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا
وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ
فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا نَحْنُ
لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ○

৭৮. তারা বলল ঃ তুমি কি এসেছ আমাদের কাছে, আমদের বিচ্যুত করার জন্য তা থেকে, যার উপর আমরা পেয়েছি আমাদের পিতৃ-পুরুষদের এবং যাতে তোমাদের দু'জনার জন্য দেশে প্রতিপত্তি হয়? আর আমরা তোমাদের প্রতি ঈমান আনার নই।

٧٩- وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ
بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ○

৭৯. আর ফির'আউন বলল ঃ তোমরা নিয়ে এসো আমার কাছে সব দক্ষ যাদুকরদের।

www.pathagar.com

৮০. পরে যখন যাদুকররা এল, তখন মূসা তাদের বলল ঃ তোমার নিক্ষেপ কর, যা তোমাদের নিক্ষেপ করার।

٨٠- فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ
مُّوسَىٰٓ اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ○

৮১. তারপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বলল ঃ যা তোমরা নিয়ে এসেছ, তা তো যাদু। নিশ্চয় আল্লাহ্ অচিরেই তা অসার করে দেবেন। আর আল্লাহ্ তো সম্পন্ন হতে দেন না ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ।

٨١- فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى
مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৮২. আর আল্লাহ্ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন তাঁর বাণী অনুযায়ী, যদিও অপরাধীরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।

٨٢- وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ○

৮৩. ঈমান আনেনি মূসার প্রতি কেউ, তার কাওমের একদল ব্যতীত তাও এ আশংকায় যে, ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গ তাদের উপর নির্যাতন করবে। বস্তুত ফির'আউন তো ছিল দেশে প্রচণ্ড স্বেচ্ছাচারী। আর সে তো ছিল সীমালংঘনকারীদের একজন।

٨٣- فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰىٓ اِلَّا ذُرِّيَّةٌ
مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ
اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ
فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ○

৮৪. আর মূসা বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনে থাক, তবে তোমরা তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি হও তোমরা মুসলিম।

٨٤- وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ
بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ
تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ○

৮৫. তারপর তারা বলল ঃ আমরা আল্লাহ্রই উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রব! আপনি বানাবেন না আমাদের উৎপীড়নের পাত্র যালিম লোকদের;

٨٥- فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

৮৬. আর আমাদের রক্ষা করুন, আপনার রহমতে, কাফির লোকদের থেকে।

٨٦- وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ
مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

৮৭. আর আমি ওহী করলাম মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের কাওমের জন্য মিশরে গৃহ স্থাপন কর, এবং তোমাদের গৃহগুলোকে কর ইবাদতের স্থান এবং সালাত

٨٧- وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ
اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا
وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً

www.pathagar.com

وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

কায়েম কর আর সুসংবাদ দাও মু'মিনদের।

٨٨- وَ قَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّ اَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○

৮৮. আর মূসা বলল ঃ হে আমাদের রব ! আপনি তো দিয়েছেন ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গকে শোভা ও সম্পদ পার্থিব জীবনের। হে আমাদের রব ! যা দিয়ে এ কারণে তারা লোকদের আপনার পথ থেকে গুমরাহ্ করে। হে আমাদের রব ! আপনি বিনষ্ট করে দিন তাদের সম্পদ এবং কঠিন করে দিন তাদের হৃদয়। আর তারা তো ঈমান আনবে না প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٨٩- قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَ لَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৮৯. আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমাদের উভয়ের দু'আ কবূল করা হল, অতএব তোমার দৃঢ় থেক এবং কখনও অনুসরণ করো না তাদের পথ, যারা জানে না।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯

٩٦- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

৯৬. আর অবশ্যই আমি পাঠিয়েছিলাম আমার নিদর্শনাবলী এবং স্পষ্ট প্রমাণ সহ—

٩٧- اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ○

৯৭. ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট। কিন্তু তারা ফির'আউনের নির্দেশ অনুসরণ করত আর ফির'আউনের নির্দেশ মোটেও ঠিক ছিল না।

٩٨- يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ○

৯৮. সে তার কাওমের অগ্রভাগে থাকবে কিয়ামতের দিন, আর তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কত নিঃকৃষ্ট সে স্থান, যেখানে তারা উপনীত হবে।

٩٩- وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ○

৯৯. আর তাদের সঙ্গে রইল এ দুনিয়ায় লা'নত এবং কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার, যা তাদের দেয়া হবে।

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ৫, ৬, ৭, ৮

৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে এবং বলেছিলাম ঃ বের করে নিয়ে এসো। তোমার কাওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে এবং উপদেশ দাও তাদের আল্লাহ্‌র দিনগুলো দিয়ে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞের জন্য।

٥-وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

৬. আর স্মরণ কর, বলেছিল মূসা তার কাওমকে ঃ তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে, যখন তিনি তোমাদের বাঁচিয়েছিলেন ফির'আউনী সম্প্রদায় থেকে, যারা তোমাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদের যবাহ করত এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত। আর এত ছিল এক মহা-পরীক্ষা তোমাদের রবের তরফ থেকে।

٦-وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

৭. আর স্মরণ কর, তোমাদের রব ঘোষণা করেন ঃ যদি তোমরা শোকর কর, তবে অবশ্যই আমি বেশী বেশী দেব, কিন্তু যদি না শোকরী কর, তবে আমার শাস্তি অতিশয় কঠোর।

٧-وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ○

৮. আর মূসা আরো বলল ঃ যদি তোমরা এবং যারা পৃথিবীতে আছে, তারা সবাই নাশোক্‌রী কর, তবে আল্লাহ্‌ তো বেনিয়ায, প্রশংসিত।

٨-وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

সূরা বনী ইস্‌রাঈল, ১৭ ঃ ২, ১০১, ১০২

২. আর আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব এবং করেছিলাম তাকে পথনির্দেশক বনূ ইস্‌রাঈলের জন্য, বলেছিলাম ঃ তোমরা গ্রহণ করবে না কাউকে আমাকে ছাড়া কর্ম সম্পাদনকারীরূপে।

٢-وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ○

www.pathagar.com

১০১. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন, আপনি বনূ-ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। যখন সে এসেছিল তাদের কাছে, তখন ফির'আউন তাকে বলেছিল ঃ হে মূসা ! আমি তো তোমাদের মনে করি যাদুগ্রস্ত।

١٠١- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ
بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ
فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ
اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ○

১০২. মূসা বলেছিল ঃ তুমি তো জান, এ সব নিদর্শন তো নাযিল করেছেন আসমান ও যমীনের রব আল্লাহ্‌ প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। হে ফির'আউন ! আমি তো দেখছি তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত।

١٠٢- قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ
هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ
وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ○

সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ ঃ ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

৬০. আর স্মরণ কর, বলেছিল মূসা তার খাদিমকে ঃ আমি থামব না দুই সমুদ্রের সম্মিলন স্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত অথবা আমি চলতে থাকব যুগ যুগ ধরে।

٦٠- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ
لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا ○

৬১. তারপর তারা উভয়ে যখন পৌঁছল দুই সমুদ্রের সম্মিলন স্থলে, তখন তারা ভুলে গেল তাদের মাছের কথা। আর মাছ নেমে গেল সমুদ্রে সুড়ংগের মত পথ করে।

٦١- فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا
نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ
سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ○

৬২. তারা যখন আরো অগ্রসর হল, তখন মূসা তার খাদিমকে বলল ঃ নিয়ে এস আমাদের ভোরের নাশ্‌তা, আমরা তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমাদের এ সফরে।

٦٢- فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ
اٰتِنَا غَدَآءَنَا ز
لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ○

৬৩. খাদিম বলল ঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন বিশ্রাম করছিলাম পাথরের কাছে, তখন আমি ভুলে গিয়েছিলাম মাছের কথা ? শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে সে

٦٣- قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ
فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ز
وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ج

www.pathagar.com

وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ○

কথা বলতে। আর মাছটি নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল আশ্চার্যজনক-ভাবে।

٦٤- قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ○

৬৪. মূসা বলল ঃ সে জায়গাই তো আমরা অনুসন্ধান করছি। তারপর তারা ফিরে চলল নিজেদের পায়ের চিহ্ন ধরে।

٦٥- فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ○

৬৫. তারপর তারা পেল আমার বান্দাদের থেকে এক বান্দাকে। যাকে আমি দান করেছিলাম রহমত আমার তরফ থেকে এবং যাকে আমি শিক্ষা দিয়েছিলাম আমার তরফ থেকে বিশেষ জ্ঞান।

٦٦- قَالَ لَهُ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ○

৬৬. মূসা তাকে বলল ঃ আমি কি আপনার অনুসরণ করব এশর্তে যে, আপনি আমাকে শিক্ষা দেবেন সত্যের যে জ্ঞান আপনাকে দেওয়া হয়েছে তা থেকে ?

٦٧- قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ○

৬৭. সে বলল ঃ আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।

٦٨- وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ○

৬৮. আর কেমন করে আপনি সবর করবেন সে বিষয়ে, যে বিষয়ে আপনার জ্ঞানায়ত্ত নয় ?

٦٩- قَالَ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا ○

৬৯. মূসা বলল ঃ অবশ্য আপনি 'ইনশা আল্লাহ্' আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি অমান্য করব না আপনার কোন আদেশ।

٧٠- قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْـَٔلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ○

৭০. সে বলল ঃ আচ্ছা, যদি আপনি আমার অনুসরণ করেন-ই, তবে আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি সে বিষয়ে আপনাকে কিছু বলি।

٧١- فَانْطَلَقَا ۖ حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ

৭১. তারপর তারা উভয়ে চলতে লাগল, চলতে চলতে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল, তখন সে তা ছিদ্র করে দিল। মূসা বলল ঃ আপনি কি তা বিদীর্ণ

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝

করে দিলেন এর আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য ? আপনি তো করলেন এক গুরুতর অন্যায় কাজ !

٧٢- قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

৭২. সে বলল ঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ?

٧٣- قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝

৭৩. মূসা বলল ঃ আপনি আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন না, যে ভুল আমি করেছি সে জন্য। আর আমার ব্যাপারে খুব কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।

٧٤- فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۝

৭৪. তারপর তারা উভয়ে চলতে লাগল। চলতে চলতে যখন তারা সাক্ষাত পেল এক বালকের তখন সে তাকে হত্যা করল। মূসা বলল ঃ আপনি কি হত্যা করলেন এক নিষ্পাপ ব্যক্তিকে ? কোন ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধ ছাড়াই ? আপনি তো করলেন এক গুরুতর অপরাধ !

٧٥- قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

৭৫. সে বলল ঃ আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ?

٧٦- قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝

৭৬. মূসা বলল ঃ যদি আমি আপনাকে কোন প্রশ্ন করি এর পরে, তবে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। আপনার কাছে আমার ওযর আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

٧٧- فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ

৭৭. তারপর তারা উভয়ে চলতে লাগল। চলতে চলতে তারা যখন পৌঁছল এক জনপদবাসীর কাছে, তখন তারা তাদের কাছে খাবার চাইল। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর তারা সেখানে এক পতনোম্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং সে তা সুদৃঢ় করে দিল। মূসা বলল ঃ আপনি যদি

www.pathagar.com

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ○

চাইতেন, তবে অবশ্যই এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।

٧٨- قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ
سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيْلِ
مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ○

৭৮. সে বলল ঃ এখানেই আমার ও আপনার মাঝে সম্পর্কে-চ্ছেদ হয়ে গেল। অবশ্যই আমি আপনাকে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব সে বিষয়ে যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি।

٧٩- أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ
يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُّ
أَنْ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ
يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ○

৭৯. হ্যাঁ, নৌকাটির ব্যাপার, তা ছিল কতিপয় গরীব লোকের। যারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিতে ক্রটিযুক্ত করতে, কেননা তাদের পেছনে ছিল এক রাজা, যে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিত সব ভাল নৌকা।

٨٠- وَأَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ أَبَوٰهُ
مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ أَنْ يُّرْهِقَهُمَا
طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ○

৮০. আর বালকটি তার পিতা মাতা ছিল মু'মিন। আমি ভয় করলাম যে, সে তাদের বিব্রত করবে নাফরমানী ও কুফরীর কারণে।

٨١- فَأَرَدْنَآ أَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا
خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا ○

৮১. অতএব আমি চাইলাম যে, তাদের রব তার পরিবর্তে তাদের এক সন্তান দান করেন, যে হবে উন্নত তার চাইতে পবিত্রতায় এবং ঘনিষ্টতর ভক্তি ও ভালবাসায়।

٨٢- وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ
فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا
وَكَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَّبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا
وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ
وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ أَمْرِيْ ۗ
ذٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ○

৮২. আর প্রাচীরটি তা ছিল শহরের দুই ইয়াতীম কিশোরের, যার নীচে ছিল গুপ্তধন তাদের জন্য আর তাদের পিতা ছিল এক নেক্কার ব্যক্তি। সুতরাং আপনার রব ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা বের করে নিক তাদের ধন-ভাণ্ডার। এ ছিল আপনার রবের তরফ থেকে রহমত। আর আমি করিনি কোন কিছু আমার নিজের তরফ থেকে। এ হল ব্যাখ্যা সে বিষয়ের যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি।

www.pathagar.com

সূরা যারিয়াত, ১৯ ঃ ৫১, ৫২, ৫৩

৫১. আর আপনি স্মরণ করুন! এ কিতাবে উল্লেখিত মূসার কথা, সে তো ছিল বিশেষভাবে মনোনীত বান্দা আর সে ছিল রাসূল-নবী।

٥١- وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰى ز اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ○

৫২. আর আমি তাকে ডেকে ছিলাম তূরের ডান দিক থেকে এবং তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম অন্তরঙ্গ আলাপের মাধ্যমে।

٥٢- وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ○

৫৩. আর আমি তাকে দিয়েছিলাম আমার তরফ থেকে রহমত স্বরূপ তার ভাই হারূনকে নবীরূপে।

٥٣- وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ○

সূরা তো-হা, ২০ ঃ ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮

৯. আর পৌঁছেছে কি আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত ?

٩- وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ○

১০. যখন সে দেখতে পেল আগুন, তখন সে বলল, তার পরিবারবর্গকে ঃ তোমরা এখানে থাক, আমি তো দেখতে পেয়েছি আগুন, হয়ত আমি নিয়ে আসব তোমাদের কাছে তা থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার অথবা আমি পাব আগুনের কাছে কোন পথের সন্ধানদাতা।

١٠- اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ○

১১. তারপর যখন সে আগুনের কাছে পৌঁছল, তখন ডেকে বলা হলো ঃ হে মূসা !

١١- فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ○

১২. আমিই তোমার রব, অতএব তুমি খুলে ফেল তোমার জুতা। কেননা, তুমি তো রয়েছ পবিত্র তুওয়া উপত্যকায়।

١٢- اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ
اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ○

১৩. আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব তুমি মনোযোগ সহকারে শোন, যে ওহী করা হয় তা।

١٣- وَاَنَا اخْتَرْتُكَ
فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ○

১৪. আমিই আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ আমি ছাড়া। সুতরাং ইবাদত কর আমারই এবং কায়েম কর সালাত আমারই স্মরণে।

١٤- اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا
فَاعْبُدْنِيْ ۙ
وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ○

১৫. অবশ্যই কিয়ামত আসবে। আমি তা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল লাভ করতে পাবে।

١٥- اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ
اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا تَسْعٰى ○

১৬. অতএব যেন তোমাকে নিবৃত্ত না করে সে ব্যক্তি, যে তাতে বিশ্বাস করে না, এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাহলে তুমি ধ্বংস হবে।

١٦- فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا
وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ○

১৭. তোমার ডান হাতে ওটা কী ? হে মূসা!

١٧- وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ○

১৮. সে বলল ঃ এটা আমার লাঠি, আমি তাতে ভর দেই এবং তা দিয়ে গাছের পাতা পাড়ি আমার মেষ-পালের জন্য, আর তাতে রয়েছে আমার আরো অনেক কাজ।

١٨- قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا
وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ
وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ○

১৯. আল্লাহ্ বললেন ঃ নিক্ষেপ কর তা, হে মূসা!

١٩- قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ○

২০. আর সে নিক্ষেপ করল তা, তখনই তা পরিণত হলো ধাবমান সাপে।

٢٠- فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ○

٢١- قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ○

২১. তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে ধর এবং ভয় করো না, এখনই আমি তাকে ফিরিয়ে দেব তার পূর্ব অবস্থায়।

٢٢- وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ ○

২২. আর তুমি রাখ তোমার হাত তোমার বগলে, তা বেরিয়ে আসবে নির্মল সমুজ্জ্বলরূপে অপর এক নিদর্শন স্বরূপ।

٢٣- لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ○

২৩. যাতে আমি তোমাকে দেখাতে পারি আমার মহা-নিদর্শনগুলোর কিছু।

٢٤- اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ○

২৪. তুমি যাও ফির'আউনের কাছে, সে তো সীমালংঘন করেছেন।

٢٥- قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ○

২৫. মূসা বলল ঃ হে আমার রব! প্রশস্ত করে দিন আমার বক্ষ।

٢٦- وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ○

২৬. এবং সহজ করে দিন আমার কাজ।

٢٧- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ○

২৭. আর দূর করে দিন জড়তা আমার জিহ্‌বার।

٢٨- يَفْقَهُوا قَوْلِي ○

২৮. যাতে তারা বুঝতে পারে আমার কথা।

٢٩- وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ○

২৯. আর নিযুক্ত করুন আমার জন্য একজন সাহায্যকারী আমার পরিবার-পরিজন থেকে।

٣٠- هَارُونَ أَخِي ○

৩০. আমার ভাই হারূনকে।

٣١- اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ○

৩১. সুদৃঢ় করুন তাকে দিয়ে আমার শক্তি।

٣٢- وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ○

৩২. এবং অংশী করুন তাকে আমার কাজে।

٣٣- كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ○

৩৩. যাতে আমরা তাস্‌বীহ্‌ করতে পারি আপনার বেশী-বেশী।

٣٤- وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ○

৩৪. আর স্মরণ করতে পারি আপনাকে অধিক।

٣٥- إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ○

৩৫. আপনি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।

٣٦- قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ○

৩৬. আল্লাহ্‌ বললেন ঃ অবশ্যই তোমাকে দেওয়া হল, যা তুমি চেয়েছ হে মূসা!

www.pathagar.com

৩৭. আমি তো অনুগ্রহ করেছি তোমার প্রতি আরো একবার,

٣٧- وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ○

৩৮. যখন আমি অবহিত করেছিলাম তোমার মাকে, যা অবহিত করার ছিল তা-

٣٨- إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ○

৩৯. এই যে, তুমি রাখ তাকে সিন্দুকের মাঝে, এরপর নিক্ষেপ কর তা দরিয়ায়, যাতে দরিয়া তাকে তীরে ফেলে দেয়, নিয়ে যাবে তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু। আর আমি ঢেলে দিয়েছিলাম তোমার উপর মহব্বত আমার তরফ থেকে, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে লালিত-পালিত হও।

٣٩- أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ
فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ
يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ
وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۚ
وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ○

৪০. যখন তোমার বোন এসে বলল ঃ আমি কি তোমাদের বলে দেব, যে তার দায়িত্ব-ভার নেবে ? তখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তোমার মায়ের কাছে, যাতে তার চোখ-জুড়ায় এবং সে চিন্তিত না হয়। তারপর তুমি হত্যা করেছিলে এক ব্যক্তিকে, আর আমি মুক্ত করেছিলাম তোমাকে দুশ্চিন্তা থেকে এবং তোমাকে পরীক্ষা করেছিলাম নানাভাবে। এরপর তুমি অবস্থান করেছিলাম কয়েক বছর মাদইয়ান-বাসীদের মাঝে। তারপর তুমি উপস্থিত হলে এক নির্ধারিত সময়ে হে মূসা!

٤٠- إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ
هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ
فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ
كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ
وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ
مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ
فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ
ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ ○

৪১. আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি আমার নিজের জন্য।

٤١- وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ○

৪২. যাও তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনসহ এবং তোমরা আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না।

٤٢- اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي
وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ○

৪৩. তোমরা দু'জন ফির'আউনের কাছে যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে।

٤٣- اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ○

৪৪. আর তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।

٤٤- فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ
يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ○

৪৫. তারা বলল ঃ হে আমাদের রব ! আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদের উপর যুলুম করবে অথবা সীমালংঘন করবে।

٤٥- قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ○

৪৬. আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি এবং দেখি।

٤٦- قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ○

৪৭. আর তোমরা তার কাছে যাও এবং বল ঃ আমরা রাসূল তোমার রবের ; কাজেই তুমি পাঠাও আমাদের সাথে বনূ ইস্‌রাঈলকে এবং তাদের কষ্ট দিওনা। আমরা তো নিয়ে এসেছি তোমার কাছে নিদর্শন, তোমার রবের তরফ থেকে। আর সালাম তার প্রতি যে হিদায়েত অনুসারে চলে।

٤٧- فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ؕ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ○

৪৮. আমাদের প্রতি তো ওহী করা হয়েছে যে, নিশ্চয় শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।

٤٨- اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ○

৪৯. ফির'আউন বলল ঃ তাহলে তোমাদের রব কে? হে মূসা!

٤٩- قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ○

৫০. মূসা বলল ঃ আমাদের রব তিনি, যিনি দান করেছেন প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি, তারপর তাকে হিদায়েত দান করেছেন।

٥٠- قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ○

৫১. ফির'আউন বলল ঃ তাহলে কী অবস্থা পূর্ববর্তী যুগের লোকদের ?

٥١- قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ○

৫২. মূসা বলল ঃ এর জ্ঞান রয়েছে আমার রবের কাছে লাওহে-মাহফূযে ; বিভ্রান্ত হন না আমার রব এবং তিনি বিস্মৃত হন না।

٥٢- قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسَى ○

৫৩. যিনি করেছেন তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা, আর করেছেন তোমাদের জন্য তাতে চলার পথ এবং তিনি বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি। তারপর আমি

٥٣- الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ؕ

www.pathagar.com

فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ○

উৎপন্ন করি তা দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ হরেক রকমের।

٥٤- كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ط
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ○

৫৪. যা তোমরা খাও এবং তোমাদের পশু চরাও। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন বিবেকবানদের জন্য।

٥٥- مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ
وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ○

৫৫. আমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি তোমাদের এবং এতেই ফিরিয়ে নেব তোমাদের, আর তা থেকেই বের করব তোমাদের পুণর্বার।

٥٦- وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا
فَكَذَّبَ وَاَبٰى ○

৫৬. আর আমি তো দেখিয়েছি ফির'আউনকে আমার নিদর্শনসমূহ, কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অস্বীকার করেছে।

٥٧- قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا
مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ○

৫৭. ফির'আওন বলল ঃ হে মূসা! তুমি কি এসেছ আমাদের কাছে, যাতে তুমি বের করে দেবে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে, তোমার যাদু দিয়ে?

٥٨- فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ
نَحْنُ وَلَاۤ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ○

৫৮. তা হলে আমরাও অবশ্যই তোমার কাছে উপস্থিত করব-এর অনুরূপ যাদু। সুতরাং স্থির কর আমাদের ও তোমার মাঝে এক নির্দিষ্ট সময়, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না, এক সমতল ভূমিতে।

٥٩- قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ
وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ○

৫৯. মূসা বলল ঃ তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় হল উৎসবের দিন এবং সমবেত করা হবে লোকদের দিনের প্রথম অংশে।

٦٠- فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ
ثُمَّ اَتٰى ○

৬০. তারপর ফিরে গেল ফির'আউন এবং একত্র করল তার কুট-কৌশল, এরপর ফিরে এল।

٦١- قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا
عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ج
وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ○

৬১. বলল মূসা তাদের ঃ দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাহলে তিনি সমূলে ধ্বংস করবেন তোমাদের আযাব দিয়ে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে।

৬২. এরপর তারা বিতর্ক করল তাদের কর্ম সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে এবং তারা গোপনে পরামর্শ করল।

٦٢- فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ○

৬৩. তারা বলল ঃ এ দু'জন অবশ্যই যাদুকর, তারা চায় আমাদের বের করে দিতে, তোমাদের যমীন থেকে তাদের যাদু দিয়ে এবং বিনষ্ট করে দিতে তোমাদের উত্তম জীবন ব্যবস্থা।

٦٣- قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ○

৬৪. অতএব তোমরা সংহত কর তোমাদের যাদুক্রিয়া, এরপর উপস্থিত হও সারিবদ্ধ-ভাবে এবং সে-ই সফল আজ যে বিজয়ী।

٦٤- فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ○

৬৫. তারা বলল ঃ হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ করবে, নতুবা আমরাই হব প্রথমে নিক্ষেপকারী।

٦٥- قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ○

৬৬. মূসা বলল ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। পরে অকস্মাৎ তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো, মূসার কাছে মনে হল তাদের যাদুর কারণে যে, সে গুলো ছুটোছুটি করছে।

٦٦- قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ○

৬৭. মূসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করল।

٦٧- فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ○

৬৮. আমি বললাম ঃ ভয় করো না, তুমি-ই তো বিজয়ী হবে।

٦٨- قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ○

৬৯. আর তুমি নিক্ষেপ কর, যা রয়েছে তোমার ডান হাতে, তা গ্রাস করে ফেলবে তারা যা করেছে, তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কুট-কৌশল। আর যাদুকর সফল হবে না, যেখানেই সে আসুক।

٦٩- وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۭ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۭ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ○

৭০. এরপর সিজ্‌দায় পড়ে গেল যাদুকরেরা। তারা বলল ঃ 'আমরা ঈমান আনলাম হারূন ও মূসার রবের প্রতি'।

٧٠- فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ○

www.pathagar.com

٧١- قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّهٗ
لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ
فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ
وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ
النَّخْلِ ۫ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ
عَذَابًا وَّاَبْقٰى ○

৭১. ফির'আউন বলল ঃ তোমরা ঈমান আনলে তার প্রতি, আমার অনুমতি দেওয়ার আগেই ! সে তো তোমাদের প্রধান, যে শিখিয়েছে যাদু। সুতরাং অবশ্যই আমি কেটে ফেলব তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে এবং অবশ্যই আমি শূলবিদ্ধ করব তোমাদের খেজুর গাছের কাণ্ডে। আর অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে, আমাদের মাঝে কার আযাব কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।

٧٢- قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى
مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ
فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ؕ
اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○

৭২. তারা বলল ঃ আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না, আমাদের কাছে যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে এবং যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর, সুতরাং তুমি কর, যা তুমি করতে চাও। তুমি তো কেবল কর্তৃত্ব করতে পার এ পার্থিব জীবনের উপর।

٧٣- اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا
وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ؕ
وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○

৭৩. আমরা তো ঈমান এনেছি আমাদের রবের উপর যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ, আর তুমি আমাদের বাধ্য করেছ যে যাদু করতে তাও। আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ এবং চিরস্থায়ী।

٧٧- وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى
اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا
فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ
دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ○

৭৭. আর আমি তো ওহী করেছিলাম মূসার প্রতি যে, তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাত্রিযোগে বেরিয়ে যাও এবং তৈরী করে দাও তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে এক শুকনো পথ। ভয় করো না পেছন থেকে ধরে ফেলার, আর না অন্য কোন আশংকা।

٧٨- فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ
فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ○

৭৮. তারপর তাদের অনুসরণ করল ফির'আউন তার সেনাবাহিনীসহ ; তখন সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দিল তাদের সমুদ্র।

٧٩- وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ○

৭৯. আর ফির'আওন পথভ্রষ্ট করেছিল তার কাওমকে এবং সে সৎপথ দেখায়নি।

www.pathagar.com

৮০. হে বনূ ইস্‌রাঈল ! আমি তো উদ্ধার করেছিলাম তোমাদের শত্রু থেকে এবং আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পাশে এবং প্রেরণ করেছিলাম তোমাদের নিকট মান্না ও সাল্‌ওয়া।

٨٠- يٰبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ
مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَ وٰعَدْنٰكُمْ
جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ○

৮১. তোমরা ভাল-ভাল জিনিস খাও, যা আমি তোমাদের রিযিক হিসাবে দিয়েছি এবং এ ব্যাপারে সীমালংঘন করো না, অন্যথায় পতিত হবে তোমাদের উপর আমার গযব। আর যার উপর পতিত হয় আমার গযব, সে তো ধ্বংস হয়ে যায়।

٨١- كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ
فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ
وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ○

৮২. আর আমি তো পরম ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং নেকআমল করে, এরপর হিদায়েতের উপর অবিচলিত থাকে।

٨٢- وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ○

৮৩. আর কি সে জলদি করতে বাধ্য করেছিল তোমাকে, তোমার সম্প্রদায় থেকে হে মূসা !

٨٣- وَمَآ اَعْجَلَكَ
عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ○

৮৪. মূসা বলল ঃ তারা এই তো আমার পেছনে এবং হে আমার রব ! আমি দ্রুত তোমার কাছে এসেছি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।

٨٤- قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِيْ
وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ○

৮৫. আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি তো পরীক্ষায় ফেলেছি তোমার কাওমকে, তোমার চলে আসার পর এবং তাদের পথভ্রষ্ট করেছে সামিরী।

٨٥- قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ
بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ○

৮৬. তারপর ফিরে গেল মূসা তার কাওমের কাছে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! তোমাদের রব কি তোমাদের এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি ? তবে কি দীর্ঘ হয়েছে তোমাদের নিকট প্রতিশ্রুতকাল, অথবা তোমরা চেয়েছ

٨٦- فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ
اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ
اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ
اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ

www.pathagar.com

اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ ○

যে, আপতিত হোক তোমাদের উপর গযব তোমাদের রবের, যে কারণে তোমরা ভঙ্গ করেছ আমার অঙ্গীকার ?

٨٧- قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِىُّ ○

৮৭. তারা বলল ঃ আমরা খেলাফ করিনি তোমাকে দেওয়া ওয়াদা স্বেচ্ছায় ; তবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমাদের উপর আমাদের লোকদের অলংকারের বোঝা, তারপর আমরা তা নিক্ষেপ করেছিলাম, আর অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করেছিল।

٨٨- فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۵ فَنَسِىَ ○

৮৮. তারপর সামিরী গড়ে নিল তাদের জন্য এক বাছুরের অবয়ব, যে হাম্বা রব করত। তারা বলল ঃ এ তোমাদের মা'বূদ এবং মূসারও মা'বূদ, কিন্তু সে তা ভুলে গিয়েছে।

٨٩- اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۵ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ○

৮৯. তবে কি তারা ভেবে দেখে না যে, সেটি তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তার কোন শক্তি নেই তাদের কোন ক্ষতি করার অথবা উপকার করার।

٩٠- وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِىْ ○

৯০. আর হারূন তো আগেই বলেছিল তাদের ঃ হে আমার কাওম! তোমাদের তো পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে এ বাছুর দিয়ে। নিশ্চয় তোমাদের রব দয়াময় আল্লাহ্ ; অতএব তোমরা অনুসরণ কর আমার এবং মেনে চল আমার আদেশ।

٩١- قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ○

৯১. তারা বলল ঃ আমরা কিছুতেই বিরত হবো না বাছুর পূজা থেকে, যে পর্যন্ত না ফিরে আসে আমাদের কাছে মূসা।

٩٢- قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ○

৯২. মূসা বলল ঃ হে হারূন ! কিসে তোমাকে বারণ করেছিল, যখন তুমি তাদের দেখেছিলে তারা গুমরাহ হয়েছে–

www.pathagar.com

৯৩. তোমাকে আমার অনুসরণ করা থেকে ? তবে কি তুমি অমান্য করলে আমার নির্দেশ ?

٩٣- اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ○

৯৪. হারূন বলল ঃ হে আমার সহোদর ! তুমি টেনোনা আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে ; আমি তো আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে ঃ তুমি বিভেদ সৃষ্টি করেছ বনূ ইসরাঈলের মধ্যে এবং তুমি যথাযথভাবে আমার কথা পালন করনি।

٩٤- قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ
بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ
اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ○

৯৫. মূসা বলল ঃ তবে তোমার ব্যাপার কী ? হে সামিরী !

٩٥- قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ○

৯৬. সামিরী বলল ঃ আমি দেখেছিলাম, যা তারা দেখেনি এ ব্যাপারে, আর আমি নিয়েছিলাম এক মুট জিব্রাঈলের পদচিহ্ন থেকে এবং পরে আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম, আর এভাবেই আমার মন আমার জন্য শোভন করেছিল।

٩٦- قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً
مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا
وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ○

৯৭. মূসা বলল ঃ তবে তুই দূর হও, অবশ্যই তোর জন্য রইল তোর জীবদ্দশায় এ পরিণাম যে, তুই বলবি ঃ আমাকে ছুঁয়ো না, আর তোর জন্য রইল এক নির্দিষ্ট কাল, যার কোন ব্যতিক্রম হবে না। আর তুই লক্ষ্য কর তোর সেই মাবূদের প্রতি, যার পূজায় তুই রত। অবশ্যই আমরা তা জ্বালিয়ে দেব, তারপর তা নিক্ষেপ করব সাগরে বিক্ষিপ্তভাবে।

٩٧- قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ
اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۪ وَاِنَّ لَكَ
مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ
وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ
ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ؕ
لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ○

৯৮. তোমাদের ইলাহ তো আল্লাহ্, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি পরিব্যাপ্ত করে আছেন সবকিছু জ্ঞানে।

٩٨- اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ
وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ○

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

৪৫. তারপর আমি পাঠালাম মূসা ও তাঁর ভাই হারূনকে আমার নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ,

٤٥- ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ
بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

www.pathagar.com

٤٦- اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ○

৪৬. ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা অহংকার করেছিল, আর তারা ছিল ঔদ্ধত্য কাওম।

٤٧- فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ○

৪৭. তারা বলেছিল ঃ আমরা কি বিশ্বাস স্থাপন করব এমন দুই ব্যক্তির প্রতি যারা আমাদেরই মত, আর যাদের কাওম আমাদের দাস ?

٤٨- فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ○

৪৮. তারপর তারা অস্বীকার করল তাদের উভয়কে, ফলে তারা হয়ে গেল ধ্বংসপ্রাপ্ত।

٤٩- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

৪৯. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, যাতে তারা হিদায়েত লাভ করে।

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৩৫, ৩৬।

٣٥- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ○

৩৫. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব এবং করেছিলাম তার সাথে তার ভাই হারূনকে সাহায্যকারী।

٣٦- فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ○

৩৬. এবং বলেছিলাম ঃ তোমরা উভয়ে যাও সেই কাওমের কাছে, যারা অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলী। তারপর তাদের আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই।

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

١٠- وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১০. আর স্মরণ কর, ডেকে বলেছিলেন তোমার রব মূসাকে যে, তুমি যাও যালিম কাওমের কাছে–

١١- قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۭ اَلَا يَتَّقُوْنَ ○

১১. ফির'আউনের কাওমের কাছে। তারা কি ভয় করে না ?

١٢- قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ○

১২. মূসা বলল ঃ হে আমার রব ! আমি তো ভয় করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে।

١٣- وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ○

১৩. আর আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে এবং আমার জিহ্বা সাবলীল নয়। অতএব আপনি ওহী পাঠান হারূনের প্রতিও।

١٤- وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ○

১৪. আর তাদের তো রয়েছে আমার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ, সুতরাং আমি ভয় করি তারা আমাকে হত্যা করবে।

١٥- قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ○

১৫. আল্লাহ্ বললেন ঃ কখন-ই নয়। অতএব তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শন নিয়ে, আমি তো আছি তোমাদের সাথে শ্রবণকারী।

١٦- فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৬. সুতরাং তোমরা যাও ফির'আউনের কাছে এবং বল ঃ আমরা তো রাসূল রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

١٧- اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

১৭. আর যেতে দাও আমাদের সাথে বনূ-ইসরাঈলকে।

١٨- قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ○

১৮. ফির'আউন বলল ঃ আমরা কি লালন-পালন করিনি তোমাকে আমাদের মাঝে শৈশবে ? আর তুমি তো কাটিয়েছ আমাদের মাঝে তোমার জীবনের অনেক বছর।

١٩- وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৯. আর তুমি তো করেছ তোমার কর্ম যা করার এবং তুমি হলে একজন অকৃতজ্ঞ।

٢٠- قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ○

২০. মূসা বলল ঃ আমি তো তা করেছি তখন, যখন আমি ছিলাম অনবহিত।

٢١- فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

২১. তারপর আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম তোমাদের থেকে, যখন আমি তোমাদের ভয়ে শংকিত হয়েছিলাম। পরে আমাকে দান করেছেন আমার রব জ্ঞান এবং করেছেন আমাকে রাসূল।

www.pathagar.com

٢٢- وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ
اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

২২. আর সে অনুগ্রহ, যার কথা তুমি আমার কাছে উল্লেখ করছ তা তো এই যে, তুমি দাস বানিয়ে রেখেছ বনূ ইস্‌রাঈলকে !

٢٣- قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

২৩. ফির'আউন বলল ঃ রাব্বুল আলামীন আবার কি ?

٢٤- قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ○

২৪. মূসা বলল ঃ তিনি রব আসমান ও যমীনের এবং এদ্বয়ের মাঝের সবকিছুর, যদি তোমরা সত্যিই বিশ্বাস কর।

٢٥- قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ○

২৫. ফির'আউন তার চার পাশের লোকদের লক্ষ্য করে বলল ঃ তোমরা শুনছ তো !

٢٦- قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○

২৬. মূসা বলল ঃ তিনি তোমাদের রব এবং রব তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষদেরও।

٢٧- قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ
اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ○

২৭. ফির'আউন বলল ঃ নিশ্চয় তোমাদের রাসূল, যাকে তোমাদের কাছে পাঠান হয়েছে, সে তো এক বদ্ধ পাগল।

٢٨- قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ
اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

২৮. মূসা বলল ঃ তিনি রব পূবের ও পশ্চিমের এবং এদ্বয়ের মাঝের সব কিছুর, যদি তোমরা বুঝতে !

٢٩- قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ
لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ○

২৯. ফির'আউন বলল ঃ যদি তুমি গ্রহণ কর ইলাহ্‌রূপে অন্য কাউকে আমাকে ছাড়া, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করব।

٣٠- قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ○

৩০. মূসা বলল ঃ যদি আমি নিয়ে আসি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট নিদর্শন তবুও ?

٣١- قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ
اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৩১. ফির'আউন বলল ঃ তবে নিয়ে এসো তা, যদি হও তুমি সত্যবাদী।

٣٢- فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ○

৩২. তারপর মূসা নিক্ষেপ করল তার লাঠি, আর তখনই তা হয়ে গেল এক সাক্ষাত অজগর।

www.pathagar.com

٣٣- وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ○

৩৩. আর মূসা বের করল তার হাত, তখনই তা শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল দর্শকদের দৃষ্টিতে।

٣٤- قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ○

৩৪. ফির'আউন তার পারিষদবর্গকে বলল ঃ এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর !

٣٥- يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ○

৩৫. সে চায় তোমাদের বের করে দিতে তোমাদের যমীন থেকে তার যাদু দিয়ে! এখন তোমরা কী করতে বল ?

٣٦- قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ○

৩৬. তারা বলল ঃ অবকাশ দাও তাকে এবং তার ভাইকে কিঞ্চিৎ এবং পাঠাও নগরে-শহরে সংগ্রহকারীদের—

٣٧- يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ○

৩৭. নিয়ে আসবে তারা তোমার কাছে সুদক্ষ যাদুকরদের।

٣٨- فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ○

৩৮. তারপর একত্র করা হল যাদুকরদের এক নির্ধারিত সময়ে, নির্দিষ্ট দিনে।

٣٩- وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ○

৩৯. আর লোকদের বলা হল ঃ তোমরাও কি একত্রিত হচ্ছ ?

٤٠- لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ○

৪০. যেন আমরা অনুসরণ করতে পারি যাদুকরদের, যদি তারা বিজয়ী হয়।

٤١- فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ○

৪১. তারপর যখন যাদুকররা এল, তখন তারা ফির'আউনকে বলল ঃ থাকবে তো আমাদের জন্য পুরস্কার, যদি আমরা বিজয়ী হই ?

٤٢- قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

৪২. ফির'আউন বলল ঃ হাঁ, অবশ্যই তোমরা তখন আমার ঘনিষ্টদের শামিল হবে।

٤٣- قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ○

৪৩. মূসা তাদের বলল ঃ নিক্ষেপ কর তোমরা, যা তোমাদের নিক্ষেপ করার।

٤٤- فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ○

৪৪. তারপর তারা নিক্ষেপ করল তাদের রশি ও তাদের লাঠি এবং তারা বলল ঃ কসম ফির'আউনের ইয্যতের! অবশ্যই আমরাই হব বিজয়ী।

٤٥- فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ○

৪৫. তারপর নিক্ষেপ করল মূসা তার লাঠি, তখনই তা গ্রাস করতে লাগল তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে।

www.pathagar.com

٤٦- فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۝

৪৬. তখন সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ল যাদুকররা,

٤٧- قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৭. তারা বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম রাব্বুল আলামীনের প্রতি–

٤٨- رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝

৪৮. যিনি রব মূসা ও হারুনের।

٤٩- قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ
اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ
فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ
لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ
مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৪৯. ফির'আউন বলল ঃ তোমরা কী ঈমান আনলে তার প্রতি আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার আগেই ? নিশ্চয় সে তো তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের যাদু শিখিয়েছে। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। অবশ্যই আমি কেটে ফেলব তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক থেকে, আর তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবই।

٥٠- قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۫
اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۝

৫০. তারা বলল ঃ কোন ক্ষতি নেই, আমরা তো আমাদের রবের কাছে ফিরে যাব।

٥١- اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا
رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৫১. অবশ্যই আমরা আশা করি যে, আমাদের রব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। কেননা, আমরাই প্রথম মু'মিন।

٥٢- وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ
بِعِبَادِيْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۝

৫২. আর আমি ওহী করলাম মূসাকে যে, তুমি বেরিয়ে পড় রাতের বেলায় আমার বান্দাদের নিয়ে, অবশ্যই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

٥٣- فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۝

৫৩. তারপর ফির'আউন পাঠাল নগরে-শহরে লোক সংগ্রহকারী,

٥٤- اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ۝

৫৪. এ বলে তারা তো একটি ক্ষুদ্র দল।

٥٥- وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ۝

৫৫. আর তারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে ;

٥٦- وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ۝

৫৬. আর আমরা তো সবাই সদা শংকিত সতর্ক।

٥٧- فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ
وَّعُيُوْنٍ ۝

৫৭. পরিণামে আমি বহিষ্কৃত করলাম ফির'আউন গোষ্ঠীকে তাদের বাগান ও ঝর্ণাসমূহ থেকে।

٥٨- وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝

৫৮. এবং তাদের ধন-ভাণ্ডার ও মনোরম অট্টালিকা থেকে।

www.pathagar.com

৫৯. এরূপই সংঘটিত হয়েছিল। আর আমি উত্তরাধিকারী করছিলাম, এ সবের বনূ-ইস্‌রাঈলকে।

٥٩- كَذٰلِكَ ۖ
وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝

৬০. তারা তাদের পেছনে এসে পড়ল সূর্যোদয় কালে।

٦٠- فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ۝

৬১. তারপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল ঃ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।

٦١- فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ
قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ۝

৬২. মূসা বলল ঃ কখনই নয়, নিশ্চয় আমার সঙ্গে আছেন আমার রব, অবশ্যই তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।

٦٢- قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ۝

৬৩. তারপর আমি ওহী করলাম মূসার প্রতি ঃ তুমি আঘাত কর তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে। ফলে তা বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং প্রত্যেক ভাগ হয়ে গেল বিশাল পর্বত সদৃশ।

٦٣- فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى
اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ
فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ۝

৬৪. আর আমি উপনীত করলাম সেথায় অন্য দলটিকে।

٦٤- وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ۝

৬৫. এবং উদ্ধার করলাম মূসাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদের সবাইকে।

٦٥- وَ اَنْجَيْنَا مُوْسٰى
وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ۝

৬৬. তারপর আমি ডুবিয়ে দিলাম অপর দলটিকে।

٦٦- ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝

৬৭. নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

٦٧- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۖ
وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

৬৮. নিশ্চয় তোমার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

٦٨- وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

৭. স্মরণ কর, বলেছিল মূসা তার পরিবার-বর্গকে ঃ আমি তো সন্ধান পেয়েছি আগুনের, শীগ্‌গিরই আমি নিয়ে আসব

٧- اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ
اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ۖ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا

بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ
لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ○

তোমাদের জন্য সেখান থেকে কোন খবর অথবা নিয়ে আসব তোমাদের জন্য জ্বলন্ত অঙ্গার, যাতে তোমরা তাপ পেতে পার।

٨- فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ
مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ
وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৮. তারপর যখন মূসা সেখানে পৌঁছল, তখন ডেকে বলা হল ঃ ধন্য তারা যারা আছে এ আগুনের মাঝে এবং যে আছে এর পাশে। আর পবিত্র মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

٩- يٰمُوْسٰۤى اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৯. হে মূসা ! নিশ্চয় আমি-ই আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

١٠- وَاَلْقِ عَصَاكَ ؕ
فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى
مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ
اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ○

১০. আর তুমি নিক্ষেপ কর তোমার লাঠি। তারপর মূসা যখন দেখল, তা ছুটাছুটি করছে সাপের ন্যায়, তখন সে পেছনের দিকে ছুটতে লাগল, আর ফিরেও তাকাল না। তাকে বলা হল ঃ হে মূসা ! ভয় পেয় না। নিশ্চয় আমার কাছে কোন রাসূল ভয় পায় না,

١١- اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ
حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ
فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১১. কিন্তু যে যুলুম করে এবং পরে খারাপ কাজের পরিবর্তে ভাল কাজ করে; অবশ্যই আমি তার প্রতি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٢- وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ
تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۟
فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ؕ
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

১২. আর তুমি প্রবেশ করাও তোমার হাত তোমার বগলে, তা বেরিয়ে আসবে শুভ্র নির্মল অবস্থায়। এ হলো ফির'আউন ও তার কাওমের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। তারা তো ফাসিক কাওম।

١٣- فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً
قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

১৩. তারপর যখন তাদের কাছে এলো আমার জাজ্বল্যমান নিদর্শনসমূহ, তখন তারা বলল ঃ এতো সুস্পষ্ট যাদু।

١٤- وَجَحَدُوْا بِهَا
وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ؕ

১৪. তখন তারা তা অস্বীকার করল অন্যায় ও ঔদ্ধত্য সহকারে, যদিও তা সত্য বলে গ্রহণ করেছিল তাদের অন্তর। সুতরাং

www.pathagar.com

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

লক্ষ্য কর, কেমন হয়েছিল পরিণাম ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের।

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০,

٣- نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى
وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৩. আমি যথাযথভাবে বিবৃত করছি আপনার কাছে মূসা ও ফির'আউনের কিছু বৃত্তান্ত মু'মিন লোকদের জন্য।

٤- اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ
اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً
مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ
اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৪. নিশ্চয় ফির'আউন পরাক্রমশালী হয়েছিল সে দেশে এবং সেখানকার অধিবাসীদের সে করেছিল বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের এক শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল, হত্যা করত তাদের পুত্রদের এবং জীবিত রাখত তাদের নারীদের। নিশ্চয় সে ছিল ফ্যাসাদসৃষ্টিকারীদের অন্যতম।

٥- وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ
اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً
وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ○

৫. আমি ইচ্ছা করলাম অনুগ্রহ করতে তাদের উপর, যাদের হীনবল করা হয়েছিল সে দেশে এবং তাদের নেতৃত্ব দান করতে ও তাদের উত্তরাধিকারী করতে।

٦- وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ
وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا
مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ○

৬. আর আমি চেয়েছিলাম ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে তাদের সে দেশে এবং দেখিয়ে দিতে ফির'আউন, হামান তাদের বাহিনীকে তা যার আশংকা তারা তাদের থেকে করত।

٧- وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى
اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ

৭. আর আমি ইঙ্গীতে জানিয়ে দিলাম মূসার মাকে ঃ শিশুটিকে স্তন্য দান করতে। তারপর যখন তুমি ভয় করবে তার ব্যাপারে, তখন তাকে নিক্ষেপ

فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ
إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ ○

করবে দরিয়ায় এবং ভয়ও করবে না আর দুঃখও করবে না। অবশ্যই আমি ফিরিয়ে দেব তাকে তোমার কাছে এবং করব তাকে একজন রাসূল।

٨- فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ
عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ○

৮. তারপর তুলে নিল তাকে ফির'আউনের লোকেরা, পরিণামে সে হবে তাদের জন্য শত্রু এবং দুঃখের কারণ। নিশ্চয় ফির'আউন এবং হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী।

٩- وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ
لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ
عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

৯. আর বলল ফির'আউনের স্ত্রী ঃ এ শিশু নয়ন-প্রীতিকর আমার ও তোমার জন্য। তাকে হত্যা করো না, হয়ত সে আমাদের উপকারে আসবে। অথবা আমরা তাকে গ্রহণ করতে পারি সন্তানরূপে। আর তারা বুঝতে পারেনি এর পরিণাম।

١٠- وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ
إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا
عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

১০. আর অস্থির হয়েছিল মূসার মায়ের অন্তর। সে তো তার পরিচয় প্রায় প্রকাশ করেই দিত, যদি না আমি দৃঢ় করে দিতাম তার হৃদয়, যাতে সে হয় আস্থাশীলদের অন্যতম।

١١- وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ
عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

১১. আর সে বলল মূসার বোনকে ঃ যাও এর পেছনে পেছনে। তারপর সে দেখতে ছিল তাকে দূর থেকে তাদের অজ্ঞাতে।

١٢- وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ
فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ
وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ○

১২. আর আমি বিরত রেখেছিলাম তাকে ধাত্রীস্তন্য পান থেকে আগে থেকেই। তারপর মূসার বোন বলল ঃ আমি কি তোমাদের বলে দেব এমন এক পরিবারের কথা, যারা লালন-পালন করবে একে তোমাদের হয়ে এবং তারা হবে এর জন্য কল্যাণকামী ?

١٣- فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

১৩. তারপর আমি ফিরিয়ে দিলাম তাকে তার মায়ের কাছে, যাতে তার চোখ-জুড়ায় এবং সে দুঃখ না করে, আর বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা তো

www.pathagar.com

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

١٤- وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى
اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ
وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৪. আর যখন মূসা উপনীত হল তার পূর্ণ যৌবনে ও পরিণত বয়সে, তখন আমি তাকে দান করলাম হিক্‌মত ও জ্ঞান। আর এভাবেই আমি পুরস্কার দেই নেক্‌কারদের।

١٥- وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ
مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۟
هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ
فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ
مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۟
قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ
اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ○

১৫. আর সে প্রবেশ করল নগরীতে, যখন অসতর্ক অবস্থায় ছিল এর অধিবাসীরা। তখন সে পেলো সেখানে দু' ব্যক্তিকে সংঘর্ষে লিপ্ত, একজন তার নিজের দলের আর অপরজন তার শত্রুদলের। তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল তার দলের লোকটি তার শত্রুর দলের লোকটির বিরুদ্ধে, তখন মূসা তাকে ঘুষি মারল আর এভাবেই সে তাকে হত্যা করল। মূসা বললো ঃ এতো শয়তানের কাণ্ড। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।

١٦- قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ
فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ ؕ
اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

১৬. সে (মূসা) বলল ঃ হে আমার রব। আমি তো যুলুম করেছি আমার প্রতি, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন। তারপর আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٧- قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ
فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ○

১৭. সে (মূসা) বলল ঃ হে আমার রব ! আপনি যে নিয়ামত আমাকে দিয়েছেন, সে জন্য আমি কখনো সাহায্যকারী হবো না অপরাধীদের।

١٨- فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ
فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ
يَسْتَصْرِخُهٗ ؕ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى
اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ○

১৮. তারপর সে নগরীতে তার ভোর হলো ভীত সতর্ক অবস্থায়। হঠাৎ সে ব্যক্তি, যে তার সাহায্য চেয়েছিল গতকাল, সে তার সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে। মূসা তাকে বলল ঃ তুমি তো একজন স্পষ্ট বিভ্রান্ত ব্যক্তি।

www.pathagar.com

১৯. তারপর যখন মূসা উদ্যত হল পাকড়াও করতে তাকে যে তাদের উভয়ের শত্রু, তখন সে বলল ঃ হে মূসা ! তুমি কি চাও আমাকে হত্যা করতে, যেমন তুমি হত্যা করেছ এক ব্যক্তিকে গতকাল ? তুমি তো স্বেচ্ছাচারী হতে চাও পৃথিবীতে এবং চাও না শান্তি স্থাপনকারী হতে !

١٩- فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ
هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ
قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ
كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِالْاَمْسِ ۖ اِنْ تُرِيْدُ
اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ
وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ○

২০. আর এক ব্যক্তি নগীরীর দূর প্রান্ত হতে ছুটে এসে বলল ঃ হে মূসা! ফির'আউনের পারিষদবর্গ পরামর্শ করছে যে, তারা তোমাকে হত্যা করবে। অতএব তুমি বেরিয়ে যাও, আমি তো তোমার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী।

٢٠- وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ
اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۫ قَالَ يٰمُوْسٰٓى
اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ
فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ○

২১. তারপর মূসা বেরিয়ে পড়ল সেখান হতে ভীত-সতর্ক অবস্থায়। সে বলল ঃ হে আমার রব ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন যালিম লোকদের থেকে।

٢١- فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۫
قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

২২. আর যখন মূসা যাত্রা করল মাদ্ইয়ান অভিমুখে, তখন সে বলল ঃ আশা করি আমার রব আমাকে দেখাবেন সরল সঠিক পথ।

٢٢- وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ
قَالَ عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ
السَّبِيْلِ ○

২৩. তারপর যখন সে উপনীত হল মাদ্ইয়ানের একটি কূপের কাছে, তখন সে পেল সেখানে একদল লোক, যারা তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং দেখতে পেল তাদের পেছনে দু'জন মেয়ে লোককে, যারা তাদের পশুগুলোকে আগলাচ্ছিল। মূসা বলল ঃ তোমাদের ব্যাপার কী ? তারা বলল ঃ আমরা আমাদের জানোয়ার-গুলোকে পানি পান করাই না, যতক্ষণ না রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলো নিয়ে সরে যায়। আর আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।

٢٣- وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ
وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۬
وَ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ
قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ
قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ٚ
وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ○

www.pathagar.com

٢٤- فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى
إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّىْ لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَىَّ
مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ○

২৪. তারপর মূসা জানোয়াগুলোকে পানি পান করাল তাদের পক্ষে। পরে সে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে বলল ঃ হে আমার রব ! আমি তো সে অনুগ্রহের কাঙাল, যা তুমি আমার প্রতি করবে।

٢٥- فَجَآءَتْهُ إِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ز
قَالَتْ إِنَّ أَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ
مَا سَقَيْتَ لَنَا ط
فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لا
قَالَ لَا تَخَفْ قف
نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

২৫. তারপর এলো তার কাছে সে নারীদ্বয়ের একজন শরম জড়িত চরণে এবং বলল ঃ আমার পিতা তো আপনাকে ডাকছেন, আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে, আপনি যে আমাদের পক্ষে জানোয়ার-গুলোকে পানি পান করিয়েছেন সে জন্য। তারপর মূসা এলো তার কাছে এবং বর্ণনা করল তার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত। সে বলল ঃ ভয় করো না, তুমি বেঁচে গেছ যালিম লোকদের হাত থেকে।

٢٦- قَالَتْ إِحْدٰىهُمَا يٰٓأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ز
إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِىُّ الْأَمِيْنُ ○

২৬. মেয়েদের দু'জনের একজন বলল ঃ হে আমার আব্বা ! আপনি মজুর নিয়োগ করেন একে ; কেননা, সে-ই উত্তম মজুর হবে আপনার যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।

٢٧- قَالَ إِنِّىْٓ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ
هٰتَيْنِ عَلٰٓى أَنْ تَأْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ ج
فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ج
وَمَآ أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ط
سَتَجِدُنِىْٓ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

২৭. সে মূসাকে বলল ঃ আমি চাই, আমার এ দু' কন্যার একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে এ শর্তে যে, তুমি আমার কাজ করবে আট বছর, তবে যদি তুমি পূর্ণ করো দশ বছর, সে তোমার ইচ্ছা। আর আমি চাই না তোমাকে কোন কষ্ট দিতে। অবশ্যই তুমি আমাকে পাবে ইনশা আল্লাহ্ নেক্‌কারদের একজন।

٢٨- قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ ط
أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ
فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ ط
وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ○

২৮. সে (মূসা) বললো ঃ এ চুক্তি হলো আমার ও আপনার মাঝে। এই দুই মিয়াদের যে কোন একটি আমি পূর্ণ করলে কোন অভিযোগ থাকবে না আমার বিরুদ্ধে। আর আল্লাহ্, আমরা যা বলছি সে বিষয়ে সাক্ষী।

www.pathagar.com

٢٩- فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ
وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا
قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا
إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم
مِّنْهَا بِخَبَرٍ
أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ○

২৯. তারপর যখন মূসা পূর্ণ করল তার মিয়াদ এবং যাত্রা করল তার পরিবার নিয়ে, তখন সে সন্ধান পেল তূর পাহাড়ের দিকে আগুনের। সে তার পরিবার পরিজনকে বলল ঃ তোমরা অপেক্ষা কর, আমি তো সন্ধান পেয়েছি আগুনের, হয়ত আমি নিয়ে আসব তোমাদের জন্য সেখান থেকে খবর, অথবা নিয়ে আসব একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার, যাতে তোমরা তাপ লাভ করতে পার।

٣٠- فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ
مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ
فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ
أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

৩০. আর মূসা যখন সেখানে পৌঁছল, তখন তাকে ডেকে বলা হল, উপত্যকার দক্ষিণ পাশে অবস্থিত পবিত্র ভূমির এক গাছের দিক থেকে ঃ হে মূসা ! আমিই আল্লাহ্, সারা জাহানের রব।

٣١- وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَآهَا
تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا
وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ
إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ○

৩১. আরো বলা হল ঃ তুমি নিক্ষেপ কর তোমার লাঠি, তারপর যখন সে তা দেখল সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করছে তখন সে পেছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরেও তাকালো না। তাকে বলা হলো ঃ হে মূসা ! এগিয়ে এসো, ভয় করো না, তুমি তো নিরাপদ।

٣٢- اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ
مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ○

৩২. রাখ তুমি তোমার হাত তোমার বগলে, তা বেরিয়ে আসবে শুভ্র-সমুজ্জ্বল নির্মল অবস্থায়। আর তুমি চেপে ধর তোমার দু'টি হাত তোমার বক্ষে ভয় দূর করার জন্য। এ দু'টি তোমার রবের তরফ থেকে দু'টো প্রমাণ, ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের জন্য। তারা তো ফাসিক কাওম।

٣٣- قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ
مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ○

৩৩. সে (মূসা) বলল ঃ হে আমার রব ! আমি তো হত্যা করেছি তাদের একজনকে। তাই আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।

www.pathagar.com

٣٤- وَ اَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا
فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِىْٓ ز
اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ○

৩৪. আর আমার ভাই হারূন, সে তো আমার চাইতে বাগ্মী, সুতরাং রাসূলরূপে প্রেরণ করুন তাকে আমার সাথে সাহায্যকারীরূপে, সে আমাকে প্রত্যায়ন করবে। আমি তো ভয় করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে।

٣٥- قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ
وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا
فَـلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ
اَنْتُمَا وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ○

৩৫. আল্লাহ্ বললেন ঃ অবশ্যই আমি শক্তিশালী করব তোমার বাহু তোমার ভাইকে দিয়ে এবং দেব আমি তোমাদের উভয়কে ক্ষমতা আর তারা পৌঁছতে পারবে না তোমদের কাছে। আমার নিদর্শনাবলীর কারণে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা বিজয়ী হবে।

٣٦- فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ
قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى
وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ○

৩৬. তারপর যখন মূসা তাদের কাছে পৌঁছল, আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে, তখন তারা বলল ঃ এতো উদ্ভাবিত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। আর আমরা তো শুনিনি এরূপ কথা আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদের কালে।

٣٧- وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّىْٓ اَعْلَمُ
بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ
وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ط
اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৩৭. আর মূসা বলল ঃ আমার রব ভাল জানেন তার সম্বন্ধে যে নিয়ে এসেছে হিদায়েত তাঁর কাছ থেকে এবং কার পরিণতি আখিরাতে শুভ হবে। কখনো সফলকাম হবে না যালিমরা।

٣٨- وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ
لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ ۚ
فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ
صَرْحًا لَّعَلِّىْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ٧
وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

৩৮. আর বলল ফিরআওন ঃ হে পারিষদবর্গ! আমি তো জানি না তোমাদের জন্য অন্য কোন ইলাহ্ আছে আমি ছাড়া ! অতএব হে হামান ! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং তৈরী কর আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ, হয়ত আমি এতে উঠে দেখতে পাব মূসার ইলাহ্‌কে। তবে আমি তো মনে করি তাকে একজন মিথ্যাবাদী।

www.pathagar.com

৩৯. আর অন্যায়ভাবে অহংকার করেছিল ফির'আউন ও তার বাহিনী পৃথিবীতে এবং আরো মনে করেছিল যে, তাদের কখনো আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না।

٣٩- وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ○

৪০. অবশেষে আমি পাকড়াও করলাম তাকে ও তার বাহিনীকে এবং নিক্ষেপ করলাম তাদের সমুদ্রে। লক্ষ্য কর, কেমন হয়েছিল পরিণাম যালিমদের !

٤٠- فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ○

৪১. আর আমি তাদের বানিয়েছিলাম নেতা, তারা ডাকত লোকদের জাহান্নামের দিকে, কিয়ামতের দিন তাদের সাহায্য করা হবে না।

٤١- وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

৪২. আর আমি তাদের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছি এ পৃথিবীতে লা'নত এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিত।

٤٢- وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ○

৪৩. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার পর, মানুষের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হিদায়েত ও রহমতস্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٤٣- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

৪৪. আর আপনি উপস্থিত ছিলেন না পশ্চিম প্রান্তে, যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম মূসাকে এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না।

٤٤- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৪৫. বস্তুত আমি সৃষ্টি করেছিলাম অনেক মানবগোষ্ঠী, তারপর অতিবাহিত হয়েছিল তাদের উপর দীর্ঘ সময়। আর আপনি অবস্থান করছিলেন না মাদ্ইয়ানবাসীদের মাঝে, তাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করে শোনাবার জন্য। কিন্তু আমিই রাসূল প্রেরণকারী।

٤٥- وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ○

৪৬. আর আপনি উপস্থিত ছিলেন না তূর পর্বতের পাশে, যখন আমি আহ্বান

٤٦- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ

করেছিলাম মূসাকে। আসলে এটা রহমত আপনার রবের তরফ থেকে, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন এক কাওমকে, যাদের কাছে আসেনি কোন সতর্ককারী আপনার আগে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

৪৭. আর যদি এমন না হত যে, তাদের কৃতকর্মের দরুণ তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয়, আর তারা বলে ঃ হে আমাদের রব ! কেন আপনি পাঠালেন না আমাদের কাছে কোন রাসূল ? পাঠালে আমরা মেনে চলতাম আপনার নিদর্শন এবং হতাম আমরা মু'মিন।

٤٧- وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

৪৮. তারপর যখন এল তাদের কাছে আমার তরফ থেকে সত্য, তখন তারা বলল ঃ কেন তাকে দেয়া হলো না, যেমন দেয়া হয়েছিল মূসাকে ? কিন্তু তারা কি প্রত্যাখ্যান করেনি মূসাকে, যা দেওয়া হয়েছিল এর পূর্বে ? তারা বলেছিল ঃ দু'টিই যাদু, একটি অপরটির সমর্থক। আর তারা বলেছিল ঃ আমরা তো সবই প্রত্যাখ্যান করি।

٤٨- فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ○

৪৯. আপনি বলুন ঃ তা হলে তোমরা নিয়ে এস এক কিতাব আল্লাহ্‌র তরফ থেকে, যা হবে এ দু'টির চাইতে উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশক, আমি তা অনুসরণ করব, যদি হও তোমরা সত্যবাদী।

٤٩- قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

৫০. তবে তারা যদি আপনার কথার জবাব না দেয়, তাহলে জেনে রাখবেন, তারা তো কেবল অনুসরণ করে তাদের খেয়াল-খুশীর, আর তার চাইতে অধিক গুমরাহ্ কে যে অনুসরণ করে তার খেয়াল-খুশীর আল্লাহ্‌র হিদায়েতকে

٥٠- فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

অগ্রাহ্য করে ? নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না যালিম লোকদের।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২

١١٤- وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ○

১১৪. আর আমি তো অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারুনের প্রতি,

١١٥- وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ○

১১৫. এবং উদ্ধার করেছিলাম তাদের উভয়কে এবং তাদের কাওমকে মহাসংকট থেকে।

١١٦- وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ○

১১৬. আর আমি সাহায্য করেছিলাম তাদের ফলে তারাই হয়েছিল বিজয়ী।

١١٧- وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ○

১১৭. আর আমি দিয়েছিলাম তাদের উভয়কে বিশদ কিতাব।

١١٨- وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○

১১৮. এবং আমি হিদায়েত দান করেছিলাম তাদের উভয়কে সরল সঠিক পথের।

١١٩- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ○

১১৯. আর আমি স্মরণীয় করে রেখেছি তাদের উভয়কে পরবর্তীদের মাঝে।

١٢٠- سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ○

১২০. শান্তি বর্ষিত হউক মূসা ও হারুনের প্রতি।

١٢١- اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

১২১. আমি তো এভাবেই পুরস্কার দেই নেক্কারদের।

١٢٢- اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১২২. তারা তো উভয়েই ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের শামিল।

সূরা মু'মিনূন, ৪০ ঃ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৫৩, ৫৪

٢٣- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

২৩. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে—

٢٤- اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ○

২৪. ফির'আউন, হামান ও কারূণের কাছে। কিন্তু তারা বলেছিল ঃ এ লোক তো বড় যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।

www.pathagar.com

٢٥- فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا
قَالُوا اقْتُلُوٓا أَبْنَآءَ الَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَآءَهُمْ ۚ
وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ○

২৫. তারপর যখন মূসা এলো তাদের কাছে সত্য নিয়ে আমার তরফ থেকে, এখন তারা বলল ঃ তোমরা হত্যা কর মূসার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের সন্তানদের এবং জীবিত রেখে দাও তাদের নারীদের। আর কাফিরদের ষড়যন্ত্র তো ব্যর্থ হবারই।

٢٦- وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيٓ أَقْتُلْ مُوسٰى
وَلْيَدْعُ رَبَّهُۥٓ ۖ
إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ
أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ○

২৬. আর ফির'আউন বলল ঃ ছেড়ে দাও আমাকে, আমি হত্যা করব মূসাকে এবং সে ডাকুক তার রবকে। আমি তো ভয় করি যে, সে পরিবর্তন করে দেবে তোমাদের দীন অথবা সে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে যমীনে।

٢٧- وَقَالَ مُوسٰىٓ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي
وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ
لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ○

২৭. আর মূসা বলল ঃ আমি তো শরণাপন্ন হয়েছি আমার রবের এবং তোমাদের রবের সে সব ঔদ্ধত্য ব্যক্তি থেকে, যারা ঈমান রাখে না বিচার দিনে।

٢٨- وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ
مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمٰنَهُۥٓ
أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ
وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنٰتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ
وَإِن يَكُ كٰذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥ ۖ
وَإِن يَكُ صَادِقًا
يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ
إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ
هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ○

২৮. আর বলেছিল ফির'আউন বংশের এক মু'মিন ব্যক্তি, যে গোপন রেখেছিল তার ঈমান ঃ তোমরা কি হত্যা করবে এক ব্যক্তিকে এ জন্য যে সে বলে, আমার রব আল্লাহ্ অথচ সে নিয়ে এসেছে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের রবের তরফ থেকে ? আর সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে সে দায়ী হবে তার মিথ্যার জন্য। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তোমাদের উপর আপতিত হবে, যে শাস্তির কথা সে তোমাদের বলে তার কিছু। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন না সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীদের।

٢٩- يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ
ظٰهِرِينَ فِي الْأَرْضِ ۫

২৯. হে আমার কাওম! দেশের কর্তৃত্ব আজ তোমাদের, পৃথিবীতে তোমরাই প্রবল। কিন্তু কে আমাদের সাহায্য করবে আল্লাহ্‌র শাস্তি আমাদের উপর আসলে

www.pathagar.com

فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ
قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَاۤ اَرٰى
وَمَاۤ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ○

তা থেকে। ফির'আউন বলল ঃ আমি যা বুঝি, তাই আমি তোমাদের বলছি। আর আমি তোমাদের কেবল সৎপথই দেখাই।

٣٠- وَقَالَ الَّذِيْۤ اٰمَنَ يٰقَوْمِ
اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ○

৩০. মু'মিন লোকটি বলল ঃ আমি তো ভয় করছি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ।

٣١- مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ
وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ
وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ○

৩১. যেমনটি ঘটেছিল নূহ্, আদ, সামূদ এবং তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারে। আর আল্লাহ্ তো চান না যুলুম করতে বান্দাদের উপর।

٣٢- وَيٰقَوْمِ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ
يَوْمَ التَّنَادِ ○

৩২. হে আমার কাওম! আমি তো ভয় করছি তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিনের।

٣٣- يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ
مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ
وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ
فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

৩৩. যে দিন তোমরা পিঠ ফিরিয়ে পালাবে, সেদিন থাকবে না তোমাদের জন্য কেউ আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করার। আর আল্লাহ্ যাকে গুমরাহ করেন, নেই তার জন্য কোন হিদায়েতকারী।

٣٦- وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ
صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ○

৩৬. আর ফির'আউন বলল ঃ হে হামান! তুমি নির্মাণ কর আমার জন্য এক সুউচ্চ প্রসাদ, যাতে আমি লাভ করতে পারি অবলম্বন।

٣٧- اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى
وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ
وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ
وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ
وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ○

৩৭. আসমানে আরোহণ করার অবলম্বন, যাতে আমি দেখতে পাই মূসার ইলাহ্‌কে। আর আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই শোভন করা হয়েছিল ফির'আউনের জন্য তার মন্দকর্ম এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ থেকে। আর ফিরা'আউনের ষড়যন্ত্র তো সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল।

www.pathagar.com

٥٣- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى
وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ○

৫৩. আর আমি তো দান করেছিলাম মূসাকে হিদায়েত এবং উত্তরাধিকারী করেছিলাম বনূ ইস্‌রাঈলকে সে কিতাবের।

٥٤- هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ○

৫৪. যা ছিল হেদায়েত ও উপদেশ বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য।

সূরা হা-মীম আস্‌ সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ৪৫

٤٥- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ
فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ
لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ○

৪৫. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, তারপর তাতে মতভেদ ঘটেছিল। আর যদি না থাকত পূর্ব সিদ্ধান্ত আপনার রবের তরফ থেকে, তাহলে অবশ্যই তাদের মাঝে ফয়সালা হয়ে যেত। আর তারা তো রয়েছে এ ব্যাপারে সন্দেহে।

সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬

٤٦- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ
فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৬. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শন দিয়ে ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। সে বলেছিল ঃ আমি তা রাসূল রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

٤٧- فَلَمَّا جَآءَهُمْ
بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ○

৪৭. তারপর সে যখন এলো তাদের কাছে আমার নিদর্শন নিয়ে, তখন তারা তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে লাগল।

٤٨- وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ
اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ؗ
وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৪৮. আর আমি তাদের দেখাইনি এমন কোন নিদর্শন, যা শ্রেষ্ঠ নয় তার অনুরূপ নিদর্শনের চাইতে। আর আমি তাদের পাকড়াও করলাম আযাব দিয়ে, যাতে তারা ফিরে আসে।

٤٩- وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ
اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ○

৪৯. কিন্তু তারা বলল ঃ হে যাদুকর ! তুমি চাও তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য তা, যার প্রতিশ্রুতি তিনি তোমাকে দিয়েছেন, তাহলে অবশ্যই আমরা সৎপথ অবলম্বন করব।

www.pathagar.com

৫০. তারপর যখন আমি বিদূরিত করলাম আযাব তাদের থেকে, তখনই তারা ভঙ্গ করল অঙ্গীকার।

٥٠- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ
إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ○

৫১. আর ফির'আউন এ বলে ঘোষণা করে দিল তার লোকদের মাঝে ঃ হে আমার কাওম ! মিসর রাজ্য কি আমার নয় ? আর এই নদীগুলো যা আমার পাদদেশে প্রবাহিত হয় ? তোমরা কি দেখ না ?

٥١- وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ
يَٰقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ
وَهَٰذِهِ الْأَنْهَٰرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيٓ ۚ
أَفَلَا تُبْصِرُونَ ○

৫২. অথবা আমি কি নই উত্তম এই ব্যক্তির চাইতে যে হীন এবং যে স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে না ?

٥٢- أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي
هُوَ مَهِينٌ ۙ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ○

৫৩. কেন দেয়া হলো না মূসাকে সোনার কাকন অথবা এলো না কেন তার সাথে ফিরিশতারা দলবদ্ধ হয়ে ?

٥٣- فَلَوْلَآ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ
أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلَٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ○

৫৪. এভাবেই ফির'আউন হতবুদ্ধি করে দিল তার লোকদের, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। তারা ছিল এক নাফরমান সম্প্রদায়।

٥٤- فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَٰسِقِينَ ○

৫৫. আর তারা যখন আমাকে ক্রোধান্বিত করল। তখন আমি তাদের শাস্তি দিলাম এবং তাদের সবাইকে ডুবিয়ে মারলাম।

٥٥- فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
فَأَغْرَقْنَٰهُمْ أَجْمَعِينَ ○

৫৬. আর আমি তাদের করলাম পরবর্তীদের জন্য অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

٥٦- فَجَعَلْنَٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْءَاخِرِينَ ○

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪

১৭. আর আমি তো পরীক্ষা করেছিলাম তাদের আগে ফির'আউনের কাওমকে এবং এসেছিল তাদের কাছে এক সম্মানিত রাসূল,

١٧- وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ
وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ○

১৮. সে (মূসা) বলেছিল ঃ আমার কাছে দাও আল্লাহ্‌র বান্দাদের। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

١٨- أَنْ أَدُّوٓا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○

www.pathagar.com

১৯. আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে, অবশ্যই আমি নিয়ে আসব তোমাদের কাছে স্পষ্ট মু'জিযা।

١٩- وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّيْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

২০. আর আমি তো আশ্রয় নিচ্ছি আমার রবের এবং তোমাদের রবের, যাতে তোমরা পাথর মেরে আমাকে হত্যা না কর।

٢٠- وَاِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ○

২১. আর যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস না কর, তবে পৃথক হয়ে যাও আমার থেকে।

٢١- وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ○

২২. তারপর মূসা দু'আ করল তার রবের কাছে ঃ এরা তো এক অপরাধী কাওম।

٢٢- فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ○

২৩. (আল্লাহ্ বলেন) আমি বললাম ঃ তুমি বেরিয়ে পড় আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলায়। অবশ্যই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

٢٣- فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ○

২৪. আর স্থির থাকতে দাও সমুদ্রকে। তারা তো এমন এক বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে।

٢٤- وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۭ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ○

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৩৮, ৩৯, ৪০

৩৮. আর আমি নিদর্শন রেখেছি মূসার বৃত্তান্তে। যখন আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম ফির'আউনের কাছে স্পষ্ট প্রমাণসহ,

٣٨- وَفِيْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

৩৯. তখন ফির'আউন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তার পারিষদবর্গসহ এবং বলেছিল ঃ এ ব্যক্তি এক যাদুকর, অথবা পাগল !

٣٩- فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ○

৪০. সুতরাং আমি পাকড়াও করলাম তাকে ও তার দলবলকে এবং নিক্ষেপ করলাম তাদের সমুদ্রে। সে তো ছিল তিরস্কার-যোগ্য।

٤٠- فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ○

সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ ঃ ৫

৫. আর স্মরণ কর, বলেছিল মূসা তার কাওমকে ঃ হে আমার কাওম! তোমরা

٥- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ

www.pathagar.com

لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

আমাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন অথচ তোমরা তো জান, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাসূল ? এরপর যখন তারা বাঁকা পথ অবলম্বন করল, তখন বাঁকা করে দিলেন আল্লাহ্‌র তাদের অন্তর। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না পাপাচারী লোকদের।

সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

١٥- هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ○

১৫. পৌঁছেনি কি আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত ?

١٦- اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ○

১৬. যখন ডেকে বলেছিলেন তাকে তার রব পবিত্র তূয়া উপত্যকায়,

١٧- اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ○

১৭. তুমি যাও ফির'আউনের কাছে, সে তো সীমালংঘন করেছে,

١٨- فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ○

১৮. এবং বল, তোমার কি আগ্রহ আছে যে তুমি পরিশুদ্ধ হবে,

١٩- وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ○

১৯. আর আমি তোমাকে পথ দেখাই তোমার রবের দিকে ?

٢٠- فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ○

২০. তারপর সে তাকে দেখাল মহানিদর্শন।

٢١- فَكَذَّبَ وَعَصٰى ○

২১. কিন্তু ফির'আউন অস্বীকার করল এবং অবাধ্য হল,

٢٢- ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ○

২২. তারপর সে পিছনে ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল।

٢٣- فَحَشَرَ فَنَادٰى ○

২৩. সে সবাইকে সমবেত করল এবং ঘোষণা করল,

٢٤- فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ○

২৪. আর সে বলল ঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব।

٢٥- فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ○

২৫. অবশেষে তাকে পাকড়াও করলেন আল্লাহ্ আখিরাতে ও দুনিয়ার কঠিন শাস্তি দিয়ে।

٢٦- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ○

২৬. নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত শিক্ষা তার জন্য যে ভয় করে।

www.pathagar.com

হযরত হারূন (আ)

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৪৮

২৪৮. আর তাদের বলেছিল তাদের নবী ঃ নিশ্চয় তার রাজত্বের নিদর্শন হল এই যে, আসবে তোমাদের কাছে সেই সিন্দুক, যাতে থাকবে তোমাদের রবের তরফ থেকে চিত্ত-প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন বংশীয়গণ যা ছেড়ে গেছেন তার অবশিষ্টাংশ, যা বহন করবে ফিরিশ্‌তারা। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন তোমাদের জন্য, যদি তোমরা মু'মিন হও।

٢٤٨- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭৫

৭৫. আর তাদের পরে আমি পাঠিয়েছিলাম মূসা ও হারূনকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা অহঙ্কার করেছিল, আর তারা তো ছিল অপরাধী কাওম।

٧٥- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫৩

৫৩. আর আমি দান করেছিলাম মূসাকে স্বীয় অনুগ্রহে তার ভাই হারূনকে নবীরূপে।

٥٣- وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ○

সূরা তো-হা, ২০ ঃ ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪

২৯. আর মূসা বলল ঃ হে আমার রব ! করে দিন আমার জন্য একজন উযীর, আমার আপনজনদের থেকে,

٢٩- وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ○

৩০. আমার ভাই হারূনকে,

٣٠- هٰرُوْنَ اَخِي ○

৩১. সুদৃঢ় করুন তাকে দিয়ে আমার শক্তি,

٣١- اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ○

৩২. এবং অংশীদার করুন তাকে আমার কাজে।

٣٢- وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ○

৩৩. যাতে আমরা আপনার বেশী বেশী তাসবীহ্ করতে পারি,

٣٣- كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ○

৩৪. এবং যাতে আমরা আপনার বেশী বশী যিকির করতে পারি।

٣٤- وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ○

৩৫. আপনি তো আমাদের ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা।

٣٥- اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ○

৯০. আর হারূন তো আগেই বলেছিল তাদের ঃ হে আমার কাওম! তোমাদের তো পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে এ বাছুর দিতে। নিশ্চয় তোমাদের রব দয়াময় আল্লাহ্, অতএব তোমরা অনুসরণ কর আমার এবং মেনে চল আমার আদেশ।

٩٠- وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ○

৯১. তারা বলল ঃ আমরা কিছুতেই নিবৃত্ত হবো না বাছুর পূজা থেকে, যে পর্যন্ত না ফিরে আসে আমাদের কাছে মূসা।

٩١- قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ○

৯২. মূসা বলল ঃ হে হারূন ! কিসে তোমাকে বারণ করেছিল, যখন তুমি তাদের দেখেছিলে তারা গুমরাহ হয়েছে,

٩٢- قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ○

৯৩. তোমাকে আমার অনুসরণ করা থেকে ? তবে কি তুমি অমান্য করলে আমার নির্দেশ ?

٩٣- اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ○

৯৪. হারূন বলল ঃ হে আমার সহোদর ! তুমি টেনো না আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে, আমি তো আশংকা করছিলাম যে, তুমি বলবে ঃ তুমি বিভেদ সৃষ্টি করেছ বনূ ইসরাঈলের মধ্যে এবং তুমি যথাযথভাবে আমার কথা পালন করনি।

٩٤- قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ○

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৮

৪৮. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসা ও হারূনকে ফুরকান, জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য।

٤٨- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮

৪৫. তারপর আমি পাঠিয়েছিলাম মূসা ও তার ভাই হারূনকে আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ,

٤٥- ثُمَّ اَرۡسَلۡنَا مُوۡسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوۡنَ بِاٰيٰتِنَا وَسُلۡطٰنٍ مُّبِيۡنٍ ○

৪৬. ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা অহংকার করেছিল, আর তারা ছিল ঔদ্ধত্য কাওম।

٤٦- اِلٰى فِرۡعَوۡنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسۡتَكۡبَرُوۡا وَكَانُوۡا قَوۡمًا عَالِيۡنَ ○

৪৭. তারা বলেছিল ঃ আমরা কি ঈমান আনব এমন দু'ব্যক্তির উপর, যারা আমাদেরই মত, আর যাদের কাওম আমাদের দাস ?

٤٧- فَقَالُوۡۤا اَنُؤۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثۡلِنَا وَقَوۡمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوۡنَ ○

৪৮. অতএব তারা তাদের উভয়কে অস্বীকার করল, ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

٤٨- فَكَذَّبُوۡهُمَا فَكَانُوۡا مِنَ الۡمُهۡلَكِيۡنَ ○

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৩৫, ৩৬

৩৫. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব এবং করেছিলাম তার সাথে তার ভাই হারূনকে উযীর।

٣٥- وَلَقَدۡ اٰتَيۡنَا مُوۡسَى الۡكِتٰبَ وَجَعَلۡنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوۡنَ وَزِيۡرًا ○

৩৬. আর আমি বলেছিলাম তাদের উভয়কে, তোমরা যাও সেই কাওমের কাছে, যারা অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলী। তারপর আমি বিধ্বস্ত করেছিলাম তাদের সম্পূর্ণরূপে।

٣٦- فَقُلۡنَا اذۡهَبَاۤ اِلَى الۡقَوۡمِ الَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرۡنٰهُمۡ تَدۡمِيۡرًا ○

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

১২. সে (মূসা) বলেছিল ঃ হে আমার রব ! আমি তো ভয় করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে,

١٢- قَالَ رَبِّ اِنِّىۡۤ اَخَافُ اَنۡ يُّكَذِّبُوۡنِ ○

১৩. এবং সংকুচিত হয়ে পড়ছে আমার হৃদয়, আর আমার জিহবা তো সাবলীল নয়। অতএব ওহী পাঠান হারূনের প্রতিও।

١٣- وَيَضِيۡقُ صَدۡرِىۡ وَلَا يَنۡطَلِقُ لِسَانِىۡ فَاَرۡسِلۡ اِلٰى هٰرُوۡنَ ○

www.pathagar.com

١٤- وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ
فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ○

১৪. আর তাদের তো রয়েছে আমার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ, তাই আমি ভয় করি ; পাছে তারা আমাকে হত্যা করে ফেলে।

١٥- قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ
اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ○

১৫. আল্লাহ্ বললেন ঃ না, কখন নয়। অতএব তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শন নিয়ে, আমি তো তোমাদের সাথে আছি শ্রবণকারী।

١٦- فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ
اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৬. সুতরাং তোমরা উভয়ে যাও ফির-'আউনের কাছে এবং বল ঃ আমরা তো রাসূল রাব্বুল আলামীনের।

١٧- اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

১৭. আর যেতে দাও আমাদের সাথে বনূ ইসরাঈলকে।

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩৪, ৩৫

٣٤- وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا
فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ ز
اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ○

৩৪. (মূসা বলল) আর আমার ভাই হারূন আমার চাইতে বাগ্মী, অতএব তাকে আমার সাথে প্রেরণ করুন সাহায্যকারী-রূপে, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি তো ভয় করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে।

٣٥- قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ
وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا
فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ
اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ○

৩৫. আল্লাহ্ বললেন ঃ অবশ্যই আমি শক্তিশালী করব তোমার বাহুকে, তোমার ভাইকে দিয়ে আর তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দেব। অতএব তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। তোমরা উভয়ে এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শনাবলীর কারণে বিজয়ী হবে।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২

١١٤- وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ○

১১৪. আর আমি তো অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি,

١١٥- وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا
مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ○

১১৫. এবং আমি উদ্ধার করেছিলাম তাদের উভয়কে এবং তাদের কাওমকে মহা-সংকট থেকে।

www.pathagar.com

১১৬. আমি সাহায্য করেছিলাম তাদের, ফলে তারা হয়েছিল বিজয়ী।

١١٦- وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۝

১১৭. আর আমি দিয়েছিলাম তাদের উভয়কে বিশদ কিতাব।

١١٧- وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ۝

১১৮. আর আমি হিদায়েত দান করেছিলাম তাদের উভয়কে সরল সঠিক পথে।

١١٨- وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝

১১৯. আর তাদের উভয়কে আমি স্মরণীয় করে রেখেছিল পরবর্তীদের মাঝে।

١١٩- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝

১২০. শান্তি বর্ষিত হোক মূসা ও হারূনের প্রতি।

١٢٠- سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝

১২১. এভাবেই আমি পুরস্কার দেই নেক্-কারদের।

١٢١- اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১২২. তারা উভয়েই ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

١٢٢- اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

হযরত দাউদ (আ)

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৫১

২৫১. তারপর পরাভূত করল তারা তাদেরকে এবং হত্যা করল দাউদ জালূতকে। আর তাকে দান করেন আল্লাহ্ কর্তৃত্ব ও হিক্মত এবং শিক্ষা দেন তাকে, যা তিনি ইচ্ছা করেন। আর যদি প্রতিহত না করেন আল্লাহ্ মানব জাতির একদলকে অন্য দল দিয়ে, তবে তো পৃথিবী ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ অনুগ্রহশীল সারা জাহানের প্রতি।

٢٥١- فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ
وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ
الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৩

১৬৩. আমি তো ওহী পাঠিয়েছিলাম আপনার কাছে, যেমন আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের কাছে এবং তার পরবর্তী নবীদের কাছে। আর আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম ইব্রাহীম, ইস্মাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরদের কাছে এবং ঈসা,

١٦٣- اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ
كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ
وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ

www.pathagar.com

আইউব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের কাছেও। আর আমি দাউদকে দিয়েছিলাম যাবূর।

وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ج
وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ○

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৭৮

৭৮. বনূ ইসরাঈলের মাঝে যারা কুফ্‌রী করেছিল, তারা অভিশপ্ত হয়েছিল দাউদ ও ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম কর্তৃক। কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী।

٧٨- لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط
ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

সূরা বনী ইস্‌রাঈল, ১৭ ঃ ৫৫

৫৫. আর আপনার রব ভালভাবে জানেন, যারা আছে আসমানে এবং যমীনে। আর আমি তো মর্যাদা দান করেছি কতক নবীকে কতক নবীর উপর এবং দিয়েছি দাউদকে যাবূর।

٥٥- وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ط وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ
عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ○

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৭৮, ৭৯, ৮০

৭৮. আর স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে, রাতে প্রবেশ করেছিল তাতে কোন কাওমের মেষ আর আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার।

٧٨- وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ
اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ
غَنَمُ الْقَوْمِ ج وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ○

৭৯. আর আমি বুঝিয়ে দিয়েছেলাম এ বিষয়ের মীমাংসা সুলায়মানকে এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম হিক্‌মত ও ইল্‌ম। আর আমি অধীন করে দিয়েছিলাম পর্বত ও পাখীসমূহকে দাউদের, তারা তার সাথে আমার তাসবীহ্‌ পাঠ করত আর আমি ছিলাম এ সবের কর্তা।

٧٩- فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ج
وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ز
وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ
يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ط
وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ○

৮০. আর আমি তাকে শিখিয়েছিলাম তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ করা, যাতে তা তোমাদের রক্ষা করতে পারে তোমাদের যুদ্ধে, সুতরাং তোমরা কি শোক্‌রগুযার হবে না?

٨٠- وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ
لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ
بَاْسِكُمْ ج فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ○

www.pathagar.com

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ১৫, ১৬

১৫. আর আমি তো দান করেছিলাম দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান এবং তারা বলেছিল ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন আমাদের তাঁর বহু মু'মিন বান্দার উপর।

١٥- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৬. আর সুলায়মান উত্তরাধিকারী হয়েছিল দাউদের এবং সে বলেছিল ঃ হে মানুষ! আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে পাখির ভাষা, আর আমাকে দেওয়া হয়েছে সব কিছু থেকে। নিশ্চয় এতো এক স্পষ্ট অনুগ্রহ।

١٦- وَ وَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ۭ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ○

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১০, ১১

১০. আর আমি তো দান করেছিলাম দাউদকে আমার তরফ থেকে অনুগ্রহ। আদেশ করেছিলাম পর্বতমালাকে, হে পর্বতমালা ! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পাখীদেরও। আর আমি নরম করে দিয়েছিলাম তার জন্য লোহাকে,

١٠- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۭ يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ○

১১. যাতে তুমি তৈরী করতে পার পূর্ণ মাপের বর্ম এবং পরিমাণ রক্ষা করতে পার বুননে আর তোমরা নেক্‌কাজ কর। অবশ্যই আমি সম্যক দ্রষ্টা সে সম্বন্ধে, যা তোমরা কর।

١١- اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ৩০

১৭. আপনি সবুর করুন তারা যা বলে তাতে এবং স্মরণ করুন আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা, সে তো ছিল অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী।

١٧- اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ○

১৮. আমি তো নিয়োজিত করেছিলাম পর্বত-মালাকে তার সাথে আমার পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা করতে সকাল-সন্ধ্যায়,

١٨- اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِىِّ وَالْاِشْرَاقِ ○

১৯. এবং সমবেত পাখীদেরও, সবাই ছিল আল্লাহ্ অভিমুখী।

١٩- وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ○

২০. আর আমি সুদৃঢ় করেছিলাম তার রাজ্য এবং দিয়েছিলাম তাকে হিক্‌মত এবং ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।

٢٠- وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ
وَفَصْلَ الْخِطَابِ ○

২১. আর পৌঁছেছে কি আপনার কাছে বিবাদমান লোকদের বৃত্তান্ত, যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ইবাদতখানায় এলো,

٢١- وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ
إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ○

২২. এবং দাউদের কাছে পৌঁছল, তখন সে শংকিত হল তাদের কারণে। তারা বলল ঃ আপনি ভয় পাবেন না। আমরা বিবাদমান দুই পক্ষ, আমাদের একে অপরের উপর যুলুম করেছে। অতএব আপনি ফায়সালা করে দিন আমাদের মাঝে যথাযথভাবে এবং অবিচার করবে না। আর দেখান আমাদের সঠিক পথ।

٢٢- إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ
فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ
خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ
فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ
وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ○

২৩. নিশ্চয় এ ব্যক্তি আমার ভাই। তার আছে নিরানব্বইটি দুম্বা, আর আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। তবুও সে বলে ঃ দিয়ে দাও এটি আমার জিম্মায়। আর সে কঠোরতা প্রদর্শন করছে আমার প্রতি কথায়।

٢٣- إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ
نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا
وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ○

২৪. দাঊদ বলল ঃ অবশ্যই সে যুলুম করেছে তোমার প্রতি, তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বার সাথে যুক্ত করার দাবী করে। আর শরীকদের অনেকেই একে অন্যের উপর অবশ্যই অবিচার করে থাকে, করে না কেবল তারা, যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে এবং তারা সংখ্যায় খুবই কম। আর দাঊদ বুঝতে পারল, আমি তো তাকে পরীক্ষা করছি। তখন সে ক্ষমা প্রার্থনা করল তার রবের কাছে এবং লুটিয়ে পড়ল বিনত হয়ে ও তাঁর অভিমুখী হল।

٢٤- قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ
بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ
وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ○

www.pathagar.com

২৫. তারপর আমি তাকে ক্ষমা করলাম তার ত্রুটি। আর অবশ্যই তার জন্য আছে আমার কাছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

٢٥-فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ۗ
وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ○

২৬. হে দাঊদ ! আমি তো করেছি তোমাকে প্রতিনিধি পৃথিবীতে, অতএব তুমি ফয়সালা কর লোকদের মাঝে যথাযথ-ভাবে এবং অনুসরণ করোনা খেয়াল-খুশীর। কেননা, এরূপ করলে তা তোমাকে গুমরাহ করবে আল্লাহ্‌র পথ থেকে। নিশ্চয় যারা গুমরাহ হয় আল্লাহ্‌র পথ থেকে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা ভুলে গেছে বিচার দিনের কথা !

٢٦-يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ
فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ
اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ
بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ○

৩০. আর আমি দান করেছিলাম দাউদকে সুলায়মান। সে ছিল উত্তম বান্দা। সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী।

٣٠-وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ۗ
نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ○

হযরত সুলায়মান (আ)

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১০২

১০২. আর তারা তা অনুসরণ করত, যা আবৃত্তি করত শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বে। আর সুলায়মান কুফ্‌রী করেনি বরং শয়তানরই কুফরী করেছিল, তারা শিখাত মানুষকে যাদু এবং তা-ও যা নাযিল করা হয়েছিল দুই ফিরিশ্‌তা হারূত ও মারূতের উপর বাবিল শহরে। তারা কখন কাউকে শিক্ষা দিত না একথা না বলে যে, আমরা তো পরীক্ষা স্বরূপ ; সুতরাং তুমি কুফ্‌রী করো না। তারা শিক্ষা গ্রহণ করত তাদের উভয়ের থেকে, যা বিচ্ছেদ ঘটায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। অথচ তারা কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না তা দিয়ে কারো, আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া। আর তারা

١٠٢-وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى
مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ
الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ
وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ
وَمَارُوْتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ
حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ
فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ
الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۗ وَمَا هُمْ
بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ
وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ

শিখত, যা তাদের ক্ষতি সাধন করত এবং তাদের কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিত জানত যে, যে কেউ তা খরিদ করবে, নেই তার জন্য আখিরাতে কোন অংশ। আর কতই নিকৃষ্ট তা, যার বিনিময়ে তারা বিক্রি করছে নিজেদের আত্মা, যদি তারা জানত !

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

৭৮. আর স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত সম্পর্কে, রাতে প্রবেশ করেছিল তাতে কোন কাওমের মেষ ; আর আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার।

٧٨- وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ إِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِينَ ○

৭৯. আর আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এ বিষয়ের মীমাংসা সুলায়মানকে এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম হিক্‌মত ও ইল্‌ম। আর আমি অধীন করে দিয়েছিলাম পর্বত ও পাখীসমূহকে দাউদের, তারা তার সাথে আমার তাসবীহ্ পাঠ করত। আর আমি ছিলাম এ সবের কর্তা।

٧٩- فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۚ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فٰعِلِينَ ○

৮০. আর আমি তাকে শিখিয়েছিলাম তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ করা। যাতে তা তোমাদের রক্ষা করতে পারে তোমাদের যুদ্ধে। সুতরাং তোমরা কি শোক্‌রগুযার হবে না ?

٨٠- وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُونَ ○

৮১. আর আমি বশীভূত করে দিয়েছিলাম সুলায়মানের জন্য উদ্দাম বায়ুকে, যা প্রবাহিত হত তার আদেশে সে দেশের দিকে, যেখানে আমি রেখেছি বরকত। আর আমি সব বিষয়ে সম্যক অবহিত।

٨١- وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بٰرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِينَ ○

www.pathagar.com

৮২. আর শয়তানদের মধ্যে কতক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এ ছাড়া তারা অন্য কাজও করত, আর আমি ছিলাম তাদের রক্ষাকারী।

٨٢-وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ
وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ
وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ○

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

১৫. আর আমি দান করেছিলাম দাঊদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান এবং তারা উভয়ে বলেছিল ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তার অনেক মু'মিন বান্দার উপর।

١٥-وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ
وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا
عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৬. আর উত্তরাধিকারী হয়েছিল সুলায়মানকে দাউদের এবং সে বলেছিল ঃ হে মানুষ! আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে পাখীর ভাষা এবং আমাকে দান করা হয়েছে সবকিছু। অবশ্যই এ হল সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

١٦- وَ وَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ
وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ
وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ
اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ○

১৭. আর সমবেত করা হল সুলায়মানের সামনে তার বাহিনীকে জিন্, ইনসান ও পাখীদের থেকে এবং তাদের দলে দলে বিন্যস্ত করা হল।

١٧-وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ
جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ
وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○

১৮. তারপর যখন তারা উপনীত হল এক পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায়, তখন এক পিপীলিকা বলল ঃ হে পিপীলিকা বাহিনী ! তোমরা প্রবেশ কর তোমাদের গর্তে, যাতে তোমাদের পদদলিত না করে সুলায়মান ও তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতে।

١٨- حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ
قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا
مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ
وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

১৯. তখন সুলায়মান মৃদু হাসল তার কথায় এবং বলল ঃ হে আমার রব ! আপনি আমাকে সমর্থ দিন, যাতে আমি শোক্‌র আদায় করতে পারি, যে নিয়ামত আপনি আমাকে দান করেছেন

١٩- فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ
رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ
اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ

এবং আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন তার জন্য। আর যেন আমি এমন নেককাজ করতে পারি, যা আপনি পসন্দ করেন এবং আমাকে শামিল করুন, আপনার রহমতে আপনার নেকবান্দাদের মাঝে।

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ
فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ○

২০. আর সুলায়মান সন্ধান নিল পাখীদের এবং বলল ঃ ব্যাপার কি, হুদ্‌হুদকে দেখছি না যে ! সে অনুপস্থিত না কি ?

٢٠- وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى
الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ○

২১. অবশ্যই আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব, অথবা যবাহ্ করব তাকে; যদি না সে উপযুক্ত কারণ দর্শায়।

٢١- لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ
أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ○

২২. অনতিবিলম্বে হুদ্‌হুদ্ এসে পড়ল এবং বলল ঃ আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি এবং নিয়ে এসেছি আপনার জন্য সুনিশ্চিত সংবাদ 'সাবা' থেকে।

٢٢- فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ
أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ
وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ○

২৩. আমি তো পেয়েছি এক নারীকে তাদের উপর রাজত্ব করতে এবং তাকে দেয়া হয়েছে সবকিছু, আর তার আছে এক বিরাট সিংহাসন।

٢٣- إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ
وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

২৪. আর আমি পেয়েছি তাকে ও তার কাওমকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজ্‌দা করতে। আর শোভন করেছে তাদের জন্য শয়তান তাদের কার্যাবলী এবং ফিরিয়ে রেখেছে তাদের সৎপথ থেকে, ফলে তারা হিদায়েত লাভ করেনি।

٢٤- وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ○

২৫. তারা সিজ্‌দা করে না আল্লাহ্‌কে, যিনি প্রকাশ করেন আসমান ও যমীনের লুক্কায়িত বস্তুকে এবং যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর।

٢٥- أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي
يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ○

২৬. আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া ; তিনি রব মহা আরশের।

٢٦- اللَّهُ لَا إِلَٰهَ
إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

www.pathagar.com

٢٧- قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

২৭. সুলায়মান বলল ঃ অবশ্যই আমি দেখব, তুমি সত্য বলেছ, না তুমি মিথ্যাবাদী ?

٢٨- اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ○

২৮. যাও তুমি আমার এ চিঠি নিয়ে এবং তা তাদের কাছে অর্পণ কর, তারপর তাদের থেকে কিছু সরে থাক এবং লক্ষ্য কর তাদের প্রতিক্রিয়া।

٢٩- قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ○

২৯. সে নারী বলল ঃ হে পারিষদবর্গ ! আমাকে তো দেওয়া হয়েছে এক সম্মানিত পত্র,

٣٠- اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

৩০. নিশ্চয় তা হল সুলায়মানের তরফ থেকে এবং তা হল ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।*

٣١- اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ○

৩১. (পত্রে আরো লেখা ছিল) অমান্য করো না আমাকে অহমিকা বশে এবং এস আমার কাছে অনুগত হয়ে।

٣٢- قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْۤ اَمْرِيْ ج مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ○

৩২. সে নারী বলল ঃ হে পারিষদবর্গ ! আমাকে পরামর্শ দাও আমার এ সমস্যায়। আমি তো কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে।

٣٣- قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ لا وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ○

৩৩. তারা বলল ঃ আমরা তো শক্তিশালী এবং যুদ্ধে অতিশয় পারদর্শী। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো আপনারই। সুতরাং ভেবে দেখুন, কি নির্দেশ দেবেন।

٣٤- قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْۤا اَعِزَّةَ اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً ج وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ○

৩৪. সে বলল ঃ নিশ্চয় যখন রাজা-বাদশাহ্‌রা প্রবেশ করে কোন জনপদে, তখন তারা তা বিপর্যস্ত করে দেয় এবং করে দেয় সেখানকার সম্মানিত ব্যক্তিদের অসম্মানিত আর এরূপই করবে এরাও।

٣٥- وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ○

৩৫. আর অবশ্যই আমি দূত পাঠাচ্ছি তাদের কাছে উপঢৌকন নিয়ে দেখি, দূতেরা কি নিয়ে ফিরে আসে।

* পত্রখানা "বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম" দিয়ে শুরু করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

৩৬. যখন দূত পৌঁছল সুলায়মানের কাছে। তখন সুলায়মান বলল ঃ তোমরা কি আমাকে সাহায্য করছ ধন-সম্পদ দিয়ে ? আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন তা উৎকৃষ্ট, তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে। কিন্তু তোমরা তো তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্লাবোধ করছ।

٣٦- فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ
قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ز
فَمَآ اٰتٰنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰكُمْ ج
بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ○

৩৭. ফিরে যাও তাদের কাছে, অবশই আমি আসব তাদের কাছে এমন এক সেনা-বাহিনী নিয়ে, যার মুকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের নেই। আর অবশ্যই আমি তাদের বের করব সেখান থেকে লাঞ্ছিত করে এবং তারা হবে অপমানিত।

٣٧- اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ
بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ
اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○

৩৮. সে (সুলায়মান) আরো বলল ঃ হে পারিষদবর্গ ! কে আছ তোমাদের মাঝে যে নিয়ে আসবে আমার কাছে তার সিংহাসন, তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার আগে ?

٣٨- قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ
بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ○

৩৯. এক শক্তিশালী জিন বলল ঃ আমি নিয়ে আসব তা আপনার কাছে আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার আগেই আর আমি এ ব্যাপারে অবশ্যই শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।

٣٩- قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ
قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ج
وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ○

৪০. যার কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল ঃ আমি তা নিয়ে আসব আপনার কাছে, আপনার চেখের পলক ফেলার আগেই। তারপর সুলায়মান যখন তা তার সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখল, তখন সে বলল ঃ এ আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন আমি শুকর আদায় করি, না না-শুক্রী করি। আর যে শুক্র করে। সে তো শুকর করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে

٤٠- قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ
اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ط
فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ
قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ قف
لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ط
وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج

www.pathagar.com

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ ○

না-শুক্‌রী করে সে জেনে রাখুক, আমার রব তো বে-নিয়ায, মহানুভব।

٤١- قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْٓ
اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ○

৪১. সে (সুলায়মান) বলল ঃ তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে আপরিচিত করে দাও, দেখি সে সঠিক দিশা পায়, না সে বিভ্রান্তদের শামিল হয় ?

٤٢- فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ
قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَ اُوْتِيْنَا الْعِلْمَ
مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ○

৪২. যখন সে নারী এল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ এরূপই কি তোমার সিংহাসন ? সে বলল ঃ মনে হয় এটিই। আর আমাদের তো দান করা হয়েছে এর জ্ঞান আগেই এবং আমরা আত্মসমর্পণ করেছি।

٤٣- وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ○

৪৩. আর তাকে নিবৃত্ত করেছিল, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যার পূজা করত তারা। সে তো ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

٤٤- قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ۚ
فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ
لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ
قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ؕ
قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ
مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৪. তাকে বলা হল ঃ তুমি প্রবেশ কর এ প্রাসাদে। তারপর যখন সে তা দেখল, তখন সে সেটাকে একটা গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে অনাবৃত করল তার পায়ের গোছা। সুলায়মান বলল ঃ এতো একটি স্বচ্ছ-স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। সে নারী বলল ঃ হে আমার রব। আমি তো যুলুম করেছি নিজের প্রতি এবং আমি ঈমান আনলাম সুলায়মানের সাথে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি।

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১২, ১৩, ১৪

١٢- وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ
غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ
وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ
وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ

১২. আর আমি অধীন করে দিয়েছিলাম সুলায়মানের জন্য বায়ুকে, যা অতিক্রম করত ভোরে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ। আর আমি প্রবাহিত করেছিলাম তার জন্য গলিত তামার এক প্রস্রবণ। তার রবের

وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ
مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ○

অনুমতিক্রমে জিন্‌দের কতক তার সম্মুখে কাজ করত। তবে তাদের মধ্যে যে অমান্য করে আমার নির্দেশ, আমি আস্বাদন করাব তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

١٣- يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ
وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ط
اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ط
وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ○

১৩. তারা (জিন্‌রা) তৈরী করত সুলায়মানের জন্য তার ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ। আমি বলেছিলাম ঃ হে দাঊদ পরিবার ! তোমরা কাজ করতে থাক কৃতজ্ঞতার সাথে। আর আমার বান্দাদের মাঝে কৃতজ্ঞ খুবই কম !

١٤- فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ
عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ
تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ج فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ
اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ
مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ○

১৪. যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন জিন্‌দের মাধ্যে তার মৃত্যুর বিষয় জানাল কেবল সে মাটির পোকা, যা তার লাঠি খাচ্ছিল। যখন সে পড়ে গেল, তখন জিন্‌রা বুঝতে পারল যে, যদি তারা গায়েব জানত, তবে তারা আবদ্ধ থাকত না লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে।

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

٣٠- وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ط
نِعْمَ الْعَبْدُ ط اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ○

৩০. আর আমি দান করেছিলাম দাঊদকে সুলায়মান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী।

٣١- اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ
الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ○

৩১. যখন উপস্থিত করা হল তার কাছে বিকেলে দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি,

٣٢- فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ
عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ج
حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ○

৩২. তখন সে বলল ঃ আমি তো মগ্ন হয়ে পড়েছি ঐশ্বর্যের ভালবাসায়, আমার রবের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে, এদিকে সূর্য ডুবে গেছে।

٣٣- رُدُّوْهَا عَلَيَّ ط فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ
وَالْاَعْنَاقِ ○

৩৩. এ ঘোড়াগুলোকে আমার কাছে আবার নিয়ে এস। তারপর সে ছেদা করতে লাগল এ সবের পা ও ঘাড়।

৩৪. আর আমি তো পরীক্ষা করেছিলাম সুলামানকে, আর রেখে দিয়েছিলাম তার আসনের উপর একটি ধড়। এরপর সে আমার অভিমুখী হল।

٣٤-وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ○

৩৫. সে (সুলায়মান) বলল ঃ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং দান করুন আমাকে এমন বাক্য, যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়। আপনি তো পরমদাতা।

٣٥-قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

৩৬. তখন আমি তার অনুগত করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করত সেখানে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হত।

٣٦-فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ○

৩৭. আর অনুগত করে দিয়েছিলাম শয়তানদেরও যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী,

٣٧-وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ○

৩৮. এবং অনুগত করে দিয়েছিলাম আরো অনেককে, যারা ছিল শৃঙখলে আবদ্ধ।

٣٨-وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ○

হযরত ইল্‌ইয়াস (আ)

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৫

৮৫. আর আমি হিদায়েত দান করেছিলাম যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইল্‌ইয়াসকে, তারা সকলে ছিল নেককারদের শামিল।

٨٥-وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ۚ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ ঃ ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২

১২৩. আর নিশ্চয় ইল্‌ইয়াস ছিল রাসূলদের একজন।

١٢٣-وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

১২৪. স্মরণ কর, সে বলেছিল তার কাওমকে ঃ তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٢٤-اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ○

১২৫. তোমরা কি ইবাদত করবে বা'আলের আর ছেড়ে দেবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা–

١٢٥-اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ○

১২৬. আল্লাহ্‌কে ? যিনি রব তোমাদের এবং রব তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও?

١٢٦- اللهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○

১২৭. কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল, ফলে অবশ্যই তাদের শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে,

١٢٧- فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ○

১২৮. তবে তাদের নয়, যাঁরা আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা।

١٢٨- اِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ○

১২৯. আর আমি স্মরণীয় করে রেখেছি একে পরবর্তীদের মাঝে।

١٢٩- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ○

১৩০. শান্তি বর্ষিত হউক ইল্-ইয়াসীন এর উপর।

١٣٠- سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ○

১৩১. আমি তো এভাবেই পুরস্কার দেই নেক্‌কারদের।

١٣١- اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ○

১৩২. নিশ্চয় সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।

١٣٢- اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

হযরত আল্‌ইয়াস'আ (আ.)

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৬

৮৬. আর আমি হিদায়েত দান করেছিলাম ইসমাঈল, আল্‌ইয়াস'আ, ইউনুস ও লূতকে এবং এদের প্রত্যেককে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্বজগতের উপর।

٨٦- وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَ لُوْطًا، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৪৮

৪৮. আর স্মরণ কর ইসমাঈল, আল্‌ইয়াস্'আ ও যুল্-কিফ্‌লের কথা, এরা সবাই ছিল উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

٤٨- وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ○

হযরত উযাইর (আ)

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৫৯

২৫৯. অথবা তুমি কি দেখনি ঐ ব্যক্তিকে* যে অতিক্রম করছিল এমন এক জনপদ

٢٥٩- اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ

* তাফসীরকারগণের মতে ইনি হলেন হযরত উযাইর আলাইহিস্ সালাম।

www.pathagar.com

وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ
قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ
فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ
ثُمَّ بَعَثَهٗ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ
قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ
قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ
اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ
وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ
اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۖ
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ
اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে বলেছিল ঃ কিরূপে আল্লাহ্ জীবিত করবেন একে, এর মৃত্যুর পর। তারপর আল্লাহ্ তাকে মৃত অবস্থায় রাখেন একশ' বছর, পরে তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ কতকাল অবস্থান করলে ? সে বলল ঃ অবস্থান করেছি একদিন, অথবা একদিনেরও কিছু কম। আল্লাহ্ বলেন ঃ না, বরং তুমি তো অবস্থান করেছ একশ' বছর। তুমি লক্ষ্য কর তোমার খাদ্য-দ্রব্য ও পানীয় বস্তুর প্রতি, যা নষ্ট হয়নি এবং তুমি লক্ষ্য কর তোমার গাধাটির দিকে, আর যাতে করতে পারি তোমাকে নিদর্শন স্বরূপ লোকদের জন্য। আর লক্ষ্য কর হাড়গুলির প্রতি, কিভাবে আমি তা সংযোজিত করি এবং তা ঢেকে দেই গোশ্ত দিয়ে। তারপর যখন তা তার কাছে স্পষ্ট হল, তখন সে বলল ঃ আমি জানি, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৩০

٣٠- وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ
وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۖ
ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ
قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۖ
قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৩০. আর ইয়াহূদীরা বলে ঃ উযাইর আল্লাহ্র পুত্র এবং নাসারারা বলে ঃ মাসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র। এ হলো তাদের মুখের কথা। তারা তো তাদের মত কথা বলে, যারা পূর্বে কুফরী করেছিল। আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন ! এ কোন দিকে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে চলেছে !

হযরত ইউনুস (আ.)

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৭, ৮৮

٨٧- وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا
فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ

৮৭. আর স্মরণ কর যুন-নুন-এর কথা, যখন সে রাগ হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল যে, আমি কখন শাস্তি নির্ধারণ

www.pathagar.com

فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ
اَنْ لَّآ اِلٰـهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ
اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

করব না তার জন্য। তখন সে আঁধারের মধ্য থেকে দু'আ করেছিল ঃ আপনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, আপনি পবিত্র, মহান ! আমি তো যালিম।

٨٨- فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ
وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৮৮. তখন আমি তার দু'আ কবূল করেছিলাম এবং নাজাত দিয়েছিলাম তাকে দুশ্চিন্তা থেকে আর এভাবেই আমি নাজাত দেই মু'মিনদের।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮

١٣٩- وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

১৩৯. আর ইউনুস তো ছিল রাসূলদের একজন।

١٤٠- اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ○

১৪০. যখন সে পালিয়ে বোঝাই নৌযানে উঠল ;

١٤١- فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ○

১৪১. তারপর সে লটারীতে যোগদান করে পরাভূত হল,

١٤٢- فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ○

১৪২. পরে তাকে গিলে ফেলল এক বিরাট মাছ, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল।

١٤٣- فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ○

১৪৩. আর সে যদি না হতো আল্লাহ্র পবিত্রতা মহিমা ঘোষণাকারী,

١٤٤- لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

১৪৪. তাহলে অবশ্যই তাকে থাকতে হত সে মাছের পেটে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত।

١٤٥- فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ○

১৪৫. তারপর আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম এক উষর প্রান্তরে, আর সে ছিল রুগ্ন।

١٤٦- وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ○

১৪৬. তারপর আমি তার উপর উদ্গত করলাম একটি লাউ গাছ ;

١٤٧- وَاَرْسَلْنٰهُ
اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ○

১৪৭. আর আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম রাসূল করে এক লাখ বা ততোধিক লোকের কাছে।

١٤٨- فَاٰمَنُوْا
فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ○

১৪৮. আর তারা ঈমান এনেছিল, ফলে আমি জীবন উপভোগ করতে দিয়েছিলাম তাদের কিছু কালের জন্য।

www.pathagar.com

হযরত যাকারিয়া (আ)

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪, ৫, ৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১

৪. সে (যাকারিয়া) বলেছিল ঃ হে আমার রব! আমার অস্থি তো দুর্বল হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যের কারণে আমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, হে আমার রব! আমি আপনার কাছে দু'আ করে কখনো ব্যর্থকাম হইনি।

٤-مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ
الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

৫. আর আমি ভয় করি আমার স্বগোত্রীয়দের আমার পরে এবং আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, অতএব আপনি আমাকে দান করুন আপনার তরফ থেকে এক উত্তরাধিকারী,

٥-إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ○

৬. যে উত্তরাধিকারী হবে আমার এবং উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকূবের বংশেরও। হে আমার রব! আপনি তাকে করুন সন্তোষভাজন।

٦-هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ
يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ○

৩৭. তারপর তাকে কবুল করলেন তার রব ভালরূপে এবং লালন-পালন করলেন তাকে উত্তমরূপে, আর তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন যাকারিয়াকে। যখনই যাকারিয়া তার সংগে কক্ষে দেখা করতে যেত, তখনই তার কাছে খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত ঃ হে মারইয়াম ! কোথায় পেলে তুমি এ সব ? সে বলত ঃ এ সব আল্লাহ্র তরফ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ রিযিক দেন যাকে চান বে-হিসাব।

٣٧-فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ
وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ
وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ
قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ
إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

৩৮. সেখানে যাকারিয়া তার রবের কাছে প্রার্থনা করে বলল ঃ হে আমার রব ! দান করুন আমাকে আপনার তরফ থেকে এক নেক সন্তান। নিশ্চয় আপনি খুব প্রার্থনা শ্রবণকারী।

٣٨-هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ
قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ○

৩৯. তারপর ফিরিশতারা তাকে সম্বোধন করে বলল, যখন সে কক্ষে সালাতে

٣٩-فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي

www.pathagar.com

أَنِّيٓ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْـَٔةِ
الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًۢا
بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ
وَأُحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ
وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ ٢
فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ
إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○

আমি সৃষ্টি করব তোমাদের জন্য কাদা দিয়ে পাখীর মত আকৃতি, তারপর তাতে আমি ফুঁ দেব, ফলে তা হয়ে যাবে পাখী আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর আমি নিরাময় করব জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে এবং জীবন দান করব মৃতকে আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর আমি তোমাদের বলে দেব, যা তোমরা আহার কর এবং যা তোমরা মওজুদ কর তোমাদের ঘরে। নিশ্চয় এতে রয়েছে তোমাদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হও।

٥٠- وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ
مِّن رَّبِّكُمْ ۖ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ○

৫০. আর আমি এসেছি সমর্থকরূপে আমার সামনে তাওরাতের যা রয়েছে তার এবং হালাল করতে তোমাদের জন্য তার কিছু, যা ছিল তোমাদের জন্য হারাম। আর আমি এসেছি তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে তোমাদের রবের তরফ থেকে। সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং অনুসরণ কর আমার।

٥١- إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ
هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ○

৫১. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ রব আমার এবং রব তোমাদেরও, সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সরল-সঠিক পথ।

٥٢- فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ
قَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى اللَّهِ ۖ
قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ
آمَنَّا بِاللَّهِ
وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ○

৫২. তারপর যখন উপলব্ধি করল ঈসা তাদের থেকে কুফ্‌র, তখন সে বলল ঃ কারা আমার সাহায্যকারী আল্লাহ্‌র পথে ? হাওয়ারীগণ বলল ঃ আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা তো মুসলিম।

٥٣- رَبَّنَآ آمَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ
وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ○

৫৩. হে আমাদের রব ! আমরা ঈমান এনেছি তুমি যা নাযিল করেছ তাতে এবং আমরা অনুসরণ করছি এ রাসূলের। সুতরাং লিপিবদ্ধ করুন আমাদের সাক্ষীদের তালিকায়।

www.pathagar.com

٥٥- اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰۤى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ
وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ
مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ
ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ
فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

৫৫. স্মরণ কর, আল্লাহ্ বললেন ঃ হে ঈসা ! আমি তো তোমাকে যথাসময় মৃত্যু দেব, তবে এখন তোমাকে তুলে নেব আমার কাছে, আর পবিত্র করব তোমাকে তাদের থেকে যারা কুফ্‌রী করেছে। আর যারা প্রকৃতভাবে তোমার অনুসরণ করবে, আমি তাদের প্রাধান্য দেব কাফিরদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত। তারপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অবশেষে আমি ফয়সালা করে দেব তোমাদের মাঝে সে বিষয়ে, যাতে তোমরা মতভেদ করতে।

٥٩- اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ
كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৫৯. নিশ্চয় ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্‌র কাছে আদমের দৃষ্টান্তের মত। আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেন মাটি থেকে, তারপর তিনি তার জন্য বলেন ঃ 'হও', অমনি সে হয়ে যায়।

٦٠- اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ
فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

৬০. হক তো আপনার রবের তরফ থেকে। অতএব আপনি হবেন না সন্দেহপোষণ-কারীদের শামিল।

٦١- فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ
وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ قف
ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ
لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ○

৬১. যে কেউ আপনার সংগে তর্ক করে এ বিষয়ে, আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর, আপনি তাকে বলুন ঃ এসো, আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদের এবং তোমাদের সন্তানদের, আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজকে এবং তোমাদের নিজকে, তারপর আমরা বিনীতভাবে দু'আ করি এবং আল্লাহ্‌র লা'নত দেই মিথ্যাবাদীদের উপর।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৭১, ১৭২

١٥٦- وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ
بُهْتَانًا عَظِيْمًا ○

১৫৬. আর তারা অভিশপ্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর জন্য এবং মারইয়ামের বিরুদ্ধে তাদের গুরুতর অপবাদের জন্য,

www.pathagar.com

يَحْيٰى وَ اَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَ يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ○

ইয়াহ্ইয়া, আর তার জন্য সন্তান-ধারণের উপযোগী করেছিলাম তার স্ত্রীকে। তারা তো প্রতিযোগিতা করত ভাল কাজে এবং তারা ডাকত আমাকে আশা ও ভয়ের সাথে আর তারা ছিল আমার প্রতি বিনীত।

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ১২, ১৩, ১৪, ১৫

١٢-يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ○

১২. হে ইয়াহ্ইয়া ! তুমি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এ কিতাব। আর আমি তো তাকে দান করেছিলাম শৈশবেই হিক্মত,

١٣-وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ○

১৩. এবং দান করেছিলাম তাকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা আমার তরফ থেকে, আর সে ছিল মুত্তাকী।

١٤-وَّبَرًّاۢ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ○

১৪. আর সে ছিল তার পিতা-মাতার অনুগত এবং সে ছিল না উদ্ধত, অবাধ্য।

١٥-وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ○

১৫. আর শান্তি তার প্রতি, যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে এবং যে দিন সে মারা মরবে, আর যেদিন তাকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।*

হযরত ঈসা মাসীহ্ (আ)

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৫৩

٢٥٣-تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ

২৫৩. এই রাসূলগণ , আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তদের কতককে কতকের উপর। তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে, যার সংগে আল্লাহ্ কথা বলেছেন এবং উন্নীত করেছেন তাদের কারো মর্যাদা। আর আমি দিয়েছিলাম ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে স্পষ্ট প্রমাণ এবং তাকে শক্তিশালী করেছিলাম জিব্রাঈলকে

* হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর শিরোনামে ও হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস্ সালাম প্রসঙ্গ এসেছে, তাই পুনঃ উল্লেখ করা হলো না।

www.pathagar.com

দিয়ে। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের পরবর্তীগণ পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ করত না, তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর। কিন্তু তারা মতবিরোধ করল। ফলে, তাদের কতক ঈমান আনল এবং কতক কুফ্‌রী করল। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করত না ; কিন্তু আল্লাহ্ তা-ই করেন, যা তিনি চান।

مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۟ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৯, ৬০, ৬১

৪৫. স্মরণ কর, ফিরিশতারা বলেছিল ঃ হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর তরফ থেকে একটি কালিমার, তার নাম হবে মাসীহ ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম, সে হবে সম্মানিত দুনিয়া ও আখিরাতে এবং নৈকট্য-প্রাপ্তদের একজন।

٤٥- اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖۗ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝

৪৬. সে কথা বলবে মানুষের সাথে দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সেও আর সে হবে নেক্‌কারদের একজন।

٤٦- وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৪৭. মারইয়াম বলল ঃ হে আমার রব! কিরূপে আমার সন্তান হবে, অথচ আমাকে স্পর্শ করেনি কোন পুরুষ ? আল্লাহ্ বললেন ঃ এভাবেই হবে। আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন যা চান। যখন তিনি স্থির করেন কোন কিছু তখন তিনি শুধু তার জন্য বলেন ঃ 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

٤٧- قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

৪৮. আর তিনি তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিক্‌মাত, তাওরাত ও ইন্‌জীল।

٤٨- وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝

৪৯. আর বানাবেন তাকে রাসূল বনূ ইসরাঈলের জন্য। সে বলবে ঃ আমি তো নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে নিদর্শন তোমাদের রবের তরফ থেকে।

٤٩- وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ

www.pathagar.com

দাঁড়িয়েছিল ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ সুসংবাদ দিচ্ছেন আপনাকে ইয়াহ্ইয়ার, সে আল্লাহ্র বাণীর সমর্থনকারী, নেতা, স্ত্রী বিরাগী এবং নেককারদের মধ্যে একজন নবী।

فِي الْمِحْرَابِ ۙ أَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى
مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَسَيِّدًا وَّحَصُورًا
وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِينَ ○

৪০. সে (যাকারিয়া) বলল ঃ হে আমার রব! কিরূপে আমার পুত্র হবে ? অথচ আমার বার্ধক্য এসে গেছে এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। আল্লাহ্ বললেন ঃ এভাবেই হবে। আল্লাহ্ করেন, যা তিনি চান।

٤٠- قَالَ رَبِّ أَنّٰى يَكُونُ لِي غُلٰمٌ
وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ
قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ○

৪১. যাকারিয়া বলল ঃ হে আমার রব ! দিন আমাকে একটি নিদর্শন। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমর জন্য নির্দশন হল এই যে, তুমি লোকদের সাথে কথা বলবে না তিনদিন ইশারা ছাড়া, আর স্মরণ করবে তোমার রবকে বেশীবেশী এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করবে সন্ধ্যায় ও সকালে।

٤١- قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً ۖ
قَالَ اٰيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ
ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ
وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيرًا
وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ○

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

২. এ হলো আপনার রবের রহমতের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি,

٢- ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ○

৩. যখন সে ডেকেছিল বিশেষভাবে তার রবকে নিভৃতে,

٣- إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ○

৪. সে (যাকারিয়া) বলেছিল ঃ হে আমার রব ! আমার অস্থি তো দুর্বল হয়ে গেছে আর সাদা হয়ে গেছে আমার মাথা বার্ধ্যকের কারণে। হে আমার রব! আমি কখন বিফল হইনি আপনাকে ডেকে।

٤- قَالَ رَبِّ إِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ
وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا
وَّلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ○

৫. আর আমি আশংকা করি আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে আমার পরে যে, আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, অতএব আপনি দান করুন আমাকে আপনার তরফ থেকে এক উত্তরাধিকারী,

٥- وَإِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ
مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَأَتِيْ عَاقِرًا
فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ○

www.pathagar.com

٦-يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ○

৬. যে উত্তরাধিকারিত্ব করবে আমার এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়া'কূবের বংশের। হে আমার রব! তাকে কর সন্তোষভাজন।

٧-يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ○

৭. তিনি বললেন ঃ হে যাকারিয়া ! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এক পুত্রের, যার নাম ইয়াহ্ইয়া। করিনি কাউকে এর পূর্বে তার সমনামের।

٨-قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ كَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ○

৮. সে বলল ঃ হে আমার রব ! কেমন করে আমার পুত্র হবে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি পৌঁছেছি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে !

٩-قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ○

৯. তিনি বললেন ঃ এরূপই হবে। তোমার রব বললেন ঃ এরূপ করা আমার পক্ষে সহজ, আর আমি তো সৃষ্টি করেছি তোমাকে এর আগে, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।

١٠-قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ○

১০. যাকারিয়া বলল ঃ হে আমার রব! দিন আমাকে একটি নিদর্শন। তিনি বললেন ঃ তোমার নিদর্শন হল তুমি কথা বলবে না লোকদের সাথে তিন দিন সুস্থ থাকা সত্ত্বেও।

١١-فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ○

১১. তারপর সে বেরিয়ে এল তার সম্প্রদায়ের কাছে তার কক্ষ থেকে এবং তাদের ইংগিতে বলল ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র তাস্‌বীহ্ পাঠ কর সকাল ও সন্ধ্যায়।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৯, ৯০

٨٩- وَ زَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ○

৮৯. আর স্মরণ কর যাকারিয়্যার কথা, যখন সে দু'আ করেছিল তার রবের কাছে ঃ হে আমার রব ! আপনি আমাকে নিঃসন্তান রাখবেন না। আর আপনি তো উত্তম মালিকানার অধিকারী।

٩٠- فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَوَهَبْنَا لَهٗ

৯০. তখন আমি তার দু'আ কবূল করেছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম

www.pathagar.com

১৫৭. এবং তাদের এ উক্তির জন্য ঃ আমরা হত্যা করেছি আল্লাহ্‌র রাসূল মাসীহ্ ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকে। বস্তুত তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধও করেনি বরং তাদের এরূপ বিভ্রম ঘটেছিল। নিশ্চয় যারা তার ব্যাপারে মতভেদ করেছিল, তারা তো ছিল এ ব্যাপারে সন্দেহে পতিত। এ সম্পর্কে তাদের ছিল না কোন জ্ঞান অনুমানের অনুসরণ ছাড়া। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি !

١٥٧-وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ
عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ
وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۗ
وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ
لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ۗ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ
اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۝

১৫৮. বরং আল্লাহ্ তাকে তুলে নিয়েছেন তাঁর কাছে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

١٥٨- بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۗ
وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

১৫৯. আর আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই ঈসার প্রতি ঈমান আনবে এবং কিয়ামতের দিন ঈসা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

١٥٩-وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۝

১৭১. হে আহ্‌লে কিতাব ! তোমরা বাড়াবাড়ি করো না দীনের ব্যাপারে এবং বলো না আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া অন্য কিছু। মাসীহ্ ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম তো আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি পৌঁছিয়েছিলেন মারইয়ামের কাছে এবং সে ছিল তাঁর তরফ থেকে রূহ্। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি, আর বল না ঃ তিন ! তোমরা এ থেকে বিরত থাক, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ্ তো এক ইলাহ্, তিনি পবিত্র এ থেকে যে, তাঁর সন্তান হবে। তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্লাহ্-ই যথেষ্ট কর্মসম্পাদনকারীরূপে।

١٧١-يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ
وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۗ
اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ
اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۫
فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۗ
اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۗ
اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۗ
سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ
لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

১৭২. কখন হেয় জ্ঞান করে না মাসীহ্ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াকে, আর না

١٧٢- لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ

www.pathagar.com

নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতারাও। কেউ হেয় জ্ঞান করলে তাঁর ইবাদত করাকে এবং অহংকার করলে, তিনি অবশ্যই একত্র করবেন তাদের সবাইকে তাঁর কাছে।

عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ○

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১৭, ৪৬, ৭২, ৭৫, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮

১৭. তারা তো কুফ্‌রী করেছে, যারা বলে ঃ নিশ্চয় মাসীহ্ ইব্‌ন মারইয়ামই আল্লাহ্। বলুন ঃ কে আল্লাহ্‌কে বাধা দেবার শক্তি রাখে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন ধ্বংস করতে মাসীহ্ ইব্‌ন মারইয়াম, তার মা এবং যারা পৃথিবীতে আছে সবাইকে ? আল্লাহ্‌রই অধিকারে আছে আসমান, যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে সবই, তিনি সৃষ্টি করেন, যা কিছু তিনি ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ্ সর্ব-বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٧-لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

৪৬. আর আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের পরে ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকে, তার পূর্বে নাযিলকৃত তাওরাতের সমর্থকরূপে আর আমি দিয়েছিলাম তাকে ইন্‌জীল, যাতে ছিল হিদায়েত ও নূর, তার পূর্ববর্তী তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং তা ছিল মুত্তাকীদের জন্য হিদায়েত ও উপদেশ স্বরূপ।

٤٦-وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

৭২. তারা তো কুফ্‌রী করেছে, যারা বলে ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ হলেন মাসীহ্ ইব্‌ন মারইয়াম। অথচ মাসীহ্ বলেছিল ঃ হে বনূ ইসরাঈল। তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, যিনি রব আমার এবং রব তোমাদের। কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করলে, আল্লাহ্ অবশ্যই তার জন্য হারাম করে দেবেন জান্নাত এবং তার

٧٢-لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ

www.pathagar.com

৬২. আর কিছুতেই যেন তোমাদের নিবৃত্ত না করে শয়তান, কেননা, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

٦٢-وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

৬৩. আর যখন এলো ঈসা স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, তখন সে বলেছিল ঃ আমি তো এসেছি তোমাদের কাছে হিক্‌মত নিয়ে এবং স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য তোমাদের কাছে তার কতক, যাতে তোমরা মতভেদ করছ। অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং অনুসরণ কর আমার।

٦٣-وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই রব আমার এবং রব তোমাদেরও। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সরল সঠিক পথ।

٦٤-اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ ঃ ৬, ১৪

৬. আর স্মরণ কর, বলেছিল মারইয়ামের পুত্র ঈসা ঃ হে বনূ ইস্‌রাঈল ! আমি তো আলাহ্‌র রাসূল তোমাদের কাছে এবং আমি সমর্থক সে তাওরাতের, যা রয়েছে আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে। আর আমি সুসংবাদদাতা সে রাসূলের, যিনি আসবেন আমার পরে, যার নাম আহ্‌মাদ। তারপর যখন তিনি এলেন সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, তখন তারা বলল ঃ এতো এক স্পষ্ট যাদু।

٦-وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ۗ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

১৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হয়ে যাও আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী, যেমন বলেছিল মারইয়ামের পুত্র ঈসা হাওয়ারীদের ঃ কে আমার সাহায্যকারী আল্লাহ্‌র পথে ? হাওয়ারীগণ বলেছিল ঃ আমরাই আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী। তারপর ঈমান আনল একদল বনূ ইস্‌রাঈল থেকে এবং কুফ্‌রী করল একদল। অবশেষে আমি সাহায্য করলাম তাদের, যারা ঈমান এনেছিল, তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে, ফলে তারা বিজয়ী হল।

١٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৪, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৮৬, ১৮৯, ২১৫, ২১৭, ২১৯, ২২০, ২২২, ২৫২

৪. এবং যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে ও যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে তাতে যারা ঈমান আনে এবং যারা আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী, (তারাই মুত্তাকী)।

٤- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ
وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

১৪৪. আমি তো লক্ষ্য করেছি আপনার আসমানের দিকে বারবার তাকানকে। সুতরাং অবশ্যই আপনাকে ফিরিয়ে দেব এমন কিব্‌লার দিকে, যা আপনি পসন্দ করেন। অতএব আপনি আপনার মুখ ফিরান মসজিদে হারামের দিকে। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের মুখ ফিরাবে সেদিকে। আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তারা তো নিশ্চিতভাবে জানে, ইহা তো সত্য তাদের রবের তরফ থেকে। আর আল্লাহ্ গাফিল নন সে সম্বন্ধে, যা তারা করে।

١٤٤- قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ص
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ط
وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ
اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ط
وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

১৪৫. আর আপনি যদি যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের কাছে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করেন, তবুও তারা অনুসরণ করবে না আপনার কিব্‌লার আর আপনিও অনুসরণ করার নন তাদের কিব্‌লার। আর তারাও পরস্পরের কিব্‌লার অনুসারী নয়। আপনি যদি অনুসরণ করেন, তাদের খেয়াল-খুশীর, আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর, তাহলে

١٤٥- وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ
وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ
بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ
اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ

www.pathagar.com

বলা, যার অধিকার আমার নেই, যদি আমি তা বলতাম, তবে আপনি তো তা জানতেন। আপনি জানেন, যা আছে আমার অন্তরে, কিন্তু আমি জানি না, যা আছে আপনার অন্তরে। আপনি তো গায়েবের ব্যাপারে সম্যক অবহিত।

إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○

১১৭. আমি তাদের বলিনি, আপনি আমাকে যে হুকুম দিয়েছেন তাছাড়া অন্য কিছু। বলেছি ঃ তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, যিনি রব আমার এবং রব তোমাদের। আর আমি সাক্ষী ছিলাম তাদের জন্য, যতদিন আমি ছিলাম তাদের মাঝে, কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন, তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কার্যকলাপের নিগাহ্‌বান-তত্ত্বা-বধায়ক। আর আপনি সর্ববিষয়ে সাক্ষী।

١١٧- مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○

১১৮. যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা. আর যদি আপনি তাদের মাফ করে দেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

١١٨- إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪

২৯. তারপর মারইয়াম ঈসার প্রতি ইংগিত করল। তারা বলল ঃ কেমন করে আমরা কথা বলব কোলের শিশুর সাথে ?

٢٩- فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ○

৩০. ঈসা বলল ঃ আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা। আল্লাহ্ আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন,

٣٠- قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ○

৩১. আর আমাকে বরকতময় করেছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন। আর তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন সালাতের ও যাকাতের, যতদিন আমি জীবিত থাকি।

٣١- وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ○

٣٢- وَّبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا
شَقِيًّا ○

৩২. আর করেছেন আমাকে অনুগত আমার মাতার প্রতি এবং করেননি আমাকে উদ্ধত, হতভাগ্য।

٣٣- وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ
وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ○

৩৩. আর শান্তি আমার প্রতি, যে দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যে দিন আমি মারা যাব এবং যে দিন আমাকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।

٣٤- ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ
الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ○

৩৪. এ-ই ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম, এ সত্য কথা, যাতে তারা বিতর্ক করে।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ঃ ৫০

٥٠- وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗۤ اٰيَةً
وَّاٰوَيْنٰهُمَاۤ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ

৫০. আর আমি করেছিলাম মারইয়ামের পুত্র ও তার মাকে এক নিদর্শন এবং আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম তাদের উভয়কে এক নিরাপদ প্রস্রবণ বিশিষ্ট ভূমিতে।

সূরা যুখ্‌রুফ ৪৩ঃ ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

٥٧- وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا
اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ○

৫৭. আর যখন উপস্থিত করা হয় মারইয়াম পুত্রের দৃষ্টান্ত, তখন আপনার কাওম তাতে শোরগোল শুরু করে দেয়,

٥٨- وَقَالُوْۤا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ؕ
مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ
بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ○

৫৮. এবং বলে ঃ আমাদের দেবতারা শ্রেষ্ঠ, না ঈসা ? তারা তো আপনাকে এরূপ বলে কেবল ঝগড়ার উদ্দেশ্যে। বস্তুত তারা তো কেবল ঝগড়াটে সম্প্রদায়।

٥٩- اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ
وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ○

৫৯. ঈসা তো ছিল আমার এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং যাকে করেছিলাম বনূ ইস্‌রাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।

٦٠- وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً
فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ○

৬০. আর আমি ইচ্ছা করলে অবশ্যই সৃষ্টি করতাম তোমাদের মধ্য থেকে ফিরিশতাদের, যারা পর্যায়ক্রমে পৃথিবীতে বসবাস করত।

٦١- وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا
وَاتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

৬১. আর ঈসা তো কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন। সুতরাং তোমরা সন্দেহ করো না কিয়ামতের ব্যাপারে এবং অনুসরণ করো আমার। এটাই সরল-সঠিক পথ।

www.pathagar.com

النَّارُ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

ঠিকানা হবে জাহান্নাম আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

٧٥- مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ
وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ۗ كَانَا يَاْكُلٰنِ
الطَّعَامَ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ
ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৭৫. মাসীহ্ ইব্ন মারইয়াম তো কেবল একজন রাসূল ছিলেন, গত হয়েছে তার আগে অনেক রাসূল এবং তার মা ছিল সত্যনিষ্ঠ। তারা উভয়ে খানা খেত। দেখ, আমি কিরূপ তাদের জন্য বর্ণনা করি নিদর্শনসমূহ। আরো দেখ, কোথায় তারা বিভ্রান্ত হয়ে চলেছে!

١١٠- اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ
اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۣ
تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ
وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ
وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ
فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا ۢ بِاِذْنِيْ
وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ
وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ
وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ
اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ
اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

১১০. স্মরণ কর, আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে ঈসা ইব্ন মারইয়াম ! স্মরণ কর আমার অনুগ্রহ তোমার প্রতি এবং তোমার মায়ের প্রতি, আমি শক্তিশালী করেছিলাম তোমাকে জিব্রাঈলকে দিয়ে, তুমি কথা বলতে লোকদের সাথে দোলনায় থাকাবস্থায় এবং পরিণত বয়সে। আর তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব, হিক্মত, তাওরাত ও ইন্জীল। তুমি তৈরী করতে মাটি দিয়ে পাখীসদৃশ আকৃতি আমার অনুমতিক্রমে, তারপর তাতে ফুঁ দিতে, ফলে তা হয়ে যেত পাখী আমার হুকুমে। তুমি নিরাময় করতে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে আমার নির্দেশে এবং আমার হুকুমে তুমি জীবিত করতে মৃতকে। আর আমি নিবৃত্ত করেছিলাম বনূ ইসরাঈলকে তোমার থেকে, যখন তুমি তাদের কাছে এনেছিলে স্পষ্ট নিদর্শন, তখন তাদের মাঝে যারা কুফরী করেছিল, তারা বলেছিল ঃ এতো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছু নয়।

١١١- وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ
اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ
قَالُوْٓا اٰمَنَّا

১১১. আরো স্মরণ কর, আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম হাওয়ারীদের যে, তোমরা ঈমান আন আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি। তারা বলেছিল ঃ আমরা

www.pathagar.com

ঈমান আনলাম। আর তুমি সাক্ষী থেক যে, আমরা তো মুসলিম।

وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ○

১১২. স্মরণ কর, হাওয়ারীগণ বলেছিল ঃ হে ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম ! তোমার রব কি পারেন নাযিল করতে আমাদের প্রতি আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা ? সে বলেছিল ঃ তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যদি মু'মিন হও।

١١٢- اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ
عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১১৩. তারা বলেছিল ঃ আমরা চাই যে, আমরা তা থেকে কিছু খাব এবং আমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে। আর আমরা জানতে চাই যে, তুমি আমাদের সত্য বলেছ এবং আমরা এর উপর সাক্ষী থাকতে চাই।

١١٣- قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا
وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا
وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

১১৪. ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম বলল ঃ হে আল্লাহ্‌, আমাদের প্রতিপালক! নাযিল কর আমাদের প্রতি আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা, তা হবে আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্য ঈদস্বরূপ এবং তোমার তরফ থেকে নিদর্শন-স্বরূপ। আর তুমি আমাদের রিযিক দান কর, আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

١١٤- قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ
اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ
تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا
وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ
وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

১১৫. আল্লাহ্‌ বললেন ঃ অবশ্যই আমি তা নযিল করব তোমাদের কাছে, কিন্তু এরপর তোমাদের থেকে কেউ কুফ্‌রী করলে, তাকে আমি এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি আমি সারা জাহানে আর কাউকে দেব না।

١١٥- قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ
فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ
فَاِنِّىْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا
لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

১১৬. আর যখন আল্লাহ্‌ বলবেন ঃ হে ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম! তুমি কি বলেছিলে লোকদের যে, তোমরা গ্রহণ কর আমাকে এবং আমার মাকে দুই ইলাহ্‌রূপে, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে। তখন সে বলবে ঃ পবিত্র মহান তুমি, আমার পক্ষে শোভন নয় এমন কথা

١١٦- وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ
وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ
مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ ۗ بِحَقٍّ ؕ

إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِينَ ۞

আপনি তখন হয়ে পড়বেন অবশ্যই যালিমদের শামিল।

١٤٦-اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۖ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞

১৪৬. আমি যাদের কিতাব দিয়েছি, তারা মুহাম্মদকে চিনে, যেমন তারা চিনে নিজেদের সন্তানদের। কিন্তু তাদের একদল তো গোপন করে সত্যকে জেনেশুনে।

١٤٩-وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۖ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۞

১৪৯. আর আপনি যেখান থেকেই বের হন না কেন, আপনি ফিরাবেন আপনার মুখ মসজিদের হারামের দিকে। ইহা তো নিশ্চিত সত্য আপনার রবের তরফ থেকে। আর আল্লাহ্ গাফিল নন সে সম্বন্ধে, যা তোমরা কর।

١٥٠-وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۗ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۗ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۞

১৫০. আর আপনি যেখান থেকেই বের হন না কেন, আপনি ফিরাবেন আপনার মুখ মসজিদে হারামের দিকে। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের মুখ ফিরাবে সেদিকে। যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে লোকদের বিতর্কের কিছু না থাকে, তবে তারা ছাড়া যারা তাদের মধ্যে যালিম। সুতরাং তাদের ভয় করো না, ভয় আমাকেই কর আর যেন আমি পরিপূর্ণরূপে দিতে পারি আমার নিয়ামত তোমাদের আর যেন তোমরা সৎপথে চলতে পার।

١٥١- كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۞

১৫১. যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদের কাছে একজন রাসূল তোমাদেরই মধ্য থেকে, যিনি পাঠ করে শোনান তোমাদের আমার আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন তোমাদের, শিক্ষা দেন তোমাদের কিতাব ও হিক্মত এবং শিক্ষা দেন তোমাদের যা তোমরা জানতে না।

١٨٦- وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۖ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

১৮৬. আর যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে, বলে দিন ঃ আমি তো কাছেই, আমি সাড়া

www.pathagar.com

দেই আহ্বানকারীর আহ্বানে, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারাও সাড়া দিক আমার ডাকে এবং ঈমান আনুক আমার প্রতি যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।

إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○

১৮৯. আপনাকে তারা প্রশ্ন করে নূতন চাঁদ সম্পর্কে। আপনি বলে দিন ঃ তা সময় নির্দেশক মানুষের জন্য এবং হজ্জের জন্য। কোন পুণ্য নেই ঘরের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ করাতে, তবে পুণ্য আছে কেউ তাক্ওয়া করলে তাতে। সুতরাং তোমরা ঘরে প্রবেশ করে দরজা দিয়ে আর ভয় কর আল্লাহ্কে, যাতে তোমরা সফলকাম হ্তে পার।

١٨٩- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ
قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

২১৫. তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, কি তারা ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে। আপনি বলে দিন ঃ যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তা করবে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিস্কীন ও পথের সন্তানদের জন্য। আর তোমরা যা কিছু উত্তম কাজ কর না কেন, আল্লাহ্ তো সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

٢١٥- يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ
قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ○

২১৭. তারা আপনাকে প্রশ্ন করে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে। আপনি বলে দিন ঃ সে সব মাসে যুদ্ধ করা খুবই অন্যায়। তবে আল্লাহ্র পথে বাধা দেওয়া, আল্লাহ্র সাথে কুফরী করা, মসজিদে হারামে বাধা দেওয়া এবং এর বাসিন্দাদের সেখান থেকে বহিষ্কার করা অধিকতর অন্যায় আল্লাহ্র কাছে। আর ফিত্না হলো হত্যার চাইতেও গুরুতর অন্যায়। তারা সব সময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের ফিরিয়ে দেয় তোমাদের দীন থেকে, যদি তারা সক্ষম হয়। আর তোমাদের মাঝে যে কেউ

٢١٧- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ
قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ
وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ
وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ
وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ
عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

www.pathagar.com

স্বীয় দীন থেকে ফিরে যায় এবং মারা যায় কাফির অবস্থায়, তবে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে দুনিয়া ও আখিরাতে আর তারা হবে দোযখের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

২১৯. তারা আপনাকে প্রশ্ন করে মদ ও জুয়া সম্পর্কে। আপনি বলে দিন ঃ এ দু'য়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং কিছু উপকারও মানুষের জন্য, কিন্তু এর পাপ উপকারের চাইতে অধিক। তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, কি পরিমাণ তারা ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে। আপনি বলে দিন ঃ যা উদ্বৃত্ত তা। এভাবেই আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য বিধান, যাতে চিন্তা কর-

٢١٩-يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ
قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ
قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ○

২২০. দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে। আর তারা আপনাকে প্রশ্ন করে ইয়াতীমদের সম্পর্কে। আপনি বলে দিন ঃ তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। তবে যদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে থাক, তাহলে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আর আল্লাহ্ জানেন, কে হিতকারী কে অনিষ্টকারী। আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তিনি তোমাদের কষ্টে ফেলতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রম-শালী, হিক্‌মতওয়ালা।

٢٢٠-فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ
قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ
وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

২২২. আর তারা আপনাকে প্রশ্ন করে রজঃস্রাব সম্বন্ধে। আপনি বলে দিন, তা কষ্টদায়ক অসূচি। সুতরাং তোমরা বিরত থাক স্ত্রী-মিলন থেকে রজঃস্রাবকালে এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না। তারপর যখন তারা পবিত্র হবে, তখন তোমরা তাদের কাছে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্

٢٢٢-وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ
قُلْ هُوَ أَذًى
فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

www.pathagar.com

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

ভালবাসেন তাওবাকারীদের এবং ভালবাসেন তাদের যারা পবিত্র থাকে।

٢٥٢- تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

২৫২. এসব হলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমি পাঠ করে শুনাচ্ছি আপনাকে যথা-যথভাবে। আর নিশ্চয় আপনি তো হলেন রাসূলদের একজন।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩, ৪, ৭, ২০, ৩১, ৩২, ৬৪, ৮১, ৮২, ৮৪, ৯৫, ৯৮, ৯৯, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৪৪, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৯, ১৬১, ১৬৪, ১৭৬, ১৮৩, ১৮৪, ১৯৬.

٣- نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ○

৩. আল্লাহ্ নাযিল করেছেন আপনার প্রতি কুরআনের সত্যসহ, যা সমর্থক পূর্ববর্তী কিতাবের এবং তিনিই নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইন্‌জিল–

٤- مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۬

৪. ইতিপূর্বে মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য আর তিনি নাযিল করেছেন ফুরকান।

٧- هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

৭. তিনিই নাযিল করেছেন আপনার প্রতি কুরআন, যার কতক আয়াত মুহ্‌কাম-স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, যা কিতাবের মূল ভিত্তি। আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ্-অস্পষ্ট, যাদের অন্তরে রয়েছে সত্য লঙ্ঘন প্রবণতা, শুধু তারাই এর অনুসরণ করে ফিত্না এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে। আর কেউ জানে না এর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া এবং যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান রাখি, সবই আমাদের রবের তরফ থেকে আগত। আর উপদেশ গ্রহণ করে না কেউই বোধশক্তিসম্পন্নরা ছাড়া।

٢٠- فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ

২০. (হে মুহাম্মদ) তারা যদি এরপরও আপনার সংগে তর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে আপনি বলে দিন ঃ আমি আত্মসমর্পণ

www.pathagar.com

أُوتُوا الْكِتٰبَ وَالْأُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ اَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ○

করেছি আল্লাহ্‌র কাছে এবং আমার যারা অনুসরণ করছে তারাও। আর বলে দিন তাদের যাদের দেওয়া হয়েছে কিতাব এবং নিরক্ষরদের ঃ তোমরাও কি আত্ম-সমর্পণ করেছ, যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে অবশ্যই তারা হিদায়েত লাভ করবে। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা। আর আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা বান্দাদের ব্যাপারে।

٣١- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩১. আপনি বলুন ঃ যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং ক্ষমা করবেন তোমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

٣٢- قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○

৩২. বলুন ঃ তোমরা আনগত্য কর আল্লাহ্ এবং রাসূলের। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ্ তো পসন্দ করেন না কাফিরদের।

٦٤- قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

৬৪. আপনি বলুন ঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা এসো এমন এক কথায় যা এক অভিন্ন তোমাদের ও আমাদের মাঝে ঃ আমরা যেন ইবাদত না করি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো, শরীক না করি যেন তাঁর সংগে কোন কিছুর এবং আমরা যেন রব হিসেবে গ্রহণ না করি কেউ কাউকে আল্লাহ্ ছাড়া। তবে যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলুন ঃ তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম।

٨١- وَإِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ

৮১. আর স্মরণ কর, অঙ্গীকার নিয়েছিলেন আল্লাহ্ নবীদের থেকে যে, যা কিছু আমি তোমাদের দিয়েছি কিতাব ও হিক্‌মত থেকে, তারপর যখন আসবে

www.pathagar.com

ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ
قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ
اِصْرِيْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ
قَالَ فَاشْهَدُوْا
وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

তোমাদের কাছে একজন রাসূল, যিনি সমর্থন করবেন তোমাদের কাছে যা আছে তা, তখন তোমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা কি স্বীকার করলে এবং গ্রহণ করলে এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার ? তারা বলল আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমরা সাক্ষী থাক, আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।

٨٢- فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৮২. তবে এরপর যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারা তো হবে নাফরমান।

٨٤- قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ
وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ
مِنْ رَّبِّهِمْ ۪ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫
وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

৮৪. আপনি বলুন ঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে। আর যা নাযিল করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তদীয় বংশধরদের প্রতি তাতে আর যা দেওয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদের তাদের রবের তরফ থেকে তাতে। আমরা কোন তারতম্য করি না তাদের কারো মধ্যে, আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।

٩٥- قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۫ قف
فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৯৫. আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা অনুসরণ কর একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের মিল্লাতের আর সে তো ছিল না মুশরিকদের শামিল।

٩٨- قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ
لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ ق
وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ○

৯৮. আপনি বলুন ঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন কুফ্রী করছ আল্লাহ্র আয়াতের ব্যাপারে ? আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সাক্ষী।

٩٩- قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا

৯৯. বলুন ঃ হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা বাধা দেও আল্লাহ্র পথে তাকে যে ঈমান এনেছে তাতে বক্রতা অন্বেষণ

www.pathagar.com

وَّ اَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

١٢١- وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ
تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ؕ
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○
١٢٢- اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ
اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ؕ
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○
١٢٣- وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ
وَّ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ج
فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

١٢٤- اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ
اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ
بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ○

١٢٥- بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا
وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ
رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ
مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ○

١٤٤- وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ج
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَائِنْ مَّاتَ
اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ
وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ

www.pathagar.com

شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ○

আর অচিরেই আল্লাহ্ পুরস্কার দেবেন শোক্‌রগুযারদের।

١٥٣-إِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ
عَلٰٓى أَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ
يَدْعُوْكُمْ فِيْٓ أُخْرٰىكُمْ
فَأَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ
لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ
وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ ۗ
وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১৫৩. স্মরণ কর, তোমরা উপরের দিকে ছুটছিলে এবং পেছনের দিকে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না আর রাসূল তোমাদের আহ্বান করছিলেন তোমাদের পেছনের দিক থেকে। ফলে আল্লাহ্ তোমাদের দিলেন বিপদের উপর বিপদ। যাতে তোমরা দুঃখিত না হও যা তোমরা হারিয়েছ এবং যা তোমাদের তার জন্য। আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে, যা তোমরা কর।

١٥٤-ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ
أَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ
وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ
يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۗ
يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۗ
قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ۗ يُخْفُوْنَ
فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ۗ
يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ۗ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ
فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ
كُتِبَ عَلَيْهِمُ

১৫৪. তারপর আল্লাহ্ নাযিল করলেন তোমাদের উপর দুঃখের পর প্রশান্তি তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করছিল আর একদল নিজেদের উদ্বিগ্ন করেছিল জাহিলীযুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে। তারা বলছিল ঃ আছে কি আমাদের এ ব্যাপারে কোন অধিকার? আপনি বলুন ঃ নিশ্চয় সমস্ত অধিকার আল্লাহ্‌র-ই। তারা গোপন রাখে তাদের অন্তরে, যা তারা আপনার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে ঃ এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। বলুন ঃ তোমরা তোমাদের ঘরে থাকলেও অবশ্যই তারা বেরিয়ে আসত, যাদের জন্য নিহত হওয়া অবধারিত ছিল নিজেদের মৃত্যুস্থানে।

١٥٩-فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ

১৫৯. আপনি আল্লাহ্‌র রহমতে তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন আর যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন, তবে অবশ্যই তারা সরে পড়ত আপনার আশপাশ থেকে। অতএব আপনি তাদের মাফ

www.pathagar.com

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ○

করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আর তাদের সাথে আলোচনা করুন কাজেকর্মে। আর যখন আপনি সংকল্প করবেন, তখন ভরসা করবেন আল্লাহ্‌র উপর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন ভরসাকারীদের।

١٦١- وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ
وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ
ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

১৬১. আর নবীর শান এ নয় যে, তিনি খিয়ানত করবেন। কেউ খিয়ানত করলে, সে নিয়ে আসবে কিয়ামতের দিন যা সে খিয়ানত করেছিল তা। তারপর দেওয়া হবে প্রত্যেককে পূর্ণ মাত্রায়, যা সে কামাই করেছে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

١٦٤- لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ○

১৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন মু'মিনদের প্রতি, তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করে তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি পাঠ করে শোনান তাদের আয়াতসমূহ, পরিশুদ্ধ করেন তাদের এবং শিক্ষা দেন তাদের কিতাব ও হিক্‌মত। আর তারা তো ছিল পূর্ব থেকেই স্পষ্ট গুমরাহীতে।

١٧٦- وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ
فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ
يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا
فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

১৭৬. আর আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তাদের আচরণ, যারা কুফরীতে লিপ্ত; তারা কখনো আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ চান যে, তিনি তাদের কোন হিস্‌সা দেবেন না আখিরাতে, আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

١٨٣- اَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا
أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ
حَتّٰى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ
قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي

১৮৩. যারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন ঈমান না আনি কোন রাসূলের প্রতি, যতক্ষণ না সে নিয়ে আসবে আমাদের কাছে এমন কুরবানী, যা আগুন খেয়ে ফেলবে। আপনি তাদের বলুন ঃ এসেছিল তো তোমাদের কাছে অনেক

www.pathagar.com

بِالْبَيِّنٰتِ وَ بِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

রাসূল আমার আগে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এবং তা নিয়ে যা তোমরা বলছ। তবে কেন তোমরা তাদের হত্যা করেছিলে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

١٨٤- فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ○

১৮৪. আর যদি তারা আপনাকে অস্বীকার করে, তবে তো অস্বীকার করা হয়েছিল সে সব সব রাসূলদেরও যারা এসেছিল আপনার আগে স্পষ্ট নির্দশন, আসমানী সাহীফা এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ।

١٩٦- لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ○

১৯৬. কিছুতেই যেন আপনাকে বিভ্রান্ত না করে কাফিরদের দেশ-বিদেশে অবাধ বিচরণ।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪১, ৪২, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৪, ১০২, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১৩, ১২৭, ১৫৩, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৭৬

٤١- فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۢ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ○

৪১. তখন কী অবস্থা হবে, যখন আমি উপস্থিত করব প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন সাক্ষী এবং আপনাকে উপস্থিত করব তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে?

٤٢- يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ط وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ○

৪২. সেদিন আকাঙ্ক্ষা করবে, যারা কুফ্‌রী করেছে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে তারা, যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত! আর তারা গোপন করতে পারবে না আল্লাহ্‌র থেকে কোন কথাই।

٥٩- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○

৫৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মাঝে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের। কিন্তু কোন্ বিষয়ে তোমাদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে, তা পেশ কর আল্লাহ্ ও রাসূলের কাছে, যদি তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহ্ ও আখিরাতে। এটাই কল্যাণকর এবং পরিণামে উত্তম।

www.pathagar.com

৬০. আপনি কি দেখেননি তাদের, যারা মনে করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার আগে যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে তারা ঈমান রাখে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদের পথভ্রষ্ট করতে চায় ভীষণভাবে ?

٦٠- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ
وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۚ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ○

৬১. আর যখন তাদের বলা হয় ঃ তোমরা এসো আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন আপনি দেখবেন মুনাফিকদের, আপনার থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নিতে।

٦١- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ
يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ○

৬২. তখন তাদের কী অবস্থা হবে, যখন তাদের উপর আপতিত হবে তাদের কৃতকর্মের জন্য কোন মুসীবত? তারপর তারা আপনার কাছে এসে আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে ঃ আমরা তো চাইনি কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছুই।

٦٢- فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ۖ
بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ○

৬৩. এরাই তারা, যাদের অন্তরে কী আছে, তা আল্লাহ্ জানেন। অতএব আপনি তাদের এড়িয়ে চলুন এবং তাদের উপদেশ দিন, আর তাদের বলুন, এমন কথা যা মর্ম স্পর্শ করে।

٦٣- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ق
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ
فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ○

৬৪. আর আমি পাঠাইনি কোন রাসূল এ উদ্দেশ্য ছাড়া যে, তাঁর অনুসরণ করা হবে আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী। আর যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে আপনার কাছে আসে এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চায়, তখন তারা অবশ্যই পাবে আল্লাহ্কে পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦٤- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ○

৬৫. কিন্তু না, আপনার রবের কসম! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর ন্যস্ত করে। তারপর তাদের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকে আপনি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সে ব্যাপারে এবং তারা তা মনেপ্রাণে মেনে নেয়।

٦٥- فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

৭৯. যে কল্যাণ তোমার হয়, তা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আর যে অকল্যাণ তোমার হয়, তা তোমার নিজের কারণে। আর আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সমগ্র মানুষের জন্য রাসূলরূপে এবং সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

٧٩- مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ز وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ط وَ اَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

৮০. কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে, সে তো আনুগত্য করল আল্লাহ্‌র-ই, আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তাদের জন্য আপনাকে তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি।

٨٠- مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ○

৮১. আর তারা বলে, আমরা আনুগত্য করলাম। কিন্তু যখন তারা আপনার কাছ থেকে চলে যায়, তখন তাদের একদল রাতের বেলা, তারা যা বলেছিল তার বিপরীত করে। আর আল্লাহ্ লিখে রাখেন তারা যা রাতে করে। অতএব আপনি তাদের এড়িয়ে চলুন এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। আর কর্ম সম্পাদনে আল্লাহ্-ই যথেষ্ট।

٨١- وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ز فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ط وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ج فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

৮৪. আর আপনি যুদ্ধ করুন আল্লাহ্‌র পথে, আপনাকে শুধু আপনার জন্যই দায়ী করা হবে এবং উদ্বুদ্ধ করুন মু'মিনদের, অচিরেই আল্লাহ্ প্রতিহত করবেন কাফিরদের শক্তি। আর আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর এবং শাস্তি দানে কঠোর।

٨٤- فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّ اَشَدُّ تَنْكِيْلًا ○

১০২. আর যখন আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন এবং তাদের সঙ্গে সালাত

١٠٢- وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ

الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ
وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا
فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ
اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ
وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ
وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ
عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ
عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ
اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ
وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ
عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

কায়েম করবেন, তখন যেন তাদের একদল আপনার সাথে দাঁড়ায়, আর অন্য দল যারা সালাতে শরীক হয়নি, তারা যেন আপনার সাথে সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক থাকে, আর নিজেদের অস্ত্র সাথে রাখে। কাফিররা চায়, তোমরা যেন অসতর্ক হও তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাব পত্রের ব্যাপারে, যাতে তারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও, অথবা তোমরা পীড়িত হও, তাহলে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে, তোমাদের কোন দোষ নেই। কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।

١٠٥- اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ
وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ○

১০৫. আমি তো নাযিল করেছি আপনার প্রতি কিতাব সত্যসহ, যাতে আপনি বিচার-মীমাংসা করতে পারেন লোকদের মাঝে আল্লাহ্ আপনাকে যা জানিয়েছেন, সে অনুসারে। আর আপনি খিয়ানত-কারীদের সমর্থনে তর্ক করবেন না।

١٠٦- وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

১০৬. আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন আল্লাহ্‌র কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٠٧- وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ
اَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ○

১০৭. আর আপনি ঝগড়া করবেন না তাদের ব্যাপারে, যারা নিজেদের প্রতারিত করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না খিয়ানতকারী, পাপীদের।

١١٣- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ
وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ
اَنْ يُّضِلُّوْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ

১১৩. আর যদি না থাকত আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া, তাহলে অবশ্যই তাদের একদল চাইত আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে। কিন্তু তারা পথভ্রষ্ট করে না নিজেদের ছাড়া আর

www.pathagar.com

وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ
وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ
وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۝

কাউকে এবং তারা আপনার কোনই ক্ষতি পারে না। আর আল্লাহ্ নাযিল করেছেন আপনার প্রতি কিতাব ও হিক্‌মত এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না তা, আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র মহা-অনুগ্রহ।

١٢٧-وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ
قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ
فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ
لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ
وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ
وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ۝

১২৭. আর লোকেরা আপনার কাছে নারীদের ব্যাপারে বিধান জানতে চায়। আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে তোমাদের বিধান জানাচ্ছেন এবং তা-ও যা কিতাবে তোমাদের পাঠ করে শোনানো হয় ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে, যাদের প্রাপ্য তোমরা দেও না, অথচ তোমরা তাদের বিয়ে করতে চাও এবং অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে, আর ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায়-বিচার সম্পর্কে। আর তোমরা যে কোন নেককাজ কর, আল্লাহ্ তো তা সম্যক জানেন।

١٥٣-يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ
عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰى
اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْآ اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً
فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ
ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ
الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ
وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

১৫৩. আহলে-কিতাব আপনার কাছে চায় যে, আসমান থেকে তাদের জন্য কিতাব নাযিল করা হোক। তারা তো চেয়েছিল মূসার কাছে এর চাইতেও বড় কিছু। তারা বলেছিল ঃ দেখাও আমাদের আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যে। ফলে তাদের পাঁকড়াও করেছিল বজ্র তাদের যুলুমের কারণে। তারপর তারা উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল বাছুরকে, তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেও। কিন্তু আমি তাও ক্ষমা করেছিলাম এবং দিয়েছিলাম মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ।

١٦٣-اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ
كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ۚ
وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ

১৬৩. আমি তো ওহী পাঠিয়েছি আপনার কাছে, যেমন আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের কাছে এবং পরবর্তী নবীদের কাছে। আর আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম, ইস্‌মাঈল, ইস্‌হাক, ইয়া'কূব

ও তার বংশধরদের কাছে। আর ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের কাছে এবং দিয়েছিলাম দাঊদকে যাবূর।

وَيُونُسَ وَهٰرُونَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ
وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝

১৬৪. আর অনেক রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের কথা আমি বিবৃত করেছি আপনার কাছে এবং অনেক রাসূলের কথা আমি আপনার কাছে বর্ণনা করিনি। আর সরাসরি কথা বলেছিলেন আল্লাহ্ মূসার সাথে।

١٦٤- وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ
قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۗ
وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۝

১৬৫. রাসূলদের পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে, রাসূল আসার পর। আল্লাহ্ পরাক্রম-শালী, হিক্মতওয়ালা।

١٦٥- رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا
يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ
بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

১৬৬. কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন আপনার প্রতি তিনি যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যে, তিনি তা নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানে এবং ফিরিশ্তারাও সাক্ষ্য দেয়। আর আল্লাহ্-ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে।

١٦٦- لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ
اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۗ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

১৭৬. লোকেরা আপনার কাছে বিধান জানতে চায়। আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের বিধান দিচ্ছেন মাতা-পিতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে। যদি কোন এমন পুরুষ মারা যায়, যার কোন সন্তান নেই এবং তার থাকে এক বোন; তাহলে সে পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। আর ঐ পুরুষ, বোনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, যদি সে নিঃসন্তান হয়। কিন্তু যদি দুই বোন, থাকে, তবে তারা উভয়ে পাবে মৃত ভাইয়ের সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি থাকে ভাই ও বোন উভয়ই তবে এক পুরুষের অংশ হবে দুই নারীর অংশের সমান। আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে

١٧٦- يَسْتَفْتُوْنَكَ ۗ
قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗ
اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ
اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ
وَهُوَ يَرِثُهَآ
اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۗ
فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً
رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, পাছে তোমরা পথভ্রষ্ট হও। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৪, ১৫, ১৯, ৪১, ৪২, ৪৮, ৪৯, ৬৭,

٤- يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۖ
قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ
وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ
تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫
فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

৪. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ঃ কী হালাল করা হয়েছে তাদের জন্য ? বলে দিন ঃ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমস্ত উত্তম পবিত্র বস্তু। আর শিকারী পশু-পক্ষী, যাদের তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছ, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে। তারা যা তোমাদের জন্য ধরে আনে, তা খাবে এবং তাতে আল্লাহ্‌র নাম নিবে, আর আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ জল্দি হিসাব-গ্রহণকারী।

١٥- يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ
مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۗ
قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ
وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۝

১৫. হে আহলে কিতাব! এসেছেন তো তোমাদের কাছে আমার রাসূল, যিনি স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে ব্যক্ত করেন অনেক কিছু, যা তোমরা গোপন করতে কিতাব থেকে এবং তিনি এড়িয়ে চলেন অনেক কিছু। এসেছে তো তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এক নূর ও উজ্জ্বল কিতাব।

١٩- يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ
اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ
وَّلَا نَذِيْرٍ ۫
فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ۗ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১৯. হে আহলে কিতাব! এসেছে তো তোমাদের কাছে আমার রাসূল, রাসূল প্রেরণের বিরতির পরে, তিনি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন তোমাদের কাছে, যাতে তোমরা বলতে না পার, আসেনি আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা, আর না কোন সতর্ককারী। এখন তো এসেছেন তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪১. হে রাসূল! আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তারা, যারা দ্রুত ধাবিত হয় কুফ্রীর দিকে, যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি, আসলে তাদের অন্তর ঈমান আনেনি আর ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা মিথ্যা শুনতে তৎপর, তারা কান পেতে থাকে এমন এক ভিন্ন দলের পক্ষে, যারা আপনার কাছে আসেনি, যারা বিকৃত করে শব্দসমূহ যথাস্থানে সুবিন্যস্ত থাকার পরেও, তারা বলে তোমাদের এরূপ বিধান দিলে তা গ্রহণ করবে এবং তা না দিলে বর্জন করবে। আর আল্লাহ্ কাউকে গুমরাহ করতে চাইলে, আপনার তার ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছে কিছু করার নেই। তারা তো এমন, যাদের অন্তর আল্লাহ্ পরিশুদ্ধ করতে চান না, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখিরাতেও রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।

٤١- يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ
يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ
قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ
قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ
سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ
اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ۙ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ
بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ
هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ
فَاحْذَرُوْا ۗ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ
تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ۗ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚۖ
وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

৪২. তারা মিথ্যা শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী, হারাম খেতে অত্যন্ত আসক্ত, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তাহলে আপনি তাদের মাঝে বিচার-ফয়সালা করে দেবেন অথবা তাদের এড়িয়ে চলবেন। আর যদি আপনি তাদের এড়িয়ে চলেন, তবে তারা আপনার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আর যদি বিচার-ফয়সালা করেন, তবে ইনসাফের সাথে তাদের মাঝে বিচার-ফয়সালা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন ইনসাফ্-কারীদের।

٤٢- سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۗ
فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ
عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ
فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ۗ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

৪৮. আর আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি কিতাব সত্যসহ, এর পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থকরূপে এবং তার সংরক্ষকরূপে, অতএব আপনি ফয়সালা করবেন তাদের মাঝে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে

٤٨- وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ

www.pathagar.com

بِمَآ اَنۡزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَهُمۡ
عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الۡحَقِّ ؕ
لِكُلٍّ جَعَلۡنَا مِنۡكُمۡ شِرۡعَةً وَّمِنۡهَاجًا ؕ
وَلَوۡ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمۡ اُمَّةً
وَّاحِدَةً وَّلٰكِنۡ لِّيَبۡلُوَكُمۡ
فِىۡ مَاۤ اٰتٰٮكُمۡ
فَاسۡتَبِقُوا الۡخَيۡرٰتِ ؕ
اِلَى اللّٰهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيۡعًا
فَيُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ فِيۡهِ تَخۡتَلِفُوۡنَ ○

অনুযায়ী এবং অনুসরণ করবেন না তাদের খেয়াল খুশীর, আপনার কাছে যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে। আর তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি আইন ও বিধান। যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদের এক উম্মাত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান, তিনি যা তোমাদের দিয়েছেন তা দিয়ে। সুতরাং ধাবিত হও নেককাজের দিকে, আল্লাহ্রই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন, এরপর তিনি তোমাদের অবহিত করবেন সে বিষয়ে, যাতে তোমরা মতভেদ করতে।

٤٩- وَاَنِ احۡكُمۡ بَيۡنَهُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ
وَلَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَهُمۡ
وَاحۡذَرۡهُمۡ اَنۡ يَّفۡتِنُوۡكَ عَنۡۢ بَعۡضِ مَاۤ
اَنۡزَلَ اللّٰهُ اِلَيۡكَ ؕ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا
فَاعۡلَمۡ اَنَّمَا يُرِيۡدُ اللّٰهُ اَنۡ يُّصِيۡبَهُمۡ
بِبَعۡضِ ذُنُوۡبِهِمۡ ؕ وَاِنَّ كَثِيۡرًا مِّنَ
النَّاسِ لَفٰسِقُوۡنَ ○

৪৯. আর আপনি বিচার-ফয়সালা করবেন তাদের মাঝে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী। আপনি অনুসরণ করবেন না তাদের খেয়াল-খুশীর এবং সতর্ক থাকবেন তাদের ব্যাপারে, পাছে তারা আপনাকে ফিত্নায় ফেলে দেয়, আপনার কাছে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার কতকের ব্যাপারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ তো চান তাদের শাস্তি দিতে, তাদের কোন্ কোন্ পাপের জন্য। আর নিশ্চয় মানুষের মাঝে অনেকেই নিশ্চিত পাপাচারী।

٦٧- يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوۡلُ بَلِّغۡ مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ
مِنۡ رَّبِّكَ ؕ وَاِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلۡ
فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهٗ ؕ
وَاللّٰهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الۡكٰفِرِيۡنَ ○

৬৭. হে রাসূল! আপনি প্রচার করুন, যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে আপনার রবের তরফ থেকে আর যদি আপনি না করেন, তবে তো আপনি প্রচার করলেন না তাঁর পয়গাম। আর আল্লাহ্ রক্ষা করবেন আপনাকে মানুষের হাত থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেন না কাফির লোকদের।

www.pathagar.com

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ৩৩, ৩৪, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৮, ৭০, ৯২, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১৩৫, ১৪৫, ১৫১, ১৫২, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪

৭. আর যদি আমি নাযিল করতাম আপনার প্রতি কাগজে লেখা কিতাব, আর তারা যদি তো স্পর্শ করত নিজেদের হাত দিয়ে, তবে যারা কুফ্‌রী করছে তারা অবশ্যই বলত, ইহা তো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছু নয়।

٧- وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ
فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ
لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৮. আর তারা বলে, কেন নাযিল করা হয় না তার কাছে কোন ফিরিশ্‌তা? যদি আমি নাযিল করতাম কোন ফিরিশ্‌তা, তা হলে তো চূড়ান্ত হয়ে যেত ফয়সালা। তারপর তাদের কোন অবকাশ দেওয়া হত না।

٨- وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ط
وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ
ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ○

৯. আর যদি আমি তাকে করতাম ফিরিশ্‌তা, তা হলে তাকে করতাম মানুষের আকৃতিতে এবং তাদের বিভ্রমে ফেলতাম, যেমন তারা রয়েছে বিভ্রমে।

٩- وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا
لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا
وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ○

১০. আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল রাসূলদের সাথে আপনার আগেও, তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল, পরিণামে তা-ই বিদ্রূপকারীদের পরিবেষ্টন করেছিল।

١٠- وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ
مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

১১. আপনি বলুন ঃ তোমরা ভ্রমণ কর পৃথিবীতে তারপর লক্ষ্য কর, কিরূপ হয়েছিল পরিণাম সত্য অস্বীকার-কারীদের।

١١- قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

১২. বলুন ঃ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা কার? বলে দিন ঃ তা একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তিনি নির্ধারিত

١٢- قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ط قُلْ لِّلّٰهِ ط كَتَبَ

عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ
اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ اَلَّذِيْنَ
خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

করে নিয়েছেন নিজের জন্য দয়া করা। অবশ্যই তিনি একত্র করবেন তোমাদের কিয়ামতের দিন, এতে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান আনবে না।

١٣- وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ
وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১৩. আর তাঁরই যা কিছু অবস্থান করে রাতে ও দিনে। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١٤- قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا
فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
وَهُوَ يُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ ۚ
قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ
اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১৪. বলুন ঃ আমি কি গ্রহণ করব আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে? তিনি স্রষ্টা আসমান যমীনের এবং তিনিই খাওয়ান, কিন্তু তাঁকে কেউ খাওয়ায় না। বলুন ঃ আমি তো আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি হই প্রথম মুসলিম এবং আমাকে আরো বলা হয়েছে ঃ আপনি হবেন না কখন মুশরিকদের শামিল।

١٥- قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ
رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

১৫. বলুন ঃ আমি তো ভয় করি মহাদিনের আযাবের, যদি আমি আমার রবের নাফরমানী করি।

١٦- مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ۚ
وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ○

১৬. সেদিন যাকে এ আযাব থেকে রক্ষা করা হবে, তার প্রতি তো তিনি দয়া করবেন, আর এটা হবে স্পষ্ট সফলতা।

١٧- وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৭. আর যদি আল্লাহ্ আপনাকে কোন কষ্ট দেন, তবে কেউ নেই তা দূর করার তিনি ছাড়া। আর তিনি যদি আপনার কোন কল্যাণ করেন, তবে তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

١٨- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ۚ
وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

১৮. আর তিনি পরাক্রমশালী তাঁর বান্দাদের উপর তিনি হিক্মতওয়ালা, সর্বজ্ঞাতা।

١٩- قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۚ
قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۙ
وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ
لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ۚ اَئِنَّكُمْ

১৯. বলুন ঃ কে সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য দানে? বলুন ঃ আল্লাহ্ তিনি সাক্ষী আমার ও তোমাদের মাঝে আর ওহী করা হয়েছে এ কুরআন আমার কাছে, যেন আমি সতর্ক করি তোমাদের এ দিয়ে এবং যার কাছে তা পৌঁছবে তাদেরও।

www.pathagar.com

তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্ আছে ? বলে দিন ঃ আমি এরূপ সাক্ষ্য দেই না। বলুন ঃ তিনি তো এক ইলাহ্ এবং আমি অবশ্যই মুক্ত, তোমরা যে শির্‌ক কর তা থেকে।

لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ
قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ○

২০. যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে চিনে, যেমন তারা চিনে তাদের সন্তানদের, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান আনবে না।

٢٠- الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ
كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ۘ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

৩৩. আমি তো জানি যে, অবশ্যই আপনাকে কষ্ট দেয় তারা যা বলে তা, কিন্তু তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং যালিমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করে।

٣٣- قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ
فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ
الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ○

৩৪. আর অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল অনেক রাসূলকে আপনার আগে, কিন্তু তারা সবর করেছিল, তাদের মিথ্যাবাদী বলা ও কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও, আমার সাহায্য তাদের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত। কেউ বদলাতে পারে না আল্লাহ্‌র কথা, আর এসেছে তো আপনার কাছে রাসূলদের কিছু সংবাদ।

٣٤- وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ
فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا
وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ
وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ
وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ ○

৫০ আপনি বলুন ঃ আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আছে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার, আর একথাও বলি না যে, আমি জানি গায়েব, এবং তোমাদের একথাও বলি না যে, আমি একজন ফিরিশ্‌তা, আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। বলুন ঃ সমান হতে পারে কি অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান ? তবে কি তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর না ?

٥٠- قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ
وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ
وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ○

৫১. আর আপনি সতর্ক করুন কুরআন দিয়ে তাদের যারা ভয় করে যে, তাদের

٥١- وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ

اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ
لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ
وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

একত্র করা হবে তাদের রবের কাছে এমন অবস্থায় যে, তাদের থাকবে না তিনি ছাড়া কোন অভিভাবক আর না কোন সুপারিশকারী, আশা করা যায় তারা সতর্ক হবে।

٥٢- وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ
بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ
وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ
فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৫২. আর আপনি তাড়িয়ে দেবেন না তাদের, যারা ডাকে তাদের রবকে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আপনার উপর নেই কোন দায়িত্ব তাদের কর্মের জবাবদিহির, আর না আপনার কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব আছে তাদের উপর, যে কারণে আপনি তাদের তাড়িয়ে দেবেন, তাড়িয়ে দিলে আপনি হয়ে পড়বেন যালিমদের শামিল।

٥٤- وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا
فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ
كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ
اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ
تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ
فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৫৪. আর যখন আসে আপনার কাছে তারা, যারা ঈমান আনে আমার আয়াতসমূহে, তখন আপনি তাদের বলুন ঃ সালাম তোমাদের প্রতি। তবে কেউ তোমাদের মধ্যে অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করে ফেললে, তারপর সে তাওবা করলে এবং নিজেকে সংশোধন করে নিলে, আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

٥٦- قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ
الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ
قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ
قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا
وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○

৫৬. আপনি বলুন ঃ আমাকে তো নিষেধ করা হয়েছে তাদের ইবাদত করতে, যাদের তোমরা ডাক আল্লাহ্কে ছেড়ে। বলুন ঃ আমি অনুসরণ করি না তোমাদের খেয়াল-খুশীর, করলে অবশ্যই আমি বিপদগামী হয়ে পড়ব এবং আমি তখন হিদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।

٥٧- قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ
وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِيْ
مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ

৫৭. বলুন ঃ আমি তো আছি স্পষ্ট প্রমাণের উপর আমার রবের তরফ থেকে, অথচ তোমরা তাকে অস্বীকার করছ। নেই আমার কাছে তা, যা তোমরা জল্দি

www.pathagar.com

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ
يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ○

চাও, সকল কর্তৃত্ব তো আল্লাহ্‌রই। তিনি বিবৃত করেন সত্য এবং তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী।

٥٨- قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ○

৫৮. বলুন ঃ যদি থাকত আমার কাছে তা যা তোমরা জল্‌দি চাও তাহলে অবশ্যই ফয়সালা হয়ে যেত আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপার। আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত যালিমদের সম্বন্ধে।

٦٨- وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ
فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ
الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

৬৮. আর যখন আপনি তাদের দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে উপহাসমূলক আলোচনা করছে, তখন আপনি তাদের থেকে সরে যাবেন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আসে। কিন্তু শয়তান যদি আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহলে স্মরণ হওয়ার পর আপনি বসবেন না যালিম লোকদের সাথে।

٧٠- وَذَرِ الَّذِينَ
اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا
وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا
كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ
لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا
كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ
أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

৭০. আর আপনি বর্জন করুন তাদের যারা গ্রহণ করেছে তাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে এবং পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করেছে। আর উপদেশ দিন এ কুরআন দিয়ে, যাতে কেউ ধ্বংস না হয় তার কৃতকর্মের জন্য, আর নেই আল্লাহ্ ছাড়া কোন অভিভাবক এবং না কোন সুপারিশকারী। যদিও সে বিনিময়ে সব কিছু দেয়, তা তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না। এরাই তারা, যারা ধ্বংস হবে তাদের কৃতকর্মের জন্য। তাদের জন্য রয়েছে অতি গরম পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব, তারা যে কুফ্‌রী করত তার জন্য।

٩٢- وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ

৯২. আর এ কিতাব আমি নাযিল করেছি, যা কল্যাণময়, সমর্থক পূর্বেকার কিতাবের এবং যা দিয়ে আপনি সতর্ক করেন মক্কা ও এর চারপাশের লোকদের। আর যারা আখিরাতে ঈমান রাখে, তারা এতেও

www.pathagar.com

وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○

ঈমান রাখে এবং তারা তাদের নামাযের হিফাযত করে।

١٠٥- وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

১০৫. আর এভাবেই আমি বিভিন্নরূপে বিবৃত করি আয়াতসমূহ, ফলে তারা বলে, তুমি তো শিখে নিয়েছ। আর আমি তো স্পষ্টরূপে বিবৃত করি তা সে লোকদের জন্য, যারা জানে।

١٠٦- اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১০৬. আপনি অনুসরণ করুন তার, যা ওহী করা হয় আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া আর আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন মুশরিকদের থেকে।

١٠٧- وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۗ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

১০৭. আর যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তারা শির্ক করত না এবং আমি করিনি আপনাকে তাদের জন্য হিফাযতকারী, আর না আপনি তাদের অভিভাবক।

١١٤- اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۗ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

১১৪. তবে কি আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ফয়সালাকারী মানব ? অথচ তিনিই নাযিল করেছেন কিতাব তোমাদের প্রতি বিশদভাবে। আর যাদের আমি দিয়েছি কিতাব তারা জানে, নিশ্চয় এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে আপনার রবের তরফ থেকে সত্যসহ। অতএব আপনি হবেন না সন্দেহকারীদের শামিল।

١١٥- وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১১৫. আর আপনার রবের বাণী পরিপূর্ণ, সত্য ও ইনসাফের দিক দিয়ে। কেউ নেই তাঁর বাণী পরবর্তন করার। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١١٦- وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○

১১৬. আর আপনি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথা মত চলেন, তবে তারা আপনাকে গোমরাহ করবে আল্লাহ্র পথ থেকে। তারা তো অনুসরণ করে কেবল অনুমানের। আর তারা তো শুধু কাল্পনিক কথা বলে।

www.pathagar.com

১৩৫. আপনি বলুন ঃ হে আমার কাওম! তোমরা কাজ করতে থাক তোমাদের স্থানে এবং আমিও কাজ করছি। শিগ্গীরই তোমরা জানতে পারবে কার পরিণাম মঙ্গলময়। যালিমরা কখনও সফলকাম হয় না।

١٣٥- قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ
اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ
مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ
اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

১৪৫. বলুন ঃ আমি পাই না, আমার প্রতি যা ওহী করা হয় তাতে কোন কিছুই হারাম কোন ভক্ষণকারীর জন্য মৃত জন্তু, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত, কেননা, ইহা নাপাক, অথবা যা শিরকের উপকরণ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করার কারণে। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে নিরুপায় হয়ে তা খেলে, নিশ্চয় আপনার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٤٥- قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا
عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً
اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ
رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ
فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৫১. আপনি বলুন ঃ এসো, আমি পাঠ করে শোনাই তোমাদের, যা হারাম করেছেন তোমাদের রব তোমাদের জন্য ঃ তোমরা তাঁর কোন শরীক করবে না, মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, হত্যা করবে না নিজেদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে, আমি রিযিক দেই তোমাদের এবং তাদেরও। আর অশ্লীলতার কাজের ধারেও যাবে না, হোক তা প্রকাশ্যে বা গোপনে। আর তোমরা হত্যা করবে না কোন কিছু, যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে। এ নির্দেশ তিনি তোমাদের দিলেন, যেন তোমরা অনুধাবন কর।

١٥١- قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ
اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ
وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۗ
نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ
اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১৫২. আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যাবে না উত্তম ব্যবস্থা ব্যতিরেকে, যে পর্যন্ত না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং পুরাপুরি দিবে ইনসাফের সাথে

١٥٢- وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ
هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ

www.pathagar.com

পরিমাণ ও ওযনে। আমি তার সাধ্যাতাতীত ভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমার কথা বলবে, তখন ন্যায্য কথা বলবে, আপনজনের সম্পর্কে হলেও এবং পূর্ণ করবে আল্লাহ্কে দেওয়া অঙ্গীকার। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ
وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۚ
ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

১৬১. বলুন ঃ আমাকে তো পরিচালিত করেছেন আমার রব সরল সঠিক পথে, যা বক্রতামুক্ত, সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, যা ইব্রাহীমের মিল্লাত এবং সে ছিল না মুশরিকদের শামিল।

١٦١- قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا
مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১৬২. বলুন ঃ নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্র জন্য।

١٦٢- قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৬৩. তাঁর কোন শরীক নেই, আর এরই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।

١٦٣- لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ
وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○

১৬৪. বলুন ঃ আমি কি আল্লাহ্কে ছেড়ে খুঁজব অন্য রব, অথচ তিনি রব সব কিছুর। কোন ব্যক্তি দায়ী হবে না, স্বীয় কৃতকর্ম ছাড়া অন্য কিছুর জন্য আর কেউ বহন করবে না অন্যের বোঝা। তারপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের রবের কাছেই। তখন তিনি তোমাদের অবহিত করবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে তা।

١٦٤- قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا
وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ
كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২, ১৫৭, ১৫৮, ১৮৪, ১৮৭, ১৮৮, ২০৩,

২. নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতি কিতাব। সুতরাং থাকে না যেন আপনার অন্তরে এ সম্পর্কে কোন দ্বিধা সংকোচ যে, আপনি এ দিয়ে সতর্ক করবেন এবং মু'মিনদের জন্য উপদেশ।

٢- كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ
حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ
وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

www.pathagar.com

١٥٧- اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ
الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز
يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط
فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ
وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ
اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

১৫৭. যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তারা লিখিত পায়, তাদের কাছে যে তাওরাত ও ইন্‌জীল আছে তাতে, তিনি তাদের নির্দেশ দেন ভাল কাজের এবং বারণ করেন তাদের মন্দকাজ থেকে, যিনি হালাল করেন তাদের জন্য পবিত্র বস্তু এবং হারাম করেন তাদের জন্য অপবিত্র বস্তু, আর মুক্ত করেন তাদের সে গুরুভার ও শৃঙ্খল থেকে যা ছিল তাদের উপর। অতএব যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে শক্তি যোগায়, তাঁকে সাহায্য করে এবং অনুসরণ করে সে নূরের যা নাযিল করা হয়েছে তাঁর সাথে, তারাই কামিয়াব।

١٥٨- قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ص
فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ
الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ
وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

১৫৮. আপনি বলুন ঃ হে মানুষ! আমি তো তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি মালিক আসমান ও যমীনের, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনিই জীবিত করেন, তিনিই মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি, যিনি ঈমান আনেন আল্লাহতে এবং তাঁর বাণীতে। আর তোমরা অনুসরণ কর তাঁর, যাতে তোমরা হিদায়েত লাভ কর।

١٨٤- اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا سكتة مَا بِصَاحِبِهِمْ
مِّنْ جِنَّةٍ ط اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

১৮৪. তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদের সাথী তো জিন্‌গ্রস্ত নন, তিনি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

١٨٧- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ
مُرْسٰهَا ط قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ج
لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلَّا هُوَ ؔ ثَقُلَتْ فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ط

১৮৭. তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে ? বলুন ঃ এর জ্ঞান তো কেবল আমার রবের কাছে। কেউ তা প্রকাশ করতে পারবে না যথাসময়ে তিনি ছাড়া, তা একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা আসমান ও যমীনে। তাতো কেবল

يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ
قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

আপতিত হবে তোমাদের উপর আকস্মাৎ। তারা আপনাকে প্রশ্ন করে, আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে। বলুন ঃ এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌র কাছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

١٨٨- قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا
مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ
لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِيَ
السُّوٓءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

১৮৮. বলুন ঃ আমি অধিকার রাখি না, আমার কোন ভাল-মন্দের উপর, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তাছাড়া। আর আমি যদি গায়েব জানতাম, তবে তো প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম এবং আমাকে স্পর্শ করত না কোন অকল্যাণ-ই। আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা মু'মিন লোকদের জন্য।

٢٠٣- وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاٰيَةٍ
قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ
قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحٰىٓ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ
هٰذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ
وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

২০৩. আর যখন আপনি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত না করেন, তখন তারা বলে ঃ কেন আপনি তা উপস্থিত করেন না? বলুন, আমি তো কেবল অনুসরণ করি তারই, যা ওহী করা হয় আমার প্রতি আমার রবের তরফ থেকে। আর এ কুরআন হলো প্রমাণ তোমাদের রবের তরফ থেকে এবং হিদায়েত ও রহমত মু'মিন লোকদের জন্য।

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ১, ৫, ৬, ১৭, ৩০, ৪৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৭০, ৭১

١- يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ
قُلِ الْأَنفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ ۚ
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ
وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُۥٓ
إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○

১. তারা আপনাকে প্রশ্ন করে গণীমত সম্বন্ধে। বলুন ঃ গণীমত তো আল্লাহ্‌র ও রাসূলের। সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং সংশোধন কর তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক। আর আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, যদি তোমরা মু'মিন হও।

٥- كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۖ

৫. ইহা এরূপ, যেমন বের করেছিলেন আপনাকে আপনার রব আপনার ঘর

চায় না তাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করতে আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মুত্তাকীদের সম্বন্ধে।

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ○

৪৫. আপনার কাছে তো অব্যাহতি চায় কেবল তারাই যারা ঈমান রাখে না আল্লাহ্ ও শেষ দিনে এবং যাদের অন্তর সংশয়যুক্ত। তারা তো নিজেদের সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।

٤٥- اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ○

৪৮. তারা তো ফিত্‌নার সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এর আগেও এবং তারা ওলট-পালট করেছিল আপনার অনেক কাজ, যতক্ষণ না এল সত্য এবং বিজয়ী হল আল্লাহ্‌র নির্দেশ। অথচ তারা তা অপসন্দ করত।

٤٨- لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ○

৪৯. তাদের মাঝে এমন লোকও আছে, যে বলে, আমাদের অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিত্‌নায় ফেলবেন না। জেনে রাখ! তারা তো ফিত্‌নায় পড়েই আছে এবং জাহান্নাম তো কাফিরদের পরিবেষ্টন করেই আছে।

٤٩- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ○

৫০. যদি আপনার কোন মঙ্গল হয়, তবে তা তাদের ব্যথীত করে, কিন্তু আপনার যদি কোন বিপদ ঘটে তবে তারা বলে, আমরা তো আগেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম আমাদের ব্যাপারে এবং তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায় উৎফুল্ল হয়ে।

٥٠- اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ○

৫১. আপনি বলুন ঃ আমাদের কিছুই হবে না, আল্লাহ্ যা আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন তা ছাড়া, তিনিই আমাদের কর্মনিয়ন্ত্রক আর আল্লাহ্‌রই উপর মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

٥١- قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

৫২. বলুন ঃ তোমরা তো কেবল প্রতীক্ষা করছ আমাদের ব্যাপারে দু'টি কল্যাণের একটির। আর আমরা প্রতীক্ষা

٥٢- قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ

www.pathagar.com

করছি তোমাদের ব্যাপারে যে, আল্লাহ্ তোমাদের শাস্তি দেবেন সরাসরি নিজের তরফ থেকে অথবা আমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আর আমরাও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।

أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ
أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا
إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ ○

৭৩. হে নবী! জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং এ ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বণ করুন তাদের প্রতি। আর তাদের ঠিকানা তো জাহান্নাম, তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

٧٣- يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَٰفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ
وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

৭৪. তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, তারা কিছু বলেনি। বস্তুত তারা তো বলেছে কুফরের কথা এবং কুফরী করেছে ইসলাম গ্রহণের পর আর তারা যা সংকল্প করেছিল, তা তারা পায়নি। তারা তো বিরোধিতা করেছিল কেবল এই জন্য যে, তাদের অভাবমুক্ত করেছিলেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিজ কৃপায়। তারা যদি তাওবা করে তবে তা হবে তাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদের শাস্তি দেবেন আল্লাহ্ কঠোর শাস্তি, দুনিয়ায় তাদের জন্য নেই কোন অভিভাবক আর না কোন সাহায্যকারী।

٧٤- يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۚ وَلَقَدْ
قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ
إِسْلَٰمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا
نَقَمُوٓا إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ
خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ
عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ
وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ○

৮০. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন অথবা ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, উভয়ই সমান। আপনি তাদের জন্য সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ কখন তাদের ক্ষমা করবেন না। ইহা এ কারণে যে, তারা তো কুফ্‌রী করেছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে। আর আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না পাপাচারী লোকদের।

٨٠- اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ
إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ
يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَٰسِقِينَ ○

৮১. যারা পেছনে রয়ে গেল, তারা আনন্দবোধ করল আল্লাহ্‌র রাসূলের

٨١- فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَٰفَ

رَسُولِ اللّٰهِ وَكَرِهُوٓا اَنْ يُّجَاهِدُوا
بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ
اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ○

বিরোধিতা করে বসে থাকতে এবং তারা অপসন্দ করল জিহাদ করতে তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে এবং তারা বলল, অভিযানের বের হয়ো না গরমের মধ্যে। আপনি বলুন জাহান্নামের আগুন উত্তাপে প্রচণ্ডতম, যদি তারা বুঝত।

٨٢- فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّ لْيَبْكُوْا كَثِيْرًا
جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৮২. অতএব তারা কম হাসুক এবং বেশী কাঁদুক, তারা যা করত তার ফলস্বরূপ।

٨٣- فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ
مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ
فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ
تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا
اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ
فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ○

৮৩. আর যদি আল্লাহ্ আপনাকে ফিরিয়ে আনেন তাদের কোন দলের কাছে এবং তারা আপনার অনুমতি চায় অভিযানে বের হওয়ার জন্য তখন আপনি বললেন ঃ তোমরা কখন আমার সাথে বের হবে না এবং তোমরা কখন যুদ্ধ করবে না আমার সাথী হয়ে শক্রর বিরুদ্ধে। তোমরা তো পসন্দ করেছিলে বসে থাকতে প্রথমবার। অতএব তোমরা বসে থাক, পেছনে যারা থাকে তাদের সাথে।

٨٤- وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ
اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ
اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৮৪. আর আপনি কখন জানাযার সালাত আদায় করবেন না তাদের কোন মৃতের উপর এবং দাঁড়াবেন না তার কবরের পাশে। তারা তো কুফ্রী করেছিল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে এবং তারা মারা গিয়েছিল পাপাচারী অবস্থায়।

٨٥- وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ
اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا
فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ
وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ○

৮৫. আর আপনাকে যেন মুগ্ধ না করে তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, আল্লাহ্ তো চান তাদের শাস্তি দিতে তা দিয়ে এ দুনিয়ায় আর বের হবে তাদের আত্মা কাফির থাকা অবস্থায়।

٨٦- وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا
بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهٖ

৮৬. আর যখন নাযিল হয় কোন সূরা এ মর্মে যে, 'তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি এবং জিহাদ কর তাঁর রাসূলের সংগী হয়ে,' তখন আপনার কাছে অব্যাহতি

www.pathagar.com

اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ
وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقٰعِدِينَ ○

চায় তাদের মধ্যে যাদের শক্তি সামর্থ আছে তারা এবং বলে ঃ রেহাই দিন আমাদের যারা বসে থাকে, আমরা তাদের সাথেই থাকব।

٨٧- رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ
وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ○

৮৭. তারা পসন্দ করেছিল অবস্থান করতে অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে এবং মোহর করা হয়েছে তাদের অন্তর, ফলে তারা বুঝতে পারে না।

٨٨- لٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا
مَعَهٗ جٰهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ
وَأُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۖ
وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

৮৮. কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছে, তারা জিহাদ করেছে ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে। তাদেরই জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম।

١٠٣- خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ
إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ
وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

১০৩. আপনি গ্রহণ করুন তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকা। তা দিয়ে তাদের পবিত্র করবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন। আর দু'আ করুন তাদের জন্য। আপনার দু'আ তো তাদের জন্য প্রশান্তি। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١٠٧- وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا
وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ مِنْ
قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنٰى ۚ
وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ○

১০৭. আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফ্‌রী ও মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং যে ব্যক্তি এর আগে বিরোধিতা করেছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের গোপন ঘাঁটিরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তারা অবশ্য শপথ করে বলবে যে, 'আমরা তো সদুদ্দেশ্যেরই ইচ্ছা করেছি,' আর আল্লাহ্ সাক্ষী তারা তো মিথ্যাবাদী।

١٠٨- لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ
لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ
يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۚ
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ○

১০৮. আপনি কখন সেখানে সালাতের জন্য দাঁড়াবেন না। যে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে তাক্‌ওয়ার উপর প্রথম দিন থেকেই, তা-ই অধিক যোগ্য আপনার সালাতে দাঁড়াবার জন্য। সেখানে রয়েছে এমন লোক যারা ভালবাসে পবিত্রতা অর্জন করাকে। আর আল্লাহ্ ভালবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদের।

www.pathagar.com

১১৩. নবীর জন্য এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য সংগত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য, যদিও তারা হয় আত্মীয় স্বজন, তাদের কাছে ইহা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা তো জাহান্নামী।

١١٣- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ
يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى
مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ
اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

১১৭. আল্লাহ্ অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং সে সব মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল সংকটকালে, এরপরে যে তাদের কতকের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করলেন তিনি তো তাদের প্রতি মমতাময়, পরম দয়ালু।

١١٧- لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ
وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ
قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّهٗ بِهِمْ
رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

১২৮. এসেছেন তো তোমাদের কাছে একজন রাসূল তোমাদেরই মধ্য থেকে, দুর্বহ তাঁর জন্য তা, যা তোমাদের কষ্ট দেয়। তিনি তোমাদের মঙ্গল কামনা করেন, মু'মিনদের প্রতি অতিশয় মমতাময়, পরম দয়ালু।

١٢٧- لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ
اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

১২৯. এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আপনি বলুন ঃ আমার জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তিনি রব মহা আরশের।

١٢٨- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১৫, ১৬, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৬, ৫৩, ৬৫, ৬৯, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯

১৫. আর যখন তাদের পাঠ করে শুনান হয় আমার সুস্পষ্ট আয়াত, তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, তারা বলে ঃ নিয়ে এসো এক কুরআন, এ কুরআন ছাড়া, অথবা একে বদলাও।

١٥- وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ
قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا
ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ۗ

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

আপনি বলুন ঃ আমার কাজ নয় যে, আমি নিজের তরফ থেকে একে বদলাব। আমি তো অনুসরণ করি কেবল তারই, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। অবশ্যই আমি ভয় করি মহা দিবসের শাস্তির, যদি আমি অবাধ্য হই আমার রবের।

১৬- قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

১৬. বলুন ঃ যদি আল্লাহ্ চাইতেন, আমি তা তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করতাম না আর না তিনি তা তোমাদের অবহিত করতেন। আমি তো অবস্থান করেছি তোমাদের মাঝে দীর্ঘকাল এর আগে, তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না ?

৩৮- اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৩৮. তারা কি বলে, তিনি এ কুরআন নিজে রচনা করে নিয়েছেন ? বলুন ঃ তাহলে তোমরা নিয়ে এসো একটি সূরা এর অনুরূপ এবং আহ্বান কর যাকে পার আল্লাহ্‌কে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৪১- وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৪১. আর যদি তারা আপনাকে অস্বীকার করে, তাহলে আপনি বলুন ঃ আমার জন্য আমার কাজের দায়িত্ব এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজের দায়িত্ব। তোমরা দায়মুক্ত আমি যা করি তা থেকে এবং আমিও দায়মুক্ত তোমরা যা কর তা থেকে।

৪২- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ۚ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ○

৪২. তাদের মাঝে কেউ আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে, আপনি কি পথ দেখাতে পারেন অন্ধকে, তারা না দেখলেও ?

৪৬- وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ○

৪৬. আর আমি যদি আপনাকে দেখাই, যে ভয় আমি তাদের দেখিয়েছি তার কিছু, অথবা আপনার ওফাত দেই, তবে তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছে। আর আল্লাহ্ সাক্ষী তারা যা করে সে বিষয়ে।

www.pathagar.com

৫৩. আর তারা আপনার কাছে জানতে চায়, আযাবের কথা কি সত্য ? আপনি বলুন ঃ হ্যাঁ, শপথ আমার রবের। অবশ্যই তা সত্য। আর তোমরা ব্যর্থ করার নও।

٥٣- وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِىْ
وَرَبِّىْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

৬৫. আর আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তাদের কথা, নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই জন্য সমস্ত ইয্‌যত। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

٦٥- وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ
لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৬৯. আপনি বলুন ঃ যারা মিথ্যা উদ্ভাবন করে আল্লাহ্ সম্বন্ধে, তারা সফলকাম হয় না।

٦٩- قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ
الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ○

৯৪. আপনি যদি সন্দেহে থাকেন, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি তাতে, তবে জিজ্ঞাসা করুন তাদের, যারা পাঠ করে আপনার পূর্বের কিতাব। এসেছে তো আপনার কাছে সত্য আপনার রবের তরফ থেকে, অতএব আপনি কখনো সন্দেহকারীদের শামিল হবেন না।

٩٤- فَاِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ
فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ
مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ
مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ
مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

৯৫. আর আপনি কখনো শামিল হবেন না তাদের যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ, হলে আপনিও হয়ে পড়বেন ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।

٩٥- وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

৯৬. নিশ্চয়ই যাদের ব্যাপারে সাব্যস্ত হয়ে গেছে আপনার রবের কথা, তারা ঈমান আনবে না—

٩٦- اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ
كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৯৭. যদিও তাদের কাছে আসে প্রতিটি নিদর্শন, শেষ পর্যন্ত না তারা প্রত্যক্ষ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٩٧- وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ
حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○

১০৪. বলুন ঃ হে মানুষ! তোমরা যদি সংশয় পোষণ কর আমার দীনের ব্যাপারে, তবে জেনে রাখ, আমি ইবাদত করি না তাদের, যাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্ ছাড়া, বরং আমি ইবাদত করি আল্লাহ্‌র, যিনি তোমাদের মৃত্যু দেন, আর আমি আদিষ্ট হয়েছি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য।

١٠٤- قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ
فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ
تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۚ
وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১০৫. আর আপনি প্রতিষ্ঠিত হন দীনে একনিষ্ঠভাবে এবং কখনও অন্তর্ভুক্ত হবেন না মুশরিকদের।

١٠٥- وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

১০৬. আর ডাকবেন না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে, যা না কোন উপকার করে আপনার, আর না কোন উপকার করে তাদের, তবে যদি আপনি এরূপ করেন, তখন অবশ্যই হবেন যালিমদের শামিল।

١٠٦- وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১০৭. আর যদি আল্লাহ্ আপনাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ছাড়া তা বিদূরিত করার কেউ নেই আর যদি তিনি আপনার কল্যাণ চান, তবে তার অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তিনি দান করেন কল্যাণ যাকে চান তাঁর বান্দাদের থেকে। তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٠٧- وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

১০৮. বলুন ঃ হে মানুষ! এসেছে তো তোমাদের কাছে সত্য তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব যে সৎপথে চলবে সে তো সৎপথে চলবে নিজেরই কল্যাণের জন্য আর যে পথভ্রষ্ট হবে সে তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেরই ধ্বংসের জন্য। আর আমি তোমাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নই।

١٠٨- قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝

১০৯. আর আপনি অনুসরণ করুন যে ওহী আপনার প্রতি করা হয় তার এবং ধৈর্যধারণ করুন যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ফয়সালা করেন আর তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

١٠٩- وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

সূরা হূদ, ১১ ঃ ২, ৩, ১২, ১৩, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২

২. তোমরা ইবাদত করবে না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের

٢- اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ

www.pathagar.com

إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ○

জন্য তাঁর তরফ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

٣- وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ
فَضْلَهُ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ○

৩. আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমাদের রবের কাছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তিনিই তোমাদের উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন এক নির্দিষ্ট কালের জন্য এবং দান করবেন প্রত্যেক গুণীজনকে তার প্রাপ্য মর্যাদা। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে আমি আশঙ্কা করি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির।

١٢- فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ
إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ
أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ
مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ○

১২. তবে কি আপনি বর্জন করবেন তার কিছু যা নাযিল করা হয় আপনার প্রতি এবং সংকুচিত হবে এর দরুন আপনার অন্তর এজন্য যে, তারা বলে, নাযিল করা হয় না কেন তার কাছে ধনভাণ্ডার অথবা আসে না কেন তাঁর সাথে ফিরিশতা? আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে কর্মসম্পাদনকারী।

١٣- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ
سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم
مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

১৩. তারা কি বলে, সে (মুহাম্মদ) নিজে এ কুরআন রচনা করে নিয়েছে? বলুন: তবে নিয়ে এসো দশটি সূরা এর অনুরূপ তোমাদের রচিত এবং ডেকে নেও যাকে পার আল্লাহ্‌কে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

١١٢- فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ
إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

১১২. সুতরাং আপনি কায়েম থাকুন যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন তাতে এবং আপনার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তারাও, এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সম্যকদ্রষ্টা।

١١٣- وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ

১১৩. আর তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়বে না, যারা যুলুম করেছে, ঝুঁকে পড়লে

www.pathagar.com

আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে। আর নেই তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কোন অভিভাবক আর তোমাদের সাহায্যও করা হবে না।

ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ○

১১৪. আর সালাত কায়েম করুন দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে, নিশ্চয়ই নেককাজ খারাপ কাজকে বিদূরিত করে। ইহা একটি উপদেশ, উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য।

١١٤- وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ○

১১৫. আর আপনি সবর করুন, কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নেক্কারদের কর্মফল নষ্ট করেন না।

١١٥- وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

১১৭. আর নন আপনার রব এমন যে, তিনি ধ্বংস করে দেবেন জনপদ অন্যায়ভাবে, অথচ তার অধিবাসীরা নেক্কার।

١١٧- وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ○

১১৮. আর যদি আপনার রব চাইতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা তো মতভেদ করতেই থাকবে,

١١٨- وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ○

১১৯. তবে তারা নয়, যাদের প্রতি আপনার রব দয়া করেছেন, আর তিনি তো তাদের এজন্যই সৃষ্টি করেছেন। আপনার রবের এ কথা পূর্ণ হবেই ঃ অবশ্যই আমি পূর্ণ করব জাহান্নাম জিন্ ও মানুষ উভয় দিয়ে।

١١٩- اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

১২০. আর আমি রাসূলদের এসব বৃত্তান্ত আপনার কাছে বর্ণনা করি এজন্য যে, তা দিয়ে আমি আপনার অন্তরকে মজবূত করি আর এসেছে আপনার কাছে এর মাধ্যমে সত্য এবং উপদেশ ও সতর্কবাণী মু'মিনদের জন্য।

١٢٠- وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

১২১. আর বলে দিন তাদের, যারা ঈমান আনে না, তোমরা কাজ করে যাও স্ব-স্ব স্থানে, আমরাও কাজ করছি।

١٢١- وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ؕ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ○

www.pathagar.com

১২২. আর তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাকে, আমরাও প্রতীক্ষা করছি।

١٢٢- وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ○

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৩, ১০৮, ১০৯

৩. আমি বিবৃত করছি আপনার কাছে উত্তম কাহিনী, এ কুরআন আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করে, যদিও আপনি ছিলেন এর আগে অনবহিতদের শামিল।

٣- نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ
بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ
وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ○

১০৮. আপনি বলুন ঃ এটাই আমার পথ। আমি আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করি সজ্ঞানে, আমি এবং আমার যারা অনুসরণ করেছে তারাও। আর পবিত্র মহান আল্লাহ্ এবং আমি নই মুশরিকদের শামিল।

١٠٨- قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ
عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۖ
وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১০৯. আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষ ছাড়া কাউকে, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। তারা কি ভ্রমণ করেনি পৃথিবীতে, আর দেখেনি, কিরূপ হয়েছিল তাদের পরিণতি, যারা গত হয়েছে তাদের আগে ? আর আখিরাত তো শ্রেয় মুত্তাকীদের জন্য। তবুও কি তোমরা বুঝ না ?

١٠٩- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا
نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۖ اَفَلَمْ
يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ
وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১, ১৬, ১৯, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪৩

১. আলিফ-লাম-মীম-রা, এসব কুরআনের আয়াত আর তা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতি, আপনার রবের তরফ থেকে তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।

١- الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۖ
وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১৬. বলুন ঃ কে আসমান ও যমীনের রব ? বলে দিন ঃ আল্লাহ্। বলুন ঃ তবে কি তোমরা গ্রহণ করেছ আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের অভিভাবকরূপে, যারা পারে না

١٦- قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ
قُلِ اللّٰهُ ۖ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ
اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۙ
أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ
أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا
كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ
قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

নিজেদের উপকার করতে, আর না অপকার করতে ? বলুন ঃ সমান হয় কি অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান ? অথবা সমান হতে পারে কি আঁধার ও আলো ? তবে কী তারা আল্লাহ্‌র এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, ফলে সৃষ্টি তাদের কাছে সদৃশ্য মনে হয়েছে ? বলুন ঃ আল্লাহ্-ই স্রষ্টা সব কিছুর, তিনি এক, পরাক্রমশালী।

١٩- أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ○

১৯. আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে আপনার রবের তরফ থেকে, তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে, সে কি তার মত যে অন্ধ ? উপদেশ তো গ্রহণ করে কেবল বুদ্ধিমান লোকেরা।

٢٧- وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ
آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ
مَنْ أَنَابَ ○

২৭. আর যারা কুফ্‌রী করেছে তারা বলে, কেন নাযিল করা হয় না তার প্রতি কোন নিদর্শন, তার রবের তরফ থেকে ? আপনি বলে দিন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ গুমরাহ করেন যাকে চান এবং তিনি তাঁর দিকে পরিচালিত করেন তাদের যারা তাঁর অভিমুখী।

٣٠- كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ
الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ
قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ○

৩০. এভাবেই আমি পাঠিয়েছি আপনাকে এক জাতির কাছে, গত হয়েছে যার আগে অনেক জাতি, তাদের কাছে তিলাওয়াত করার জন্য তা, যা আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি। তারা তো প্রত্যাখ্যান করে দয়াময় আল্লাহ্‌কে। আপনি বলেন ঃ তিনিই আমার রব, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

٣٢- وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ
فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ

৩২. আর অবশ্যই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে রাসূলদের সাথে আপনার আগেও, আর আমি অবকাশ দিয়েছিলাম যারা কুফ্‌রী করেছিল তাদের, তারপর আমি

www.pathagar.com

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ○

পাঁকড়াও করেছিলাম তাদের। অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি!

٣٦- وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ
بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ
مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ
قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ
وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ
اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ○

৩৬. আর যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা আনন্দিত হয় আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে, কিন্তু কোন কোন দল এর কতক অংশকে অস্বীকার করে। আপনি বলুন ঃ আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে এবং তাঁর সঙ্গে কোন শরীক না করতে। তাঁরই দিকে আমি দাওয়াত করেছি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

٣٧- وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ
حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ
بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ
مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ○

৩৭. আর এভাবেই আমি নাযিল করেছি কুরআন বিধানরূপে আরবী ভাষায়। আর আপনি যদি অনুসরণ করেন তাদের খেয়াল-খুশীর, আপনার কাছে জ্ঞান আমার পর, তাহলে থাকবে না আপনার জন্য আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন বন্ধু আর না কোন রক্ষক।

٣٨- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ؕ
وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ
اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ○

৩৮. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম অনেক রাসূল আপনার আগে এবং তাদের দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। আর কোন রাসূলে কাজ নয় যে, সে কোন মু'জিযা প্রদর্শন করবে, আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া। প্রত্যেক বিষয়ের রয়েছে নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।

٤٠- وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ
بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ
وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ○

৪০. যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি আমি তাদের দিয়েছি, আমি যদি তার কিছু আপনাকে দেখাই, অথবা এর পূর্বে যদি আপনার মৃত্যু ঘটাই, তবে আপনার দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।

٤٣- وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ؕ
قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ

৪৩. আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে ঃ আপনি তো আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল নন। আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্ এবং যার কাছে

www.pathagar.com

وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ○

কিতাবের জ্ঞান রয়েছে, তারা আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ১, ৩১

١- الٓرٰ قف كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

১. আলিম-লাম-রা, এ কিতাব, আমি তা নাযিল করেছি আপনার প্রতি, যাতে আপনি বের করে আনেন লোকদের আঁধার থেকে আলোতে, তাদের রবের অনুমতিক্রমে পরাক্রমশালী, প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পথে।

٣١- قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ○

৩১. আপনি বলুন ঃ আমার বান্দাদের যারা ঈমান এনেছে ঃ তারা যেন সালাত কায়েম করে এবং যা আমি তাদের দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, সেদিন আসার আগে, যেদিন থাকবে না বেচাকেনা আর না বন্ধুত্ব।

সূরা হিজ্‌র, ১৫ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯

٦- وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ○

৬. আর তারা বলে ঃ ওহে, যার প্রতি কুরআন নাযিল করা হয়েছে, তুমি তো এক পাগল!

٧- لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰۤئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৭. যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কেন আমাদের কাছে ফিরিশ্‌তাদের উপস্থিত করছ না?

٨- مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰۤئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ○

৮. আমি নাযিল করি না ফিরিশ্‌তাদের যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে আর তারা অবকাশ পেতো না, ফিরিশ্‌তাদের নাযিল করা হলে।

٩- اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○

৯. আমিই নাযিল করেছি এ কুরআন এবং আমিই তো এর হিফাযতকারী।

١٠- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ○

১০. আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনার আগে, পূর্বেকার অনেক সম্প্রদায়ের কাছে রাসূলদের।

www.pathagar.com

৮৭. আর আমি তো দিয়েছি আপনাকে সাত আয়াত, যা বারবার পাঠ করা হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন।

٨٧-وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ
وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ○

৮৮. আপনি কখনো আপনার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করবেন না সে সব ভোগ-বিলাসের উপকরণের দিকে, যা আমি দিয়েছি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে। আর আপনি অবনমিত করুন আপনার পক্ষপুট মু'মিনদের জন্য।

٨٨-لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ
اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

৮৯. আর বলুন ঃ আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

٨٩- وَقُلْ اِنِّىْۤ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ○

৯০. যেভাবে আমি নাযিল করেছিলাম বিভক্তকারীদের উপর।

٩٠- كَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ○

৯১. যারা কুরআনকে নানাভাবে বিভিক্ত করেছে।

٩١- الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ○

৯২. সুতরাং কসম আপনার রবের! অবশ্যই আমি প্রশ্ন করব তাদের সবাইকে—

٩٢- فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

৯৩. সে বিষয়ে যা তারা করত।

٩٣-عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৯৪. অতএব আপনি প্রকাশ্যে প্রচার করুন, যা আপনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং উপেক্ষা করুন মুশরিকদের।

٩٤-فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ
وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৯৫. নিশ্চয় আমি যথেষ্ট আপনার জন্য, ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে,

٩٥-اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ○

৯৬. যারা নির্ধারণ করেছে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য সব ইলাহ্। সুতরাং অচিরেই তারা জানতে পারবে।

٩٦-الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ
فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

৯৭. আর আমি তো জানি যে, তারা যা বলে, তাতে আপনার হৃদয় সংকুচিত হয়,

٩٧-وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ
بِمَا يَقُوْلُوْنَ ○

৯৮. অতএব আপনি সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন আপনার রবের এবং আপনি সিজ্‌দাকারীদের শামিল হোন।

٩٨- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○

www.pathagar.com

٩٩- وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ○

৯৯. আর আপনি ইবাদত করতে থাকুন আপনার রবের, আপনার কাছে মৃত্যু আসা পর্যন্ত।

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৪৩, ৪৪, ৬৩, ৬৪, ৮২, ৮৯, ১০১, ১০২, ১০৩, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

٤٣- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৪৩. আর আমি কোন রাসূল পাঠাইনি আপনার আগে পুরুষদের ছাড়া, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠিয়েছি, অতএব তোমরা যদি না জান, তবে জিজ্ঞেস কর জ্ঞানীদের।

٤٤- بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

৪৪. আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের স্পষ্ট প্রমাণ ও গ্রন্থ দিয়ে। আর আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কুরআন, যাতে আপনি বুঝিয়ে দিতে পারেন লোকদের, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা। যাতে তারা চিন্তা করে।

٦٣- تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৬৩. আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো পাঠিয়েছি রাসূল আপনার আগে অনেক জাতির কাছে, কিন্তু শোভন করেছে তাদের কাছে কাছে শয়তান তাদের কাজকর্ম। সুতরাং সে-ই তাদের অভিভাবক আজ আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٨٢- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

৮২. তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া।

٨٩- وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ○

৮৯. আর যেদিন আমি উঠাব প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী, তাদের ব্যাপারে তাদের মধ্য থেকে আর উপস্থিত করব আপনাকে সাক্ষীরূপে তাদের ব্যাপারে। আর আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব, প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং হিদায়েত, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ মুসলিমদের জন্য।

www.pathagar.com

١٠١- وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ
وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ
بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ۭ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১০১. আর আমি যখন বদলে দেই এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য আয়াত আর আল্লাহ্-ই ভাল জানেন যা তিনি নাযিল করেন, তখন তারা বলে ঃ তুমি তো কেবল এক মিথ্যা উদ্ভাবনকারী! কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

١٠٢- قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ
مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ○

১০২. আপনি বলুন ঃ এ কুরআন নাযিল করেছে রূহুল কুদুস-জিব্‌রাঈল আপনার রবের তরফ থেকে সত্যসহ, মু'মিনদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং হিদায়েত ও সুসংবাদস্বরূপ মুসলিমদের জন্য।

١٠٣- وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ
اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ۭ
لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ
وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ○

১০৩. আর আমি তো জানি যে, তারা বলে তাকে তো শিক্ষা দেয় এক লোক। যার প্রতি তারা একথা আরোপ করে, সে তো অনারব, তার ভাষা আরবী নয়, অথচ এ কুরআনের ভাষা তো স্পষ্ট আরবী।

١٢٣- ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ
اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۭ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১২৩. তারপর আমি ওহী করলাম আপনার প্রতি যে, আপনি অনুসরণ করুন একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের মিল্লাত। আর সে তো ছিল না মুশ্‌রিকদের শামিল।

١٢٤- اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ
اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۭ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا
كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

১২৪. শনিবার পালন করা তো বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল তাদের জন্য, যারা এ ব্যাপারে মতভেদ করত। নিশ্চয় আপনার রব অবশ্যই ফয়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত তাতে।

١٢٥- اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ
هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ

১২৫. আপনি আহবান করুন লোকদের আপনার রবের পথে হিক্‌মত ও সদুপদেশ দিয়ে এবং তাদের সাথে তর্ক করবেন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো সবিশেষ অবহিত তার সম্পর্কে, যে তাঁর পথ থেকে গুমরাহ

www.pathagar.com

وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

হয় এবং যারা সৎপথে চলে, তাদের সম্পর্কেও তিনি সবিশেষ অবহিত।

١٢٦- وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ○

১২৬. আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে, যতখানি শাস্তি তোমাদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা সবর কর, তবে তা তো উত্তম সবরকারীদের জন্য।

١٢٧- وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ○

১২৭. আপনি সব্‌র করুন, আর আপনার সব্‌র তো কেবল আল্লাহ্‌রই সাহায্যে এবং আপনি তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, আর মনঃক্ষুন্ন হবেন না, তারা যে চক্রান্ত করে সে কারণে।

সূরা বনী-ইস্‌রাঈল, ১৭ ঃ ১, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬০, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১

١- سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

১. পবিত্র মহান তিনি, যিনি রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন তাঁর বান্দাকে মসজিদে হারাম (কা'বা শরীফ) থেকে মসজিদে আক্‌সা (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত, যার চার পাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার নিদর্শন দেখবার জন্য, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

٤٥- وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ○

৪৫. আর যখন আপনি পাঠ করেন কুরআন, তখন আমি রেখে দেই আপনার এবং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের মাঝে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা।

٤٦- وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ

৪৬. আর আমি স্থাপন করেছি তাদের অন্তরের উপর আবরণ, যাতে তারা তা বুঝতে না পারে এবং রেখে দিয়েছি তাদের কানে বধিরতা। আর যখন

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ○

আপনি উল্লেখ করেন আপনার রবকে কুরআনে যে, 'যিনি এক'। তখন তারা সরে পড়ে পিঠ ফিরিয়ে ঘৃণাভরে।

٤٧- نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ○

৪৭. আমি ভাল জানি সে বিষয়ে যা তারা কান পেতে শোনে, যখন তারা আপনার প্রতি কান পেতে শোনে এবং এও জানি যখন যালিমরা গোপনে আলোচনাকালে বলে, তোমরা তো অনুসরণ করছ এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির।

٤٨- انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ○

৪৮. দেখুন, তারা আপনার কিরূপ উপমা দেয়। তারা তো গুমরাহ্ হয়েছে, অতএব তারা পথ পাবে না।

٤٩- وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ○

৪৯. আর তারা বলে, যখন আমরা হয়ে যাব হাড্ডি ও চূর্ণ-বিচূর্ণ, তখনো কি আমরা উত্থিত হব নতুন সৃষ্টিরূপে ?

٥٠- قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ○

৫০. আপনি বলুন ঃ তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লোহা,

٥١- أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ○

৫১. অথবা এমন সৃষ্টি, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন। তারা অবশ্যই বলবে কে আমাদের পুনরুত্থিত করবে ? বলুন ঃ তিনি-ই যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের প্রথমবার। তারপর তারা আপনার সামনে তাদের মাথা নাড়বে এবং বলবে ঃ তা কবে হবে ? বলুন ঃ সম্ভবত তা শিগ্‌গীরই হবে।

٥٣- وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ○

৫৩. আর আপনি বলে দিন আমার বান্দাদের, তারা যেন যা উত্তম তা বলে। নিশ্চয় শয়তান উস্‌কানী দেয় তাদের মাঝে, শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

٥٤- رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ○

৫৪. তোমাদের রব ভাল করেই জানেন তোমাদের। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের প্রতি রহম করেন এবং ইচ্ছা করলে আযাব দেন। আর আমি আপনাকে পাঠাইনি তাদের যিম্মাদাররূপে।

www.pathagar.com

৬০. আর স্মরণ করুন, আমি বলেছিলাম আপনাকে ঃ নিশ্চয় আপনার রব পরিবেষ্টন করে আছেন মানুষদের। আর যে দৃশ্য আপনাকে আমি দেখিয়েছি, তা আমি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ মানুষের জন্য এবং কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত যাক্‌কুম বৃক্ষটিও। আর আমি তাদের ভয় দেখাই, কিন্তু তা তাদের ঘোরতর অবাধ্যতা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।

٦٠- وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ
وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ
اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ
وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ؕ
وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ۝

৭৩. আর তারা তো আপনার পদস্খলন ঘটাবার চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করেছিল, যে ওহী আমি আপনার প্রতি করেছি সে ব্যাপারে। যাতে আপনি মিথ্যা উদ্ভাবন করেন আমার বিরুদ্ধে এর বিপরীত আর তখনই তারা আপনাকে কেবল বন্ধুরূপে গ্রহণ করত।

٧٣- وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْٓ
اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ
لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ
وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ۝

৭৪. আর আমি যদি আপনাকে অবিচলিত না রাখতাম, তবে তো আপনি প্রায় তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়তেন,

٧٤- وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ
لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ۝

৭৫. তাহলে আমি অবশ্যই আপনাকে আস্বাদন করাতাম দ্বিগুণ শাস্তি ইহজীবনে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেও, তখন আপনি পেতেন না আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী।

٧٥- اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ
ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ
ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝

৭৬. আর তারা তো চূড়ান্ত করে ফেলেছিল প্রায় আপনাকে দেশ থেকে উৎখাত করতে, যাতে তারা আপনাকে সেখান থেকে নির্বাসিত করতে পারে। আর এমন হলে, তারাও সেখানে আপনার বিরুদ্ধে বেশী দিন টিকতে পারত না।

٧٦- وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ
لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ
خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৭৭. আপনার পূর্বে, আমার রাসূলদের মধ্যে যাদের পাঠিয়েছিলাম, তাদের বেলায় ছিল এরূপ নিয়ম, আর আপনি পাবেন না আমার নিয়মে কোন পরিবর্তন।

٧٧- سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ
مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ۝

www.pathagar.com

٧٨- اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ
اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِؕ
اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۝

৭৮. আপনি সালাত কায়েম করুন সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত, কায়েম করুন ফজরের সালাত। নিশ্চয় ফজর সালাত উপস্থিতির সময়।

٧٩- وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ
نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝

৭৯. আর আপনি কায়েম করবেন রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ, যা আপনার জন্য অতিরিক্ত। আশা করা যায় যে, আপনার রব আপনাকে উন্নীত করবেন 'মাকামে মাহমূদে'।

٨٠- وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ
صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝

৮০. আর আপনি বলুন ঃ হে আমার রব। আমাকে দাখিল করুন কল্যাণের সাথে এবং বের করুন আমাকে কল্যাণের সাথে আর আমাকে দান করুন আপনার তরফ থেকে সাহায্যকারী শক্তি।

٨١- وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُؕ
اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝

৮১. আর আপনি বলুন ঃ এসেছে হক এবং বিদূরিত হয়েছে বাতিল, বাতিল তো বিদূরিত হবারই।

٨٥- وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِؕ
قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ
وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৮৫. আর তারা আপনাকে প্রশ্ন করে রূহ্ সম্পর্কে। বলুন ঃ রূহ্, তো আমার রবের হুকুম থেকে। আর তোমাদের তো দেওয়া হয়েছে জ্ঞান খুব অল্পই।

٨٦- وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْۤ
اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ ثُمَّ
لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ۝

৮৬. আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তাহলে অবশ্যই আমি প্রত্যাহার করতাম, যে ওহী আমি আপনার প্রতি করি তা, এরূপ করলে আপনি পেতেন না আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মসম্পাদনকারী।

٨٧- اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَؕ
اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ۝

৮৭. ওহী প্রত্যাহার না করা তো আপনার রবের রহমত। নিশ্চয় তাঁর অনুগ্রহ আপনার প্রতি অতি মহান।

٨٨- قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰۤى
اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۝

৮৮. আপনি বলুন ঃ যদি সমবেত হয় মানুষ ও জিন্, এ কুরআনের মত কুরআন আনার জন্য, এর অনুরূপ তারা আনতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।

www.pathagar.com

৮৯. আর আমি তো নানাভাবে উপমা বর্ণনা করেছি মানুষের জন্য এ কুরআনে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কুফ্‌রী করা ছাড়া ক্ষান্ত হলো না।

٨٩- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ز فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ○

৯০. আর তারা বলে, আমরা কখনো তোমার প্রতি ঈমান আনব না, যে পর্যন্ত না তুমি প্রবাহিত করবে আমাদের জন্য যমীন থেকে একটি নহর।

٩٠- وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ○

৯১. অথবা তোমার থাকবে একটি বাগান খেজুর ও আংগুরের, যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি প্রবাহিত করবে অনেক নহর,

٩١- اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ○

৯২. অথবা তুমি খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে দেবে আমাদের উপর আসমান, যেমন তুমি ধারণা করে থাক, অথবা উপস্থিত করবে আল্লাহ্‌কে ও ফিরিশ্‌তাদের আমাদের সামনে।

٩٢- اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ○

৯৩. অথবা তোমার থাকবে একটি স্বর্ণ-নির্মিত ঘর, অথবা তুমি আরোহণ করবে আকাশে। কিন্তু আমরা কখনো ঈমান আনব না, তোমার আকাশে আরোহণের প্রতি, যে পর্যন্ত না তুমি নাযিল করবে আমাদের উপর এক কিতাব, যা আমরা পাঠ করব। বলুন পবিত্র মহান আমার রব। আপনি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।

٩٣- اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ط وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ط قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ○

৯৪. আর কোন কিছুই মানুষকে বিরত রাখে না ঈমান আনা থেকে, যখন তাদের কাছে আসে হিদায়েত, তাদের এ উক্তি ছাড়া যে, 'আল্লাহ্ কি পাঠিয়েছেন একজন মানুষকে রাসূল করে'?

٩٤- وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ○

৯৫. বলুন ঃ যদি ফিরিশ্‌তারা যমীনে বিচরণ করত নিশ্চিন্তে, তবে আমি অবশ্যই নাযিল করতাম তাদের কাছে ফিরিশ্‌তাকে রাসূলরূপে।

٩٥- قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ○

www.pathagar.com

৯৬. আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্-ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে আমার ও তোমাদের মাঝে, নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, সর্বদ্রষ্টা।

٩٦- قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ؕ
اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ○

১০৫. আর আমি নাযিল করেছি এ কুরআন সত্যসহ এবং যা নাযিল হয়েছে সত্যসহ-ই। আর আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে।

١٠٥-وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ
وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ○

১০৬. আর আমি করেছি এ কুরআনকে খণ্ড, যাতে আপনি তা পাঠ করতে পারেন মানুষের কাছে ক্রমেক্রমে আর আমি নাযিল করেছি তা ক্রমশ।

١٠٦- وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ
عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ○

১০৭. আপনি বলুন ঃ তোমরা এ কুরআনে ঈমান আন বা না-ই আন, যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এর আগে, যখন তাদের কাছে এ কুরআন পাঠ করা হয়, তখনই তারা লুটিয়ে পড়ে সিজ্‌দায়।

١٠٧- قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ
اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى
عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ○

১০৮. আর তারা বলে ঃ পবিত্র মহান আমাদের রব, আমাদের রবের ওয়াদা তো কার্যকরী হয়েই থাকে।

١٠٨- وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ
اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ○

১০৯. আর তারা লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে এবং তা বৃদ্ধি করে তাদের বিনয়।

١٠٩- وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ
وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ○

১১০. বলুন ঃ তোমরা আল্লাহ্ নামে ডাক বা 'রাহ্‌মান' নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাক না কেন, তাঁর তো রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম, আর সালাতে খুব উঁচু করবেন না স্বর, আর না অতিশয় ক্ষীণ, অবলম্বন করবেন এ দু'য়ের মধ্যপথ।

١١٠- قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ
اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ
وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا
وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ○

১১১. আর বলুন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি গ্রহণ করেননি কোন সন্তান, আর নেই তাঁর কোন শরীক রাজত্বে এবং তাঁর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন নেই,

١١١- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ

www.pathagar.com

مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ○

দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে। আর তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন সসম্ভ্রমে।

সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ২৩, ২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ১০৯, ১১০

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ
الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ○

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি নাযিল করেছেন তাঁর বান্দার উপর এ কিতাব এবং তাতে তিনি কোন বক্রতা রাখেন নি।

٢- قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ
اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ○

২. করেছেন একে সুপ্রতিষ্ঠিত, যাতে তিনি সতর্ক করেন তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে এবং সুসংবাদ দেন মু'মিনদের, যারা নেক্‌আমল করে যে, তাদের জন্য তো রয়েছে উত্তম পুরস্কার, জান্নাত,

٣- مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ○

৩. যেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

٤- وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا
اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ○

৪. এবং যেন তিনি সতর্ক করেন তাদের, যারা বলে ঃ আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।

٥- مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ۖ
كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۖ
اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ○

৫. নেই এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান, আর না ছিল তাদের বাপ-দাদাদেরও সাংঘাতিক কথা, যা তাদের মুখ থেকে বেরোয়! তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।

٦- فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ
اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ○

৬. তবে আপনি সম্ভবত দুঃখে আত্মবিনাসী হয়ে পড়বেন তাদের পেছনে ঘুরে, যদি না তারা ঈমান আনে এ বাণীতে।

٢٣- وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ
ذٰلِكَ غَدًا ○

২৩. আর আপনি কখনো বলবেন না কোন বিষয়ে ঃ আমি তো এটা করব আগামীকাল,

٢٤- اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ
اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ
لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ○

২৪. 'ইনশা আল্লাহ্' বলা ছাড়া। আর আপনি স্মরণ করবেন আপনার রবকে, যখন ভুলে যাবেন এবং বলবেন ঃ আশা করা যায়, আমার রব আমাকে পথ দেখাবেন এর চাইতে নিকটতর সত্যের।

২৭. আর আপনি পাঠ করে শোনান, আপনার প্রতি ওহীকৃত আপনার রবের কিতাব থেকে। কেউ নেই পরিবর্তন করার তাঁর কথা। আর আপনি কখনো পাবেন না, তাঁকে ছাড়া কোন আশ্রয়।

٢٧-وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ
رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ
وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ○

২৮. আর আপনি ধৈর্য্যসহকারে থাকবেন তাদের সাথে, যারা ডাকে তাদের রবকে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আর আপনি ফিরিয়ে নেবেন না তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে। আর আপনি অনুসরণ করবেন না তার, যার অন্তরকে আমি গাফিল করে দিয়েছি আমার স্মরণ থেকে এবং যে অনুসরণ করে তার খেয়াল-খুশীর ও যার কার্যকলাপ সীমা-অতিক্রম করেছে।

٢٨-وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ
يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ
تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ
مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ○

২৯. আর বলুন ঃ সত্য তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে কুফ্‌রী করুক। আমি তো প্রস্তুত করে রেখেছি যালিমদের জন্য জাহান্নামের আগুন, যার বেষ্টনী তাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর যদি তারা পানি চায়, তবে তাদের গলিত ধাতুর মত পানি দেওয়া হবে, যা জ্বালিয়ে দেবে তাদের মুখমণ্ডল। কত নিকৃষ্ট পানীয়, আর কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

٢٩-وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَآءَ
فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ
اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ
اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ
وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ
كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ۚ
بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ○

১০৯. আপনি বলুন ঃ যদি সমস্ত সমুদ্র কালি হয় আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য, তবে অবশ্য, নিঃশেষ হয়ে যাবে সমুদ্র, আমার রবের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই, যদিও আমি নিয়ে আসি এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরো সমুদ্র।

١٠٩-قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا
لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ
قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ
وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ○

১১০. বলুন ঃ আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মত, আমার প্রতি ওহী করা

١١٠-قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُوْحٰىٓ اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ

www.pathagar.com

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝

হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। সুতরাং যে কেউ আশা করে তার রবের সাক্ষাতের, সে যেন নেক-আমল করে এবং কাউকে শরীক না করে তার রবের ইবাদতে।

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৭

٩٧- فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ۝

৯৭. আমি তো সহজ করে দিয়েছি এ কুরআনকে আপনার ভাষায়, যাতে আপনি সুসংবাদ দিতে পারেন তা দিয়ে মুত্তাকীদের এবং সতর্ক করতে পারেন তা দিয়ে কলহপ্রিয় লোকদের।

সূরা তোহা, ২০ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১১৪, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২

١- طٰهٰ ۝

১. তো-হা,

٢- مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۝

২. আমি নাযিল করিনি আপনার প্রতি এ কুরআন, আপনি কষ্ট পাবেন এ জন্য,

٣- اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝

৩. বরং নাযিল করেছি উপদেশ স্বরূপ তার জন্য, যে ভয় করে।

٤- تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۝

৪. ইহা নাযিল হয়েছে তাঁর তরফ থেকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন যমীন ও সুউচ্চ আসমান।

٥- اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝

৫. তিনি দয়াময়, মহান আরশে সমাসীন।

١١٤- فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۝

১১৪. আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। আর আপনি তাড়াহুড়া করবেন না কুরআন পাঠে আপনার প্রতি আল্লাহ্র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এবং বলুন ঃ হে আমার রব! আপনি আমাকে সমৃদ্ধ করুন জ্ঞানে।

١٢٩- وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ۝

১২৯. আর যদি না থাকত আপনার রবের তরফ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত ও একটা কাল নির্ধারিত, তাহলে অবশ্যম্ভাবী হত আশু শাস্তি।

١٣٠- فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ

১৩০. অতএব আপনি সবর করুন, তারা যা বলে সে ব্যাপারে এবং সপ্রশংস

www.pathagar.com

তাসবীহ্ পাঠ করুন আপনার রবের- সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে, আর রাত্রিকালে তাসবীহ্ পাঠ করুন এবং দিনের প্রান্তসমূহেও যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন।

وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ○

১৩১. আর আপনি প্রসারিত করবেন না আপনার চক্ষুদ্বয় তার প্রতি, যা আমি ক্ষণিক ভোগের জন্য দিয়েছি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ, তা দিয়ে তাদের পরীক্ষা করার জন্য। আর আপনার রবের রিয্ক, তা তো উত্তম ও স্থায়ী।

١٣١-وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۬ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○

১৩২. আর আপনি আদেশ দিন আপনার পরিবার বর্গকে সালাতের এবং অবিচলিত থাকুন তাতে। আমি চাই না আপনার কাছে কোন রিয্ক। আমি আপনাকে রিয্ক দেই। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

١٣٢-وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ○

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮, ২৫, ৩৪, ৩৬, ৪১, ১০৭, ১০৮, ১০৯

৮. আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে কাউকে নবীরূপে পুরুষ ছাড়া, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। যদি তোমরা না জান, তবে জিজ্ঞেস কর জ্ঞানীদের।

٨- وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

২৫. আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে কোন রাসূল, তার কাছে এ ওহী প্রেরণ করা ছাড়া যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, অতএব আমারই ইবাদত কর।

٢٥-وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ○

৩৪. আর আমি দান করিনি কোন মানুষকে আপনার আগে অমরত্ব, সুতরাং যদি আপনি মরে যান, তবে কি তারা অমর থাকবে ?

٣٤-وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ اَفَا۟ئِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ○

৩৬. আর যখন কাফিররা আপনাকে দেখে, তখন তারা আপনাকে গ্রহণ করে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে। তারা বলে, এই কি সেই লোক, যে তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করে? অথচ তারাই তো 'রাহমান'-এর স্মরণের বিরোধিতা করে।

٣٦- وَ اِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ
اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ
وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

৪১. আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল রাসূলদের সাথে আপনার আগেও, ফলে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তা তাদের পরিবেষ্টন করেছিল।

٤١- وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ
قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ
مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

১০৭. আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে বিশ্ব-জগতের প্রতি কেবল রহমতরূপে।

١٠٧- وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

১০৮. আপনি বলুন ঃ আমার প্রতি তো ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। সুতরাং তোমরা কি মুসলিম হবে না?

١٠٨- قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ
اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১০৯. তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আপনি বলুন ঃ আমি জানিয়ে দিয়েছি তোমাদের যথাযথভাবে আর আমি জানি না, তোমাদের যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা আসন্ন না দূরে?

١٠٩- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ
عَلٰى سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ
اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ○

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৬৭, ৬৮

৪২. আর যদি তারা অস্বীকার করে আপনাকে, তবে তো অস্বীকার করেছে তাদের আগে নূহের কাওম এবং আদ ও সামূদ,

٤٢- وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ
قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ○

৪৩. ইব্রাহীমের কাওম ও লূতের কাওম,

٤٣- وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ○

৪৪. আর মাদ্ইয়ানের অধিবাসীরাও। আর অস্বীকার করা হয়েছিল মূসাকেও। তবে আমি অবকাশ দিয়েছিলাম কাফিরদের, তারপর আমি পাঁকড়াও করেছিলাম তাদের। সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি।

٤٤- وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى
فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ○

www.pathagar.com

৪৭. আর তারা আপনাকে ত্বরান্বিত করতে বলে আযাব, অথচ কখনো খেলাফ করেন না আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা আর নিশ্চয় এক দিন আপনার রবের কাছে তোমাদের গণনার হাযার বছরের মত।

٤٧- وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ○

৪৮. আর কত জনপদকে আমি অবকাশ দিয়েছি, যখন তারা ছিল যালিম, এরপর আমি তাদের পাকড়াও করেছি এবং আমারই কাছে প্রত্যাবর্তন।

٤٨- وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ ○

৪৯. আপনি বলুন ঃ হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

٤٩- قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৫০. সুতরাং যারা ঈমান আনে ও নেক্আমল করে, তাদের রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

٥٠- فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

৫১. আর যারা চেষ্টা করে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করতে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

٥١- وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

৫২. আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে কোন রাসূল, আর না কোন নবী, কিন্তু যখনই তাদের কেউ কিছু আকাঙক্ষা করেছে, তখনই প্রক্ষিপ্ত করেছে শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু। তবে আল্লাহ্ বিদূরিত করেন, যা শয়তান প্রক্ষিপ্ত করে তা। তারপর আল্লাহ্ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর আয়াতসমূহকে। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

٥٢- وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّاۤ اِذَا تَمَنّٰۤى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْۤ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৬৭. প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আমি করে দিয়েছি ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি, তারা তা অনুসরণ করে, অতএব তারা যেন আপনার সাথে বিতর্ক না করে এ ব্যাপারে আর আপনি ডাকুন তাদের আপনার রবের দিকে। আপনি তো আছেন সরল-সঠিক পথে।

٦٧- لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ؕ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ○

www.pathagar.com

٦٨- وَاِنْ جٰدَلُوْكَ
فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

৬৮. আর যদি তারা তর্ক-বিতর্ক করে আপনার সাথে, তবে বলে দিন ঃ আল্লাহ্ সম্যক অবহিত তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৬২

٦٢- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ
جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ
اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ
فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ
فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৬২. মু'মিন তো তারাই, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, আর যখন তারা তাঁর সঙ্গে একত্র হয় কোন সমষ্টিগত ব্যাপারে, তখন তারা চলে যায় না তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে। নিশ্চয় যারা আপনার অনুমতি চায়, তারাই ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি। অতএব তারা যখন অনুমতি চাইবে আপনার কাছে তাদের কোন ব্যাপারে, তখন আপনি অনুমতি দেবেন তাদের মধ্য থেকে যাকে চান এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ২০, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৪১, ৪২, ৫১, ৫২, ৫৬, ৫৭, ৫৮

٤- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ۨافْتَرٰىهُ
وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ
فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ○

৪. আর কাফিররা বলে, এ কুরআন তো মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়! মুহাম্মদ তা উদ্ভাবন করে নিয়েছে এবং তাকে সাহায্য করেছে এ ব্যাপারে অন্য কাওমের লোকেরা। অতএব তারা তো উপনীত হয়েছে এভাবে যুলুম ও মিথ্যায়।

٥- وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ
اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ
بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

৫. আর তারা আরো বলে, এ তো সে কালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে, আর তা পাঠ করে শোনান হয় তাকে সকাল ও সন্ধ্যায়।

٦- قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

৬. আপনি বলুন ঃ এ কুরআন তিনিই নাযিল করেছেন, যিনি অবগত আছেন আসমান

www.pathagar.com

ও যমীনের সমুদয় রহস্য। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭. আর তারা বলে, কী হয়েছে এ রাসূলের যে, সে খানা খায় এবং চলাফেরা করে হাটে-বাজারে! কেন নাযিল করা হলো না তাঁর কাছে কোন ফিরিশ্‌তা, যাতে সে থাকত তার সাথে সতর্ককারীরূপে?

৮. অথবা তাকে দেয়া হয় না কেন ধন-ভাণ্ডার, বা তার নেই কেন একটা বাগান, যেখান থেকে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে? আর যালিমরা আরো বলে, তোমরা তো অনুসরণ করছ কেবল এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির।

৯. লক্ষ্য করুন, তারা কিরূপ উপমা দেয় আপনার। তারা গুম্‌রাহ হয়েছে, তাই তারা সঠিক পথ পাবে না।

১০. অতি মহান সে আল্লাহ্। যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে দিতে পারেন এর চাইতে উৎকৃষ্ট বাগান। যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ এবং দিতে পারেন আপনাকে অট্টালিকাসমূহ।

২০. আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে রাসূলদের মধ্য থেকে কাউকে, কিন্তু যাদের পাঠিয়েছি তারা প্রত্যেকেই খানা খেত এবং চলাফেরা করত হাটে-বাজারে। আমি করেছি তোমাদের একে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? আর তোমার প্রতিপালক তো সব কিছু দেখেন।

৩০. আর রাসূল বললেন ঃ হে রব! আমার কাওম তো এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে।

৩১. আর আল্লাহ্ বললেন ঃ এভাবেই আমি করেছিলাম প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু

إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ○

٧- وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ○

٨- أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ○

٩- انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ○

١٠- تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۙ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ○

٢٠- وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۚ أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ○

٣٠- وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ○

٣١- وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا

www.pathagar.com

مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ط وَكَفٰى
بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ○

অপরাধীদের থেকে। আর আপনার জন্য আপনার রবই যথেষ্ট পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে।

٣٢- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ج
كَذٰلِكَ ج لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ
وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ○

৩২. আর কাফিররা বলে, কেন নাযিল করা হয়নি তার প্রতি এ কুরআন একবারে ? এভাবেই আমি নাযিল করেছি, যাতে আমি মযবুত করে দেই তা দিয়ে আপনার হৃদয়কে এবং তা আমি ক্রমে-ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।

٣٣- وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ
اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ○

৩৩. আর তারা উপস্থিত করে না আপনার কাছে এমন কোন সমস্যা, যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দেইনি।

٤١- وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ
اِلَّا هُزُوًا ط اَهٰذَا الَّذِيْ
بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ○

৪১. আর যখন তারা আপনাকে দেখে, তখন তারা আপনাকে গণ্য করে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে এবং বলে, এ-ই কি সে, যাকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ্ রাসূল করে ?

٤٢- اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا
لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ط
وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ
مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ○

৪২. সে তো তোমাদের বিভ্রান্ত করত আমাদের দেব-দেবী থেকে, যদি না আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতাম তাদের পূজায়। অচিরেই তারা জানবে, যখন তারা দেখবে আযাব কে অধিক পথভ্রষ্ট।

٥١- وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا
فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ○

৫১. আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তাহলে অবশ্যই পাঠাতাম প্রত্যেক জনপদে একজন সতর্ককারী।

٥٢- فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ
وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ○

৫২. সুতরাং আপনি অনুসরণ করবেন না কাফিরদের এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন এ কুরআনের সাহায্যে প্রচণ্ড জিহাদ।

٥٦- وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ○

৫৬. আর আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি কেবল সুসংবাদদাত ও সতর্ককারী-রূপে।

www.pathagar.com

৫৭. বলুন ঃ আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময়। তবে যে ইচ্ছা করে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করতে, সে করুক।

٥٧- قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ○

৫৮. আর আপনি ভরসা করুন সেই চিরঞ্জীবের উপর, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন আর তিনি যথেষ্ট অবহিত তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে।

٥٨- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ۗ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ○

সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১, ২, ৩, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০

১. তা-সীন-মীম।

١- طٰسٓمّٓ ○

২. এগুলো আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের।

٢- تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○

৩. হয়তো আপনি আত্ম-বিনাশী হয়ে পড়বেন এ কারণে যে, তারা ঈমান আনছে না।

٣- لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

১৯২. নিশ্চয় এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

١٩٢- وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১৯৩. নাযিল হয়েছে তা নিয়ে জিব্‌রাঈল-

١٩٣- نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ○

১৯৪. আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি হতে পারেন একজন সতর্ককারী।

١٩٤- عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ○

১৯৫. নাযিল করা হয়েছে তা—সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।

١٩٥- بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ○

১৯৬. আর অবশ্যই এর উল্লেখ রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে।

١٩٦- وَاِنَّهٗ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ○

১৯৭. ইহা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয় যে, এ সম্বন্ধে অবগত আছে বনূ ইস্‌রাঈলের পণ্ডিতরা ?

١٩٧- اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

১৯৮. আর যদি আমি নাযিল করতাম এ কুরআন কোন আজমীর উপর,

١٩٨- وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ○

www.pathagar.com

١٩٩- فَقَرَاَهٗ عَلَيۡهِمۡ مَّا كَانُوۡا بِهٖ مُؤۡمِنِيۡنَ ○

১৯৯. এবং সে তা পাঠ করত তাদের কাছে, তবে তারা তাতে ঈমান আনত না।

٢١٣- فَلَا تَدۡعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوۡنَ مِنَ الۡمُعَذَّبِيۡنَ ○

২১৩. আর আপনি ডাকবেন না আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহকে, ডাকলে হয়ে পড়বেন শাস্তিপ্রাপ্তদের শামিল।

٢١٤- وَاَنۡذِرۡ عَشِيۡرَتَكَ الۡاَقۡرَبِيۡنَ ○

২১৪. আর আপনি সতর্ক করুন আপনার নিকট আত্মীয়বর্গকে।

٢١٥- وَاخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ○

২১৫. আর বিনয়ী হবেন সে সব মু'মিনদের প্রতি, যারা আপনার অনুসরণ করে।

٢١٦- فَاِنۡ عَصَوۡكَ فَقُلۡ اِنِّىۡ بَرِىۡٓءٌ مِّمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ○

২১৬. কিন্তু তারা যদি আপনার অবাধ্যতা করে। তবে বলে দিন ঃ আমি দায়মুক্ত তা থেকে যা তোমরা কর।

٢١٧- وَتَوَكَّلۡ عَلَى الۡعَزِيۡزِ الرَّحِيۡمِ ○

২১৭. আর আপনি ভরসা করবেন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র উপর,

٢١٨- الَّذِىۡ يَرٰىكَ حِيۡنَ تَقُوۡمُ ○

২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন, যখন আপনি সালাতে দাঁড়ান,

٢١٩- وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيۡنَ ○

২১৯. এবং তিনি দেখেন আপনার উঠা-বসা সিজ্‌দাকারীদের সাথে।

٢٢٠- اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ○

২২০. নিশ্চয় তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।

সূরা নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৬, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৯১, ৯২, ৯৩

٦- وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الۡقُرۡاٰنَ مِنۡ لَّدُنۡ حَكِيۡمٍ عَلِيۡمٍ ○

৬. আর নিশ্চয় আপনাকে দেওয়া হয়েছে আল-কুরআন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে।

٧٦- اِنَّ هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اَكۡثَرَ الَّذِىۡ هُمۡ فِيۡهِ يَخۡتَلِفُوۡنَ ○

৭৬. নিশ্চয় এ কুরআন বিবৃত করে বনূ-ইস্‌রাঈলের কাছে যে সব বিষয়ে তারা মতভেদ করে তার অধিকাংশই।

٧٧- وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحۡمَةٌ لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ○

৭৭. আর এ কুরআন তো হিদায়েত ও রহমত মু'মিনদের জন্য।

٧٨- اِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِىۡ بَيۡنَهُمۡ بِحُكۡمِهٖ ۚ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡعَلِيۡمُ ○

৭৮. নিশ্চয় আপনার রব ফয়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে তাঁর বিধান অনুযায়ী। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।

৭৯-فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ○

৭৯. সুতরাং আপনি ভরসা করুন আল্লাহ্‌র উপর। আপনি তো প্রতিষ্ঠিত আছেন স্পষ্ট সত্যের উপর।

৮০-اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ○

৮০. আপনি তো শুনাতে পারেন না কথা মৃতদেরকে এবং শুনাতে পারবেন না বধিরকেও আহবান, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে নেয়।

৮১- وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۭ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

৮১. আর আপনি হিদায়েত করতে পারবেন না অন্ধদের, তাদের গুমরাহী থেকে। আপনি তো শুনাতে পারবেন কেবল তাদের যারা ঈমান রাখে আমার নিদর্শনাবলীতে। আর তারাই প্রকৃত মুসলিম।

৯১-اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَىْءٍ ز وَّ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৯১. আমি তো আদিষ্ট হয়েছি ইবাদত করতে এই নগরীর রবের, যিনি সম্মানীত করেছেন একে। আর তাঁরই সব কিছু এবং আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি হই মুসলিমদের শামিল।

৯২-وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ○

৯২. আর আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি তিলাওয়াত করে শোনাই কুরআন। সুতরাং যে কেউ সৎপথ অবলম্বন করে, সে তো সৎপথ অবলম্বন করে নিজের কল্যাণের জন্য। কিন্তু কেউ ভ্রান্তপথ অবলম্বন করলে, আপনি বলুন ঃ আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।

৯৩-وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৯৩. আর আপনি বলুন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। অচিরেই তিনি দেখাবেন তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ, তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। আর আপনার রব গাফিল নন, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮

www.pathagar.com

৪৪. আর আপনি উপস্থিত ছিলেন না পশ্চিম-প্রান্তে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম মূসাকে এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না।

٤٤- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا
إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ
مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৪৫. বস্তুত আমি সৃষ্টি করেছিলাম অনেক মানবগোষ্ঠি, তারপর অতিবাহিত হয়েছিল তাদের উপর দীর্ঘ সময়। আর আপনি অবস্থান করেছিলেন না মাদ্‌ইয়ান-বাসীদের মাঝে, তাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করে শোনাবার জন্য। কিন্তু আমি-ই রাসূল প্রেরণকারী।

٤٥- وَلٰكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ
الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْ أَهْلِ
مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ
وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ○

৪৬. আর আপনি উপস্থিত ছিলেন না তূর পর্বতের পাশে, যখন আমি আহ্বান করেছিলাম মূসাকে। আসলে এটা রহমত আপনার রবের তরফ থেকে। যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন এক কাওমকে, যাদের কাছে আসেনি কোন সতর্ককারী আপনার আগে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٤٦- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ
إِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ
لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ
مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

৪৭. আর যদি এমন না হত যে, তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয়, আর তারা বলে, হে আমাদের রব! কেন আপনি পাঠালেন না আমাদের কাছে কোন রাসূল ? পাঠালে আমরা মেনে চলতাম আপনার নির্দেশ এবং হতাম আমরা মু'মিন।

٤٧- وَلَوْلَا أَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا
لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ
اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৪৮. তারপর যখন এলো তাদের কাছে আমার তরফ থেকে সত্য, তখন তারা বলল ঃ কেন তাকে দেয়া হলো না, যেমন দেয়া হয়েছিল মূসাকে, যা দেয়া হয়েছিল এর পূর্বে ? তারা বলেছিল ঃ দু'টি যাদু, একটি অপরটির সমর্থক। আর তারা বলেছিল, আমরা তো সবই প্রত্যাখ্যান করি।

٤٨- فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا
قَالُوْا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوْسٰى ۗ
أَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا أُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ
قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا
وَقَالُوْا إِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ○

www.pathagar.com

৪৯. আপনি বলুন ঃ তা হলে তোমরা নিয়ে এসো এক কিতাব আল্লাহ্‌র তরফ থেকে, যা হবে এ দু'টির থেকে উৎকৃষ্ট পথ নির্দেশক, আমি তা অনুসরণ করব, যদি হও তোমরা সত্যবাদী।

٤٩- قُلْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللهِ
هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ
اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৫০. তবে তারা যদি আপনার কথার জবাব না দেয়, তাহলে জেনে রাখবেন, তারা কেবল অনুসরণ করে তাদের খেয়াল খুশীর, আর তার চাইতে অধিক গুমরাহ কে, যে অনুসরণ করে খেয়াল-খুশীর, আল্লাহ্‌ হিদায়েতকে অগ্রাহ্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ হিদায়েত দেন না যালিমদের।

٥٠- فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا
يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ
اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ ؕ
اِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৫৬. আপনি ইচ্ছা করলেই হিদায়েত দান করতে পারেন না, যাকে আপনি ভালবাসেন। তবে আল্লাহ্‌-ই হিদায়েত দেন, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, আর তিনিই সবিশেষ অবহিত অনুসারীদের সম্বন্ধে।

٥٦- اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ
وَلٰكِنَّ اللهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ
وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

৫৭. আর তারা বলে ঃ আমরা যদি তাদের সাথে সৎপথ অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের উৎখাত করা হবে আমাদের দেশ থেকে। আমি কি প্রতিষ্ঠিত করিনি তাদের নিরাপদ হারামে, যেখানে সব ধরনের ফলমূল আমদানী হয় রিযকরূপে আমার তরফ থেকে ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

٥٧- وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ
نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ؕ
اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا
يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّنْ
لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৫৯. আর আপনার প্রতিপালক ধ্বংস করেন না জনপদসমূহের কেন্দ্রে তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করার জন্য রাসূল প্রেরণ না করে এবং আমি ধ্বংস করি না জনপদসমূহ যে পর্যন্ত না এর বাসিন্দারা যালিম হয়।

٥٩- وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى
حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ
اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰٓى
اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ○

৬৮. আর আপনার প্রতিপালক সৃষ্টি করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন এবং মনোনীত করেন

٦٨- وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ

www.pathagar.com

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۭ
سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

যাকে চান। এতে তাদের কোন ইখ্‌তিয়ার নেই। পবিত্র মহান আল্লাহ্ তিনি অনেক উর্ধ্বে তারা যে শরীক করে তা থেকে।

٦٩- وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ
وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

৬৯. আর আপনার প্রতিপালক জানেন তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে।

٧٠- وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ
لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۡ
وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৭০. আর তিনিই আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তাঁরই সমস্ত প্রশংসা দুনিয়া ও আখিরাতে এবং বিধান তাঁরই। আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

٧١- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ
الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاۤءٍ ۭ
اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ○

৭১. বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ্ তোমাদের জন্য রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে কোন ইলাহ্ আছে আল্লাহ্ ছাড়া, যে এনে দিতে পারে তোমাদের জন্য তোমাদের আলো ? তবুও কি তোমরা শুনবে না ?

٧٢- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ
عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ
تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

৭২. আপনি বলুন ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি—যদি আল্লাহ্ স্থায়ী করে দেন দিনকে তোমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত, তবে কোন ইলাহ্ আছে আল্লাহ্ ছাড়া, যে নিয়ে আসতে পারে তোমাদের জন্য রাত, যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার ? তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না ?

٨٥- اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ
لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ۭ
قُلْ رَّبِّىْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ
بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৮৫. নিশ্চয় যিনি কুরআনকে বিধান করেছেন আপনার জন্য, অবশ্যই তিনি ফিরিয়ে আনবেন আপনাকে আপনার জন্ম-ভূমিতে। বলুন ঃ আমার প্রতিপালক ভাল জানেন, কে নিয়ে এসেছে হিদায়েত। আর কে রয়েছে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

٨٦- وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْۤا اَنْ يُّلْقٰۤى

৮৬. আর আপনি তো আশা করেন যে, অবতীর্ণ করা হবে আপনার প্রতি

www.pathagar.com

إِلَيْكَ الْكِتٰبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكٰفِرِينَ ○

কিতাব। তবে এতো কেবল রহমত আপনার রবের তরফ থেকে। অতএব আপনি কখনো হবেন না, কাফিরদের সাহায্যকারী।

٨٧- وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

৮৭. আর তারা যেন কখনো ফিরিয়ে না রাখে আপনাকে আল্লাহ্‌র আয়াত থেকে, তা আপনার প্রতি নাযিল হওয়ার পর। আর আপনি ডাকুন, আপনার রবের দিকে এবং হবেন না কখনো মুশ্‌রিকদের শামিল।

٨٨- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ م لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ قف كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ط لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

৮৮. আর আপনি ডাকবেন না আল্লাহ্‌র সংগে অন্য কোন ইলাহ্। নেই কোন ইলাহ্- তিনি ছাড়া। সব কিছুই ধ্বংসশীল আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬১, ৬২, ৬৩

٤٥- اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ ط إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ○

৪৫. আপনি তিলাওয়াত করে শোনান, আপনার প্রতি যা ওহী করা হয় কিতাব থেকে তা এবং কায়েম করুন সালাত। অবশ্যই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে। আর আল্লাহ্‌র যিকির-ই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা কর।

٤٦- وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتٰبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ صلے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا اٰمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلٰهُنَا وَإِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

৪৬. আর তোমরা তর্ক-বিতর্ক করবে না আহলে কিতাবের সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া, তবে তাদের মাঝে যারা সীমালংঘনকারী তাদের ব্যতিরেকে। আর বল ঃ আমরা ঈমান আনলাম তাতে, যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি। আর আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ তো এক এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।

www.pathagar.com

৪৭. আর এভাবেই আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব। এবং যাদের আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে ঈমান রাখে, আর এদের মধ্য থেকেও কেউ কেউ এতে ঈমান রাখে। বস্তুত কেউ অস্বীকার করে না আমার নিদর্শনাবলী কাফিররা ছাড়া।

٤٧- وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ
فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ
وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ
وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ۝

৪৮. আর আপনি তো পাঠ করেননি এর আগে কোন কিতাব এবং না লিখেছেন নিজের হাতে কোন কিতাব, যাতে করে সন্দেহপোষণ করবে মিথ্যাচারীরা।

٤٨- وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ
كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ
اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

৪৯. বরং তা হলো স্পষ্ট নিদর্শন তাদের অন্তরে—যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে। আর কেউ অস্বীকার করে না নিদর্শন-সমূহ যালিমরা ছাড়া।

٤٩- بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ
وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ۝

৫০. আর তারা বলে ঃ কেন নাযিল করা হয় না তাদের প্রতি কোন মু'জিযা তার রবের তরফ থেকে ? আপনি বলুন ঃ মু'জিযা তো আল্লাহ্‌র-ই ইখ্‌তিয়ারে। আর আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

٥٠- وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ
رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ
وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৫১. এটা কি যথেষ্ট নয় তাদের জন্য যে, আমিই নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব। যা তাদের তিলাওয়াত করে শোনানো হয়! নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত রহমত ও উপদেশ তাদের জন্য, যারা ঈমান রাখে।

٥١- اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ
اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى
لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

৫২. বলুন ঃ আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে। তিনি জানেন যা কিছু আছে আসমান ও যমীনে তা। আর যারা বিশ্বাস করে অসত্যে এবং অস্বীকার করে আল্লাহ্‌কে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

٥٢- قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ
وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا
بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

৫৩. আর তারা আপনাকে ত্বরান্বিত করতে বলে শাস্তি। যদি না থাকত নির্ধারিত

٥٣- وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ

কাল, তবে অবশ্যই আপতিত হত তাদের উপর শাস্তি। আর শাস্তি তো আসবে তাদের উপর হঠাৎ, তারা তা জানবেও না।

وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ۚ
وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

৫৪. তারা আপনাকে ত্বরান্বিত করতে বলে শাস্তি। নিশ্চয় জাহান্নাম তো পরিবেষ্টন করে থাকবে কাফিরদের।

٥٤-يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۚ
وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ○

৫৫. সেদিন তাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে শাস্তি, তাদের নিচ থেকে এবং আল্লাহ্ বলবেন ঃ স্বাদ গ্রহণ কর, যা তোমরা করতে তার।

٥٥-يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ
مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ
وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৬১. আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন এবং কে নিয়ন্ত্রণ করছেন সূর্য ও চন্দ্রকে ? তবে তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ্। তাহলে তারা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে।

٦١-وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ
فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৬২. আল্লাহ্ বাড়িয়ে দেন রিযিক, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন, তাঁর বান্দাদের থেকে এবং তিনি তা সীমিত করেন, যার জন্য তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়, সর্বজ্ঞ।

٦٢-اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۚ
اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৬৩. আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, কে বর্ষণ করেন আসমান থেকে বৃষ্টি, পরে জীবিত করেন তা দিয়ে যমীনকে এর মৃত্যুর পর। তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্। আপনি বলুন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

٦٣-وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۗ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৭, ৫২, ৫৩, ৫৮, ৫৯, ৬০

৪৭. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম আপনার আগে অনেক রাসূল, তাদের নিজ নিজ কাওমের কাছে। তারা এসেছিল তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, তারপর আমি

٤٧-وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ
فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا

www.pathagar.com

مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ط
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের, যারা অপরাধ করেছিল। আর আমার দায়িত্ব হল মু'মিনদের সাহায্য করা।

٥٢- فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ
الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ○

৫২. আর আপনি তো শুনাতে পারেন না মৃতকে এবং না আপনি শুনাতে পারেন আহ্বান বধিরকে, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।

٥٣- وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ط
اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا
فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

৫৩. আর আপনি সৎপথে আনতে পারবেন না অন্ধদেরও তাদের গুমরাহী থেকে। আপনি শুনাতে পারবেন কেল তাদের যারা ঈমান রাখে আমার নিদর্শনাবলীতে, কেননা তারা মুসলিম।

٥٨- وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ط
وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ○

৫৮. আর আমি তো বর্ণনা করেছি মানুষের জন্য এ কুরআনে সব ধরনের দৃষ্টান্ত। আর আপনি যদি নিয়ে আসেন তাদের কাছে কোন নিদর্শন, তাহলে যারা কুফ্‌রী করেছে তারা অবশ্যই বলবে, তোমরা তো কেবল মিথ্যাশ্রয়ী।

٥٩- كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ
عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৫৯. এভাবেই মোহর করে দেন আল্লাহ্ তাদের অন্তর যারা জানে না।

٦٠- فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ○

৬০. অতএব আপনি সব্‌র করুন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। আর আপনাকে যেন কখনো বিচলিত না করে তারা যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়।

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ২৩, ২৪, ২৫

٢٣- وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ط
اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ
فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

২৩. আর কেউ কুফ্‌রী করলে, তার কুফ্‌রী যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর আমি তাদের অবহিত করব তারা যা করত তা। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত, সে সম্বন্ধে যা রয়েছে অন্তরে।

٢٤- نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا
ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

২৪. আমি তাদের উপভোগ করতে দেব স্বল্পকালের জন্য। তারপর আমি তাদের বাধ্য করব কঠিন শাস্তি ভোগ করতে।

www.pathagar.com

২৫. আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন ঃ কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন ? তাহলে অবশ্যই তারা বলবে ঃ আল্লাহ্। আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

٢٥- وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

সূরা সাজ্‌দা, ৩২ ঃ ২, ৩, ২৩, ২৪, ২৫, ২৮, ২৯, ৩০

২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে, রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে, এতে নেই কোন সন্দেহ।

٢- تَنْزِيلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ
مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِينَ ○

৩. তবে কি তারা বলে, সে (মুহাম্মদ) নিজে এ কিতাব রচনা করে নিয়েছে ? না, বরং এ আপনার রবের তরফ থেকে আগত সত্য, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন এক কাওমকে, আসেনি যাদের কাছে কোন সতর্ককারী আপনার আগে। হয়ত তারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে।

٣- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰىهُ ۚ
بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ
لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ
قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ○

২৩. আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, সুতরাং আপনি সন্দেহ করবেন না তার সাক্ষাতের। আর আমি করেছিলাম সে কিতাবকে হিদায়েত বনূ ইস্‌রাঈলের জন্য।

٢٣- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ
فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ
وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَآءِيلَ ○

২৪. আর আমি মনোনীত করেছিলাম তাদের মধ্য থেকে নেতা, যারা পথ দেখাত আমার নির্দেশ অনুসারে। কেননা তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় প্রত্যয়ী।

٢٤- وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُونَ
بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ
وَكَانُوا بِآيٰتِنَا يُوقِنُونَ ○

২৫. নিশ্চয়ই আপনার রবই ফয়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে তা।

٢٥- إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

২৮. আর তারা বলে, কখন হবে এ ফয়সালা, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে বল।

٢٨- وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ
إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ○

www.pathagar.com

২৯. আপনি বলুন ঃ ফয়সালার দিনে কাফিরদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদের অবকাশ ও দেয়া হবে না।

٢٩- قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

৩০. অতএব আপনি অগ্রাহ্য করুন তাদের এবং অপেক্ষা করুন, তারা তো অপেক্ষারত।

٣٠- فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ○

সূরা আহ্যাব, ৩৩ ঃ ১, ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ২১, ২৮, ২৯, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩

১. হে নবী! আপনি ভয় করুন আল্লাহ্‌কে এবং আনুগত্য করবেন না কাফিরদের ও মুনাফিকদের নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্‌মতওয়ালা।

١-يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

২. আর অনুসরণ করুন, যা ওহী করা হয় আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে তার। নিশ্চয় আল্লাহ্ যা কিছু তোমরা কর, সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

٢- وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

৩. আর আপনি ভরসা করুন আল্লাহ্‌র উপর এবং আল্লাহ্-ই যথেষ্ট কর্মসম্পাদন-কারীরূপে।

٣- وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

৬. নবী (মুহাম্মদ) ঘনিষ্টতর মু'মিনদের কাছে তাদের নিজেদের চাইতে এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মা। আর আত্মীয়রা পরস্পর পরস্পরের নিকটতর আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী, অন্যান্য মু'মিন ও মুহাজিরদের চাইতে। তবে তোমরা যদি আনুকূল্য প্রদর্শন করতে চাও তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি তা করতে পার। কিতাবে তা লিপিবদ্ধ আছে।

٦- اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ○

৭. আর স্মরণ করুন, আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম নবীদের থেকে এবং

٧- وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ

www.pathagar.com

আপনার থেকে আর নূহ্, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা ইব্ন মারইয়াম থেকেও গ্রহণ করেছিলাম তাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার—

مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۪ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

৮. জিজ্ঞাসা করার জন্য সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদীতা সম্বন্ধে। আর তিনি প্রস্তুত রেখেছেন কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

٨- لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

২১. আর তোমাদের মাঝে যারা আশা রাখে আল্লাহ্ ও আখিরাতে এবং স্মরণ করে আল্লাহ্কে বেশী বেশী, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে উত্তম আদর্শ।

٢١- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ○

২৮. হে নবী! আপনি বলুন ঃ আপনার স্ত্রীদের, তোমরা যদি চাও পার্থিব জীবন এবং এর ভূষণ তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেব এবং বিদায় করে দেব তোমাদের সৌজন্যের সাথে।

٢٨- يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ○

২৯. আর যদি তোমরা চাও আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আখিরাত, তবে তো আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা নেক্কার, তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার।

٢٩- وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

৩৬. আর কোন পুরুষ কিম্বা মু'মিন নারীর নেই কোন ইখ্তিয়ার সে বিষয়, যে বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নির্দেশ দেন। আর কেউ নাফরমানী করলে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, সে তো স্পষ্টই গুমরাহ হবে।

٣٦- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ○

৩৭. আর স্মরণ করুন, আপনি বলেছিলেন, তাকে, যাকে অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ্ এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন ঃ তুমি সম্পর্ক বজায় রাখ তোমার স্ত্রীর সাথে এবং ভয় কর আল্লাহ্কে। আর আপনি যা গোপন করেছিলেন আপনার

٣٧- وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ

www.pathagar.com

وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ۗ
فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا
لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ
فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ
اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ
وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

অন্তরে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন এবং আপনি লোকভয় করেছিলেন অথচ আপনার জন্য অধিক সংগত আল্লাহ্কে ভয় করা। তারপর যখন ছিন্ন করে দিল যায়িদ বিবাহ সম্পর্ক যয়নাবের সাথে, এরপর আমি তাকে বিয়ে দিলাম আপনার সাথে, যাতে কোন বিঘ্ন না হয় বিয়ে করতে মু'মিনদের জন্য তাদের পোষ্য স্ত্রীদের, যখন তারা তাদের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করে। আর আল্লাহ্র ফয়সালা কার্যকরী হয়েই থাকে।

٣٨- مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ
فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ۗ سُنَّةَ اللّٰهِ
فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ
وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ○

৩৮. নবীর জন্য কোন বাধা নেই আল্লাহ্ যা তার জন্য বিধিসঙ্গত করেছেন তা করতে। এরূপই ছিল আল্লাহ্র বিধান, যারা পূর্বে গত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও। আর আল্লাহ্র ফয়সালা তো সুনির্ধারিত।

٣٩- الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ
وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ۗ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

৩৯. তারা প্রচার করত আল্লাহ্র বাণী, ভয় করত আল্লাহ্কে এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করত না। আল্লাহ্ই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণে।

٤٠- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ
وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۗ
وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

৪০. মুহাম্মদ পিতা নন তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

٤٥- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ
شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ○

৪৫. হে নবী! আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সাক্ষীরূপে। সুসংবাদদাতারূপে ও সতর্ককারীরূপে,

٤٦- وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ
وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ○

৪৬. আর পাঠিয়েছি আপনাকে আহ্বান-কারীরূপে আল্লাহ্র দিকে তাঁরই নির্দেশে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

٤٧- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ
مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ○

৪৭. আর আপনি সুসংবাদ দিন মু'মিনদের যে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র কাছে মহাঅনুগ্রহ।

৪৮. আর আপনি মানবেন না কাফির ও মুনাফিকদের কথা এবং উপেক্ষা করুন তাদের নির্যাতন, ভরসা করুন আল্লাহ্‌র উপর। আর আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট কর্ম-সম্পাদনকারীরূপে।

٤٨- وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

৫০. হে নবী! আমি হালাল করেছি আপনার জন্য আপনার স্ত্রীদের, যাদের আপনি দিয়েছেন মাহ্‌র এবং হালাল করেছি আপনার জন্য ফায়* হিসেবে আল্লাহ্‌ আপনাকে যা দান করেছেন, তাদের মধ্যে যারা আপনার মালিকানাধীন আছে তাদেরকে এবং বিয়ের জন্য হালাল করেছি চাচাত বোন, ফুফাত বোন, মামাত বোন ও খালাত বোনকে-যারা হিজরত করেছে আপনার সাথে। আর হালাল করেছি এমন মু'মিন নারীকে যে নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী যাকে বিয়ে করতে চান, তবে এটি শুধু আপনার জন্য, অন্য কোন মু'মিনের জন্য নয়। আমি ভাল জানি, যা আমি নির্ধারিত করেছি তাদের ব্যাপারে, তাদের স্ত্রীদের সম্বন্ধে এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীদের সম্বন্ধে, যাতে আপনার কোন অসুবিধা না হয় আর আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٠- يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ؗ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْۤ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৫১. আপনি দূরে রাখতে পারেন আপনার স্ত্রীদের থেকে যাকে চান এবং আপনার কাছে রাখতে পারেন যাকে চান। কিন্তু যাকে আপনি দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই। এ বিধান এ জন্য যে, এতে তারা তুষ্ট হবে এবং তারা দুঃখ পাবে না আর তারা সবাই সন্তুষ্ট থাকবে, যা আপনি তাদের দেবেন তাতে। আর আল্লাহ্‌

٥١- تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْۤ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَاۤ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ

* বিনাযুদ্ধে প্রাপ্তবস্তু।

www.pathagar.com

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ○

জানেন, যা রয়েছে তোমাদের অন্তরে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

٥٢- لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ
وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ
وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ
اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۗ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ○

৫২. হালাল নয় আপনার জন্য কোন নারী এরপর এবং হালাল নয় আপনার জন্য আপনার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা, যদিও আপনাকে মুগ্ধ করে তাদের সৌন্দর্য, তবে আপনার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপার স্বতন্ত্র। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

٥٣- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا
بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ
غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ
فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا
وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۗ
اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۫
وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ۗ
وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ
مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۗ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ
وَقُلُوْبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا
رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ
مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ۗ
اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ○

৫৩. ওহে যারা ঈমান এনেছে! তোমরা প্রবেশ করো না নবী গৃহে আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে, তোমাদের আহার্য গ্রহণের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত, কিন্তু যদি তোমাদের আহ্বান করা হয়, তবে তোমরা প্রবেশ করবে এবং যখন তোমাদের খাওয়া শেষ হবে তখন তোমরা চলে যাবে কথাবার্তায় মশগুল না হয়ে। কারণ তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে পীড়া দেয় এবং তিনি লজ্জাবোধ করেন তোমাদের উঠিয়ে দিতে। কিন্তু আল্লাহ্ লজ্জাবোধ করেন না সত্য প্রকাশে। আর যখন তোমরা কোন কিছু চাইবে নবীর স্ত্রীদের কাছে, তখন তোমরা এদের কাছে চাইবে পর্দার অন্তরাল থেকে। এ নিয়ম অধিকতর পবিত্রতাকারী তোমাদের জন্য ও তাদের হৃদয়ের জন্য। তোমাদের জন্য সঙ্গত নয় আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং তোমাদের জন্য কখনও বৈধ নয় বিবাহ করা তাঁর স্ত্রীদের তাঁর মৃত্যুর পর। নিশ্চয়ই এরূপ করা আল্লাহ্র কাছে ঘোরতর অপরাধ।

٥٤- اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

৫৪. তোমরা কোন কিছু প্রকাশ কর অথবা তা গোপন কর আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

www.pathagar.com

٥٦- اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

৫৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্‌তারা দু'আ করেন নবীর জন্য। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দুরূদ পাঠ কর তাঁর প্রতি এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ কর।

٥٧- اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ
وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

৫৭. নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে, আল্লাহ্ তাদের লা'নত করেন দুনিয়া ও আখিরাতে আর তিনি প্রস্তুত রেখেছেন তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।

٥٩- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ
وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ
يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ
ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৫৯. হে নবী! আপনি বলুন, আপনার স্ত্রীদের, আপনার কন্যাদের এবং মু'মিনদের নারীদের তারা যেন টেনে দেয় তাদের নিজেদের উপর চাদরের কিছু অংশ। এতে সহজতর হবে তাদের চেনা, ফলে তারা উত্ত্যক্ত হবে না। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦٠- لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ
فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ
وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ
ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৬০. যদি না বিরত থাকে মুনাফিরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা আর যারা গুজব রটায় শহরে-নগরে তারা, আমি অবশ্যই আপনাকে প্রবল করব তাদের বিরুদ্ধে, তারপর তারা আপনার প্রতিবেশীরূপে এ নগরীতে অল্প সময়ই থাকবে-

٦١- مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا
اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ۝

৬১. অভিশপ্ত হয়ে, যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে সেখানেই তাদের পাকড়াও করা হবে এবং হত্যা করা হবে নির্দয়ভাবে।

٦٢- سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ
وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝

৬২. এরূপই ছিল আল্লাহ্‌র রীতি, যারা গত হয়েছে আগে, তাদের ব্যাপারেও। আর আপনি কখন পাবেন না আল্লাহ্‌র রীতিতে কোন পরিবর্তন।

٦٣- يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ؕ
قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ

৬৩. আপনাকে জিজ্ঞাসা করে লোকেরা কিয়ামত সম্পর্কে। বলুন ঃ এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই কাছে। আর কি

www.pathagar.com

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ○

করে আপনি জানবেন, হয়ত কিয়ামত শিগ্‌গীরই হয়ে যেতে পারে।

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩, ৬, ৭, ৮, ২৮, ২৯, ৩০, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

٣- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ
قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۙ عَالِمِ الْغَيْبِ ۖ
لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ
وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ○

৩. আর কাফিররা বলে, আসবে না আমাদের কাছে কিয়ামত। আপনি বলুন ঃ হাঁ, আসবেই, কসম আমার রবের! অবশ্যই তা আসবে তোমাদের কাছে। তিনি সম্যক অবহিত গায়েব সম্বন্ধে। তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু আসমানে আর না যমীনে, কিংবা তার চাইতে ক্ষুদ্র অথবা বড়, তার প্রত্যেকটি রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

٦- وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ
وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ○

৬. আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা জানে, যা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে তা সত্য আর তা পথ দেখায় পরাক্রমশালী, প্রশংসিত আল্লাহ্ দিকে।

٧- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ
عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ
إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ○

৭. আর যারা কুফ্‌রী করেছে তারা বলে, আমরা কি সন্ধান দেব তোমাদের এমন এক ব্যক্তির, যে তোমাদের বলে, যখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তোমরা এক নতুন সৃষ্টিরূপে আবার উত্থিত হবে ?

٨- أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۗ
بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ○

৮. সে কি মিথ্যা উদ্ভাবন করে আল্লাহ্ সম্বন্ধে অথবা সে কি পাগল ? বস্তুত যারা ঈমান রাখে না আখিরাতের প্রতি, তারা তো রয়েছে আযাবে ও ঘোরতর গুমরাহীতে।

٢٨- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

২৮. আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

www.pathagar.com

٢٩- وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ
إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

২৯. আর তারা বলে, কখন এ ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٣٠- قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ
عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ○

৩০. বলুন ঃ তোমাদের জন্য আছে নির্ধারিত দিন, যা তোমরা বিলম্বিত করতে পারবে না মুহূর্তকালও আর না ত্বরান্বিত করতে পারবে।

٤٣- وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ
عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ
وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ○

৪৩. আর যখন তিলাওয়াত করা হয় তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তখন তারা বলে, এ ব্যক্তি তো চায় বাধা দিতে তোমাদের পূর্ব পুরুষরা যার ইবাদত করত তাতে। আর তারা আরো বলে, এ তো মিথ্যা উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছু নয় এবং যারা কুফ্‌রী করেছে তাদের কাছে যখন সত্য আসে, তখন তারা বলে, এতো এক সুস্পষ্ট যাদু।

٤٤- وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا
وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ○

৪৪. আমি দেইনি তাদের এর আগে কোন কিতাব, যা তারা পাঠ করত এবং আমি পাঠাইনি তাদের কাছে আপনার আগে কোন সতর্ককারী।

٤٥- وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ
مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ○

৪৫. আর অস্বীকার করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরাও। আমি তাদের যা দিয়েছিলাম এরা তার দশভাগের এক ভাগও পায়নি, তবুও তারা অস্বীকার করছে আমার রাসূলদের। ফলে কত ভয়ঙ্কর হয়েছিল আমার শাস্তি।

٤٦- قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ
أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ
ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ
إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم
بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ○

৪৬. আপনি বলুন, আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি ঃ তোমরা দাঁড়াও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দু' দু'জন ও এক একজন করে, এরপর চিন্তা কর, নেই তোমাদের এই সাথীর মাঝে আদৌ কোন পাগলামী। তিনি তো একজন সতর্ককারী, তোমাদের জন্য আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে।

৪৭. বলুন ঃ যে বিনিময় আমি চাই তোমাদের কাছে তা তো তোমাদেরই জন্য। আমার বিনিময় তো আল্লাহ্‌র কাছে এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

٤٧- قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○

৪৮. বলুন ঃ আমার রব তো সত্য নাযিল করেন, তিনি তো গায়েব সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

٤٨- قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۖ
عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○

৪৯. বলুন ঃ এসেছে সত্য, আর অসত্য সে তো পারে না নতুন কিছু সৃষ্টি করতে আর না পারে কোন কিছু পুনরাবৃত্তি করতে।

٤٩- قُلْ جَاءَ الْحَقُّ
وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ○

৫০. বলুন ঃ আমি যদি গুমরাহ্ হই, তবে এই গুমরাহীর পরিণাম তো আমারই আর যদি হিদায়েতের উপর থাকি, তবে তা এ জন্য যে, আমার প্রতি ওহী করেন আমার রব। তিনি তো সব শোনেন, সন্নিকট।

٥٠- قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ
وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ
إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ○

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪, ৮, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ৩১

৪. আর যদি তারা অস্বীকার করে আপনাকে, তবে তো অস্বীকার করা হয়েছিল রাসূলদের আপনার আগেও। আর আল্লাহ্‌রই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে সব কিছু।

٤- وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ
رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ○

৮. যদি কাউকে তার মন্দকাজ শোভন করে দেখানো হয়, আর সে তা উত্তম মনে করে সে কি তার সমান, যে নেক্‌কাজ করে ? আল্লাহ্ গুমরাহ্ করেন যাকে চান এবং হিদায়েত দান করেন যাকে চান। অতএব আপনার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয় তাদের ব্যাপারে আক্ষেপ করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব জানেন, তারা যা করে তা।

٨- أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۚ
فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ
فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ○

২২. আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ্ শোনান যাকে চান। আর আপনি

٢٢- وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ

اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ ○

শুনাতে পারেন না তাদের, যারা রয়েছে কবরে।

٢٣- اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ○

২৩. আপনি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।

٢٤- اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ؕ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ○

২৪. আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সত্যসহ একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী-রূপে। আর নেই এমন কোন জাতি যার কাছে আসেনি কোন সতর্ককারী।

٢٥- وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ○

২৫. আর তারা যদি আপনাকে অস্বীকার করে, তবে তো অস্বীকার করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরাও। তাদের কাছে এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে।

٣١- وَالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ○

৩১. আর আমি আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি তা সত্য, যা সমর্থক পূর্ববর্তী কিতাবের। নিশ্চয় আল্লাহ্ তার বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ৬৯, ৭০, ৭৬

١- يٰسٓ ○

১. ইয়া-সীন,

٢- وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ○

২. কসম কুরআনে-হাকীমের,

٣- اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

৩. অবশ্যই আপনি তো একজন রাসূল,

٤- عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৪. আপনি আছেন সরল সঠিক পথে।

٥- تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ○

৫. এ করআন নাযিল করা হয়েছে পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্র তরফ থেকে,

٦- لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ○

৬. যাতে আপনি সতর্ক করতে করতে পারেন এমন এক কাওমকে, যাদের পিতৃপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফিল।

٧- لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৭. অবধারিত হয়েছে তাদের অধিকাংশের উপর আল্লাহ্র বাণী, ফলে তারা ঈমান আনবে না।

www.pathagar.com

৮. আমি তো পরিয়ে দিয়েছি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি, ফলে তারা উর্ধমূখী হয়ে গেছে।

٨- اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ○

৯. আর আমি স্থাপন করেছি তাদের সামনে প্রাচীর এবং তাদের পেছনেও প্রাচীর; আর তাদের আমি আচ্ছন্ন করে দিয়েছি; ফলে তারা দেখতে পায় না।

٩- وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ○

১০. আর আপনি তাদের সতর্ক করুন, আর না-ই করুন, উভয়ই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না।

١٠- وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১১. আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করতে পারেন, যে মেনে চলে উপদেশ এবং ভয় করে আল্লাহ্‌কে না দেখে। অতএব আপনি তাকে সুসংবাদ দিন ক্ষমা ও মহা-পুরস্কারের।

١١- اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ○

৬৯. আর আমি শিখাইনি তাকে (রাসূলুল্লাহ্‌কে) কবিতা এবং তার জন্য এটা শোভনীয় নয়। এতো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।

٦٩- وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ○

৭০. যাতে তিনি সতর্ক করতে পারেন তাকে যে জীবিত এবং যাতে সত্য বলে সাব্যস্ত হতে পারে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা।

٧٠- لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

৭৬. আর আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তাদের কথা। আমি তো জানি, যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

٧٦- فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ২৯, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৮৬, ৮৭, ৮৮

২৯. এ কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, তা বরকতময়। যাতে মানুষ অনুধাবন করে এর আয়াতসমূহ এবং উপদেশ গ্রহণ করে বোধশক্তি-সম্পন্ন লোকেরা।

٢٩- كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

৬৫. বলুন ঃ আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আর নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া, যিনি এক প্রবল প্রতাপশালী।

٦٥- قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ
وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

৬৬. যিনি রব আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে তার, যিনি পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল।

٦٦- رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ○

৬৭. আপনি বলুন ইহা এক মহাসংবাদ,

٦٧- قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ○

৬৮. তোমরা যা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।

٦٨- أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ○

৬৯. আমার কোন জ্ঞান ছিল না সর্বোচ্চ জগত সম্পর্কে, যখন ফিরিশ্তারা বাদানুবাদ করেছিল।

٦٩- مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ
إِذْ يَخْتَصِمُونَ ○

৭০. আমার কাছে এ ওহী করা হয় যে, আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

٧٠- إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

৮৬. বলুন ঃ আমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান এবং নই আমি বানোয়াটকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

٨٦- قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ○

৮৭. এ কুরআন তো উপদেশ মাত্র সারা জাহানের জন্য।

٨٧- إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ○

৮৮. আর অবশ্যই তোমরা অবগত হবে এর সংবাদ কিছুকাল পরে।

٨٨- وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ○

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ১, ২, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ৩০, ৩১, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৬৪, ৬৫, ৬৬

১. নাযিল করা হয়েছে এ কিতাব আল্লাহ্র তরফ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

١- تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ○

২. নিশ্চয় আমি নাযিল করেছি এ কিতাব আপনার প্রতি সত্যসহ, সুতরাং ইবাদত করুন আল্লাহ্র, তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে।

٢- إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ○

১০. আপনি বলে দিন ঃ হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছ। তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে। যারা উত্তম কাজ

١٠- قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ

www.pathagar.com

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ
إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

করে এ দুনিয়ায়, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ আর আল্লাহ্‌র যমীন প্রশস্ত। বস্তুত পরিপূর্ণ পুরস্কার দেয়া হবে সবরকারীদের অপরিমিত।

١١- قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ
مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ○

১১. বলুন ঃ আমি তো আদিষ্ট হয়েছি ইবাদত করতে আল্লাহ্‌র, তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে,

١٢- وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ○

১২. আরো আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন হই প্রথম মুসলিম।

١٣- قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ
رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○

১৩. বলুন ঃ আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির, যদি আমি অবাধ্য হই আমার রবের।

١٤- قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ
مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ○

১৪. আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্‌রই আমি ইবাদত করি, তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে।

١٥- فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۗ
قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ
أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ○

১৫. আর তোমরা ইবাদত কর, যার ইচ্ছা তার, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে। বলুন ঃ নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা ক্ষতি করে নিজেদের ও নিজেদের পরিবার বর্গের, কিয়ামতের দিন। জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

٣٠- إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ○

৩০. আপনি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।

٣١- ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ○

৩১. অবশেষে তোমরা কিয়ামতের দিন, তোমাদের রবের সামনে বাক বিতণ্ডা করবে।

٣٦- أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ
وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ○

৩৬. আল্লাহ্ কি যথেষ্ট নন তাঁর বান্দার জন্য ? অথচ তারা আপনাকে ভয় দেখায় আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরের। আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন আল্লাহ্, নেই তার জন্য কো পথপ্রদর্শক।

٣٧- وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ۗ
أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ○

৩৭. আর যাকে হিদায়েত দান করেন আল্লাহ্, নেই তার জন্য কোন পথ-ভ্রষ্টকারী। আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা নন ?

www.pathagar.com

৩৮. আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন ঃ কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন ? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ্। আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা যাদের পূজা কর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে, আল্লাহ্ আমার কোন অনিষ্ট করতে চাইলে, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে ? অথবা আল্লাহ্ আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করতে চাইলে, তারা কি সে অনুগ্রহ ঠেকাতে পারবে ? বলুন ঃ আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। তাঁরই উপর ভরসা করে নির্ভরকারীরা।

٣٨- وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ
قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ
هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ
هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

৩৯. আপনি বলুন ঃ হে আমার কাওম! তোমরা কাজ করতে থাক নিজনিজ স্থানে থেকে আমিও কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে—

٣٩- قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

৪০. কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, আর আপতিত হবে কার উপর স্থায়ী শাস্তি।

٤٠- مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ
وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

৪১. আমি তো নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব লোকদের জন্য সত্যসহ। আর যে কেউ সৎপথ অবলম্বন করে, সে তো করে নিজেরই জন্য। আর যে বিপথগামী হয়, সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং আপনি তাদের যিম্মাদার নন।

٤١- اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ
فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ
وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

৬৪. আপনি বলুন ঃ হে মূর্খরা ! তোমরা কি আমাকে হুকুম করছ ইবাদত করতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ?

٦٤- قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْۤ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ○

৬৫. আর অবশ্যই ওহী করা হয়েছে আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি যদি আপনি শরীক করেন আল্লাহ্‌র সাথে, অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে আপনার কাজ এবং অবশ্যই আপনি শামিল হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের।

٦٥- وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ
لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

www.pathagar.com

৬৬. অতএব আপনি ইবাদত করুন আল্লাহ্‌রই এবং হন শোকরগুযারদের শামিল।

٦٦- بَلِ اللّٰهَ فَاعۡبُدۡ وَكُنۡ مِّنَ الشّٰكِرِيۡنَ ○

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৬, ৭৭, ৭৮

৬৬. আপনি বলুন ঃ আমাকে নিষেধ করা হয়েছে ইবাদত করতে তাদের, যাদের তোমরা পূজা কর আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যখন এসেছে আমার কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আমার রবের তরফ থেকে। আর আমি আদিষ্ট হয়েছি আত্মসমর্পণ করতে রাব্বুল আলামীনের কাছে।

٦٦- قُلۡ اِنِّیۡ نُهِيۡتُ اَنۡ اَعۡبُدَ الَّذِيۡنَ
تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ
لَمَّا جَآءَنِیَ الۡبَيِّنٰتُ مِنۡ رَّبِّیۡ ز
وَ اُمِرۡتُ اَنۡ اُسۡلِمَ لِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ○

৭৭. অতএব আপনি সবর করুন। আল্লাহ্‌র ওয়াদা তো সত্য। যদি আপনাকে আমি দেখিয়ে দেই, যে ওয়াদা আমি আপনাকে দেই, তার কতক অথবা আপনাকে মৃত্যু দেই, তবে আমারই কাছে তো প্রত্যাবর্তন।

٧٧- فَاصۡبِرۡ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ ج
فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعۡضَ الَّذِیۡ نَعِدُهُمۡ
اَوۡ نَتَوَفَّيَنَّكَ
فَاِلَيۡنَا يُرۡجَعُوۡنَ ○

৭৮. আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনার আগে অনেক রাসূল, যাদের কতকের কথা আমি বিবৃত করেছি আপনার কাছে এবং কতকের কথা বিবৃত করিনি আপনার কাছে আর কোন রাসূলের কাজ নয় যে, সে উপস্থিত করবে কোন মু'জিযা আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া। যখন আসবে আল্লাহ্‌র আদেশ, তখন ফয়সালা হয়ে যাবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে তখন বাতিলপন্থীরা।

٧٨- وَ لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا رُسُلًا مِّنۡ قَبۡلِكَ
مِنۡهُمۡ مَّنۡ قَصَصۡنَا عَلَيۡكَ
وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ لَّمۡ نَقۡصُصۡ عَلَيۡكَ ط
وَمَا كَانَ لِرَسُوۡلٍ اَنۡ يَّاۡتِیَ بِاٰيَةٍ
اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ ج فَاِذَا جَآءَ اَمۡرُ اللّٰهِ
قُضِیَ بِالۡحَقِّ
وَخَسِرَ هُنَالِكَ الۡمُبۡطِلُوۡنَ ○

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দা, ৪১ ঃ ৬, ৭, ৪৩, ৪৪, ৫২, ৫৩

৬. বলুন ঃ আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। অতএব তোমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক তাঁর পথে এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর তাঁরই কাছে। আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য,

٦- قُلۡ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثۡلُكُمۡ يُوۡحٰۤى اِلَیَّ
اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسۡتَقِيۡمُوۡۤا
اِلَيۡهِ وَاسۡتَغۡفِرُوۡهُ ط
وَوَيۡلٌ لِّلۡمُشۡرِكِيۡنَ ○

৭. যারা যাকাত দেয় না এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।

٧- الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

৪৩. আপনার সম্বন্ধে তো তা-ই বলা হয়, যা বলা হত আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে। নিশ্চয় আপনার রব পরম ক্ষমাশীল, কঠিন শাস্তিদাতা।

٤٣- مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ○

৪৪. আর যদি আমি করতাম এ কুরআনকে আজমী, তাহলে অবশ্যই তারা বলত, কেন বিশদভাবে বিবৃত করা হয়নি এর আয়াতসমূহ ? কি আশ্চর্য, এ কুরআন আজমী, আর নবী আরবী ! বলুন ঃ এ কুরআন মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও শিক্ষা। আর যারা ঈমান আনেনি, তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং এ কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব। এরা এমন যে, যেন এদের ডাকা হচ্ছে বহু দূর থেকে।

٤٤- وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ○

৫২. আপনি বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি এ কুরআন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এসে থাকে এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর, তবে তার চাইতে অধিক বিভ্রান্ত কে, যে রয়েছে ঘোর বিরুদ্ধাচরণে ?

٥٢- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ○

৫৩. অবশ্যই আমি তাদের দেখাব আমার নিদর্শনাবলী দিক-দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মাঝেও, ফলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে তাদের কাছে যে, এ কুরআনই সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় আপনার রব সম্পর্কে যে, তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত ?

٥٣- سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৩, ৭, ১০, ১৫, ২৩, ২৪, ৪৮, ৫২, ৫৩

৩. এভাবেই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ ওহী করেন আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি।

٣- كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

www.pathagar.com

৭. আর এভাবেই আমি ওহী করেছি আপনার প্রতি কুরআন আরবী ভাষায়, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন মক্কা ও এর চারপাশের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পারেন কিয়ামতের দিন সম্পর্কে, যাতে নেই কোন সন্দেহ। সেদিন একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

٧- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ
قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى
وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ
لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ
وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ○

১০. আর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ কর না কেন, তার ফয়সালা তো আল্লাহ্‌রই কাছে। তিনিই আল্লাহ্, আমার রব, তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই অভিমুখী আমি।

١٠- وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَىْءٍ
فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّىْ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖۗ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ○

১৫. আর আপনি আহবান করুন, দীনের দিকে এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকুন তাতে, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন, আর অনুসরণ করবেন না তাদের খেয়াল খুশীর। আর বলুন ঃ আমি ঈমান রাখি, আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন তাতে এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি ন্যায়বিচার করতে তোমাদের মাঝে। আল্লাহ্‌ই আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। নেই কোন বিবাদ আমাদের ও তোমাদের মাঝে। আল্লাহ্‌ই একত্র করবেন আমাদের এবং তাঁরই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন।

١٥- فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ
كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ
وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ
وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ
اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ
لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ
لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ
اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ
وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

২৩. আল্লাহ্ জান্নাতের এ সুসংবাদ দেন তার সে সব বান্দাদের, যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে। আপনি বলুন ঃ আমি চাই না তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান সৌহার্দ ছাড়া। আর যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি বাড়িয়ে দেই তার জন্য তাতে কল্যাণ।

٢٣- ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ
قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى
الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا
حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী।

২৪. তারা কি বলে ঃ সে (মুহাম্মদ) আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে ? যদি তাই হত, তবে আল্লাহ্ মিটিয়ে দেন বাতিল এবং প্রতিষ্ঠিত করেন হক, নিজ বাণী দিয়ে। নিশ্চয় তিনি সবিশেষ অবহিত সে বিষয়ে, যা রয়েছে অন্তরে।

٢٤- اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

৪৮. তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমি তো পাঠাইনি আপনাকে তাদের জন্য রক্ষক করে। আপনার কাজ তো কেবল বাণী পৌঁছে দেয়া। আর আমি যখন আস্বাদন করাই মানুষকে আমার তরফ থেকে অনুগ্রহ, তখন সে তাতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন আপতিত হয় তাদের উপর বিপদ আপদ, তাদের কৃতকর্মের দরুন, তবে মানুষ তো অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

٤٨- فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۗ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ۗ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ○

৫২. আর এভাবেই আমি ওহী করেছি আপনার প্রতি কুরআন আমার নির্দেশে। আপনি তো জানতেন না কিতাব কি আর ঈমান কি ! পক্ষান্তরে আমি করেছি এ কুরআনকে আলো, হিদায়েত দান করি আমি তা দিয়ে যাকে চাই আমাদের বান্দাদের থেকে। আর আপনি তো দেখান কেবল সরল পথ-

٥٢- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۗ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۗ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

৫৩. সেই আল্লাহ্ পথ, যিনি মালিক আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুর। জেনে রাখ, আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করে সব বিষয়।

٥٣- صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ○

সূরা যুখ্‌রুফ, ৪৩ ঃ ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫,

৪০. আপনি কি শুনাতে পারেন বধিরকে ? অথবা আপনি কি সৎপথে পরিচালিত

٤٠- اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ

وَمَنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

করতে পারেন অন্ধকে এবং তাকে যে রয়েছে স্পষ্ট গুমরাহীতে ?

٤١- فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ
فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ○

৪১. আর আমি যদি আপনাকে নিয়ে যাই, তবুও আমি তাদের শাস্তি দেবই,

٤٢- اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِيْ وَعَدْنٰهُمْ
فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ○

৪২. অথবা আমি যদি আপনাকে তা প্রত্যক্ষ করাই, যে শাস্তির ভয় আমি তাদের দেখিয়েছি তা, বস্তুত আমি তাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

٤٣- فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ
اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৪৩. অতএব আপনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন, যে ওহী আপনার প্রতি করা হয় তা। আপনি তো আছেন সরল সঠিক পথে।

٤٤- وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ
وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ○

৪৪. আর এ কুরআন তো উপদেশ আপনার ও আপনার কাওমের জন্য, অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে এ ব্যাপারে।

٤٥- وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ
اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ○

৪৫. আপনি জিজ্ঞেস করুন, আপনার আগে যে রাসূলদের পাঠিয়েছিলাম তাদের ঃ আমি কি স্থির করেছিলাম দয়াময় আল্লাহ্ ছাড়া দেবতাদের, যাদের পূজা করা যায় ?

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ১৩, ১৪, ৫৮, ৫৯

١٣- اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى
وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ○

১৩. কেমন করে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে ? এসেছে তো তাদের কাছে এক স্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী রাসূল।

١٤- ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ
وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ○

১৪. পরে তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, সে তো এক শিক্ষাপ্রাপ্ত পাগল।

٥٨- فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

৫৮. আর আমি তো সহজ করে দিয়েছি এ কুরআনকে আপনার ভাষায়, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

٥٩- فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ○

৫৯. সুতরাং আপনি অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা রত।

www.pathagar.com

١٧- وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ
فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ
مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۗ
اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

١٨- ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ
فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

١٩- اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ
شَيْـًٔا ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ
اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ○
٢٠- هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى
وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

٤- قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ
اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۗ
اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ
مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

٥- وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ

www.pathagar.com

কিছুকে, যে সাড়া দিবে না তার ডাকে
কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ? আর তারা
ওদের ডাক সম্বন্ধে গাফিল।

৬. আর যখন কিয়ামতের দিন একত্র করা
হবে মানুষকে, তখন এ দেবতারা হবে
তাদের শত্রু এবং তারা তাদের ইবাদত
অস্বীকার করবে।

৭. আর যখন তিলাওয়াত করা হয় তাদের
কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তখন
যারা প্রত্যাখ্যান করেছে সত্যকে তাদের
কাছে আসার পরে, তারা বলে, এতো
সুস্পষ্ট যাদু।

৮. তবে কি তারা বলে ঃ (মুহাম্মদ) এ
কুরআন নিজে রচনা করে নিয়েছে ?
বলুন ঃ যদি আমি তা উদ্ভাবন করে
থাকি, তবে তো তোমরা কিছুতেই রক্ষা
করতে পারবে না আমাকে আল্লাহ্‌র
শাস্তি থেকে। আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত
সে বিষয়ে, যাতে তোমরা আলোচনায়
লিপ্ত আছ। তিনি সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট
আমার ও তোমাদের মাঝে। আর তিনি
পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯. বলুন ঃ আমি তো কোন নতুন রাসূল নই
এবং আমি জানি না কি করা হবে আমার
ও তোমাদের ব্যাপারে। আমি তো
কেবল অনুসরণ করি তা, যা আমার
প্রতি ওহী করা হয়। আর আমি তো
কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

১০. আপনি বলুন ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ
কি যদি এ কুরআন আল্লাহ্‌র তরফ
থেকে হয় এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান
কর, অথচ সাক্ষ্য দিয়েছে একজন সাক্ষী
বনূ ইস্‌রাঈল থেকে-এর অনুরূপ
কিতাব সম্পর্কে এবং ঈমান এনেছে,
আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর ?

www.pathagar.com

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না যালিম কাওমদের।

٢٩- وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا
مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا
فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا
إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ○

২৯. আর স্মরণ করুন, আমি আকৃষ্ট করেছিলাম আপনার প্রতি একদল জিন্‌কে, যারা মনোযোগ সহকারে শুনছিল কুরআন পাঠ। তারপর যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল, তখন তারা বলল ঃ চুপ করে শোন। এরপর যখন কুরআন পাঠ শেষ হয়ে গেল, তখন তারা ফিরে গেল তাদের কাওমের কাছে সতর্ককারীরূপে।

٣٠- قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا
كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي
إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ○

৩০. তারা বলল ঃ হে আমাদের কাওম! আমরা তো শুনেছি এমন এক কিতাবের পাঠ, যা নাযিল করা হয়েছে মূসার পরে, সমর্থকরূপে এর পূর্ববর্তী কিতাবের এবং তা হিদায়েত দান করে সত্য ও সরল সঠিক পথে।

٣١- يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ
وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ
وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ○

৩১. হে আমাদের কাওম! তোমরা সাড়া দাও আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারীর ডাকে এবং ঈমান আন তার প্রতি তিনি ক্ষমা করবেন তোমাদের পাপ এবং বাঁচাবেন তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে।

٣٢- وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ
فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ
أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○

৩২. আর যদি কেউ সাড়া না দেয় আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারীর ডাকে, তবে সে ব্যর্থ করতে পারবে না পৃথিবীতে তাকে এবং নেই তার জন্য তিনি ছাড়া কোন সাহায্যকারী, তারা তো রয়েছে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে।

٣٥- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ
مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ
كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ
لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ

৩৫. অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর আপনি তাদের জন্য ত্বরা করবেন না। যেদিন তারা দেখবে, তাদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন অবস্থান

www.pathagar.com

করেনি দিনের এক মুহূর্তের বেশী। এ এক ঘোষণা, ফাসিক সম্প্রদায় ছাড়া আর কাউকে ধ্বংস করা হবে না।

بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ
اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ২, ১৩, ১৬, ২০, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩

২. আর যারা ঈমান আনে, নেকআমল করে এবং ঈমান আনে তাতে, যা নাযিল করা হয়েছে মুহাম্মদের প্রতি, আর তা-ই সত্য, তাদের রবের তরফ থেকে, তিনি ক্ষমা করবেন তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং শোধরে দেবেন তাদের অবস্থা।

٢-وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ
وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ
سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ○

১৩. আর কত জনপদ ছিল অতি শক্তিশালী আপনার জনপদ থেকে, যেখান থেকে তারা আপনাকে বের দিয়েছে আমি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি আর ছিল না কোন সাহায্যকারী তাদের জন্য।

١٣- وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً
مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْٓ اَخْرَجَتْكَ ۚ
اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ○

১৬. আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা কান পেতে থাকে আপনার প্রতি, তারপর যখন তারা বেরিয়ে যায় আপনার কাছ থেকে, তখন তারা তাদের বলে, যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে ঃ এইমাত্র সে কি বলল ? আল্লাহ্ তাদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে।

١٦- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ
حَتّٰٓى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ
قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۗ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ
وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ○

২০. আর যারা ঈমান এনেছে, তারা বলে ঃ কেন নাযিল করা হয় না একটা সূরা ? তারপর যখন নাযিল করা হয় কোন সূরা, যা দ্ব্যর্থহীন এবং যাতে উল্লেখ রয়েছে যুদ্ধের, তখন আপনি দেখবেন তাদের, যাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি, তারা তাকাচ্ছে আপনার দিকে মৃত্যু ভয়ে শংকিত মানুষের মত। শোচনীয় পরিণাম তাদের জন্য!

٢٠- وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا
نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ
مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ
الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ
اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ
مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَاَوْلٰى لَهُمْ ○

www.pathagar.com

٢٩- اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ
مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ○

٣٠- وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ
بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ○

٣١- وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ
مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ
وَنَبْلُوَاْ اَخْبَارَكُمْ ○

٣٢- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ
شَيْـًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ○

٣٣- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ
وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ

١- اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ○

٢- لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ
وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ

www.pathagar.com

প্রতি, আর পরিচালিত করেন আপনাকে সরল সঠিক পথে।

৩. এবং আল্লাহ্ সাহায্য করেন আপনাকে বিরাট সাহায্য।

৮. আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ক-কারীরূপে,

৯. যাতে তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং শক্তি যোগাও রাসূলকে ও সম্মান কর তাকে; আর তাসবীহ্ কর আল্লাহ্র সকাল-সন্ধ্যায়।

১০. নিশ্চয় যারা আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করে, তারা তো বায়'আত গ্রহণ করে আল্লাহ্র হাতে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর। তারপর যে তা ভঙ্গ করে, সে তো তা ভঙ্গ করে নিজেরই অকল্যাণের জন্য। আর যে পূরণ করে আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত ওয়াদা, আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে দেবেন মহা-পুরস্কার।

১১. শিগ্গীরই আপনাকে বলবে পেছনে থেকে যাওয়া মরুবাসীরা, আমাদের ব্যস্ত রেখেছিল আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন। অতএব আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন আমাদের জন্য। তারা মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। আপনি বলুন ঃ কে নিবৃত্ত করবে আল্লাহ্কে, যদি তিনি তোমাদের কারো ক্ষতি করতে ইচ্ছা করেন অথবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করেন। বস্তুত আল্লাহ্, যা তোমরা কর, সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

১২. বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, কখনো ফিরে আসবেন না রাসূল ও

www.pathagar.com

মু'মিনরা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে এবং এ ধারণা শোভন করা হয়েছিল তোমাদের মনে। আর তোমরা মন্দ ধারণা পোষণ করেছিলে। এবং তোমরা তো এক ধ্বংসমুখী কাওম।

১৩. আর যে ঈমান আনে না আল্লাহ্‌র প্রতি ও রাসূলের প্রতি, আমি অবশ্যই প্রস্তুত রেখেছি সে সব কাফিরদের জন্য জাহান্নাম।

১৫. শিগ্‌গীরই বলবে পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা, যখন তোমরা যাবে গণীমতের মাল সংগ্রহ করতে ঃ যেতে দাও আমাদের তোমাদের সাথে। তারা চায় বদলে দিতে আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি। আপনি বলুন ঃ কিছুতেই তোমরা আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। এরূপ ঘোষণা করেছেন আল্লাহ্‌ পূর্বেই। তখন তারা অবশ্যই বলবে ঃ বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। আসলে তারা খুব কমই অনুধাবন করে।

১৬. আপনি বলুন পেছনে থেকে যাওয়া মরুবাসীদের ঃ শিগ্‌গীরই তোমাদের ডাকা হবে যুদ্ধের জন্য এক প্রবল-পরাক্রান্ত কাওমের বিরুদ্ধে। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে। যদি তোমরা মেনে চল এ নির্দেশ, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের দেবেন উত্তম পুরস্কার। কিন্তু যদি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, যেমন তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলে এর আগে, তাহলে তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৮. আল্লাহ্‌ তো সন্তুষ্ট হলেন মু'মিনদের প্রতি, যখন তারা বায়'আত গ্রহণ করল

www.pathagar.com

اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ○

আপনার কাছে বৃক্ষতলে। তিনি জানতেন যা ছিল তাদের অন্তরে। তিনি নাযিল করলেন তাদের প্রতি প্রশান্তি এবং দান করলেন তাদের এক আসন্ন বিজয়,

১৯- وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ط وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

১৯. আর বিপুল পরিমাণ গণীমতের মাল, যা তারা সংগ্রহ করবে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

২৬- اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَ اَهْلَهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ○

২৬. যখন পোষণ করত কাফিররা তাদের অন্তরে হটকারিতা-জাহিলী যুগের হটকারিতা, তখন নাযিল করলেন আল্লাহ্ স্বীয় প্রশান্তি তাঁর রাসূলের প্রতি এবং মু'মিনদের প্রতি এবং তাদের সুদৃঢ় করলেন তাক্‌ওয়ার বাক্যে আর তারাই ছিল এর জন্য অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

২৭- لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ج لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ لا مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ لا لَا تَخَافُوْنَ ط فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ○

২৭. নিশ্চয় যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি, অবশ্যই তোমরা প্রবেশ করবে নিরাপদে মসজিদে-হারামে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, তোমাদের কেউ কেউ মাথা মুণ্ডাবে আর কেউ কেউ চুল ছোট করবে, তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আর আল্লাহ্ জানেন, যা তোমরা জান না। এছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক নিকট বিজয়।

২৮- هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

২৮. তিনিই পাঠিয়েছেন তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও সত্য দীনসহ, যেন তিনি সে দীনকে বিজয়ী করেন সমস্ত দীনের উপর। আর আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে।

২৯- مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا ز

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল আর যারা তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল। তুমি তাদের দেখবে রুকূ' ও সিজ্‌দায় অবনত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায়। তাদের লক্ষণ তাদের

www.pathagar.com

চেহারায় সিজ্‌দার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে। এরূপই আছে তাদের বর্ণনা তাওরাতে। আর তাদের বর্ণনা ইন্‌যীলে এরূপ যেন একটি চারাগাছ, যা উদ্‌গত করে অংকুর, তারপর তা শক্ত হয় এবং পুষ্ট হয়ে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায়, যা আনন্দ দেয় চাষীকে। এভাবে আল্লাহ্ অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন কাফিরদের মু'মিনদের কারণে। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে তাদের ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।

সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭

১. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অগ্রণী হয়ো না কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে এবং ভয় কর আল্লাহকে! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন।

২. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! উঁচু করো না তোমাদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বরের উপর এবং তাঁর সাথে সেভাবে উঁচুস্বরে কথা বলো না, যেভাবে তোমরা উচ্চস্বরে কথা বল পরস্পর, পাছে তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তোমরা তা জানবেও না।

৩. আর যারা নিচু করে তাদের কণ্ঠস্বর আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে, আল্লাহ্ তাদের অন্তর পরীক্ষা করে নিয়েছেন তাক্‌ওয়ার জন্য। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

৪. যারা আপনাকে ডাকে কক্ষের বাহির থেকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

৫. আর যদি তারা সবর করত আপনার তাদের কাছে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত, তা

www.pathagar.com

إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

হলে তা হতো তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ
فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ○

৬. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! যদি আসে তোমাদের কাছে কোন পাপাচারী কোন খবর নিয়ে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, পাছে তোমরা কোন কাওমের ক্ষতি করে বস অজ্ঞতাবশত এবং পরে তোমাদের অনুতপ্ত হতে হয়, তোমরা যা করেছ তার জন্য।

٧- وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ
لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ
أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ○

৭. আর জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমাদের মাঝে আছেন আল্লাহ্‌র রাসূল, তিনি যদি শুনতেন তোমাদের কথা বহু বিষয়ে, তাহলে তোমরা কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ্ প্রিয় করেছেন, তোমাদের কাছে ঈমানকে এবং শোভন করেছেন তা তোমাদের অন্তরে আর অপ্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে কুফ্‌রী, ফাসিকী ও গুমরাহীকে। তারাই সৎপথ অবলম্বন-কারী।

١٤- قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ
قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ
وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১৪. বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম, আপনি বলুন ঃ তোমরা ঈমান আননি। বরং তোমরা বল ঃ আমরা আত্মসমর্পণ করেছি, কারণ এখনো প্রবেশ করেনি ঈমান তোমাদের অন্তরে। আর যদি তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তবে লাঘব করা হবে না তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٥- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ○

১৫. মু'মিন তো তারাই, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি; পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে, তারাই প্রকৃত সত্যবাদী।

www.pathagar.com

১৬. বলুন ঃ তোমরা কি অবহিত করছ আল্লাহ্‌কে তোমাদের দীন সম্পর্কে ? অথচ আল্লাহ্ জানেন, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

১৭. তারা আপনাকে ধন্য করেছে বলে মনে করে, তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে। আপনি বলুন ঃ তোমরা আমাকে ধন্য করেছ বলে মনে করো না, তোমাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে, বরং আল্লাহ্ই তোমাদের ধন্য করেছেন ঈমানের দিকে তোমাদের পরিচালিত করে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

সূরা কাফ্, ৫০ ঃ ১, ২, ৩৯, ৪০, ৪৫

১. কাফ্, কসম সম্মানিত কুরআনের,

২. বরং তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদের কাছে এসেছে, তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী। আর কাফিররা বলে ঃ এত এক আশ্চর্য ব্যাপার।

৩৯. আর আপনি সবর করুন, তারা যা বলে তাতে এবং সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ করুন আপনার রবের সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে।

৪০. এবং রাতের একাংশেও তাস্‌বীহ্ পাঠ করুন, আর সালাতের পরেও।

৪৫. আমি ভাল জানি, তারা যা বলে তা, আর আপনি তো নন তাদের উপর যবরদস্তিকারী। অতএব আপনি উপদেশ দিন কুরআনের সাহায্যে তাকে যে ভয় করে আমার আযাবকে।

সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫

৫০. অতএব তোমরা ধাবিত হও আল্লাহ্‌র দিকে, আমি তো তোমাদের জন্য

www.pathagar.com

إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

তাঁর তরফ থেকে একজন স্পষ্ট সতর্ককারী,

٥١- وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۖ
إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

৫১. আর তোমরা স্থির করো না আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্‌। আমি তো তোমাদের জন্য তাঁর তরফ থেকে একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

٥٢- كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم
مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ○

৫২. এভাবেই যখন এসেছে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে কোন রাসূল, তখন তারা বলেছে ঃ এতো এক যাদুকর, অথবা এক পাগল।

٥٣- أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ○

৫৩. তবে কি তারা একে অপরকে এ উপদেশ দিয়েই আসছে ? বরং তারা তো এক সীমালংঘনকারী কাওম।

٥٤- فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ○

৫৪. অতএব আপনি এদের উপেক্ষা করুন, এতে আপনি দোষী সাব্যস্ত হবেন না।

٥٥- وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ
تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ○

৫৫. আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। কেননা, উপদেশ তো উপকারে আসে মু'মিনদের জন্য।

সূরা তূর, ৫২ ঃ ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

٢٩- فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ
بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ○

২৯. আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। আপনি তো আপনার রবের অনুগ্রহে গণকও নন, উন্মাদও নন।

٣٠- أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ
نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ○

৩০. অথবা তারা কি বলে ঃ সে একজন কবি? যার মৃত্যুর প্রতীক্ষা আমরা করছি।

٣١- قُلْ تَرَبَّصُوا
فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ○

৩১. আপনি বলুন ঃ তোমরা প্রতীক্ষা করতেই থাক আর আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত থাকলাম।

٣٢- أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا
أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ○

৩২. অথবা তাদের বিবেক-বুদ্ধি কি তাদের এ ব্যাপারে প্ররোচিত করে, অথবা তারা এক সীমালংঘনকারী কাওম ?

www.pathagar.com

٣٣- اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

৩৩. অথবা তারা কি বলে ঃ সে এ কুরআন রচনা করে নিয়েছে ? বরং তারা বিশ্বাস করে না।

٣٤- فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ○

৩৪. তবে তারা নিয়ে আসুক অনুরূপ কোন রচনা, যদি তারা সত্যবাদী হয়।

٣٥- اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ○

৩৫. অথবা তারা কি সৃষ্টি হয়েছে আপনা-আপনি, অথবা তারা নিজেরাই স্রষ্টা ?

٣٦- اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ○

৩৬. অথবা তারা কি সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন ? বরং তারা তো বিশ্বাস করে না।

٣٧- اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَۜيْطِرُوْنَ ○

৩৭. অথবা তাদের কাছে কি আছে আপনার রবের ভাণ্ডার, অথবা তারা এ সবের নিয়ন্তা ?

٣٨- اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

৩৮. অথবা তাদের আছে কি এমন কোন সিঁড়ি যাতে আরোহণ করে তারা শুনতে পারে ? তাহলে তাদের শ্রোতারা উপস্থিত করুক সুস্পষ্ট প্রমাণ।

٣٩- اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ○

৩৯. অথবা তার জন্য কি কন্যা সন্তান, আর তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান ?

٤٠- اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ○

৪০. অথবা আপনি কি চাচ্ছেন তাদের কাছে পারিশ্রমিক, যা তারা নিজেদের জন্য দুর্বহ বোঝা মনে করে ?

٤١- اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ○

৪১. অথবা আছে কি তাদের কাছে এমন কোন গায়েবের জ্ঞান, যা তারা লিখে ?

٤٢- اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ۭ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ○

৪২. অথবা তারা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায় ? পরিণামে, যারা কুফ্‌রী করেছে, তারাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার।

٤٣- اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৪৩. অথবা আছে কি তাদের আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্‌ ? আল্লাহ্‌ পবিত্র মহান তা থেকে, যা তারা শরীক করে।

٤٤- وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ○

৪৪. আর যদি তারা দেখে আসমানের কোন খণ্ডকে ভেঙে পড়তে, তবে তারা বলবে ঃ এতো এক পুঞ্জীভূত মেঘ।

www.pathagar.com

৪৫. অতএব আপনি তাদের উপেক্ষা করুন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা সম্মুখীন হবে বজ্রাঘাতের।

٤٥-فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ○

৪৬. সেদিন কোন কাজে আসবে না তাদের ষড়যন্ত্র এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না।

٤٦-يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৪৭. আর যালিমদের জন্য রয়েছে তো আরও শাস্তি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

٤٧-وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৪৮. আর আপনি সবর করুন, আপনার রবের হুকুমের জন্য। আপনি তো আছেন আমার চোখের সামনে। আপনি সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ করুন আপনার রবের, যখন আপনি শয্যা ত্যাগ করেন,

٤٨-وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ○

৪৯. এবং তাঁর তাসবীহ্ পাঠ করুন রাতে এবং তারারাজি ডুবে যাওয়ার পরও।

٤٩-وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ○

সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২৯, ৩০

১. কসম নক্ষত্রের, যখন তা ডুবে যায়,

١-وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ○

২. তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মদ) গুমরাহ্ও নন, আর বিপথগামীও নন,

٢-مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ○

৩. আর তিনি মনগড়া কথাও বলেন না।

٣-وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○

৪. এ কুরআন তো ওহী, যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়।

٤-اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ○

৫. তাঁকে শিক্ষা দেয় এক শক্তিশালী,

٥-عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ○

৬. প্রজ্ঞা সম্পন্ন সত্তা, পরে সে স্থির হয়েছিল স্বীয় আকৃতিতে,

٦-ذُوْ مِرَّةٍ ۭ فَاسْتَوٰى ○

৭. আর সে ছিল ঊর্ধ-দিগন্তে।

٧-وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ○

৮. তারপর সে তার নিকটবর্তী হলো এবং অতি নিকটবর্তী হলো-

٨-ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ○

৯. ফলে, তাদের মাঝে ব্যবধান রইলো দুই ধনুকের, বা তারও কম।

১০. তখন আল্লাহ্ ওহী করলেন, তার বান্দার প্রতি যা ওহী করার।

১১. অস্বীকার করেনি তাঁর অন্তর, যা তিনি দেখেছিলেন তা।

১২. তোমরা কি ঝগড়া করবে তাঁর সাথে সে বিষয়ে, যা তিনি দেখেছেন?

১৩. আর তিনি তো তাকে দেখেছিলেন, আরেকবার-

১৪. দূরবর্তী কূলবৃক্ষের কাছে,

১৫. যেখানে রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া।

১৬. যখন আচ্ছাদিত করছিল কুল বৃক্ষটিকে, যা আচ্ছাদিত করার,

১৭. তখন তিনি দৃষ্টি বিভ্রমে পতিত হননি এবং লক্ষ্যচ্যুতও হননি।

১৮. তিনি তো দেখেছিলেন তাঁর রবের মহান নিদর্শনাবলী।

২৯. আর আপনি এড়িয়ে চলুন তাকে, যে আমার স্মরণে বিমুখ, সে তো কামনা করে কেবল পার্থিব জীবন।

৩০. এ পর্যন্তই তাদের জ্ঞানের দৌড়। নিশ্চয় আপনার রব, তিনিই ভাল জানেন, কে তার পথ থেকে বিচ্যুত এবং তিনিই ভাল জানেন, কে সৎপথপ্রাপ্ত।

সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ১, ৮, ৯, ১২, ১৩, ২০, ২১, ২২

১. অবশ্যই আল্লাহ্ শুনেছেন, সে নারীর কথা, যে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে তার স্বামীর ব্যাপারে এবং ফরিয়াদ করছে আল্লাহ্‌র কাছেও। আর

www.pathagar.com

يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ○

আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।

٨- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ
وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ۖ
وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ۙ
وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ
لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ
حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۖ
فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

৮. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যাদের নিষেধ করা হয়েছিল গোপন পরামর্শ করতে ? তারপর তারা পুনরাবৃত্তি করেন, যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল তা এবং তারা কানাকানি করে পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে। আর যখন তারা আপনার কাছে আসে, তখন তারা আপনাকে অভিবাদন করে এমন কথা দিয়ে, যা দিয়ে আল্লাহ্ আপনাকে অভিবাদন করেননি। আর তারা মনে মনে বলে, কেন আমাদের শাস্তি দেন না আল্লাহ্, আমরা যা বলি সে জন্য। জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট, যেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তনস্থল!

٩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا
تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ
الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○

৯. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন পরস্পর গোপন পরামর্শ কর, তখন সে পরামর্শ যেন পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে না হয়। বরং তোমরা পরামর্শ কর নেকী ও তাক্ওয়ার ব্যাপারে এবং ভয় কর আল্লাহকে, যার কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

١٢- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

১২. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন চুপেচুপে কথা বল রাসূলের সাথে তখন তার আগে সাদাকা দেবে, এরূপ করা তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র থাকার উপায়। কিন্তু এতে যদি তোমরা অক্ষম হও, তবে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٣- أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ

১৩. তোমরা কি কষ্টকর মনে কর রাসূলের সাথে কথা বলার আগে সাদাকা প্রদান করতে ? যখন তোমরা সাদাকা দিতে

فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ
فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ
وَرَسُولَهٗ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

পারলে না এবং আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন, তখন তোমরা কায়েম কর সালাত, দাও যাকাত এবং আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আর আল্লাহ্ সম্যক অবহিত তোমরা যা কর তা।

٢٠- إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ
أُولٰٓئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ○

২০. নিশ্চয়ই যারা বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের শামিল।

٢١- كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ
إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ○

২১. আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন ঃ অবশ্যই বিজয়ী হব আমি এবং আমার রাসূলগণও। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

٢٢- لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّونَ
مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ وَلَوْ كَانُوٓا اٰبَآءَهُمْ
أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ
أُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ
وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولٰٓئِكَ
حِزْبُ اللّٰهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

২২. আপনি পাবেন না, এমন কোন লোক, যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও আখিরাতে যে, তারা ভালবাসে তাদের, যারা বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, হোক না এরা তাদের পিতা, তাদের পুত্র, তাদের ভাই, অথবা তাদের জ্ঞাতি গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করে দিয়েছেন তাদের নিজ তরফ থেকে 'রুহ্' দিয়ে। যিনি দাখিল করবেন তাদের জান্নাতে, প্রবাহিত যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্ সন্তুষ্ট তাদের প্রতি এবং তারাও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি। এরাই আল্লাহ্র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্র দলই কামিয়াব।

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ৭

٧- مَآ أَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُولِهٖ
مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى
فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسٰكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۙ

৭. যা কিছু আল্লাহ্র বিনাযুদ্ধে প্রদান করেছেন তাঁর রাসূলকে জনপদবাসীদের কাছ থেকে, তা আল্লাহ্র, তাঁর রাসূলের, রাসূলের আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, মিস্‌কীনদের এবং অসহায় মুসাফিরদের জন্য, যাতে সম্পদ আবর্তিত না হয় তোমাদের মাঝে

www.pathagar.com

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

যারা বিত্তবান কেবল তাদের আর যা কিছু দেন তোমাদের রাসূল তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু থেকে তিনি তোমাদের বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শাস্তিদানে কঠোর।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ : ১২

١٢- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا
وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ
يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ
وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১২. হে নবী! যখন মু'মিন নারীরা আসে আপনার কাছে এমর্মে বায়'আত করতে যে, তারা শরীক করবে না, কোন কিছু আল্লাহ্‌র সাথে, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, হত্যা করবে না নিজেদের সন্তানদের, কোন অপবাদ রটাবে না জেনেশুনে এবং অমান্য করবে না আপনাকে নেককাজে, তখন আপনি তাদের বায়'আত গ্রহণ করবেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ : ৯

٩- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

৯. তিনিই পাঠিয়েছেন তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও সত্য-দীনসহ, বিজয়ী করার জন্য সে দীনকে সকল দীনের উপর, যদিও মুশ্‌রিকরা তা অপসন্দ করে।

সূরা জুমু'আ, ৬২ : ২, ৩, ৪, ১১

٢- هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

২. তিনিই পাঠিয়েছেন উম্মীদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল, তিনি পাঠ করে শোনান তাদের তাঁর আয়াতসমূহ এবং পরিশুদ্ধ করেন তাদের আর শিক্ষা দেন কিতাব ও হিক্‌মত। তারা তো ছিল এর আগে গুরুতর গুমরাহীতে।

www.pathagar.com

৩. আর তাদের অন্যান্যের জন্যেও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

٣- وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৪. এ হলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ তো মহাঅনুগ্রহশীল।

٤- ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

১১. আর যখন তারা দেখল ব্যবসা ও খেল তামাশার বস্তু, তখন তারা ছুটে গেল সেদিকে, আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে। আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা শ্রেয় খেল তামাশা ও ব্যবসার বস্তু থেকে। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা।

١١- وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

১. যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে, তখন তারা বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তো অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল। আর আল্লাহ্ জানেন, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

١- اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ۚ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ○

২. তারা ব্যবহার করে তাদের শপথকে ঢালরূপে এবং নিবৃত্ত করে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে। নিশ্চয় কত নিকৃষ্ট তা, যা তারা করে!

٢- اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৩. ইহা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পরে কুফ্‌রী করেছে, ফলে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরের উপর তাই তারা বুঝে না।

٣- ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

৪. আর যখন আপনি তাদের দেখেন, তখন আপনাকে বিমোহিত করে তাদের দেহাকৃতি এবং তারা কথা বললে আপনি তাদের কথা শোনেন। যদিও

٤- وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ۚ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۚ

www.pathagar.com

كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ
صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ
قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ○

তারা দেওয়ালে ঠেকান কাঠের স্তম্ভের মত। তারা যে কোন শোরগোলকে তাদের বিরুদ্ধেই মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব সতর্ক থাকবে তাদের ব্যাপারে। আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন! কোথায় চলেছে তারা বিভ্রান্ত হয়ে!

٥- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا
يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ
وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ○

৫. যখন তাদের বলা হয় ঃ তোমরা এসো, ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদের দেখতে পান, তারা ফিরে যাচ্ছে অহংকার ভরে।

٦- سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

৬. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না-ই করুন না উভয়ই সমান। কখনো ক্ষমা করবেন আল্লাহ্ তাদের। আল্লাহ্ তো হিদায়েত দেন না পাপাচারী লোকদের।

٧- هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ
عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ○

৭. তারাই বলে ঃ তোমরা ব্যয় করো না তাদের জন্য, যারা রয়েছে রাসূলের সাথে যতক্ষণ না তা তার কাছ থেকে সড়ে পড়ে। বস্তুত আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে আসমান ও যমীনের ধন-ভাণ্ডার কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।

٨- يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ
لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ○

৮. তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে অবশ্যই বের করে দেবে প্রবলরা সেখান থেকে দুর্বলদের*। বস্তুত শক্তি তো আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের এবং মু'মিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৭, ৮, ১২

٧- زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن
يُبْعَثُوا ۚ

৭. যারা কুফরী করে তারা ধারণা করে যে, তাদের কখনো মৃত্যুর পর জীবিত করে উঠান হবে না। আপনি বলুন ঃ নিশ্চয়ই

*. এ দম্ভোক্তি করেছিল মদীনা শরীফের মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সুলূল।

www.pathagar.com

হবে, কসম আমার প্রতি-পালকের! অবশ্যই তোমাদের মৃত্যুর পর জীবিত করে উঠান হবে। তারপর তোমাদের অবশ্যই অবহিত করা সে সম্পর্কে, যা তোমরা করতে। আর এরূপ করা আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই সহজ।

قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ
لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط
وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

৮. অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রাসূলে প্রতি এবং কুরআনের প্রতি, যা আমি নাযিল করেছি। আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

٨-فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا ط
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

১২. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের, কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

١٢-وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج
فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১, ১০, ১১

১. হে নবী! (উম্মাতকে বলে দিন) যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে চাইবে, তখন তাদের তালাক দেবে তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং তোমরা হিসেব রাখবে ইদ্দতের, আর ভয় করবে তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে। তোমরা তাদের বের করে দেবে না তাদের বাসগৃহ থেকে এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। এ সব আল্লাহ্‌র সীমা, সে তো যুল্‌ম করে নিজের উপর। তুমি জান না, হয়ত আল্লাহ্ এরপর কোন উপায় বের করে দেবেন।

١-يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ
فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ج
وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ج لَا تُخْرِجُوْهُنَّ
مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ط
وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَّتَعَدَّ
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط
لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ○

১০. ..... নিশ্চয় আল্লাহ্ নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি যিক্‌র-

١٠-..... قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ○

১১. এক রাসূল যিনি তোমাদের পাঠ করে শোনান আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ,

١١-رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

www.pathagar.com

مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَآ اَبَدًا ۭ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ○

বের করে আনার জন্য, যারা ঈমান এনেছে এবং নেকআমল করেছে তাদের আঁধার থেকে আলোতে। যে কেউ ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং নেক্‌আমল করে আল্লাহ্‌ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে। প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে চিরকাল। অবশ্যই তাকে উত্তম রিয্‌ক দেবেন আল্লাহ্‌।

সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৯

١- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ
مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ
تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۭ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১. হে নবী! কেন আপনি হারাম করেছেন, যা আল্লাহ্‌ আপনার জন্য হালাল করেছেন তা ? আপনি চাচ্ছেন আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢- قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ
تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ
وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

২. আল্লাহ্‌ তো বিধানের ব্যবস্থা করেছেন, তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের ব্যাপারে। আর আল্লাহ্‌ তোমাদের অভিভাবক, তিনি সর্বজ্ঞ, হিক্‌মত-ওয়ালা।

٣- وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ
اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ
فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ
عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ
فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ
قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۭ
قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

৩. আর স্মরণ কর, গোপনে বলেছিলেন নবী তার কোন স্ত্রীকে একটি কথা, তারপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ্‌ তা জানিয়ে দেন নবীকে, তখন নবী এ বিষয়ে কিছু প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে কিছু গোপন রাখেন। যখন তিনি তার স্ত্রীকে সে ব্যাপারে জানান তখন সে বলে ঃ কে আপনাকে এ খবর দিয়েছেন ? নবী বলেন ঃ আমাকে খবর দিয়েছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

٤- اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ
فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ
وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ

৪. যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে এসো তবে ভাল, কেননা তোমাদের হৃদয় তো ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু যদি তোমরা নবীর

www.pathagar.com

هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ○

বিরুদ্ধে একে অপরকে সহায়তা কর, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ্ই তাঁর বন্ধু এবং জিব্রাঈল ও নেককার মু'মিনরাও। এছাড়া অন্যান্য ফিরিশতারাও তার সাহায্যকারী।

٥- عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّ اَبْكَارًا ○

৫. যদি নবী তোমাদের সবাইকে তালাক দেন, তবে সম্ভবত তাঁর প্রতিপালক তাঁকে তোমাদের স্থলে তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী দেবেন, যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, ঈমানদার, অনুগত, তাওবাকারী, রোযাদার, অকুমারী এবং কুমারী।

٩- يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

৯. হে নবী! জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে এবং কঠোর হোন তাদের প্রতি। আর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

সূরা মূল্ক, ৬৭ ঃ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০

٢٣- قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

২৩. আপনি বলুন ঃ তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং দিয়েছেন তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তঃকরণ। খুব কমই তোমরা শোক্র কর।

٢٤- قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

২৪. বলুন ঃ তিনিই ছড়িয়ে দিয়েছেন তোমাদের পৃথিবীতে এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

٢٥- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

২৫. আর তারা বলে ঃ কখন এ ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে বল ?

٢٦- قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۠ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

২৬. আপনি বলুন ঃ এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্রই কাছে, আর আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

٢٧- فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

২৭. তারা যখন তা আসন্ন দেখবে, তখন কালো হয়ে যাবে কাফিরদের চেহারা

وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ○

এবং বলা হবে ঃ ইহা তা, যা তোমরা চাচ্ছিলে।

٢٨- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ
اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ
فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

২৮. বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ্ ধ্বংস করেন আমাকে এবং আমার সঙ্গীদের, অথবা আমাদের প্রতি রহম করেন, তবে কে রক্ষা করবে কাফিরদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে ?

٢٩- قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ
وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ
مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

২৯. আপনি বলুন ঃ তিনি রাহ্মান–অতি দয়াময়, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কে রয়েছে স্পষ্ট গুমরাহীতে।

٣٠- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ
غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ○

৩০. বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন কে এনে দেবে তোমাদের প্রবাহমান পানি ?

সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ৪৮, ৫১, ৫২

١- نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ○

১. নূন-কসম কলমের এবং তারা যা লেখে তার,

٢- مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ○

২. আপনি আপনার রবের অনুগ্রহে পাগল নন।

٣- وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ○

৩. আর অবশ্যই আপনার জন্য আছে পুরস্কার, যা শেষ হবার নয়।

٤- وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○

৪. আর আপনি তো মহান চরিত্রে ভূষিত।

٥- فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ○

৫. অচিরেই আপনি দেখবেন এবং তারাও দেখবে,

٦- بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ○

৬. কে তোমাদের মাঝে বিকারগ্রস্ত।

٧- اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيْلِهٖ ۪ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

৭. নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক, তিনি তো ভাল জানেন, কে গুম্রাহ হয়েছে তাঁর পথ থেকে এবং তিনি সম্যক অবহিত হিদায়েত প্রাপ্তদের সম্বন্ধে।

www.pathagar.com

٨- فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

৮. অতএব আপনি অনুসরণ করবেন না অস্বীকারকারীদের।

٩- وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ○

৯. তারা চায়, যদি আপনি তাদের প্রতি নমনীয় হন, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।

١٠- وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ○

১০. আর আপনি অনুসরণ করবেন না তার, যে অতিশয় শপথকারী, লাঞ্ছিত,

١١- هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ ○

১১. পশ্চাতে নিন্দাকারী, একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়।

١٢- مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ○

১২. বাধা দেয় কল্যাণের পথে, সীমালংঘন-কারী, পাপিষ্ঠ,

١٣- عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ○

১৩. রূঢ় স্বভাবের, তদুপরি কুখ্যাত,

١٤- اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ○

১৪. এ জন্য যে, সে ছিল ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে সমৃদ্ধ।

١٥- اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا
قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

১৫. যখন তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়। তখন সে বলে ঃ এত সে কালের উপকথা।

٤٨- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ م
اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ○

৪৮. অতএব আপনি সব্‌র করুন, আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়। আর আপনি অধীর হবেন না মাছের গ্রাসে পতিত ইউনুসের মত, যখন সে কাতর প্রার্থনা করেছিল বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায়।

٥١- وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ
بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ○

৫১. আর কাফিররা যেন আপনাকে আছড়িয়ে ফেলে দেবে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে, যখন তারা শোনে কুরআন এবং তারা বলে, এতো এক পাগল।

٥٢- وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

৫২. বস্তুত কুরআন তো কেবল উপদেশ বিশ্ববাসীর জন্য।

সূরা হাক্কা, ৬৯ ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫২

٤٤- وَلَوْ تَقَوَّلَ
عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ○

৪৪. আর যদি সে (মুহাম্মদ) আমার নামে কোন কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত,

৪৫. তাহলে অবশ্যই আমি ধরে ফেলতাম তা ডান হাত,

٤٥- لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ○

৪৬. তারপর অবশ্যই আমি কেটে ফেললাম তার জীবন ধমনী।

٤٦- ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ○

৪৭. আর তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই যে, তাকে রক্ষা করতে হবে।

٤٧- فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ
عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ○

৫২. অতএব আপনি তাসবীহ্ পাঠ করুন আপনার মহান রবের নামের।

٥٢- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ○

সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৩৬, ৩৭ ৩৮, ৩৯

৩৬. কি হলো তাদের, যারা কুফ্‌রী করেছে যে, তারা আপনার দিকে ছুটে আসছে,

٣٦- فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ○

৩৭. ডান দিক ও বাম দিক থেকে দলে দলে?

٣٧- عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ○

৩৮. তারা প্রত্যেকে কি এ আশা করে যে, দাখিল করা হবে তাকে প্রাচুর্যময় জান্নাতে?

٣٨- اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ
اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ○

৩৯. না, কখনো নয়, আমি তো তাদের সৃষ্টি করেছি এমন কিছু থেকে, যা তারা জানে।

٣٩- كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ○

সূরা জিন্, ৭২ ঃ ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

১৯. আর তখন আল্লাহ্‌র বান্দা মুহাম্মদ দাঁড়াল আল্লাহ্‌কে ডাকার জন্য, তখন তারা তার কাছে ভিড় জমাল।

١٩- وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ
يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ○

২০. আপনি বলুন ঃ আমি তো কেবল আমার রবকেই ডাকি এবং শরীক করি না তাঁর সাথে অন্য কাউকে।

٢٠- قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ
وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ○

২১. বলুন ঃ আমি তো মালিক নই তোমাদের কোন অমঙ্গলে অথবা মঙ্গলের।

٢١- قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ
لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ○

২২. বলুন, কেউ-ই আমাকে রক্ষা করতে পারে না আল্লাহ্‌র আযাব থেকে এবং

٢٢- قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ

www.pathagar.com

وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۝

কিছুতেই আমি কোন আশ্রয় পাবো না আল্লাহ্ ছাড়া,

٢٣- اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِسٰلٰتِهٖ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۝

২৩. আমার দায়িত্ব তো কেবল আল্লাহ্ পক্ষ থেকে পৌছানো এবং তাঁর বাণী প্রচার করা। আর যে কেউ অমান্য করবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে, অবশ্যই তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে চিরকাল।

٢٤- حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّ اَقَلُّ عَدَدًا ۝

২৪. যখন তারা প্রত্যক্ষ করবে, যে শাস্তির কথা তাদের ওয়াদা করা হয়েছিল তা, তখন তারা বুঝতে পারবে, সাহায্যকারী হিসেবে কে অধিক দুর্বল এবং সংখ্যায় অল্প।

٢٥- قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْٓ اَمَدًا ۝

২৫. আপনি বলুন ঃ আমি জানি না যে ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে, তা নিকটবর্তী, অথবা আমার প্রতিপালক স্থির করেন এর জন্য কোন দীর্ঘ মিয়াদ।

٢٦- عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۝

২৬. তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আর তিনি প্রকাশ করেন না তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে-

٢٧- اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۝

২৭. তার মনোনীত রাসূল ব্যতিরেকে। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের সামনেও পেছনে নিয়োজিত করেন প্রহরী,

٢٨- لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

২৮. যাতে তিনি প্রকাশ করে দেন যে, রাসূলগণ পৌছে দিয়েছে তাদের রবের বাণী। আর তিনি পরিবেষ্টন করে আছেন তা, যা রয়েছে রাসূলগণের সাথে এবং তিনি সব কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ২০

١- يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝

১. হে কম্বল-আবৃত মুহাম্মদ!

www.pathagar.com

২. আপনি রাত্রি-জাগরণ করুন, কিছু অংশ ছাড়া,

৩. রাতের অর্ধেক বা তার চাইতে কম,

৪. অথবা তার চাইতে বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরেধীরে, স্পষ্টভাবে।

৫. অবশ্যই আমি অচিরেই নাযিল করছি আপনার উপর গুরুভার বাণী।

৬. নিশ্চয় বিনিদ্র রাত্রি জাগরণ প্রবৃত্তি দলনে অধিক কার্যকর এবং স্পষ্ট উচ্চারণে অধিক ক্রিয়াশীল।

৭. নিশ্চয় আপনার জন্য রয়েছে দিনের বেলা সুদীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।

৮. অতএব আপনি যিকির করুন আপনার রবের নামে এবং মগ্ন হন তাঁর প্রতি একনিষ্ঠভাবে।

৯. তিনিই রব পূর্বের ও পশ্চিমের, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া সুতরাং আপনি গ্রহণ করুন তাঁকে কর্মসম্পাদন-কারীরূপে।

১০. আর সবর করুন, তারা যা বলে তাতে এবং পরিহার করে চলুন তাদের সৌজন্য সহকারে।

১১. আর ছেড়ে দিন আমাকে এবং সে সব অস্বীকারকারীদের যারা বিলাস সামগ্রীর অধিকারী, আর অবকাশ দিন তাদের কিছু কালের জন্য।

১৫. আমি তো পাঠিয়েছিলাম তোমাদের কাছে একজন রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ, যেমন আমি পাঠিয়েছিলাম ফিরা'আউনের কাছে রাসূল।

১৬. কিন্তু অমান্য করেছিল ফির'আউন সে রাসূলকে, ফলে আমি পাকড়াও করেছিলাম তাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে।

٢-قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

٣-نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ○

٤-اَوْ زِدْ عَلَيْهِ

وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ○

٥-اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ○

٦-اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْاً

وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا ○

٧-اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ○

٨-وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ

وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ○

٩-رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ

اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ○

١٠-وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ○

١١-وَ ذَرْنِىْ وَ الْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ

وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ○

١٥- اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ۬

شَاهِدًا عَلَيْكُمْ

كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ○

١٦-فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ

فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ○

٢٠- اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى
مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ
وَ ثُلُثَهٗ وَ طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ
وَ اللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ؕ
عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ
فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ
عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ
وَ اٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ
يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ
وَ اٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۫ۖ
فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَ اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ
وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ
تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ
اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

١- يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ○
٢- قُمْ فَاَنْذِرْ ○
٣- وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ○
٤- وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ○
٥- وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ○

www.pathagar.com

٦- وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ○

৬. আর দান করবেন না অধিক পাওয়ার আশায়,

٧- وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ○

৭. এবং আপনার রবের উদ্দেশ্যে সব্‌র করুন।

সূরা কিয়ামাহ্, ৭৫ ঃ ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

١٦- لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ○

১৬. আপনি সঞ্চালন করবেন না কুরআন নাযিল হওয়ার সময় আপনার জিহ্বা তা দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য।

١٧- إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ○

১৭. নিশ্চয় আমার উপর দায়িত্ব এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার।

١٨- فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ○

১৮. অতএব যখন আমি তা পাঠ করি তখন আপনি অনুসরণ করবেন সেই পাঠের,

١٩- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ○

১৯. তারপর আমার দায়িত্ব এর বিশদ ব্যাখ্যা।

সূরা দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

٢٣- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
تَنْزِيلًا ○

২৩. আমি তো নাযিল করেছি আপনার প্রতি কুরআন ক্রমেক্রমে।

٢٤- فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ○

২৪. অতএব আপনি সবর করুন আপনার রবের হুকুমের জন্য এবং আনুগত্য করবেন না তাদের মধ্যে যে পাপী অথবা কাফির তার।

٢٥- وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ○

২৫. আর যিক্‌র করুন আপনার রবের নাম সকাল ও সন্ধ্যায়,

٢٦- وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ
وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ○

২৬. এবং রাতের কিছু অংশে তাঁর প্রতি সিজ্‌দাবনত হোন আর তাঁর তাসবীহ্ পাঠ করুন রাতের দীর্ঘ সময় ধরে।

সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬

٤٢- يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ
أَيَّانَ مُرْسَاهَا ○

৪২. তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত সম্পর্কে, কখন তা সংঘটিত হবে ?

٤٣- فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ○

৪৩. কি সম্পর্ক আপনার এর আলোচনার সাথে ?

www.pathagar.com

٤٤- إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ○

٤٥- إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا ○

٤٦- كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا
لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ○

١- عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ○

٢- أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ○

٣- وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ○

٤- أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ○

٥- أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ○

٦- فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ○

٧- وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ○

٨- وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ○

٩- وَهُوَ يَخْشَىٰ ○

١٠- فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ○

١١- كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ○

١٢- فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ○

٢٢- وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ○

www.pathagar.com

٢٣- وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ○

২৩. এবং তিনি তো দেখেছেন তাকে স্পষ্ট দিগন্তে,

٢٤- وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ○

২৪. আর তিনি নন গায়েব সম্পর্কে কৃপণ।

সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১৫, ১৬, ১৭

١٥- اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ○

১৫. তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,

١٦- وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ○

১৬. আর আমিও অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করি।

١٧- فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

১৭. অতএব আপনি অবকাশ দিন কাফিরদের অবকাশ দিন তাদের কিছুকালের জন্য।

সূরা আলা, ৮৭ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

١- سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ○

১. আপনি তাসবীহ্ পাঠ করুন আপনার সুমহান রবে,

٢- الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ○

২. যিনি সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম করেন,

٣- وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ○

৩. আর যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন এবং হিদায়েত দান করেন,

٤- وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ○

৪. আর যিনি উৎপন্ন করেন তৃণ,

٥- فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ○

৫. পরে তা তিনি পরিণত করেন ধুসর আবর্জনায়।

٦- سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ○

৬. নিশ্চয়ই আমি পাঠ করাব আপনাকে, ফলে আপনি ভুলবেন না,

٧- اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ
اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ○

৭. তবে আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া, নিশ্চয়ই তিনি জানেন যা প্রকাশ্য এবং যা গোপনীয়।

٨- وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ○

৮. আর আমি সুগম করে দেব আপনার জন্য সহজ পথ।

٩- فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ○

৯. অতএব আপনি উপদেশ দিন যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়,

١٠- سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ○

১০. অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করবে সে যে ভয় করে,

www.pathagar.com

১১. এবং তা উপেক্ষা করবে সে যে নিতান্ত হতভাগ্য।

١١-وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ○

সূরা গাশিয়া, ৮৮ ঃ ২১, ২২, ২৩, ২৪

২১. আপনি উপদেশ দিন, আপনি একজন উপদেশদাতা মাত্র।

٢١-فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ○

২২. আপনি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নন।

٢٢-لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ○

২৩. তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং কুফ্‌রী করলে-

٢٣-إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ○

২৪. তাকে মহাশাস্তি দেবেন আল্লাহ্।

٢٤-فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ○

সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

১. পূর্বাহ্নের কসম!

١-وَالضُّحَى ○

২. আর কসম রাতের যখন তা নিঝুম হয়!

٢-وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى ○

৩. আপনাকে পরিত্যাগ করেননি আপনার প্রতিপালক এবং তিনি আপনার প্রতি বিরূপও হননি।

٣-مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ○

৪. আর অবশ্যই আখিরাত আপনার জন্য শ্রেয় দুনিয়ার চাইতে।

٤-وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ○

৫. অচিরেই আপনাকে দান করবেন আপনার রব, ফলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

٥-وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ○

৬. তিনি কি পাননি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায়, আর দেননি আপনাকে আশ্রয় ?

٦-أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ○

৭. আর তিনি পেয়েছেন আপনাকে হেদায়েত সম্পর্কে অবহিত, তারপর তিনি হেদায়েত দান করলেন।

٧-وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ○

৮. আর তিনি পেলেন আপনাকে অস্বচ্ছল, পরে তিনি করলেন স্বচ্ছল।

٨-وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ○

৯. অতএব আপনি হবেন না ইয়াতীমের প্রতি কঠোর,

٩-فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ○

১০. এবং সাওয়ালকারীকে ধমকাবেন না,

١٠-وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ○

www.pathagar.com

١١- وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ○

১১. আর আপনি আপনার রবের নি'আমত সম্পর্কে জানিয়ে দিন।

সূরা ইনশিরাহ্, ৯৪ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

١- أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ○

১. আমি কি প্রশস্ত করে দেইনি আপনার জন্য আপনার বক্ষ ?

٢- وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ○

২. আর আমি অপসারণ করেছি আপনার থেকে আপনার বোঝা,

٣- الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ○

৩. যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক,

٤- وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ○

৪. আর আমি সমুন্নত করেছি আপনার জন্য আপনার সুখ্যাতি।

٥- فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ○

৫. নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি।

٦- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ○

৬. অবশ্যই কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি।

٧- فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ○

৭. অতএব আপনি যখনই অবসর পাবেন তখনই একান্তে ইবাদত করবেন,

٨- وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ○

৮. এবং আপনার রবের প্রতি একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করবেন।

সূরা আলাক, ৯৬ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

١- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ○

১. আপনি পাঠ করুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন,

٢- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○

২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে।

٣- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ○

৩. আপনি পাঠ করুন, আর আপনার রব তো মহিমান্বিত,

٤- الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○

৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে-

٥- عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ○

৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

সূরা ফীল, ১০৫ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫

١- أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ○

১. আপনি কি দেখেননি কী করেছিলেন আপনার রব হস্তিবাহিনীর সাথে ?

www.pathagar.com

২. তিনি কি ব্যর্থ করে দেননি তাদের কৌশল ?

٢-اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ○

৩. আর তিনি তো পাঠিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি,

٣- وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ○

৪. যারা নিক্ষেপ করে তাদের উপর প্রস্তর কঙ্কর।

٤- تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ○

৫. তারপর তিনি করেছেন তাদের ভক্ষিত তৃণের মত।

٥- فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ○

সূরা কাউসার, ১০৮ ঃ ১, ২, ৩

১. অবশ্যই আমি দান করেছি আপনাকে কাওসার।

١- اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ○

২. অতএব আপনি সালাত আদায় করুন আপনার রবের উদ্দেশ্যে এবং কুরবানী করুন।

١- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ○

৩. নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী, সে তো নির্বংশ।

٣- اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ○

সূরা কাফিরূন, ১০৯ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

১. আপনি বলুন, হে কাফিররা!

١- قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ○

২. আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর,

٢- لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ○

৩. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি,

٣- وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ○

৪. এবং আমি ইবাদতকারী নই তার যার ইবাদত তোমরা করছ,

٤- وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ○

৫. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি।

٥- وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ○

৬. তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।

٦- لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ○

সূরা নাস্‌র ঃ ১১০ ঃ ১, ২, ৩

১. যখন এসেছে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়

١- اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ○

www.pathagar.com

٢- وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ○

২. এবং আপনি দেখলেন মানুষকে প্রবেশ করতে আল্লাহ্‌র দীনে দলে দলে,

٣- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ○

৩. অতএব আপনি সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ করুন আপনার রবের এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তিনি তো তাওবা কবূলকারী।

সূরা ইখ্‌লাস, ১১২ঃ১, ২, ৩, ৪

١- قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○

১. বলুন, তিনিই আল্লাহ্ এক।

٢- اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○

২. আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী,

٣- لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ○

৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি,

٤- وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○

৪. এবং নেই কেউ তাঁর সমতূল্য।

সূরা ফালাক্, ১১৩ঃ১, ২, ৩, ৪, ৫

١- قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○

১. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি ভোরের মালিকের,

٢- مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○

২. তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে,

٣- وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ○

৩. এবং অনিষ্ট থেকে রাতের অন্ধকারের যখন তা গভীর হয়,

٤- وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ○

৪. অনিষ্ট থেকে গ্রন্থিতে ফুৎকারকারিনী-দের,

٥- وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ○

৫. এবং অনিষ্ট থেকে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস্, ১১৪ঃ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

١- قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○

১. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের রবের,

٢- مَلِكِ النَّاسِ ○

২. মানুষের মালিকের,

٣- اِلٰهِ النَّاسِ ○

৩. মানুষের ইলাহের,

٤- مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ○

৪. অনিষ্ট থেকে কুমন্ত্রণাদাতা আত্মগোপন-কারীর,

٥- الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ○

৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,

٦- مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ○

৬. জীন্ এবং মানুষের মধ্য থেকে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাম অনুল্লিখিত নবীগণ*

শামউন / শাম্বীল আলাইহিস্ সালাম

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১

২৪৬. আপনি কি লক্ষ্য করেননি মূসার পরবর্তী বনূ ইসরাঈলের প্রধানদের প্রতি ? যখন তারা বলেছিল তাদের নবীকে ঃ (শামউন/ শাম্বীল) আপনি নিযুক্ত করুন আমাদের জন্য একজন রাজা, যাতে আমরা যুদ্ধ করতে পারি আল্লাহ্‌র পথে। তখন নবী বলেছিল ঃ এমনটি তো হবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হবে, অথচ তোমরা যুদ্ধ করবে না ? তারা বলল ঃ কেন আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করব না, অথচ আমরা বহিষ্কৃত হয়েছি আমাদের ঘর-বাড়ি থেকে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি থেকে। তারপর যখন যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল তাদের প্রতি, তখন তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সবাই পৃষ্ঠ-প্রদর্শণ করল। আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত যালিমদের সম্বন্ধে।

২৪৭. আর তাদের নবী তাদের বলেছিল ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ বানিয়েছেন। তারা বলল ঃ কেমন করে হবে তার বাদশাহী আমাদের উপর, অথচ আমরা অধিক হক্‌দার বাদশাহীর তার চাইতে ! আর

٢٤٦- اَلَمۡ تَرَ اِلَى الۡمَلَاِ
مِنۡۢ بَنِىۡٓ اِسۡرَآءِيۡلَ مِنۡۢ بَعۡدِ مُوۡسٰى ۘ
اِذۡ قَالُوۡا لِنَبِىٍّ
لَّهُمُ ابۡعَثۡ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلۡ
فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلۡ عَسَيۡتُمۡ
اِنۡ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الۡقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوۡا ؕ
قَالُوۡا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ
وَقَدۡ اُخۡرِجۡنَا مِنۡ دِيَارِنَا وَاَبۡنَآٮِٕنَا ؕ
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ الۡقِتَالُ
تَوَلَّوۡا اِلَّا قَلِيۡلًا مِّنۡهُمۡ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌۢ بِالظّٰلِمِيۡنَ ○

٢٤٧- وَقَالَ لَهُمۡ نَبِيُّهُمۡ
اِنَّ اللّٰهَ قَدۡ بَعَثَ لَكُمۡ طَالُوۡتَ مَلِكًا ؕ
قَالُوۡٓا اَنّٰى يَكُوۡنُ لَهُ الۡمُلۡكُ عَلَيۡنَا
وَنَحۡنُ اَحَقُّ بِالۡمُلۡكِ مِنۡهُ

* এ পরিচ্ছেদে বর্ণিত নবীগণের নাম সরাসরি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই তবে হাদীস ও তাফসীরে উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ
اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً
فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۚ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ
مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

তাকে দেওয়া হয়নি প্রচুর ধন-সম্পদ ও। নবী বলল ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন তাকে তোমাদের প্রতি এবং তিনি তাকে সমৃদ্ধ করেছেন জ্ঞানে ও দেহে। আর আল্লাহ্ দেন যাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজ্য। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

٢٤٨- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ
اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى
وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۚ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

২৪৮. আর তাদের নবী বলেছিল তাদের ঃ নিশ্চয় তার রাজত্বের নিদর্শন হল এই যে, আসবে তোমাদের কাছে সে সিন্দুক, যাতে থাকবে শান্তনা-দায়ক বস্তু তোমাদের রবের তরফ থেকে এবং মূসা ও হারূনের বংশধরগণ যা রেখে গেছেন, তার অবশিষ্টাংশ। সেটি বহন করবে ফিরিশ্‌তারা। এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন তোমাদের জন্য, যদি তোমরা মু'মিন হও।

٢٤٩- فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ
قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ
وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ
اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ
فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ
هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ
قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ
وَجُنُوْدِهٖ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ
مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ
غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ
وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

২৪৯. তারপর যখন বের হল তালূত সেনাবাহিনী নিয়ে, তখন সে বলল ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ পরীক্ষা করবেন তোমাদের একটি নহর দিয়ে। অতএব যে কেউ তা থেকে পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়, তবে যে কেউ তার স্বাদ গ্রহণ করবে না, সে আমার দলভুক্ত ; এ ছাড়া যে কেউ তার হাতের এক কোষ পানি পান করবে সেও। তারপর তা থেকে পান করল তাদের মধ্য থেকে অল্প-সংখ্যক ছাড়া সবাই। এরপর যখন সে এবং তার ঈমানদার সঙ্গীরা তা অতিক্রম করল, তখন তারা বলল ঃ আজ আমাদের শক্তি নেই যুদ্ধ করার জালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল যে, অবশ্যই তাদের আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে, তারা বলল ঃ কত ক্ষুদ্রদল পরাভূত করেছে, কত বৃহৎ দলকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়। আর আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথী।

www.pathagar.com

٢٥٠- وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ
قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا
وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

২৫০. আর যখন তারা যুদ্ধের জন্য জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হল, তখন তারা বলল ঃ হে আমাদের রব ! দিন আমাদের প্রচুর ধৈর্য, আর দৃঢ় রাখুন আমাদের কদম এবং সাহায্য করুন আমাদের কাফির লোকদের বিরুদ্ধে।

٢٥١- فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ
وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ
الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

২৫১. তারপর তারা পরাজিত করল তাদের আল্লাহ্‌র হুকুমে এবং দাউদ হত্যা করল জালূতকে ; আর আল্লাহ্ তাকে দেন বাদশাহী ও হিক্‌মত এবং তাকে শিক্ষা দেন যা তিনি চান। আর যদি আল্লাহ্ প্রতিহত না করতেন মানুষের এক দলকে অন্য দল দিয়ে, তাহলে অবশ্যই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত পৃথিবী। কিন্তু আল্লাহ্ অনুগ্রহশীল জগতসমূহের প্রতি।

হযরত ইউশা (আ)

সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ ঃ ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

٦٠- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ
لَآ اَبْرَحُ حَتّٰىٓ اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا ○

৬০ স্মরণ কর, বলেছিল মূসা তার সঙ্গী (ইউশা) কে ঃ আমি থামব না দুই সমুদ্রের মিলন স্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত, অথবা আমি চলতে থাকব যুগযুগ ধরে।

٦١- فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا
نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ
سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ○

৬১. তারপর যখন তারা উভয়ে পৌঁছল দুই সমুদ্রের মিলন স্থলে, তখন তারা ভুলে গেল নিজেদের মাছের কথা, মাছটি সুড়ঙ্গের মত নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।

٦٢- فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ
اٰتِنَا غَدَآءَنَا ز
لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ○

৬২. যখন তারা আরও অগ্রসর হলো তখন মূসা তার সঙ্গীকে বলল ঃ দাও আমাদের ভোরের নাস্তা। আমরা তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এ সফরে।

٦٣- قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ
فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ز
وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ج

৬৩. সঙ্গী বলল ঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, যখন আমরা বিশ্রাম করছিলাম পাথরের উপরে, তখন আমি ভুলে গিয়েছিলাম মাছের কথা? শয়তান ছাড়া কেউ

আমাকে ভুলিয়েছে সে মাছের কথা বলতে, আর মাছটি তো নিজের পথ করে নেমে গেছে সমুদ্রে আশ্চার্যজনকভাবে।

وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ○

৬৪. মূসা বলল ঃ আমরা তো ঐ জায়গাটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। তারপর তারা ফিরে চলল নিজেদের পায়ের চিহ্ন ধরে।

٦٤- قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ○

হযরত খিযির (আ)

সূরা কাহ্ফ, ১৮ ঃ ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

৬৫. তারপর তারা (মূসা ও ইউশা) পেল আমার বান্দাদের থেকে একবান্দাকে (খিযির), যাকে আমি দান করেছিলাম রহমত আমার তরফ থেকে এবং যাকে আমি শিক্ষা দিয়েছিলাম আমার তরফ থেকে বিশেষ জ্ঞান।

٦٥- فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ○

৬৬. মূসা তাকে বলল ঃ আমি কি আপনার অনুসরণ করব এ শর্তে যে, আপনি আমাকে শিক্ষা দেবেন, সত্যের যে জ্ঞান আপনাকে দেয়া হয়েছে তা থেকে।

٦٦- قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ○

৬৭. সে বলল ঃ আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।

٦٧- قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ○

৬৮ আর কেমন করে আপনি ধৈর্য ধরবেন সে বিষয়, যে বিষয়ের জ্ঞান আপনার আয়ত্ত নয় ?

٦٨- وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ○

৬৯. মূসা বলল ঃ ইনশা আল্লাহ্ আপনি অবশ্যই আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি অমান্য করব না আপনার কোন নির্দেশ।

٦٩- قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ○

৭০. সে বলল ঃ আচ্ছা যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই, তবে আমাকে কোন বিষয় প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যান্ত না আমি সে বিষয়ে আপনাকে কিছু বলি।

٧٠- قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْئَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ○

www.pathagar.com

৭১. তারপর তারা উভয়ে চলতে লাগল, চলতে চলতে তারা যখন নৌকায় আরোহণ করল, তখন সে তা ছিদ্র করে দিল। মূসা বলল ঃ আপনি কি তা ছিদ্র করে দিলেন এর আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য ? আপনি তো করলেন এক গুরুতর অন্যায় কাজ।

٧١- فَانْطَلَقَا ۗ حَتّٰۤى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ○

৭২. সে বলল ঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ?

٧٢- قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ○

৭৩. মূসা বলল ঃ আপনি আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন না যে ভুল আমি করেছি সে জন্য, আর আমার ব্যাপারে খুব কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।

٧٣- قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ○

৭৪. তারপর তারা উভয়ে চলতে লাগল। চলতে চলতে যখন তারা সাক্ষাত পেল এক বালকের, তখন সে তাকে হত্যা করল। মূসা বলল ঃ আপনি কি হত্যা করলেন এক নিষ্পাপ ব্যক্তিকে কোন হত্যার অপরাধ ছাড়াই ? আপনি তো করলেন এক গুরুতর অপরাধ।

٧٤- فَانْطَلَقَا ۗ حَتّٰۤى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ○

৭৫. সে বলল ঃ আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য-ধারণ করে থাকতে পারবেন না ?

٧٥- قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ○

৭৬. মূসা বলল ঃ এরপর যদি আমি আপনাকে কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। আপনার কাছে আমার ওযর আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

٧٦- قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍۢ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِىْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا ○

৭৭. তারপর তারা উভয়ে চলতে লাগল। চলতে চলতে যখন তারা পৌঁছল এক জনপদের অধিবাসীদের কাছে, তখন তারা তাদের কাছে খাবার চাইল। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর তারা সেখানে

٧٧- فَانْطَلَقَا ۗ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَيَاۤ اَهْلَ قَرْيَةِ ۣاسْتَطْعَمَاۤ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا

جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ
قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ۝

এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং সে তা সুদৃঢ় করে দিল। মূসা বলল ঃ আপনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই এর জন্য বিনিময় গ্রহণ করতে পারতেন।

٧٨- قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ
سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ
مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۝

৭৮. সে বলল ঃ এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেল। অবশ্যই আমি তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করব সে বিষয়, যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি।

٧٩- اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ
يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ
اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ
يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ۝

৭৯. হাঁ, নৌকাটির ব্যাপার তা ছিল কতিপয় গরীব লোকের, যারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে ; কেননা, তাদের পেছনে ছিল এক রাজা, যে বল পূর্ব্বক ছিনিয়ে নিত সব ভাল নৌকা।

٨٠- وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ
مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا
طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۝

৮০. আর বালকটি, তার মাতাপিতা ছিল মু'মিন। আমি ভয় করলাম যে, সে তাদের বিব্রত করবে নাফরমানী ও কুফরীর কারণে।

٨١- فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا
خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ۝

৮১. আমি চাইলাম যে, তাদের রব তার পরিবর্তে তাদের এক সন্তান দান করবেন, যে হবে উত্তম তার চাইতে পবিত্রতায় এবং ঘনিষ্টতর ভক্তি ও ভালবাসায়।

٨٢- وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ
فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا
وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ
فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا
وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۗ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ
وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ؕ
ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۝

৮২. আর প্রাচীরটি তা ছিল শহরের দুই ইয়াতীম কিশোরের, যার নিচে ছিল গুপ্তধন তাদের জন্য আর তাদের পিতা ছিল একজন নেক্‌কার ব্যক্তি। সুতরাং আপনার রব ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হউক এবং তারা বের করে নিক তাদের ধনভান্ডার। এ ছিল আপনার রবের তরফ থেকে রহমত। আর আমি করিনি কোন কিছু আমার নিজের তরফ থেকে। এ হলো ব্যাখ্যা সে বিষয়ের যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য-ধারণ করতে পারেননি।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাম উল্লেখিত, তবে নবী কিনা তা বলা হয়নি

১. ইমরানের স্ত্রী

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩৫, ৩৬, ৩৭

৩৫. স্মরণ কর, বলেছিল ইমরানের স্ত্রী, হে আমার রব ! আমি মানত করলাম আপনার জন্য আমার গর্ভে যা আছে তা একান্তভাবে। অতএব আপনি কবুল করুন তা আমার থেকে। নিশ্চয় আপনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٣٥- اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ
نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا
فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ ۚ
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ○

৩৬. তারপর যখন সে তাকে প্রসব করল, তখন সে বলল ঃ হে আমার রব ! আমি তো প্রসব করেছি কণ্যা সন্তান ! আর আল্লাহ্ তো সবিশেষ অবহিত সে সম্পর্কে, যা সে প্রসব করেছে। আর ছেলে তো এ মেয়ের মত নয় ! আমি তো এর নাম রেখেছি মারইয়াম এবং আমি তোমার আশ্রয় চাই তার ও তার বংশধরদের জন্য অভিশপ্ত শয়তান থেকে।

٣٦- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ
وَضَعْتُهَآ اُنْثٰی ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ
وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰی ۚ
وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ
وَاِنِّیْٓ اُعِیْذُهَا بِكَ
وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ○

৩৭. তারপর তাকে কবুল করলেন তার রব ভালরূপে এবং লালন-পালন করলেন তাকে উত্তমরূপে আর তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন যাকারিয়াকে। যখনই যাকারিয়া তার সংগে কক্ষে দেখা করতে যেত, তখনই তাঁর কাছে খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত ঃ হে মারইয়াম ! কোথায় পেলে তুমি এসব ?

٣٧- فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ
وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا ۚ
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ ۙ
وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ
قَالَ یٰمَرْیَمُ اَنّٰی لَكِ هٰذَا ؕ

www.pathagar.com

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۖ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

সে বলত ঃ এসব আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ রিযিক দেন যাকে চান বে-হিসাব।

যুল-কারনাইন

সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ ঃ ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯

٨٣- وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ○

৮৩. আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যুল-কারনাইন সম্বন্ধে। আপনি বলুন ঃ অচিরেই আমি বর্ণনা করব তোমাদের কাছে তার বৃত্তান্ত।

٨٤- اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ○

৮৪. আমি তো দিয়েছিলাম তাকে কর্তৃত্ব পৃথিবীতে এবং দান করেছিলাম তাকে সব কিছুর উপায় উপকরণ।

٨٥- فَاَتْبَعَ سَبَبًا ○

৮৫. সুতরাং সে অবলম্বন করল এক পথ।

٨٦- حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ○

৮৬. সে চলতে চলতে যখন পৌঁছল সূর্যের অস্তগমন স্থলে, তখন সে দেখতে পেল সূর্যকে অস্ত যেতে এক পঙ্কিল জলাশয়ে এবং সে পেল সেখানে এক কাওমকে। আমি বললাম ঃ হে যুল কারনাইন, তুমি চাইলে এদের শাস্তি দিতে পার অথবা এদের ব্যপারে সদয় ব্যবহার করতে পার।

٨٧- قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ○

৮৭. সে বলল ঃ যে কেউ সীমালঙ্ঘন করবে অবশ্যই আমি তাকে শাস্তি দেব, তারপর তাকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে তার রবের কাছে, তখন তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন।

٨٨- وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨ الْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ○

৮৮. তবে যে কেউ ঈমান আনবে এবং নেকআমল করবে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ রয়েছে কল্যাণ এবং অবশ্যই আমি তার প্রতি ব্যবহারে নম্র কথা বলব।

٨٩- ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ○

৮৯. তারপর সে আর এক পথ ধরল,

www.pathagar.com

৯০. সে চলতে চলতে যখন পৌঁছল সূর্য উদয়স্থলে, তখন সে দেখল, তা উদয় হচ্ছে এমন এক কাওমের উপর, যাদের জন্য আমি সূর্যতাপ হতে কোন আড়াল সৃষ্টি করিনি।

٩٠- حَتّٰٓى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ
وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ
لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ○

৯১. এটাই আসল ঘটনা। আর আমি তো জ্ঞান আয়ত্ত করে রেখেছি, যে তথ্য তার কাছে আছে তা।

٩١- كَذٰلِكَ ط
وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ○

৯২. তারপর সে ধরল আর এক পথ।

٩٢- ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ○

৯৩. সে চলতে চলতে যখন দুই পর্বতের মাঝখানে পৌঁছল, তখন সে তথায় এমন এক কাওমকে পেল, যারা কোন কথা বুঝার মত ছিল না।

٩٣- حَتّٰٓى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ
وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا لا
لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ○

৯৪. তারা বলল ঃ হে যুল-কারনাইন ! নিশ্চয় ইয়াজূজ ও মাজূজ ফাসাদ সৃষ্টি করছে পৃথিবীতে। আমরা কি আপনাকে খরচ দেব যে, আপনি গড়ে দেবেন আমাদের ও তাদের মাঝে এক প্রাচীর ?

٩٤- قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ
إِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ
مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ
خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ○

৯৫. যুল-কারনাইন বলল ঃ যে, ক্ষমতা আমাকে দিয়েছেন আমার রব-এ ব্যাপারে, তা-ই উৎকৃষ্ট। অতএব তোমরা আমাকে সাহায্য কর শ্রম দিয়ে। আমি গড়ে দিব তোমাদের ও তাদের মাঝে এক মযবুত প্রাচীর।

٩٥- قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ
خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ
اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ○

৯৬. তোমরা নিয়ে এসো আমার কাছে লোহার টুকরাসমূহ। তারপর যখন মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে, লোহার টুকরাগুলো দুই পর্বতের সমান হলো, তখন সে বলল ঃ তোমরা ফুঁ দিতে থাক। যখন তা আগুনের মত উত্তপ্ত হলো, তখন সে বললো ঃ তোমরা নিয়ে এসো আমার কাছে গলিত তামা। আমি তা ঢেলে দেব এর উপর।

٩٦- اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ط
حَتّٰٓى إِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ
قَالَ انْفُخُوْا ط
حَتّٰٓى إِذَا جَعَلَهٗ نَارًا لا
قَالَ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ○

www.pathagar.com

৯৭. তারপর ইয়াজূজ ও মাজূজ তা অতিক্রম করতে পারল না এবং তা ভেদও করতে পারল না।

٩٧-فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ۝

৯৮. যুল-কারনাইন বলল ঃ এ হল রহমত আমার রবের তরফ থেকে। যখন আসবে আমার রবের ওয়াদা পূরণের সময়, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। আর আমার রবের ওয়াদা তো সত্য।

٩٨-قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ۝

৯৯. আর সে দিন আমি ছেড়ে দেব তাদের এ অবস্থায় যে, তাদের একদল আরেক দলের উপর তরঙ্গের মত আপতিত হবে এবং শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে। তারপর আমি একত্র করব তাদের সবাইকে।

٩٩-وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ۝

হযরত লুক্‌মান

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

১২. আর আমি তো দান করেছিলাম লুক্‌মানকে হিক্‌মত এবং বলেছিলাম ঃ তুমি শোক্‌র কর আল্লাহ্‌র। আর যে শোকর করে, সে তো শোক্‌র করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর কেউ না-শোক্‌রী করলে, তবে আল্লাহ্‌ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

١٢-وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

১৩. স্মরণ কর, লুক্‌মান বলেছিল তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে ঃ হে বৎস! কোন শরীক করো না আল্লাহ্‌র সাথে। নিশ্চয় শির্‌ক হল চরম যুলুম।

١٣-وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۝

১৬. হে বৎস! যদি কোন কাজ হয় সরিষার দানা পরিমাণ এবং যদি তা থাকে পাথরের মাঝে অথবা আসমানে অথবা যমীনের নিচে, তবুও আল্লাহ্‌

١٦-يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا

www.pathagar.com

اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝

তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

١٧- يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

১৭. হে বৎস ! তুমি কায়েম করবে সালাত, আদেশ দেবে ভাল কাজের এবং নিষেধ করবে মন্দকাজ থেকে। আর সবর করবে আপদে-বিপদে। নিশ্চয় এটাই দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

١٨- وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝

১৮. তুমি অহংকারবশে মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধত-ভাবে বিচরণ কর না, নিশ্চয় আল্লাহ পসন্দ করেন না কোন উদ্ধত, অহংকারীকে।

١٩- وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۝

১৯. আর তুমি মধ্যপথ অবলম্বন করবে তোমার চলনে এবং নিচু করবে তোমার কণ্ঠস্বর। নিশ্চয় অতিশয় অপ্রীতিকর স্বর তো গাধার স্বর।

হযরত যুল্-কিফ্ল

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৫, ৮৬

٨٥- وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

৮৫. আর স্মরণ কর, ইস্‌মাঈল, ইদ্‌রীস ও যুল-কিফ্‌লের কথা, এরা প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল।

٨٦- وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৮৬. আর আমি দাখিল করেছিলাম তাদের আমার রহমতে, তারা তো ছিল নেক্‌কার।

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ৪৮

٤٨- وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ۝

৪৮. আর স্মরণ কর, ইস্‌মাঈল, আল-ইয়াসা'আ ও যুল-কিফ্‌লের কথা, এরা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন।

হযরত মারইয়াম

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭

www.pathagar.com

٣٥- اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ
نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا
فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ج
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৩৫. স্মরণ কর! বলেছিল ইমরানের স্ত্রী ঃ হে আমার রব ! আমি একান্তভাবে উৎসর্গ করলাম আপনার জন্য যা আছে আমার গর্ভে তা। অতএব আপনি কবুল করুন তা আমার থেকে। আপনি তো সব শোনেন, সব দেখেন।

٣٦- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ
وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰى ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ط
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ج
وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ
وَاِنِّىْۤ اُعِيْذُهَا بِكَ
وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

৩৬. তারপর যখন সে তাকে প্রসব করল, তখন সে বলল ঃ হে আমার রব ! আমি তো প্রসব করেছি কণ্যা। আর আল্লাহ্ ভাল জানেন, যা সে প্রসব করেছে তা। আর ছেলে তো নয় এ মেয়ের মত, আর আমি তো তার নাম রেখেছি মারইয়াম এবং আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি তার ও তার বংশধরদের জন্য অভিশপ্ত শয়তান থেকে।

٣٧- فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ
وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا لا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ط
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ لا
وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ج
قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ط
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط
اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

৩৭. তারপর তাকে কবুল করলেন তার রব উত্তমরূপে এবং তাকে লালনপালন করলেন ভালভাবে, আর তাকে তত্ত্বা-বধানে রাখলেন যাকারিয়ার। যখনই যাকারিয়া তার কক্ষে প্রবেশ করত। তখনই সে তার কাছে খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। যাকারিয়া বলত ঃ হে মার্ইয়াম! এসব তুমি কোথায় পেলে? মার্ইয়াম বলত ঃ এসব আল্লাহ্র তরফ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ রিযিক দেন, যাকে চান, বিনা হিসাব।

٤٢- وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ
اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ
الْعٰلَمِيْنَ ○

৪২. আর স্মরণ কর, বলেছিল ফিরিশ্তাগণ ঃ হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন তোমাকে এবং পবিত্র করেছেন তোমাকে আর মর্যাদাবান করেছেন।

٤٣- يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ
وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

৪৩. হে মারইয়াক! তুমি অনুগত হও তোমার রবের প্রতি এবং সিজ্দা কর ও রুকূ‘ কর রুকু‘কারীদের সাথে।

www.pathagar.com

٤٤- ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ
نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ
لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ
اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○

৪৪. এ সব গায়েবের সংবাদ যা আমি অবহিত করছি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে। আর আপনি উপস্থিত ছিলেন না তাদের কাছে, যখন তারা নিক্ষেপ করছিল তাদের কলম, কে মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে তার জন্য। আর আপনি উপস্থিত ছিলেন না তাদের কাছে, যখন তারা বাদানুবাদ করছিল।

٤٥- اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ
يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ
اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ
وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ
وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

৪৫. স্মরণ কর, বলেছিল ফিরিশ্‌তাগণ ঃ হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর তরফ থেকে একটি কালিমার। যার নাম মাসীহ্‌ ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম এবং সে সম্মানিত দুনিয়া ও আখিরাতে আর সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন।

٤٦- وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا
وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৪৬. আর সে কথা বলবে মানুষের সাথে দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে আর সে হবে নেক্‌কারদের অন্যতম।

٤٧- قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ
وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ؕ
قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ
اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا
فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৪৭. মার্‌ইয়াম বলল ঃ হে আমার রব! কিভাবে আমার সন্তান হবে, অথচ আমাকে তো স্পর্শ করেনি কোন পুরুষ ? তিনি বললেন ঃ এভাবেই আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেন, যা তিনি চান। যখন তিনি কোন কিছু স্থির করেন, তখন তিনি তার জন্য বলেন 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।

সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫৬

١٥٦- وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ
بُهْتَانًا عَظِيْمًا ○

১৫৬. আর তাদের কুফরীর জন্য এবং মারয়ামের বিরুদ্ধে তাদের গুরুতর অপবাদের জন্য তারা অভিশপ্ত হয়েছিল।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১৭. ৭৫, ১১০, ১১৬

١٧- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ
قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ

১৭. তারা তো কুফরী করেছে যারা বলে ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ হলেন মাসীহ্‌ ইব্‌ন

www.pathagar.com

মারইয়াম ! আপনি বলুন ঃ কে ক্ষমতা রাখে আল্লাহ্‌কে বাধা দেবার, যদি তিনি ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন মাসীহ্ ইব্‌ন মারইয়ামকে, তার মা মারইয়ামকে এবং পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সবাইকে ?.........

قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا
اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ
وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ
وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ....

৭৫. মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্ তো কেবল একজন রাসূল, গত হয়েছে তার আগে অনেক রাসূল আর তার মা মারইয়াম ছিল সত্যনিষ্ঠ। তারা উভয়ে খানা খেত। দেখ, কিরূপ বিশদভাবে আমি বর্ণনা করি তাদের জন্য আয়াতসমূহ। তারপর আরো দেখ, তারা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়।

٧٥-مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ
وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ
الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ
ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝

১১০. স্মরণ কর, আল্লাহ্ বললেন ঃ হে ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম! তুমি উল্লেখ কর আমার নিয়ামতের কথা, যা আমি দিয়েছি তোমাকে এবং তোমার মা-মারইয়ামকে...... ।

١١٠-اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ

১১৬. আর যখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা ! তুমি কি লোকদের বলেছিলে ঃ তোমরা গ্রহণ কর আমাকে ও আমার মা মারইয়ামকে দুই ইলাহ্‌রূপে, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে ? তখন সে বলবে ঃ পবিত্র মহান আপনি। আমার পক্ষে শোভন নয় তা বলা, যা বলার অধিকার আমার নেই। যদি আমি তা বলতাম, তবে তো আপনি তা জানতেন। আপনি তো জানেন যা আছে আমার অন্তরে কিন্তু আমি জানি না, যা আছে আপনার অন্তরে। আপনি তো গায়েব সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

١١٦-وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ
وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ
مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ ۗ بِحَقٍّ ؕ
اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ
تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ
وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ؕ
اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝

সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪

www.pathagar.com

১৬. আর বর্ণনা করুন এ কিতাবে মারইয়ামের কথা, যখন সে নিরালায় আশ্রয় নিল তার পরিবারবর্গ থেকে পূর্বদিকে এক স্থানে।

١٦-وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ
اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ○

১৭. তারপর সে পর্দা করল তাদের থেকে, তখন আমি পাঠাইলাম তার কাছে আমার ফিরিশ্‌তাকে, সে আত্মপ্রকাশ করল তার কাছে পূর্ণ মানবাকৃতিতে।

١٧-فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۗ
فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا
فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ○

১৮. মার্‌ইয়াম বলল ঃ আমি আশ্রয় নিচ্ছি দয়াময় আল্লাহ্‌র তোমার থেকে, যদি তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

١٨-قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ
بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ○

১৯. সে বলল ঃ আমি তো তোমার রবের প্রেরিত, তোমাকে দান করার জন্য এক পবিত্র সন্তান।

١٩-قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ
لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ○

২০. মারইয়াম বলল ঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন স্পর্শ করেনি আমাকে কোন পুরুষ এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?

٢٠-قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ
وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ○

২১. সে বলল ঃ এরূপই হবে। তোমার রব বলেছেন ঃ এরূপ করা আমার জন্য সহজ সাধ্য আর আমি করব তাকে মানুষের জন্য এক নিদর্শন এবং রহমত আমার তরফ থেকে আর এত এক স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত।

٢١-قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ
هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ
اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ
وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ○

২২. তারপর মারইয়াম তাকে গর্ভে ধারণ করল এবং তাকে নিয়ে নিরালায় এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল।

٢٢-فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ
مَكَانًا قَصِيًّا ○

২৩. এরপর প্রসব বেদনা তাকে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল এক খেজুর গাছের নিচে। সে বলল ঃ হায়! এর আগে যদি আমি মরে যেতাম এবং হয়ে যেতাম লোকের স্মৃতি থেকে বিস্মৃত!

٢٣-فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ
اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ
قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا
وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ○

২৪. তারপর তার নিম্নপাশ হতে ফিরিশ্‌তা তাকে ডেকে বলল তুমি দুঃখ কর না,

٢٤-فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ

www.pathagar.com

তোমার রব সৃষ্টি করেছেন তোমার পাদদেশে এক নহর।

اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ○

২৫. আর তুমি নাড়া দাও খেজুর গাছের কাণ্ড তোমার দিকে, তা তোমায় দেবে পাকা-তাজা খেজুর।

২৫-وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ○

২৬. অতএব তুমি খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। তবে যদি তুমি দেখ মানুষের মাঝে কাউকে, তখন বল ঃ আমি তো মানত করেছি দয়াময় আল্লাহর জন্য রোযার। সুতরাং আমি কিছুতেই কথা বলতে পারব না, আজ কোন মানুষের সাথে।

২৬-فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ○

২৭. তারপর সে এলো তাকে নিয়ে নিজ কাওমের কাছে। তারা বলল ঃ হে মার্‌ইয়াম ! তুমি তো করে ফেলেছ এক অদ্ভুত কাণ্ড!

২৭-فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۗ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ○

২৮. হে হারুনের বোন ! তোমার বাপ তো ছিল না কোন অসৎ ব্যক্তি। আর না তোমার মা ছিল ব্যভিচারিনী।

২৮-يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ○

২৯ তারপর মার্‌ইয়াম কোলের সন্তানের প্রতি ইংগিত করল, তারা বলল ঃ কেমন করে আমরা কথা বলব কোলের শিশুর সাথে ?

২৯-فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ۗ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ○

৩০. কোলের শিশু বলল ঃ আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা। তিনি আমাকে দিয়েছেন কিতাব এবং করেছেন আমাকে নবী,

৩০-قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ۗ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ○

৩১. আর করেছেন আমাকে বরকতময়, যেখানেই থাকি না কেন। আর আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন সালাত ও যাকাতের যতদিন আমি বেঁচে থাকব,

৩১-وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۖ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ○

৩২. আর তিনি করেছেন আমাকে অনুগত আমার মায়ের প্রতি এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত, হতভাগ্য,

৩২-وَّبَرًّاۢ بِوَالِدَتِىْ ۫ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ○

www.pathagar.com

۳۳-وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ
وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ○

৩৩. আর শান্তি আমার প্রতি, যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমাকে পুণরায় জীবিত করে উঠান হবে।

۳۴-ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ
الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ○

৩৪. এই-ই ঈসা ইবনে মার্‌ইয়াম, সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩১

۳۱-وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ
اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۖ
وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا
لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

৩১. আর স্মরণ কর মার্‌ইয়ামের কথা, যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিলেন, আর আমি ফুঁকে দিয়েছিলাম তার মধ্যে আমার রূহ্ এবং করেছিলাম তাকে ও তার পুত্রকে নিদর্শন বিশ্বাবাসীর জন্য।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫০

۵۰- وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗٓ
اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ
ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ○

৫০. আর আমি করেছিলাম মার্‌ইয়ামের পুত্র এবং তাঁর মা মার্‌ইয়ামকে নিদর্শন এবং আশ্রয় দিয়েছিলাম তাদের উভয়কে এক বাসযোগ্য ঝরণাময় উঁচু ভূমিতে।

সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ১২

۱۲- وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ
اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ
مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا
وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ○

১২. আর আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরানের কণ্যা মার্‌ইয়ামের, যে রক্ষা করেছিল তার সতীত্ব, আর আমি ফুঁকে দিয়ে ছিলাম তার দেহে আমার রূহ্ থেকে এবং সে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ। আর সে ছিল অনুগতদের অন্যতম।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ব্যক্তি

হযরত জিব্‌রাঈল ও মিকাঈল (আ.)

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৯৭, ৯৮

৯৭. আপনি বলে দিন ঃ যে কেউ জিব্‌রাঈলের শত্রু এ কারণে যে, সে আল্লাহ্‌র নির্দেশে আপনার অন্তরে কুরআন নাযিল করেছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদ।

৯৮. যে কেউ আল্লাহ্‌, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর রাসূল এবং জিব্‌রাঈল ও মিকাঈলের শত্রু, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ কাফিরদের শত্রু।

٩٧- قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ
نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ
لِلْمُؤْمِنِينَ ○

٩٨- مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَٰلَ فَإِنَّ اللَّهَ
عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ ○

হযরত হারূত ও মারূত (আ.)

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১০২

১০২. আর তারা অনুসরণ করছে তা, যা শয়তানরা আবৃত্তি করছে, সুলায়মানের রাজত্বকালে, সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তনরাই কুফরী করেছে, তারা মানুষকে যাদু শিখাত এবং বাবেল শহরে হারূত-মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর যা নাযিল হয়েছিল। আর ফিরিশতাদ্বয় কাউকে এ কথা না বলে শিখাত না যে, 'আমরা পরীক্ষা স্বরূপ' কাজেই তোমরা কুফরী কর না। তারা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত যা বিচ্ছেদ ঘটাত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। আর তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া কারো কোন

١٠٢- وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ
مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ
الشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ
وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ
حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ
الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم
بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ

www.pathagar.com

وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ط وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ قف وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

ক্ষতি করতে পারত না। আর তারা শিখত এমন কিছু, যা তাদের ক্ষতি করত কিন্তু তাদের কোন উপকার করতে পারত না। তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে, পরকালে তার কোন অংশ নেই। কতই না নিকৃষ্ট তা, যার বিনিময় তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করছে, যদি তারা জানত।

তালূত ও জালূত

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১

٢٤٧-وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ط قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ط قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৪৭. আর তাদের নবী তাদের বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের বাদশাহ করে পাঠিয়েছেন। তারা বলেছিল ঃ তা কেমন করে হয় যে, তার কর্তৃত্ব চলবে আমাদের উপর অথচ তার চেয়ে আমরা কর্তৃত্বের অধিক হক্দার এবং সম্পদের দিক থেকেও সে ততটা সচ্ছল নয়। নবী বলল ঃ "আল্লাহ্ তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞান ও দেহে তাকে প্রাচুর্য দিয়েছেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় কর্তৃত্ব প্রদান করেন, আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

٢٤٨-وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

২৪৮. তারা তাদের নবী তাদের আরো বলেছিল ঃ তালূতের কর্তৃত্বের আলামত হলো যে, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ থেকে একটা সিন্দুক আসবে, তোমাদের চিত্ত প্রশান্তির জন্য, তাতে থাকবে মূসা ও হারুনের বংশধরদের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী, যা ফিরিশতাগণ বয়ে আনবে, অবশ্যই এতে রয়েছে তোমাদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হতে।

٢٤٩- فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۙ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۚ
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ
وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي
إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ
فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ
هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۙ
قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ
وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ
مُلَاقُو اللَّهِ ۙ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ
غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

২৪৯. এরপর তালূত যখন সৈন্যসামন্ত নিয়ে বের হল, তখন সে বলল ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটা নদী দিয়ে। যে কেউ সেই নদীর পানি পান করবে, সে আমার নয়, আর যে কেউ তার স্বাদ গ্রহণ করবে না, সে অবশ্যই আমার, কিন্তু কেউ তার হাতে আজলা ভরে সামান্য পানি পান করলে, তার তেমন কোন দোষ হবে না, অবশেষে তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সবাই সে পানি পান করল, পরে যখন তালূত ও তার সংগী ঈমানদাররা তা অতিক্রম করল, তখন তারা বলল ঃ আজ আমাদের জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি নেই, কিন্তু যারা দৃঢ়ভাবে ধারণা রাখত যে, আল্লাহ্ সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবেই, তারা বলল ঃ "আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল বিজয়ী হয়েছে কত বৃহৎ দলের মুকাবিলায়। আর আল্লাহ্ তো আছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।

٢٥٠- وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

২৫০. যখন তালূত ও তার সেনাবাহিনী জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হল, তখন তারা বলল ঃ হে আমাদের রব! ধৈর্য্য দাও আমাদের মনে, দৃঢ়পদ রাখ আমাদের, আর সাহায্য কর আমাদের কাফির লোকদের উপর।

٢٥١- فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ۙ
وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ
الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ

২৫১. আর তারা আল্লাহ্র হুকুমে জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ্ দাউদকে রাজ্য ও হিক্মত দান করলেন এবং তাকে শিখালেন, যা তিনি ইচ্ছা করলেন। আর আল্লাহ্র যদি মানব জাতির কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে অবশ্যই গোটা পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু

www.pathagar.com

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি পরম অনুগ্রহশীল।

হাওয়ারী

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫২,৫৩

٥٢- فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ
قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ
قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ
اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ
وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

৫২. আর যখন ঈসা তাদের মধ্যে কুফ্রী আঁচ করতে পারল তখন সে বলল ঃ কেউ কি আছে যে, আল্লাহ্র পথে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীরা বলল ঃ আমরা আল্লাহ্র সাহায্যাকারী, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র প্রতি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা তো মুসলিম।

٥٣- رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ
وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৫৩. হে আমাদের রব! আপনি যা নাযিল করেছেন, আমরা তাতে ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য করেছি রাসূলের। অতএব আপনি আমাদের সাক্ষ্যদানকারীদের শামিল করে নিন।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫

١١١- وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ
اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا
وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ○

১১১. স্মরণ কর, যখন আমি হাওয়ারীদের আদেশ করলাম ঃ তোমরা ঈমান আন আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি। তখন তারা বলেছিল ঃ আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা তো মুসলিম।

١١٢- اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ
عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১১২. স্মরণ কর, হাওয়ারীগণ বলেছিল ঃ হে ঈসা ইব্ন মারইয়াম! আপনার রব কি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাঞ্চা ভর্তি খাদ্য প্রেরণ করতে পারেন ? সে বলেছিল ঃ আল্লাহ্কে ভয় কর, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হও।

١١٣- قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا

১১৩. তারা বলল ঃ আমরা চাই যে, তা থেকে কিছু খাব এবং আমাদের অন্তর

وَ تَطْمَىِٕنَّ قُلُوْبُنَا وَ نَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا
وَ نَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

পরিতৃপ্ত হবে। আর আমরা জেনে নেবে যে, আপনি আমাদের জন্য সত্য বলেছেন এবং আমার তার সাক্ষী হয়ে যাব।

١١٤- قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ
اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآىِٕدَةً مِّنَ السَّمَآءِ
تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَ اٰخِرِنَا
وَ اٰيَةً مِّنْكَ ۚ
وَارْزُقْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

১১৪. ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম বলল ঃ হে আল্লাহ্‌, আমাদের রব! প্রেরণ করুন আমাদের জন্য আসমান থেকে খাঞ্চা ভর্তি খাবার, যা হবে আমাদের জন্য এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব স্বরূপ আর আপনার পক্ষ থেকে হবে একটি নিদর্শন। আপনি আমাদের রিযিক দান করুন, আপনি শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

١١٥- قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ
فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ
عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

১১৫. আল্লাহ্‌ বললেন ঃ অবশ্যই আমি তা তোমাদের কাছে প্রেরণ করব। কিন্তু এরপরেও তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে আমি এমন শাস্তি দেব। যে শাস্তি বিশ্বজগতে আর কাউকে দেব না।

হাবিল ও কাবিল

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১

٢٧-وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ
اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا
فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا
وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ
قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ○

২৭. আর আপনি যথাযথভাবে বর্ণনা করুন তাদের কাছে আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত, যখন তারা কুরবানী করেছিল, তখন তাদের একজনের কুরবানী কবুল করা হয়েছিল এবং অপরজনের কবুল করা হয়নি। সে বলল ঃ অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। অপরজন বলল ঃ আল্লাহ্‌ কেবলমাত্র মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করেন।

٢٨-لَىِٕنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ
مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ

২৮. যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য, আমার দিকে তোমার হাত প্রসারিত কর, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য, তোমার দিকে আমার

www.pathagar.com

হাত প্রসারিত করব না। কেননা, আমি তো ভয় করি রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌কে।

إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ○

২৯. আমি তো চাই, তুমি বহন কর আমার ও তোমার পাপের বোঝা, তারপর তুমি হয়ে যাও দোযখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আর এটাই হল যালিমদের প্রতিফল।

٢٩- إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ ○

৩০. তারপর তার প্রবৃত্তি তাকে ভ্রাতৃ-হত্যায় প্ররোচিত করল এবং সে তাকে হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।

٣٠- فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ○

৩১. তারপর আল্লাহ্ একটি কাক পাঠালেন, সে মাটি খুঁড়তে লাগল তাকে দেখাবার জন্য যে, কিভাবে সে তার ভাইয়ের লাশ গোপন করবে। সে বলল ঃ আফসোস! আমি কি এ কাকের মতও হতে পারলাম না যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারি ? অবশেষে সে অনুতপ্ত হল।

٣١- فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ○

আযর

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৭৪

৭৪. স্মরণ কর, ইব্রাহীম বলেছিল তার পিতা আযরকে ঃ আপনি কি প্রতিমা-গুলোকে মাবূদরূপে গ্রহণ করেন ? আমি তো আপনাকে ও আপনার কাওমকে প্রকাশ্য গুমরাহীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

٧٤- وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۖ إِنِّيٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ○

ফির'আওন, কারূন ও হামান

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪,

www.pathagar.com

১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১

১০৩. এরপর আমি পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফির'আওন ও তার সভাসদদের কাছে, কিন্তু তারা অন্যায়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। অতএব লক্ষ্য কর, কিরূপ হয়েছিল পরিণতি ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের।

১০৩-ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

১০৪. আর মূসা বলেছিল ঃ হে ফির'আওন! আমি তো একজন রাসূল রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

১০৪-وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১০৫. এটাই সংগত যে, আমি সত্য ছাড়া অন্য কোন কথা আল্লাহ্র উপর আরোপ করব না। আমি তো এসেছি তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব যেতে দাও আমার সাথে বনী ইসরাঈলদের।

১০৫-حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

১০৬. ফির'আওন বলল ঃ যদি তুমি কোন নিদর্শন এনেই থাক, তবে তা উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

১০৬- قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

১০৭. তখন মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ তা এক জলজ্যান্ত অজগর হয়ে গেল।

১০৭- فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ○

১০৮. আর সে বের করল তার হাত, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।

১০৮- وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ○

১০৯. ফির'আওনের কাওমের সর্দাররা বলল ঃ নিশ্চয় এতো একজন বিজ্ঞ যাদুকর,

১০৯-قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ○

১১০. সে চায় তোমাদের বের করে দিতে তোমাদের দেশ থেকে, একন তোমরা কি পরামর্শ দাও?

১১০- يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ○

www.pathagar.com

١١١- قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ
وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ○

১১১. তারা বলল, কিঞ্চিৎ অবকাশ দিন তাকে ও তার ভাইকে এবং প্রেরণ করুন শহরে-বন্দরে সংগ্রাহকদের,

١١٢- يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ○

১১২. যেন তারা নিয়ে আসে আপনার কাছে অভিজ্ঞ যাদুকরদের।

١١٣- وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ
قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا
اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ○

১১৩. আর যাদুকররা ফির'আওনের কাছে এলো এবং বলল ঃ আছে কি আমাদের জন্য কোন পুরস্কার, যদি আমরা বিজয়ী হই?

١١٤- قَالَ نَعَمْ
وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

১১৪. ফির'আওন বলল ঃ হাঁ, তদুপরি তোমরা শামিল হবে আমার নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে।

١١٥- قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ
وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ○

১১৫. যাদুকররা বলল ঃ হে মূসা! হয় তুমিই নিক্ষেপ কর, নয় তো আমরাই নিক্ষেপ করি।

١١٦- قَالَ اَلْقُوْا ۚ
فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ
وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ○

১১৬. মূসা বলল ঃ তোমরাই নিক্ষেপ কর। তারপর যখন তারা নিক্ষেপ করল। তখন তারা লোকদের চোখে ভেল্কি লাগিয়ে দিল এবং তাদের উপর আতংক বিস্তার করল এবং তারা এক বড় ধরনের যাদু দেখাল।

١١٧- وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى
اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا
هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ○

১১৭. তারপর আমি ওহীর মাধ্যমে মূসাকে আদেশ দিলাম ঃ তুমি নিক্ষেপ কর তোমার লাঠি। নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই যা যাদুকররা বানিয়েছিল তা গিল্‌তে লাগল।

١١٨- فَوَقَعَ الْحَقُّ
وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা বানিয়েছিল তা বাতিল হয়ে গেল।

١١٩- فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ
وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ○

১১৯. সুতরাং তারা সেখানে পরাজিত হল এবং নিতান্ত অপদস্থ হল,

١٢٠- وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ○

১২০. আর যাদুকররা সিজ্‌দায় পড়ে গেল।

١٢١- قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১২১. তারা বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম রাব্বুল আলামীনের প্রতি—

www.pathagar.com

১২২. যিনি রব মূসা ও হারূনের।

١٢٢-رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ○

১২৩. ফির'আওন বলল : তবে কি তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে আমার অনুমতি দেয়ার আগেই ? এটা তো এক চক্রান্ত, যা তোমরা এ শহরে বসে করেছ, যাতে তোমরা নগরবাসীদের তা থেকে বের করে দিতে পার। সুতরাং অচিরেই তোমরা এর পরিণাম জানতে পারবে।

١٢٣- قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

১২৪. অবশ্যই আমি কেটে ফেলব তোমাদের হাত ও তোমাদের পা বিপরীত দিক থেকে। তারপর তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবই।

١٢٤- لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

১২৫. তারা বলল : নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের কাছেই ফিরে যাব।

١٢٥- قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ○

১২৬. আর তুমি তো শুধু আমাদের সাথে এ কারণেই শত্রুতা পোষণ করছ যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের রবের নিদর্শনাবলীর প্রতি, যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। হে আমাদের রব! আমাদের প্রতি ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং মুসলিম হিসাবে আমাদের মৃত্যু দাও।

١٢٦-وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۗ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ○

১২৭. আর ফির'আওনের কাওমের সর্দাররা বলল : আপনি কি মূসা ও তার কাওমকে এভাবেই ছেড়ে দেবেন যে, তারা রাজ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আপনাকে ও আপনার দেব-দেবীকে বর্জন করবে ? ফির'আওন বলল : আমি অবশ্যই তাদের পুত্রদের হত্যা করব এবং তাদের মেয়েদের জীবিত রাখব আর আমি তো তাদের উপর প্রবল।

١٢٧- وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ۗ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ○

১২৮. মূসা তার কাওমকে বলল : তোমরা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং

١٢٨-قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ

www.pathagar.com

সব্‌র কর, এ যমীন তো আল্লাহ্‌র, তিনি স্বীয় বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর চূড়ান্ত সফলতা তো মুত্তাকীদের জন্য।

وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ۬
يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

১২৯. তারা বলল ঃ আমরা নির্যাতিত হয়েছি আমাদের কাছে আপনার আসার আগেও এবং আপনার আসার পরেও। মূসা বলল ঃ অতি সত্ত্বর তোমাদের রব তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করবেন এবং যমীনে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তারপর তিনি লক্ষ্য করবেন তোমরা কি কর তা।

١٢٩- قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ
اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ
قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ
اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ
فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝

১৩০. আর আমি তো পাকড়াও করেছিলাম ফির'আওনের অনুসারীদের দুর্ভিক্ষ ও ফল ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

١٣٠- وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ
بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝

১৩১. আর যখন কোন কিছু শুভ তাদের কাছে আসত, তখন তারা বলত ঃ এটাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয়। আর যদি কোন কিছু অশুভ তাদের উপর আপতিত হত, তখন তারা মূসা ও তার সঙ্গীদের এর জন্য অলক্ষুণে মনে করত। জেনে রাখ, তাদের অলক্ষুণের মূল কারণ আল্লাহ্‌র জানা আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

١٣١- فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ
قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ
اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

১৩২. তারা আরো বলল ঃ আমাদেরকে যাদু করার জন্য তুমি যত নিদর্শনই নিয়ে এসো না কেন, আমরা কিছুতেই তোমার উপর ঈমান আনব না।

١٣٢- وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ
لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ
فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৩৩. তারপর আমি তাদের উপর প্রেরণ করি প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, বেঙ ও রক্ত যা ছিল স্পষ্ট মু'জিযা, কিন্তু তারা অহংকারই করতে থাকল এবং তারা ছিল অপরাধী কাওম।

١٣٣- فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ
وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ
وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۫
فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝

১৩৪. আর যখন তাদের উপর কোন আযাব আপতিত হয়, তখন তারা বলে ঃ হে মূসা! তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তোমার সাথে তাঁর যে ওয়াদা রয়েছে সে অনুযায়ী। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে আযাব দূর করে দাও, তবে অবশ্যই আমরা তোমার উপর ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলকেও মুক্ত করে তোমার সাথে যেতে দেব।

١٣٤- وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا
يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ
لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ
لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ
وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

১৩৫. কিন্তু যখনই আমি তাদের উপর থেকে আযাব দূর করে দিতাম এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যা তাদের জন্য অনিবার্য ছিল, তখনই তারা তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করত।

١٣٥- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ
اِلٰٓى اَجَلٍ
هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○

১৩৬. অতএব আমি প্রতিশোধ নেই এভাবে যে, তাদের ডুবিয়ে দেই সাগরে। কেননা তারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল এবং এ সম্বন্ধে গাফিল ছিল।

١٣٦- فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ
بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَ كَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ○

১৩৭. আর আমি উত্তরাধিকারী করে দেই সে কাওমকে যাদের দুর্বল মনে করা হত সে যমীনের পূর্ব ও পশ্চিমের, যাতে আমি বরকত দান করেছিলাম। আর বনী ইস্‌রাঈল সম্পর্কে আপনার রবের শুভ বাণী পূর্ণ হল তাদের সবরের কারণে। আর আমি ধ্বংস করে দেই যা কিছু শিল্প কারখানা নির্মাণ করেছিল ফির'আওন ও তার কাওম এবং যে সব সুউচ্চ প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তাও।

١٣٧- وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا
يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ
وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى
عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ؕ
وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ
وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ○

১৩৮. আর আমি বনী ইসরাঈলকে পার করিয়ে দেই সাগর, তখন তারা এমন এক জাতির কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়, যারা তাদের নির্মিত মূর্তির পূজা করত, তারা বলল ঃ হে মূসা! আমাদের জন্যও

١٣٨- وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ
فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ
لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ

اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ
اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ○

বানিয়ে দিন এক দেবতা, যেমন তাদের রয়েছে দেবতা। মূসা বলল ঃ তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়!

١٣٩- اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ
وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৩৯. নিশ্চয় এরা যে কাজে লিপ্ত রয়েছে, তা তো ধ্বংস হবেই এবং তারা যা কিছু করছে তাও বাতিল।

١٤٠- قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ
اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا
وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

১৪০. মূসা আরো বলল ঃ তবে কি আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ্ খুঁজব ? অথচ তিনিই তোমাদের সারা জাহানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন!

١٤١- وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ
يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ
يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ
وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

১৪১. আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আওনের লোকদের কবল থেকে রক্ষা করেছিলাম, যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিত, তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদের জীবিত রাখত। আর এতে ছিল মহাপরীক্ষা তোমাদের রবের তরফ থেকে।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২

٧٥- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا
فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

৭৫. তারপর আমি এদের পরে পাঠিয়েছিলাম মূসা ও হারূনকে ফির'আওন ও তার প্রধানদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী সহ, কিন্তু তারা অহংকার করে এবং তারা ছিল অপরাধী কাওম।

٧٦- فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا
قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৭৬. আর যখন তাদের কাছে আমার তরফ থেকে সত্য এল, তখন তারা বলল ঃ নিশ্চয় এত প্রকাশ্য যাদু।

٧٧- قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ
اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ○

৭৭. মূসা বলল ঃ তোমরা কি সত্য সম্পর্কে এরূপ বলছ, যখন তা তোমাদের কাছে পৌঁছেছে? এটা কি যাদু? আর যাদুকররা তো সফলকাম হয় না।

www.pathagar.com

৭৮. তারা বলল ঃ তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ এজন্য যে, আমাদের বিচ্যুত করবে সে পথ থেকে, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি? আর যাতে তোমাদের দু'জনের এদেশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় সে জন্য? আমরা কিছুতেই তোমাদের প্রতি ঈমান আনার নই।

٧٨- قَالُوٓا اَجِئۡتَنَا لِتَلۡفِتَنَا عَمَّا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوۡنَ لَكُمَا الۡكِبۡرِيَآءُ فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَمَا نَحۡنُ لَكُمَا بِمُؤۡمِنِيۡنَ ○

৭৯. আর ফির'আওন বলল ঃ তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো সুবিজ্ঞ যাদুকরদের।

٧٩- وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ ائۡتُوۡنِىۡ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيۡمٍ ○

৮০. তারপর যখন যাদুকররা এলো, তখন মূসা তাদের বলল ঃ তোমরা নিক্ষেপ কর, যা তোমরা নিক্ষেপ করতে চাও।

٨٠- فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمۡ مُّوۡسٰٓى اَلۡقُوۡا مَاۤ اَنۡتُمۡ مُّلۡقُوۡنَ ○

৮১. এরপর তারা যখন নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বলল ঃ তোমরা যা কিছু এনেছ তা সবই যাদু। নিশ্চয় আল্লাহ্ এখনই এ সব বাতিল করে দেবেন। আল্লাহ্ তো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা হতে দেন না।

٨١- فَلَمَّاۤ اَلۡقَوۡا قَالَ مُوۡسٰى مَا جِئۡتُمۡ بِهِ ۙ السِّحۡرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبۡطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصۡلِحُ عَمَلَ الۡمُفۡسِدِيۡنَ ○

৮২. আর আল্লাহ্ স্বীয় বাণী অনুযায়ী সত্যকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপসন্দ করে।

٨٢- وَيُحِقُّ اللّٰهُ الۡحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوۡ كَرِهَ الۡمُجۡرِمُوۡنَ ○

৮৩. মূসার প্রতি তার কাওমের কতিপয় লোক ছাড়া কেউ ঈমান আনল না এ আশংকায় যে, ফির'আওন ও তার সর্দাররা তাদের নির্যাতন করবে। আর ফির'আওন তো সে দেশের কর্তৃত্বের শিখরে আরোহন করেছিল। আর সে ছিল অন্যতম সীমালংঘনকারী।

٨٣- فَمَاۤ اٰمَنَ لِمُوۡسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنۡ قَوۡمِهٖ عَلٰى خَوۡفٍ مِّنۡ فِرۡعَوۡنَ وَمَلَا۟ئِهِمۡ اَنۡ يَّفۡتِنَهُمۡ ؕ وَاِنَّ فِرۡعَوۡنَ لَعَالٍ فِى الۡاَرۡضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الۡمُسۡرِفِيۡنَ ○

৮৮. আর মূসা বলল ঃ হে আমাদের রব! তুমি তো ফির'আওনকে এবং তার প্রধানদের পার্থিব জীবনে আড়ম্বরের সামগ্রী ও নানাপ্রকার ধন-সম্পদ দান

٨٨- وَقَالَ مُوۡسٰى رَبَّنَاۤ اِنَّكَ اٰتَيۡتَ فِرۡعَوۡنَ وَمَلَاَهٗ زِيۡنَةً وَّاَمۡوَالًا

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا
عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى
اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○

করেছ। হে আমাদের রব! যার ফলে তারা লোকদের তোমার পথ থেকে গুম্‌রাহ্ করে। হে আমাদের রব! তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দাও, তাদের অন্তর কঠিন করে দাও, তারা তো ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

٨٩- قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا
فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ
سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৮৯. আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমাদের উভয়ের দু'আ কবুল করা হল। অতএব তোমরা দৃঢ় থাক এবং কখনো অজ্ঞ লোকদের পথ অনুসরণ করো না।

٩٠- وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ
فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا
وَّعَدْوًا ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ
قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ
اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا
مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৯০. আর আমি বনী ইস্‌রাঈলকে নদী পার করিয়ে দিলাম। তারপর তাদের পশ্চাদ-অনুসরণ করল ফির'আওন ও তার সেনাবাহিনী নিঃপীড়ন ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে। অবশেষে যখন সে নিমজ্জিত হতে থাকল, তখন বলল ঃ আমি ঈমান আনলাম যে, কোন মা'বূদ নেই তিনি ছাড়া, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনী ইস্‌রাঈল। আর আমি একজন মুসলিম।

٩١- آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ
مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৯১. এখন ঈমান আনলে! অথচ এর পূর্ব মুহূর্তেও তুমি নাফরমানী করছিলে এবং তুমি ছিলে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের একজন।

٩٢- فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ
لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ۭ وَاِنَّ كَثِيْرًا
مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ○

৯২. আজ আমি তোমার লাশকে রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের বস্তু হয়ে থাক। আর বাস্তবিকপক্ষে অনেক লোক আমার নিদর্শন সম্পর্কে গাফিল রয়েছে।

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

www.pathagar.com

৩. আমি যথাযথভাবে আপনাকে শুনাচ্ছি মূসা ও ফির'আওনের বৃত্তান্ত মু'মিন লোকদের উদ্দেশ্যে।

٣- نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَإِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৪. নিশ্চয় ফির'আওন তার দেশে অতিমাত্রায় উদ্ধত হয়ে গিয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে দুর্বল করে রেখেছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত এবং সে তাদের মেয়েদের জীবিত রেখে দিত। বস্তুত সে ছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারী।

٤- اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৫. আর আমি ইচ্ছা করলাম যে, সে দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি এবং তাদেরকে নেতা বানাই, আর তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করি,

٥- وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ○

৬. এবং তাদেরকে দেশে শাসন ক্ষমতা দান করি। আর ফির'আওন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনীকে দেখিয়ে দেই, যা তারা বনী ইস্‌রাঈলের তরফ থেকে আশংকা করত।

٦- وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ○

৭. আর আমি মূসার মাকে গায়েবী নির্দেশ প্রদান করলাম যে, 'তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাক। পরে যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা করবে, তখন তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, আর ভয় করো না, চিন্তাও করো না। অবশ্যই আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং করব তাকে রাসূলদের একজন।

٧- وَاَوْحَيْنَآ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

৮. তারপর ফির'আওনের লোকেরা তাকে উঠিয়ে নিল, যার পরিণামে সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যায়। নিশ্চয় ফির'আওন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনী ছিল অপরাধী।

٨- فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ○

www.pathagar.com

আর ফির'আওনের স্ত্রী বলল ঃ এ শিশুটি আমার ও তোমার চক্ষু শীতলকারী, নয়নমণি, একে হত্যা করো না। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, কিম্বা আমরা তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তারা বুঝতে পারেনি।

আর মূসার মায়ের অন্তর বিচলিত হয়ে পড়েছিল এবং সে মূসার অবস্থা প্রকাশ করে দেয়ার উপক্রম করেছিল, যদি না আমি দৃঢ় রাখতান তার হৃদয়। এরূপ করলাম, যাতে সে থাকে বিশ্বাসীদের মধ্যে।

আর মূসার মা মূসার বোনকে বলল ঃ এর পিছনে পিছনে যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর থেকে তাকে দেখে যেতে লাগল।

আর আমি প্রথম থেকেই মূসার জন্য ধাত্রীস্তন্য পান হারাম করে দিয়েছিলাম। সুতরাং মূসার বোন বলল ঃ আমি কি তোমাদের এমন এক পরিবারের কথা বলব, যারা তোমাদের হয়ে একে লালনপালন করবে এবং তারা হবে এর হিতাকাঙ্ক্ষী?

অবশেষে আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং সে চিন্তান্বিত না থাকে, আর সে বুঝতে পারে যে, অবশ্যই আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

আর ফির'আওন বলল ঃ হে সভাসদবৃন্দ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে আমি মনে করি না। হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য

www.pathagar.com

একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মূসার মাবূদের প্রতি উঁকি মেরে দেখতে পারি। তবে আমার তো ধারণা যে, সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

৩৯. আর ফির'আওন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং তারা ভেবেছিল যে, তাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না।

৪০. অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, যালিমদের পরিণাম কেমন হয়েছিল!

৪১. আর আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা লোকদের জাহান্নামের দিকে আহবান করত। আর কিয়ামতের দিন তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

৪২. আর এই পৃথিবীতেও আমি তাদের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছি লা'নত এবং কিয়ামতের দিনেও তারা হবে দুর্দশাগ্রস্তদের শামিল।

৭৬. নিশ্চয় কারূন ছিল মূসার কাওমের একজন। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আর আমি তাকে এতো অধিক পরিমাণ ধন-ভাণ্ডার দিয়েছিলাম, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার কাওম তাকে বলেছিল ঃ দম্ভ করো না, আল্লাহ্ তো দাম্ভিকদের ভালবাসেন না।

৭৭. আর আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। আর তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে

www.pathagar.com

চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না।

কারূন বলল ঃ এ সম্পদ আমি স্বীয় বুদ্ধিমত্তার বলে প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানতে পারেনি যে, আল্লাহ্ তার পূর্বে এমন অনেক মানব গোষ্ঠিকে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চেয়ে প্রবল এবং জনবলও ছিল তার চেয়ে অধিক? আর অপরাধীদের তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চাইবে না।

কারূন একদিন তার কাওমের সামনে জাঁকজমক সহকারে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল ঃ কতই না উত্তম হত, যদি আমাদেরকে তা দেয়া হত, যা কারূনকে দেয়া হয়েছে! বস্তুত সে বড় ভাগ্যবান।

আর যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল ঃ সর্বনাশ হোক তোমাদের! যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে, তাদের জন্য আল্লাহ্র দেয়া পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ, আর এ পুরস্কার তারাই পায় যারা ধৈর্যশীল।

তারপর আমি কারূনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে ধসিয়ে দিলাম। তখন তার পক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে আল্লাহ্র আযাব থেকে বাঁচাতে সাহায্য করতে পারত। আর সে নিজেও নিজকে রক্ষা করতে পারেনি।

গতকাল যারা তার মত হওয়ার আকাংক্ষা পোষণ করেছিল, তারা বলতে লাগল ঃ দেখলে তো, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা প্রচুর জীবিকা দান করেন এবং হ্রাসও করেন। আল্লাহ্ যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না

www.pathagar.com

لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ○

করতেন, তবে অবশ্যই তিনি আমাদের ভূগর্ভে ধসিয়ে দিতেন। দেখলে তো! কাফিররা কখনও সফলকাম হয় না।

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৩৯

٣٩- وَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ○

৩৯. আর আমি কারূন, ফির'আওন ও হামানকেও ধ্বংস করেছিলাম। মূসা তো তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল। তথাপি তারা পৃথিবীতে দম্ভ করত, কিন্তু তারা আমার আযাব এড়াতে পারেনি।

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ২৩, ২৪, ২৬, ৩৬, ৩৭, ৪৬

٢٣- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

২৩. আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম।

٢٤- اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ○

২৪. ফির'আওন, হামান ও কারূনের নিকট, কিন্তু তারা বলল, এ লোকটা ত এক জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।

٢٦- وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ ...

২৬. ফির'আওন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি আর সে তার রবের শরণাপন্ন হোক.....।

٣٦- وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ○

৩৬. ফির'আওন বলল, হে হামান। আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি পাই অবলম্বন—

٣٧- ... وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ ○

৩৭. .... ফির'আওনের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল।

٤٦- ... وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۖ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ○

৪৬. .... যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে ফির'আওন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।

সূরা যুখ্রুফ, ৪৩ ঃ ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬

٤٦- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ
فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৬. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফির'আওন ও তার সভাসদবর্গের কাছে। তিনি বলেছিল ঃ আমি তো প্রেরিত রাসূল রাব্বুল আলামীনের।

٤٧- فَلَمَّا جَآءَهُمْ
بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ○

৪৭. সে যখন তাদের কাছে আমার নিদর্শনসহ নিয়ে এল, তখন তারা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল।

٤٨- وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ
اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ز
وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৪৮. আর আমি তাদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখাইনি, যা অন্যান্য নিদর্শনের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিল না। আর আমি তাদেরকে আযাবে পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে।

٤٩- وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ج
اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ○

৪৯. তারা বলেছিল ঃ হে যাদুকর! তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে সে বিষয়ের প্রার্থনা কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন। তাহলে অবশ্যই আমরা সৎপথে আসব, হিদায়েত পাব।

٥٠- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ
اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○

৫০. তারপর আমি যখন তাদের থেকে আযাব উঠিয়ে নিলাম, তখন তারা ওয়াদা ভংগ করতে লাগল।

٥١- وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ
يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ
وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ج
اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

৫১. আর ফির'আওন তার কাওমকে ডেকে বলল ঃ হে আমার কাওম! মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এই নদীগুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত, তোমরা কি তা দেখ না?

٥٢- اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ
هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ○

৫২. বরং আমি তো শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে, যে নিতান্ত তুচ্ছ এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে অক্ষম।

٥٣- فَلَوْلَآ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ
اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ○

৫৩. তাকে কেন সোনার মালা দেয়া হল না, অথবা কেন আসল না ফিরিশ্তাগণ তার সাথে সারিবদ্ধভাবে?

٥٤- فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ط
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

৫৪. এভাবে সে তার কাওমকে হতবুদ্ধি করে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। অবশ্য তারা ছিল এক ফাসিক কাওম।

www.pathagar.com

৫৫. এরপর তারা যখন আমাকে রাগান্বিত করল ; তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।

٥٥- فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৫৬. তারপর আমি করেছিলাম তাদেরকে পরবর্তীদের জন্য অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

٥٦- فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ۝

সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৩০, ৩১

৩০. আর আমি তো মুক্তি দিয়েছিলাম বনী ইস্‌রাঈলকে অপমানজনক শাস্তি হতে-

٣٠- وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۝

৩১. ফির'আওনের। নিশ্চয় সে ছিল শীর্ষ-স্থানীয় সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

٣١- مِنْ فِرْعَوْنَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

(যায়িদ ও যয়নব (রা)

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ৩৭

৩৭. আর স্মরণ করুন, আপনি তাকে বলেছিলেন, যাকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন ঃ তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার বিবাহাধীনে রাখ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আপনি আপনার অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আপনি লোক ভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহ্‌কে ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর উচিত। তারপর যায়িদ যখন যয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম। যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলে, সে সব রমণীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মু'মিনদের কোন অসুবিধা না হয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

٣٧- وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝

হযরত ইব্‌রাহী

সূরা যারিয়াত ৫১ ঃ ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

২৪. এসেছে কি আপনার কাছে ইব্‌রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত ?

২৫, যখন তারা তার কাছে প্রবেশ করল, এরপর তাকে সালাম করল। ইব্‌রাহীমও বলল ঃ 'সালাম'। এরা তো অপরিচিতি লোক।

২৬. তারপর সে নিজের পরিবারের কাছে গেল এবং একটি মোটা তাজা ভাজা গরুর বাচুর নিয়ে এলো।

২৭. এবং তা তাদের সামনে রাখল। সে বলল ঃ আপনারা খাচ্ছেন না কেন ?

২৮. এতে তাদের ব্যাপারে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বলল ঃ আপনি ভয় করবেন না। এরপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।

২৯. তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এল এবং কপালে হাত মেরে বলল ঃ আমি তো বৃদ্ধা, বন্ধ্যা।

৩০. ফিরিশ্‌তারা বলল ঃ এরূপই বলেছেন আপনার র ব, নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

৩১. ইব্‌রাহীম বলল ঃ হে প্রেরিত ফিরিশ্‌তা-গণ! তোমাদের আসল উদ্দেশ্য কি?

৩২. তারা বলল ঃ আমরা তো প্রেরিত হয়েছি একটি অপরাধী কাওমের প্রতি.

৩৩. যেন আমরা তাদের উপর পোড়ামাটির পাথর নিক্ষেপ করি,

৩৪, যা তোমরা রবের তরফ থেকে চিহ্নিত সীমালংঘনকারীদের জন্য।

www.pathagar.com

৩৫. আর আমি বের করে দিলাম সেখানে যে সব মু'মিন ছিল তাদেরকে।

৩৬. কিন্তু আমি সেখানে মুসলমানদের একটি পরিবার ছাড়া আর কোন মুসলিম পরিবার পাইনি।

৩৭. আর আমি এতে নিদর্শন রেখেছি তাদের জন্য, তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে ভয় করে।

٣٥- فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○
٣٦- فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ
مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○
٣٧- وَتَرَكْنَا فِيْهَا اٰيَةً
لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○

রানী বিলকীস

সূরা নাম্ল, ২৭ ঃ ২২, ২৩, ২৪

২২. হুদহুদ এসে সুলায়মানকে বলল ঃ আমি এমন বিষয় অবগত হয়েছি যা আপনি অবগত না এবং আমি 'সাবা'* থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

২৩. আমি দেখেছি এক স্ত্রী-লোককে*, তাদের উপর রাজত্ব করতে, তাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে এবং তার রয়েছে এক বিরাট সিংহাসন।

২৪. আমি তাকে ও তার কাওমকে দেখেছি- আল্লাহ্কে ছেড়ে সূর্যকে সিজ্দা করতে। আর শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য শোভন করে রেখেছে এবং সে তাদের সৎপথ থেকে বিরত রেখেছে, ফলে তারা হিদায়েত পয় না।

٢٢- فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ
اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ
وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ○
٢٣- اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ
وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ
٢٤- وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ
فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ○

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১৫

১৫. সাবাবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন দু'টি উদ্যান একটি ডান দিকে অপরটি বামদিকে, তাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিয্ক ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এ শহর এবং ক্ষমাশীল তোমাদের প্রতিপালক।

١٥- لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ
جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۚ
كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۚ
بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ○

---

* 'সাবা' ঃ ইয়ামান, হাজারমাওত ও আছির এলাকা নিয়ে 'সাবা' সাম্রাজ্য ছিল।

* "স্ত্রীলোক" তিনি রানী বিলকীস, বিশ্বখ্যাত "Queen of Saba".

www.pathagar.com

পঞ্চম পারে

মক্কা ও মাশ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১২৬, ১৯৮

১২৬. আর স্মরণ কর, ইব্‌রাহীম বলেছিল ঃ হে আমার রব! করুন এ জনপদকে (মক্কা) নিরাপদ শহর, আর এ বাসিন্দাদের মধ্যে যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও আখিরাতে তাদের রিযিক দিন ফলমূল দিয়ে। আল্লাহ্ বলেন ঃ যে কেউ কুফরী করবে, তাকেও কিছুকালের জন্য জীবন-উপভোগ করতে দেব। তারপর তাকে বাধ্য করব দোযখের আযাব ভোগ করতে। আর কতই না নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তনস্থল।

১৯৮. তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই, তোমাদের রবের অনুগ্রহ অন্বেষণ করায়। তারপর যখন তোমরা আরাফাত থেকে ফিরে আসবে, তখন মাশ্‌'আরুল হারামের কাছে পৌঁছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে এবং তাকে ঠিক সে ভাবে স্মরণ করবে, যেভাবে স্মরণ করার জন্য তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও এর আগে তোমরা গুমরাহ্‌দের শামিল ছিলে।

হুং

সূরা তাওবা, ৯ ঃ ২৫

২৫. আল্লাহ্ তো তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক যুদ্ধ ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের

www.pathagar.com

كَثِيْرَةٍ ۙ وَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ○

দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল তোমাদের জন্য এ পৃথিবী এত প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও, পরে তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়েছিলে।

সাবা

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১৫, ১৮

১৫- لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّ شِمَالٍ ۬ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّ رَبٌّ غَفُوْرٌ ○

১৫. সাবার বাসিন্দাদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন, দু'টি উদ্যান, একটি ডানদিকে, অপরটি বামদিকে। তাদের বলা হয়েছিল ঃ তোমরা খাও, তোমাদের রবের দেয়া রিযিক থেকে এবং তাঁর শোকর আদায় কর। উত্তম এ শহর এবং পরম ক্ষমাশীল তোমাদের রব।

১৮- وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّ قَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَ اَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ○

১৮. আর তাদের জনপদ এবং সে সব জনপদ যেখানে আমি বরকত দিয়ে রেখেছিলাম, সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে বহু দৃশ্যমান জনপদ আবাদ করে রেখেছিলাম এবং সে সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। তোমরা এ সব জনপদে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর।

ইত্তাকিয়া

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

১৩- وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ○

১৩. আর আপনি তাদের কাছে বর্ণনা করুন এক জনপদের ঘটনা, যখন সেখানে এসেছিল কয়েকজন রাসূল।

১৪- اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

১৪. যখন আমি তাদের কাছে দু'জন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তখন তারা তাদের

মিথ্যাবাদী বলেছিল। তারপর আমি তাদের উভয়কে সহায়তা করেছিলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। তারা সকলে বলেছিল ঃ আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল।	فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓا إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ○
১৫. লোকেরা বলল ঃ তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ, দয়াময় আল্লাহ তো কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছ'।	١٥- قَالُوا مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ ۙ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ○
১৬. রাসূলগণ বললেন ঃ আমাদের রব জানেন, অবশ্যই আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল।	١٦- قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ○
১৭. আর আমাদের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টরূপে প্রচার করা।	١٧- وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ ○
১৮. তারা বলল ঃ আমরা অবশ্যই তোমাদের অশুভ লক্ষণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে আমরা অবশ্যই পাথর মেরে তোমাদের ধ্বংস করে ফেলব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপাতত হবেই।	١٨- قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ○
১৯. রাসূলগণ বলল ঃ তোমাদের অশুভ লক্ষণ তোমাদেরই সাথে সংযুক্ত। তোমরা কি একে অশুভ মনে করছ যে, তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে? বরং তোমরা তো এক সীমালংঘনকারী কাওম।	١٩- قَالُوا طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ○
২০. তারপর শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর।	٢٠- وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ○
২১. অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চায় না। আর তারা নিজেরাও রয়েছে সৎপথে।	٢١- اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ○

www.pathagar.com

২২. আর আমার কি কৈফিয়ত আছে যে, আমি তাঁর ইবাদত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁরা কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে ?

২৩. আমি কি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এমন সব উপাস্য গ্রহণ করব, যদি দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে কষ্টে নিঃপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোন উপকারে আসবে না এবং তারা আমাকে মুক্তও করতে পারবে না।

২৪. যদি আমি এরূপ করি, তবে তো আমি স্পষ্ট গুমরাহীতে পতিত হব।

২৫. আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা শোন আমার কথা।

২৬. তাকে বলা হল ঃ জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলল ঃ আহা! যদি আমার কাওম জানতে পারত,

২৭. কী কারণে আমার রব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের শামিল করেছেন।

২৮. আর তার মৃত্যুর পর আমি তার কাওমের উপর আসমান থেকে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণ করার কোন প্রয়োজনও আমার ছিল না।

২৯. তা ছিল কেবলমাত্র একটি বিকট আওয়াজ, ফলে তখনই তারা নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

৩০. আফসোস সে বান্দাদের জন্য, যাদের কাছে কখনো এমন কোন রাসূল আসেনি, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি।

৩১. তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠিতে ধ্বংস করেছি,

www.pathagar.com

مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○

নিশ্চয় যারা তাদের মাঝে পুনরায় ফিরে আসবে না।

٣٢- وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ○

৩২. আর তাদের সবাইকে অবশ্যই একত্রে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে।

আয়কাবাসী ও অন্যান্য

সূরা সোয়াদ, ৩৮ ঃ ১২, ১৩, ১৪

١٢- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ○

১২. এদের পূর্বেও রাসূলদের অস্বীকার করেছিল নূহের কাওম, আদ এবং কীলক শিবিরের মালিক ফির'আওন,

١٣- وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ ؕ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ○

১৩. আর সামূদ, লূতের কাওম ও আয়কার অধিবাসীরা। এরা ছিল এক-একটা বিশাল বাহিনী।

١٤- اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ○

১৪. এরা প্রত্যেকেই রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। ফলে আমার শাস্তি তাদের উপরও আপতিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আম্‌সাল বা উদাহরণ ও উপমা

আল-কুরআনের উপমা

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৬

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ লজ্জাবোধ করেন না উপমা দিতে কোন বস্তু দিয়ে, হোক তা মশা বা তাঁর চেয়েও ক্ষুদ্র কিছু। সুতরাং যারা ঈমান এনছে তারা জানে যে, এ উপমা সঠিক তাদের রবের তরফ থেকে। কিন্তু যারা কাফির তারা বলে ঃ আল্লাহ্ কি উদ্দেশ্যে এ তুচ্ছ বস্তুর উপমা দিয়েছেন ? এ দিয়ে আল্লাহ্ অনেককে বিপথগামী করেন এবং অনেককে সঠিকপথে পরিচালিত করেন। তবে ফাসিকদের ছাড়া অন্য কাউকে তিনি এরূপ উপমা দিয়ে গুম্‌রাহ করেন না।

٢٦-اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖۤ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۝

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৮৯

৮৯. আর অবশ্যই আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কুফরী ছাড়া অন্য কিছু স্বীকার করেনি।

٨٩-وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۫ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝

সূরা কাহ্ফ, ১৮ ঃ ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩,

৩২. আর আপনি তাদের কাছে পেশ করুন ঐ দু'ব্যক্তির উপমা ঃ যাদের একজনকে আমি দু'টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছিলাম এবং এটিকে আমি খেজুর বৃক্ষ দিয়ে পরিবেষ্টিত করেছিলাম। আর

٣٢-وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ

www.pathagar.com

وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ○

এ দু'টির মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র।

٣٣- كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ
تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا
نَهَرًا ○

৩৩. উভয় বাগানই ফলদান করত এবং এতে কোন প্রকার কম হত না, আর আমি এ দু'টির মাঝে নহর প্রবাহিত করেছিলাম।

٣٤- وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ
وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا
وَّاَعَزُّ نَفَرًا ○

৩৪. আর তার আরো অনেক সম্পদ ছিল। একদা সে তার সাথীদের কথা প্রসঙ্গে বলল ঃ আমি ধন-সম্পদে তোমার চেয়ে বেশী এবং জনবলেও তোমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

٣٥- وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ
قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ○

৩৫. আর সে নিজের প্রতি যুলুম করে একদিন বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল ঃ আমার তো মনে হয় না যে, এ বাগান তো কোন দিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

٣٦- وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ
وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ
لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ○

৩৬. আর আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে। তবে যদি আমাকে কখন আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নেয়াই হয়, তাহলে অবশ্যই আমি সেখানে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান পাব।

٣٧- قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ
اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ○

৩৭. তার সাথী তাকে তার কথার উত্তরে বলল ঃ তুমি কি তাঁর কুফরী করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে এবং পরে তোমাকে পূর্ণাংগ মানুষে পরিণত করেছেন?

٣٨- لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ
بِرَبِّىْٓ اَحَدًا ○

৩৮. বস্তুত তিনিই আল্লাহ্, আমার রব। আর আমি অন্য কাউকে আমার রবের শরীক করি না।

٣٩- وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ
مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ
اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ
مَالًا وَّوَلَدًا ○

৩৯. আর যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করছিলে, তখন এরূপ কেন বললে না যে, "আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কারও কোন শক্তি নেই।" যদি তুমি আমাকে সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে তোমার চেয়ে হীন মনে কর,

www.pathagar.com

৪০. তবে আশা করি, অচিরেই আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উৎকৃষ্টতর কিছু দান করবেন এবং তোমার বাগানে আসমান থেকে কোন আকস্মিক বিপর্যয় প্রেরণ করবেন। ফলে তা উদ্ভিদশূন্য এক পরিষ্কার মাঠে পরিণত হয়ে যাবে,

٤٠- فَعَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ○

৪১. অথবা তার পানি যমীনের তলদেশে নেমে শুকিয়ে যাবে এবং তুমি কখন তার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না।

٤١- اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ○

৪২. তারপর তার ফল সম্পদ বিপর্যয় বেষ্টিত হয়ে গেল, ফলে সে ঐ বাগানের জন্য যা কিছু ব্যয় করেছিল, তার জন্য অনুতাপ করতে লাগল। আর বাগানটি মাচানসহ ভূমিতে পড়ে রইল। সে বলতে লাগল ঃ হায়, আমি যদি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক না করতাম!

٤٢- وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا ○

৪৩. আর তার এমন কোন দলও ছিল না, যে তাকে আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় সাহায্য করে এবং সে নিজেও কোন প্রতিকার করতে পারল না।

٤٣- وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ○

আল-কুরআনে বর্ণিত দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য

সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২১

২১. আমি যদি এ কুরআন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তাহলে তুমি দেখতে আল্লাহ্‌র ভয়ে তা বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। এসব দৃষ্টান্ত আমি বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করে।

٢١- لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۭ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

মুনাফিকদের উপমা

সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৬, ১৭, ১৯, ২০

১৬. এরাই সে সব লোক, যারা হিদায়েতের বিনিময়ে গুমরাহী ক্রয় করেছে। সুতরাং

١٦- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ص

فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا
مُهْتَدِيْنَ ○

তাদের এ ব্যবসা লাভজনক হয়নি। আর তারা সঠিক পথেও পরিচালিত নয়।

١٧- مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ
فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ○

১৭. তাদের উপমা ঐ লোকের মত যে আগুন জ্বালালো, পরে যখন আগুন তার চারদিকের সবকিছু আলোকিত করল, তখন আল্লাহ্ তাদের আগুন নিয়ে গেলেন এবং তাদের ছেড়ে দিলেন ঘোর অন্ধকারে, ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না।

١٩- اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ
رَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ
يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ
حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ○

১৯. অথবা তাদের উপমা সে সব পথিকের ন্যায় যারা আকাশ থেকে মুষলধারে বর্ষিত বৃষ্টিতে পথ চলে, যাতে থাকে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক। মৃত্যুর ভয়ে তারা বজ্রগর্জনের সময় নিজেদের আঙ্গুল কানে গুঁজে দেয়। আর আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন কাফিরদের।

٢٠- يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ
اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ
وَاَبْصَارِهِمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

২০. বিদ্যুতের চমক এমন যে, মনে হয় যেন তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়ে যায়। যখনই বিদ্যুৎ তাদের জন্য আলো বিচ্ছুরিত করে, তখনই তারা সে আলোতে চলতে থাকে, আবার যখন অন্ধকার তাদের আচ্ছন্ন করে, তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তখন তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে, সর্বশক্তিমান।

রিয়াকারীদের উপমা

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৬১, ২৬২, ২৬৪ , ২৬৫

٢٦١- مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ

২৬১. তাদের উপমা যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, একটি শস্য বীজের মত, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে, প্রতিটি শীষে একশ শস্যদানা।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ যাকে চান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৬২. যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার তাদের রবের কাছে। তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দুঃখিত হবে না।

٢٦٢-اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا
مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

২৬৪. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দানের কথা বলে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির মত বরবাদ করো না। যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর, যার উপর কিছু মাটি থাকে, এরপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলে তারে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে, তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ্ কাফির লোকদের হিদায়েত দেন না।

٢٦٤- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ
كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ
فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ
لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

২৬৫. তাদের উপমা ঃ যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজেদের চিত্ত দৃঢ় করার জন্য স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে, উঁচু ভূমিতে অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, ফলে তার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয়, তবে হাল্কা বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

٢٦٥-وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ
ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ ۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ
فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا
وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৯

৫৯. নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের মত। তিনি আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন,

٥٩-اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ
كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ

www.pathagar.com

تُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

তারপর তাকে বলেছিলেন ঃ হও, ফলে সে হয়ে গেল।

কাফিরদের পার্থিব ব্যয়

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১৭

١١٧- مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ط وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

১১৭. তারা এ পার্থিব জীবনে যা কিছু ব্যয় করে, তার উপমা ঐ বায়ুর মত, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড হিম, যা আঘাত করল এমন লোকদের শস্যক্ষেত্রকে, যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল, ফলে সে বায়ু শস্যক্ষেত্রটি ধ্বংস করে দিল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে।

প্রবৃত্তির অনুসরণকারী

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৭৬

١٧٦- وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ج فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ط ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

১৭৬. আর যদি আমি চাইতাম, তবে তাকে সে নিদর্শনাবলীর বদৌলতে উচ্চমর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে লাগল। ফলত তার অবস্থা কুকুরের মত, যদি তুমি তাকে আক্রমণ কর, তবুও সে হাঁপাতে থাকে, আর যদি তুমি তাকে ছেড়ে দাও, তবুও সে হাঁপাতে থাকে। এ হলো সে সব লোকের উদাহরণ যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। অতএব আপনি এসব বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন, যাতে তারা চিন্তা করে।

দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৪

٢٤- اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

২৪. বস্তুত পার্থিব জীবনের উদাহরণ এরূপ ঃ যেমন আসমান থেকে আমি পানি বর্ষণ

www.pathagar.com

করি, পরে তা সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যা থেকে মানুষ ও জীব জন্তুরা খেয়ে থাকে। তারপর যমীন যখন তার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ধারণ করে এবং সুশোভিত হয়ে উঠে, আর যমীনের মালিকেরা ধারণা করে যে, তারা এখন এগুলোর পূর্ণ অধিকারী হয়েছে। তখন এসে পড়ল তার উপর আমার নির্দেশ রাতে কিংবা দিনে। ফলে আমি তা নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেন গতকালও এর অস্তিত্ব ছিল না। এরূপই আমি বিশদভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করি চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ
مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ
حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَاۤ
اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَاۤ ۙ اَتٰىهَاۤ اَمْرُنَا لَيْلًا
اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ
تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

কাফির ও মু'মিনের দৃষ্টান্ত

সূরা হূদ, ১১ ঃ ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪

১৯. যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিরত রাখে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে আর তারা আখিরাতের প্রতিও অবিশ্বাসী।

٢٠. ...

১৯-الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ
هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

২০. তারা অপারগ করতে পারেনি আল্লাহ্‌কে পৃথিবীতে, আর না ছিল তাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কোন অভিভাবক। তাদের জন্য আযাব দ্বিগুণ করা হবে। তারা শুনতেও পারত না এবং দেখতেও পেত না।

٢٠-اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ
فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ
لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ
السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ○

২১. এরা তারা, যারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং এরা যে সব অলীক উপাস্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল, যা তাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে।

٢١-اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

২২. নিঃসন্দেহে এরাই হবে আখিরাতের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

٢٢-لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ
هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ○

২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে, আর স্বীয় রবের প্রতি

٢٣-اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

www.pathagar.com

وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

বিণত হয়েছে তারাই জান্নাতের অধিকারী, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।

٢٤- مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ
وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ۭ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۭ
اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

২৪. দল দু'টির উদাহরণ অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্নের মত। এরা দু'জন কি অবস্থার দিক দিয়ে সমান হতে পারে ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?

জান্নাতের উপমা

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৫

١٥- وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا
وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ○

১৫. মুত্তাকীদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার উপমা এরূপ ঃ তার পাদদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং তার ফল ও তার ছায়া চিরস্থায়ী। যারা মুত্তাকী এ হলো তাদের কর্মের প্রতিদান, আর কাফিরদের পরিণাম দোযখ।

কাফিরদের উপমা

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ১৮

١٨- مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ
اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ
يَوْمٍ عَاصِفٍ ۭ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى
شَيْءٍ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ○

১৮. যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করে তাদের উপমা ঃ তাদের কর্মসমূহ ছাই ভস্মের মত, যা ঝড়ের দিনের বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারবে না। এটাই হলো ঘোরতর গুমরাহী।

কালিমায়ে তাইয়্যেবা ও কালিমায়ে খাবীসা

সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ২৪, ২৫, ২৬, ২৭

٢٤- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا
كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاۤءِ ○

২৪. আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়েছেন "কালিমায়ে তাইয়্যেবার" ঃ তা একটা পবিত্র বৃক্ষের মত, যার শিকড় সুদৃঢ় এবং যার শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত,

٢٥- تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۢ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۭ
وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ

২৫. যা প্রত্যেক মওসুমে ফলদান করে তার রবের নির্দেশে। আর আল্লাহ্ মানুষের

www.pathagar.com

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

জন্য উপমা দিয়ে থাকেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٢٦- وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ۨ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝

২৬. আর "খাবীস কালিমার" উপমা যেন একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষ, যার মূল যমীন থেকে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।

٢٧- يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۝

২৭. যারা শাশ্বতবাণী "কালিমায়ে তাইয়্যেবায়" ঈমান রাখে, আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম আল্লাহ্ তাদেরকে গুম্‌রাহীতে রেখে দেবেন। আল্লাহ্ যা চান তা করেন।

কসম ভংগকারীর উপমা

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৯১, ৯২

٩١- وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

৯১. যখন তোমরা পরস্পর আল্লাহ্‌র নামে ওয়াদা কর, তখন তা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌কে জামিন করে নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর তোমরা তা ভঙ্গ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, তোমরা যা কর।

٩٢- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ۚ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ۚ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

৯২. তোমরা হয়ো না ঐ নারীর মত, যে তার সূতা মজবূত করে পাকানোর পর তার পাক খুলে টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেলে। তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য নিজেদের কসমকে ব্যবহার করে থাক, যাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হয়। এ দিয়ে আল্লাহ্ তো শুধু তোমাদের পরীক্ষা করেন। অবশ্যই আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রকাশ করে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে তা।

কর্তৃত্বহীন দাস ও দানশীল ব্যক্তি

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৭৫

٧٥- ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا

৭৫. আল্লাহ্ উপমা দিয়েছেন একটি ক্রীতদাসের, যে কোন কিছুর উপর

www.pathagar.com

مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

ক্ষমতা রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির, যাকে আমি নিজের তরফ থেকে প্রচুর রিযিক দান করেছি এবং সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তারা কি উভয়ে সমান হতে পারে ? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

ক্ষমতাহীন বোবা ও ক্ষমতাবান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৭৬

٧٦- وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৭৬. আর আল্লাহ্ আরো উপমা দিয়েছেন দুই ব্যক্তির ঃ তাদের মধ্যে একজন বোবা, কোন কাজই করতে পারে না; তাই সে তার মনীবের গলগ্রহ। মনীব তাকে যেখানেই পাঠায় সে ভাল কিছুই করে আসতে পারে না। সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে, যে ন্যায়ের আদেশ দেয় এবং সরল পথে রয়েছে ?

পার্থিব জীবন

সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ ঃ ৪৫, ৪৬

٤٥- وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ○

৪৫. আর আপনি পেশ করুন তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা ঃ তা হলো পানির মত, যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করি, যার সাহায্যে ভূমিজ উদ্ভিদ সবুজ শ্যামল হয়ে উদ্‌গত হয়, তারপর তা শুকিয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

٤٦- اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ○

৪৬. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা ; আর স্থায়ী নেক আমল তোমার রবের কাছে সাওয়াবের দিক দিয়েও শ্রেয় এবং হিসাবের দিক দিয়েও উৎকৃষ্ট।

www.pathagar.com

দেবতাদের পূজার অসারতা

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৩, ৭৪

৭৩. হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ কর ঃ তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের পূজা কর, তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদি তারা এ উদ্দেশ্যে সবাই একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবে তারা তা তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। পূজারী ও দেবতা উভয়ই কত অক্ষম!

৭৪. তারা আল্লাহ্‌কে তেমন মর্যাদা দেয়নি, যেমন মর্যাদা তাঁকে দেয়া উচিত ছিল। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাক্ষমতাবান, পরাক্রম-শালী।

٧٣- يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ
وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ
ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ○
٧٤- مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

আল্লাহ্‌র নূর

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৪, ৩৫

৩৪. আর আমি তো নাযিল করেছি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য কিছু দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ।

৩৫. আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের নূর, তাঁর নূরের উপমা যেন একটি তাক, যাতে আছে একটি প্রদীপ, সে প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে রয়েছে, কাঁচের আবরণটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, সে প্রদীপ জ্বালান হয় পূত-পবিত্র যায়তুন বৃক্ষের তেল দিয়ে, যা পূর্বেরও নয় এবং পশ্চিমেরও নয়, আগুন তা স্পর্শ না করলেও যেন তার তেল নিজেই উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে, নূরের উপর নূর। আল্লাহ্ যাকে চান, নিজের নূরের দিকে হিদায়েত দান করেন। আল্লাহ্ মানুষের

٣٤- وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○
٣٥- اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ

www.pathagar.com

لِلنَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

জন্য উপমা দিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

কাফিরদের কর্ম

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯, ৪০

٣٩- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ۭ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

৩৯. আর যারা কুফরী করে, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, তৃষ্ণার্ত লোক যাকে দূর থেকে পানি বলে মনে করে। কিন্তু সে যখন সেখানে যায়, তখন সে কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহ্কে। তারপর আল্লাহ্ তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেবেন। আর আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

٤٠- اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ۭ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۭ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ۭ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ○

৪০. অথবা তাদের কার্যাবলী গভীর সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকারের ন্যায়, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে রয়েছে কালোমেঘ। অন্ধকারের উপর অন্ধকার। এমনকি যখন কেউ তার হাত বের করবে, তখন সে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ্ যাকে হিদায়েতের নূর দান করেন না, তার জন্য কোন নূর নেই।

যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যকে মাবূদ হিসাবে গ্রহণ করে তাদের উপমা

সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪১

٤١- مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۭ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

৪১. যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত ঐ মাকড়সার মত, যে একটি ঘর বানিয়েছে আর নিঃসন্দেহে সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম। যদি তারা জানত!

মানুষের নিজেদের মধ্যের একটি উপমা

সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৮

٢٨- ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۭ

২৮. আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত

www.pathagar.com

বর্ণনা করেছেন ঃ আমি তোমাদের যে
রিয্ক দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত
দাস-দাসীদের কেউ কি তাতে
অংশীদার ? ফলে তোমরা কি এতে
সমান? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ
ভয় কর, যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয়
কর ? এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন
লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে
বর্ণনা করি।

আল-কুরআনে সব ধর

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৮

৫৮. আর আমি তো বর্ণনা করেছি এ
কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের
দৃষ্টান্ত। আপনি যদি তাদের কাছে কোন
নিদর্শন নিয়ে আসেন, তখন কাফিররা
বলবে ঃ তোমরা তো বাতিলপন্থী ছাড়া
আর কিছুই নও।

দু'জন দা

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ২৯

২৯. আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন ঃ
একজন দাস, যার রয়েছে পরস্পর
বিরুদ্ধভাবাপন্ন কয়েকজন মালিক আর
একজন দাস, যার আছে কেবল একজন
মালিক, এদের দু'জনের অবস্থা কি
সমান হতে পারে ? সমস্ত প্রশংসা
আল্লাহ্র। কিন্তু তাদের অধিকাংশই
জানে না।

যাদের তাওরাত দেয়া হয়েছিল, কিন্তু

সূরা জুমু'আ, ৬২ ঃ ৫

৫. যাদেরকে তাওরাত অনুযায়ী আমল
করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা
তদনুযায়ী আমল করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত

www.pathagar.com

بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

সেই গাধার মত, যে পুস্তক বহন করে। কত নিকৃষ্ট তাদের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করে। আর আল্লাহ্ যালিম কাওমকে হিদায়েত করেন না।

নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত

সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ১০

١٠- ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ○

১০. আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করছেন নূহের স্ত্রীর ও লূতের স্ত্রীর ঃ তারা ছিল আমার নেকবান্দাদের মধ্যে দুই বান্দার অধীনে। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কিন্তু নূহ্ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে একটুও বাঁচাতে পারেনি। তাদের বলা হলো ঃ জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও প্রবেশ কর।

দু'জন সৎনারীর দৃষ্টান্ত

সূরা তাহ্‌রীম, ৬৬ ঃ ১১, ১২

١١- وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

১১. আর আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত পেশ করছেন মু'মিনদের জন্য ফির'আওনের স্ত্রীর, সে প্রার্থনা করেছিল ঃ হে আমার রব! আমার জন্য আপনার কাছে জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করুন এবং আমাকে নাজাত দিন ফির'আওন ও তার দুষ্কর্ম থেকে। আর আমাকে রক্ষা করুন যালিম কাওম থেকে।

١٢- وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ○

১২. আরো দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন ইমরানের কন্যা মারইয়ামের ঃ যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমি তার মধ্যে আমার তরফ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার রবের বাণী ও কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। আর সে ছিল বিনয়ী, ইবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মীসাক, আহ্‌দ ও কসম বা অঙ্গীকার, চুক্তি ও শপথ

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৪০, ৬৩, ৮৩, ৮৪, ৯৩, ১০০, ১২৪, ১৭৭

৪০. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ, যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং পূর্ণ কর আমার সঙ্গে কৃত তোমাদের অঙ্গীকার, আমিও তোমাদের সাথে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।

٤٠- يٰبَنِىٓ اِسۡرَآءِيۡلَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتِىَ الَّتِىۡٓ اَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَاَوۡفُوۡا بِعَهۡدِىۡٓ اُوۡفِ بِعَهۡدِكُمۡ‌ۚ وَاِيَّاىَ فَارۡهَبُوۡنِ ○

৬৩. আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং 'তূর'-কে তোমাদের উপর তুলে ধরে বলেছিলাম ঃ আমি তোমাদের যা দিলাম, তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রেখ। যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার।

٦٣- وَاِذۡ اَخَذۡنَا مِيۡثَاقَكُمۡ وَرَفَعۡنَا فَوۡقَكُمُ الطُّوۡرَؕ خُذُوۡا مَآ اٰتَيۡنٰكُمۡ بِقُوَّةٍ وَّاذۡكُرُوۡا مَا فِيۡهِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ ○

৮৩. স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দরিদ্রদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। তখন অল্প কয়েকজন ছাড়া তোমরা অগ্রাহ্যকারী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

٨٣- وَاِذۡ اَخَذۡنَا مِيۡثَاقَ بَنِىۡٓ اِسۡرَآءِيۡلَ لَا تَعۡبُدُوۡنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا وَّذِى الۡقُرۡبٰى وَالۡيَتٰمٰى وَالۡمَسٰكِيۡنِ وَقُوۡلُوۡا لِلنَّاسِ حُسۡنًا وَّاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَؕ ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ اِلَّا قَلِيۡلًا مِّنۡكُمۡ وَاَنۡتُمۡ مُّعۡرِضُوۡنَ ○

৮৪. আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা

٨٤- وَاِذۡ اَخَذۡنَا مِيۡثَاقَكُمۡ لَا تَسۡفِكُوۡنَ

www.pathagar.com

دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ
دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

পরস্পরের রক্তপাত করবে না, আর তোমরা তোমাদের আপন জনদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করবে না; তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং এ বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী।

٩٣- وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ
وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ
وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ
قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৯৩. আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম এবং তোমাদের উপর 'তূর'-কে তুলে ধরেছিলাম, বলেছিলাম ঃ দৃঢ়ভাবে ধর যা আমি তোমাদের দিয়েছি এবং শোন। তারা বলেছিল ঃ আমরা শোনলাম এবং অমান্য করলাম। কুফরীর কারণে তাদের হৃদয়ে বাছুর-প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল। আপনি বলুন ঃ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমাদের বিশ্বাস যে নির্দেশ দেয়, তা কতই না মন্দ!

١٠٠- اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ
مِّنْهُمْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১০০. কী আশ্চর্য! যখনই বনী ইসরাঈল কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখনই তাদের কোন একদল তা ভঙ্গ করে, বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

١٢٤- وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ
قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ
قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ○

১২৪. আর স্মরণ কর, ইব্রাহীমকে তার রব কয়েকটি কথা দিয়ে পরীক্ষা করলেন, তারপর সে তা পূর্ণ করল। আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা বানাব। সে বলল ঃ আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও ? আল্লাহ্ বললেন ঃ আমার ওয়াদা যালিমদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

١٧٧- لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ
وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ
السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ

১৭৭. কোন পুণ্য নেই পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানতে। কিন্তু পুণ্য আছে কেউ ঈমান আনলে আল্লাহ্র উপর, আখিরাতের উপর, ফিরিশ্তা-গণের উপর, সকল কিতাবের উপর, আর সকল নবীদের উপর এবং অর্থ দান করলে আল্লাহ্প্রেমে আত্মীয়-স্বজন,

www.pathagar.com

الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ
اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ
وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

ইয়াতীম, মিস্‌কীন, মুসাফির, সাহায্য-প্রার্থী এবং দাস মুক্তির জন্য আর সালাত কায়েম করলে, যাকাত দিলে, কৃত ওয়াদা পূর্ণ করলে এবং অভাবে, রোগে শোকে ও সংগ্রাম সংকটে সবর করলে। এরাই হলো প্রকৃত সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৭৬, ৭৭, ৮১, ১৮৭

٧٦- بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ
وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

৭৬. হাঁ, অবশ্যই যে ব্যক্তি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, তবে তো এরূপ মুত্তকীদের আল্লাহ্ ভালবাসেন।

٧٧- اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ
وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا
اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

৭৭. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র সংগে কৃত ওয়াদার পরিবর্তে এবং নিজেদের শপথের পরিবর্তে সামান্য বিনিময় গ্রহণ করে, তাদের জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। তাদের জন্য নির্ধারিত আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٨١- وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ
لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ
ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ
قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ
اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ
قَالَ فَاشْهَدُوْا
وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৮১. আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন নবীদের কাছ থেকে যে, যা কিছু আমি তোমাদের কিতাব ও হিক্‌মত দিয়েছি এবং তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসূল আসবে, তখন অবশ্যই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তারপর আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ বিষয়ে আমার অঙ্গীকার কবূল করলে? তারা বলল ঃ আমরা স্বীকার করলাম। আল্লাহ্ বললেন ঃ তা হলে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।

www.pathagar.com

১৮৭. আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ ওয়াদা নিয়েছিলেন আহ্লে কিতাবের : তোমরা মানুষের কাছে কিতাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। কিন্তু তারা সে ওয়াদা নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল এবং এর পরিবর্তে নগণ্য বিনিময়ে গ্রহণ করল। সুতরাং তারা যা বিনিময় গ্রহণ করল, তা কত নিকৃষ্ট!

١٨٧- وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ
الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ
لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ز
فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ
وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط
فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ○

সূরা নিসা, ৪ : ২১, ৮৯, ৯০, ৯৫, ১২০, ১৫৪, ১৫৫

২১. আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রদত্ত সম্পদ কিরূপে গ্রহণ করবে, অথচ তোমরা একে অপরের সাথে সংগত হয়েছে এবং সে নারীরা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছে?

٢١- وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ
وَقَدْ أَفْضٰى بَعْضُكُمْ إِلٰى بَعْضٍ
وَّأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

৮৯. মুনাফিকরা কামনা করে, যেন তোমরা কুফরী কর, যেমন তারা কুফরী করেছে, যাতে তোমরাও তারা সমান হয়ে যাও। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদের পাকড়াও কর এবং হত্যা কর যেখানেই তাদের পাও আর তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করো না,

٨٩- وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا
فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً
فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ
أَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ
حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ص وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ
وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

৯০. কিন্তু তাদের নয়, যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয়েছে, যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, অথবা যারা তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আসে যে, তাদের মন সংকুচিত হয় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অথবা তাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন,

٩٠- إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ إِلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ
أَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ
أَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ط
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ج

www.pathagar.com

তবে তিনি তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন, ফলে অবশ্যই তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। আর যদি তারা তোমাদের থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব দেয়, তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখেননি।

فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ
فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ
عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ○

৯৫. সমান নয় সে সব মু'মিন, যারা বিনা ওযরে ঘরে বসে থাকে এবং ঐ সব মু'মিন, যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে। আল্লাহ্ সে সব মুজাহিদদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন, যারা তাদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে তাদের উপর যারা ঘরে বসে থাকে। আর সকলের জন্য আল্লাহ্ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহ্ মুজাহিদদের মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর।

٩٥- لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ
اللّٰهُ الْمُجٰهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ
اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِينَ
عَلَى الْقٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ○

১২০. শয়তান তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বৃথা আশ্বাস দেয়, শয়তান তাদের যে ওয়াদা দেয়, তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

١٢٠- يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۚ
وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ إِلَّا غُرُورًا ○

১৫৪. আর আমি তাদের উপর তূর পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম, তাদের থেকে অঙ্গীকার নেয়ার জন্য এবং তাদের বলেছিলাম ঃ প্রবেশ কর শহর দ্বারে অবনত মস্তকে এবং আমি তাদের আরো বলেছিলাম ঃ শনিবার সম্বন্ধে সীমালংঘন করো না। এভাবে আমি তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

١٥٤- وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ
بِمِيثَاقِهِمْ
وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ
وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ○

১৫৫. আর তারা তো অভিশপ্ত হয়েছিল তাদের অঙ্গীকার ভংগের জন্য, আল্লাহ্র

١٥٥- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ

www.pathagar.com

وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ
بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

আয়াতসমূহের সাথে তাদের কুফরী করার জন্য, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করার জন্য এবং "আমাদের অন্তর সংরক্ষিত" তাদের এ উক্তির জন্য বরং আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের কুফরীর কারণে। ফলে তারা খুব অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৯, ১২, ১৩, ১৪, ৫৩, ৮৯, ১০৬, ১০৭, ১০৮

٩- وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

৯. আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন এরূপ লোকদের জন্য, যারা ঈমান আনে ও নেক্কাজ করে যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

١٢ وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ
وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ
وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ
وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ
فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝

১২. আর আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন নেতা নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ্ বলেছিলেন ঃ অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখ, তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহ্কে "করযে হাসানা" দাও, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের গুনাহ্ মোচন করে দেব এবং অবশ্যই তোমাদের দাখিল করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এরপরও তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কুফরী করবে, সে নিশ্চয়ই সরল পথ হারাবে।

١٣- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ
وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ
يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ
وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ

১৩. অতএব তাদের এ ওয়াদা ভঙ্গের কারণে আমি তাদের লা'নত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি। তারা আল্লাহ্র কালামকে যথাস্থান থেকে বিকৃত করে দেয় এবং ভুলে গেছে তার এক অংশ, যার উপদেশ তাদের দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছিল। আপনি সর্বদা তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সবাইকে দেখতে পাবেন কোন না কোন বিশ্বাসঘাতকতা করতে। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন নেক্‌কারদের।

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

১৪. যারা বলে ঃ আমরা নাসারা, আমি তাদেরও অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, কিন্তু তারাও ভুলে গিয়েছিল যে উপদেশ তারা লাভ করেছিল, তার এক অংশ। সুতরাং আমি সঞ্চারিত করে দিয়েছি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে স্থায়ী পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ। আর অচিরেই আল্লাহ্ তাদের জানিয়ে দেবেন, যা তারা করত।

١٤- وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ
أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

৫৩. আর যারা ঈমান এনেছে, তারা বলবে ঃ এরাই কি সে সব লোক, যারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, তারা তোমাদেরই সাথে আছে ? তাদের কৃতকর্মসমূহ নিষ্ফল হয়েছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

٥٣- وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ
الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ
إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ۝

৮৯. আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করবেন না, তোমাদের নিরর্থক কসমের জন্য, কিন্তু তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন সে সব কসমের জন্য, যা তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর। এর কাফ্‌ফারা হলো দশজন মিস্‌কীনকে খাদ্য দান করা মধ্যম ধরনের খাদ্য, যা তোমরা সাধারণত তোমাদের পরিবারের লোকদের খেতে দাও। অথবা তাদের পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করা, অথবা একজন ক্রীতদাস-দাসী মুক্ত করা, কিন্তু যে ব্যক্তি সামর্থ রাখে না, তার জন্য তিন দিন রোযা রাখা। এ হলো তোমাদের কসমের কাফ্‌ফারা, যখন তোমরা কসম

٨٩- لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ
أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ
كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ

www.pathagar.com

করবে। তোমরা তোমাদের কসমসমূহ রক্ষা কর। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১০৬. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে ওসীয়াত করার সময় সাক্ষী রাখবে, যদি তোমরা সফরে থাক এবং তোমাদের মৃত্যুর মুসীবত উপস্থিত হয়, তবে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী রাখবে। তোমাদের সন্দেহ হলে, তাদের উভয়কে সালাতের পর অপেক্ষমান রাখবে এবং তারা আল্লাহ্র নামে কসম করে বলবে ঃ আমরা এর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করতে চাই না, যদিও সে আত্মীয় হয়। আর আমরা আল্লাহ্র সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে আমরা গুনাহগারদের মধ্যে শামিল হব।

١٠٦- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ
اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ
اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ
اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ
فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ؕ
تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ
فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ
اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا
وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ۙ
اللّٰهِ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ○

১০৭. তবে যদি প্রকাশ পায় যে, তারা দু'জন কোন পাপে জড়িত হয়েছে, তাহলে যাদের স্বার্থহানী ঘটেছে, তাদের মধ্য থেকে নিকটতম দু'জন তাদের স্থলাভিসিক্ত হবে এবং তারা আল্লাহ্র নামে কসম করে বলবে ঃ অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্য থেকে অধিক সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি, করলে অবশ্যই আমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব।

١٠٧- فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا
فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا
مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ
فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ
مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَاۤ ۖ
اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

১০৮. এ পদ্ধতিতে অধিক সম্ভাবনা রয়েছে যে, লোকেরা যথাযথভাবে সাক্ষ্য দান করবে, অথবা তারা ভয় করবে যে,

١٠٨- ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ
عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ

www.pathagar.com

بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ۗ
وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

কসমের পর আবার কসম করান হবে। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং শোন ঃ আল্লাহ্ ফাসিক লোকদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।

সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০৯, ১৩৩, ১৩৪, ১৫২

١٠٩- وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ
لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۗ
قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ
وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَآ اِذَا جَآءَتْ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১০৯. আর তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলে ঃ যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই তারা তাতে ঈমান আনবে। আপনি বলুন ঃ নিদর্শনাবলী তো একমাত্র আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারে, কিভাবে তোমাদের বুঝান যাবে যে, তাদের কাছে নিদর্শনাবলী আসলে ও তারা ঈমান আনবে না।

١٣٣- وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ
اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ
مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ
مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ○

১৩৩. আর আপনার রব অভাবমুক্ত, করুণাময়। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারিত করতে এবং তোমাদের পর যাদের ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অন্য এক কাওমের বংশ থেকে।

١٣٤- اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ
وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○

১৩৪. তোমাদের যে ওয়াদা দেয়া হয়, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে, আর তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।

١٥٢- وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ
هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ
وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ
وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۗ
ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

১৫২. ইয়াতীম সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পদের কাছেও যাবে না এবং পরিমাপ ও ওযন ঠিকভাবে পুরোপুরি দেবে। আমি কাউকে তার সাধ্যতীত কষ্ট দেই না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায়পরায়ণতা বহাল রাখবে, যদি ও সে আত্মীয় হয় এবং আল্লাহ্‌কে দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করবে। এ সব নির্দেশ আল্লাহ্ তোমাদের দিয়েছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

www.pathagar.com

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ১৩৪

৪৪. জান্নাতীরা জাহান্নামীদের ডেকে বলবে ঃ আমাদের রব আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, আমরা তো তা সত্য পেয়েছি, তবে তোমরাও কি তোমাদের রব তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে ঃ হাঁ। তখন এক ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে ঃ আল্লাহ্‌র লা'নত যালিমদের উপর।

٤٤- وَنَادٰٓى اَصۡحٰبُ الۡجَنَّةِ اَصۡحٰبَ النَّارِ اَنۡ قَدۡ وَجَدۡنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلۡ وَجَدۡتُّمۡ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقًّا ؕ قَالُوۡا نَعَمۡ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيۡنَهُمۡ اَنۡ لَّعۡنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيۡنَ ○

৪৫. যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত, আর তারাই আখিরাতকে অবিশ্বাস করত।

٤٥- الَّذِيۡنَ يَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَيَبۡغُوۡنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمۡ بِالۡاٰخِرَةِ كٰفِرُوۡنَ ○

৪৮. আ'রাফবাসীরা যাদের লক্ষণ দেখে চিনবে, তাদেরকে ডেকে বলবে ঃ তোমাদের দলবল এবং তোমাদের অহংকার কোন কাজেই এলো না।

٤٨- وَنَادٰٓى اَصۡحٰبُ الۡاَعۡرَافِ رِجَالًا يَّعۡرِفُوۡنَهُمۡ بِسِيۡمٰهُمۡ قَالُوۡا مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡكُمۡ جَمۡعُكُمۡ وَمَا كُنۡتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ○

৪৯. দেখ, এরাই কি তারা যাদের সম্বন্ধে তোমরা কসম করে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি রহম করবেন না? তাদের বলা হবে ঃ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।

٤٩- اَهٰٓؤُلَاۤءِ الَّذِيۡنَ اَقۡسَمۡتُمۡ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحۡمَةٍ ؕ اُدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمۡ وَلَاۤ اَنۡتُمۡ تَحۡزَنُوۡنَ ○

১৩৪. আর যখন তাদের উপর কোন আযাব আপতিত হত, তখন তারা বলত ঃ হে মূসা! তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য দু'আ কর, আল্লাহ্‌র সাথে তোমার যে ওয়াদা রয়েছে সে অনুযায়ী। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে আযাব দূর করে দাও, তবে অবশ্যই আমরা তোমার উপর ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সাথে যেতে দেব।

١٣٤- وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيۡهِمُ الرِّجۡزُ قَالُوۡا يٰمُوۡسَى ادۡعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنۡدَكَ ۚ لَئِنۡ كَشَفۡتَ عَنَّا الرِّجۡزَ لَنُؤۡمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرۡسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ ○

www.pathagar.com

সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৭, ৮, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৭২

৭. স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, দু'টি দলের একটি তোমাদের করতলগত হবে, আর তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি যেন তোমাদের আয়ত্তে আসে , অথচ আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদের নির্মূল করেন।

٧- وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ إِحْدَى
الطَّآئِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ
أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ
وَيُرِيْدُ اللّٰهُ أَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ
بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৮. যাতে তিনি হককে হক এবং বাতিলকে বাতিল প্রতিপন্ন করেন যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।

٨- لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ○

৫৬. তাদের মধ্য থেকে যাদের সাথে আপনি চুক্তি করেছেন, এরপর তারা প্রতিবার তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তারা সাবধান হয় না,

٥٦- اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ
ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ
فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ○

৫৭. যদি আপনি তাদেরকে যুদ্ধে কাবু করতে পারেন, তবে তাদের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করে দিন যারা তাদের পেছনে রয়েছে তাদেরকে, যাতে তারা শিক্ষা পায়।

٥٧- فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ
فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَذَّكَّرُوْنَ ○

৫৮. আর যদি আপনি কোন সম্প্রদায় থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করেন, তবে আপনিও তাদের চুক্তি তাদের দিকে সমভাবে ছুঁড়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্ চুক্তিভঙ্গকারীকে পসন্দ করেন না।

٥٨- وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً
فَانْۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ
إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ○

৭২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের কোন অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই, যে পর্যন্ত না

٧٢- إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا
وَجٰهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا
وَّنَصَرُوْٓا أُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ
بَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ

يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ
مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ
اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا
عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ۗ وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

١- بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى
الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

٢- فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ
اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۙ
وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكٰفِرِيْنَ ○

٣- وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى
النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ
بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ۗ فَاِنْ
تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۗ
وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

٤- اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ
ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا
عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ

www.pathagar.com

করবে তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের মেয়াদ পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।

৭. কেমন করে আল্লাহ্র কাছে ও তাঁর রাসূলের কাছে মুশরিকদের চুক্তি কার্যকর থাকবে ? তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদে হারামের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে চুক্তিতে স্থির থাকবে, তোমরা ও তাদের সাথে চুক্তিতে স্থির থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।

১২. আর তারা যদি ভঙ্গ করে তাদের অঙ্গীকার তাদের চুক্তির পর এবং তোমাদের দীন সম্বন্ধে বিদ্রুপ করে, তবে তোমরা যুদ্ধ করবে কাফিরদের প্রধানদের বিরুদ্ধে, কেননা তাদের কোন অঙ্গীকারই বহাল নেই, হয়ত তারা নিবৃত্ত হতে পারে।

১৩. তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা ভঙ্গ করেছে তাদের অঙ্গীকার এবং সংকল্প করেছে রাসূলকে দেশান্তরিত করতে ? আর এরাই তোমাদের বিরুদ্ধে প্রথমে বিবাদ সৃষ্টি করেছে। তবে কি তোমরা তাদের ভয় কর ? বস্তুত আল্লাহ্ই অধিক হক্দার যে, তোমরা তাকেই অধিক ভয় করবে, যদি তোমরা মু'মিন হও।

৬৮. আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফিরদের জাহান্নামের আগুনের, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদের লা'নত করছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।

www.pathagar.com

٧٢- وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ
عَدْنٍ ؕ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ
ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

٧٣- يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ
وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

٧٤- يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَ لَقَدْ
قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ
اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا
نَقَمُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ
مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ
خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَ اِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ
عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ
وَ مَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ
مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ○

٧٥- وَ مِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ
اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ
وَ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

www.pathagar.com

৭৬. তারপর যখন আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করল, আর তারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

৭৭. এর পরিণতিতে আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মুনাফিকী পয়দা করে দিলেন, যা তার সাথে তাদের সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত থাকবে। কারণ তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত নিজেদের ওয়াদা খেলাফ করেছিল, আর এ জন্য যে, তারা মিথ্যা কথা বলত।

১১১. নিশ্চয় আল্লাহ্ খরিদ করে নিয়েছেন মু'মিনদের থেকে তাদের জান, তাদের মাল এর বিনিময়ে যে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে, কখন হত্যা করে এবং কখন নিহত হয়। তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আল্লাহ্‌র চাইতে নিজের ওয়াদা অধিক পালনকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আনন্দ কর তোমাদের সে সাওদার জন্য, যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর তা হলো বিরাট সাফল্য।

১১৪. আর ইব্‌রাহীমের স্বীয় পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তো ছিল শুধু একটি ওয়াদার কারণে, যা সে তার পিতার সাথে করেছিল। তারপর যখন তার কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু, তখন ইব্‌রাহীম তার সম্পর্ক ছিন্ন করল। নিশ্চয় ইব্‌রাহীম অত্যন্ত কোমল হৃদয়, সহনশীল।

সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪৭, ৪৮

৪৭. প্রত্যেক উম্মাতের জন্য রয়েছে একজন রাসূল। আর যখন তাদের রাসূল

www.pathagar.com

فَإِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

এসেছে, তখন তাদের মাঝে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হয়নি।

٤٨- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৪৮. আর তারা বলে ঃ এ ওয়াদা কবে আসবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?

সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

١٩- أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمٰى ط
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ○

১৯. যে ব্যক্তি জানে যে, আপনার প্রতি আপনার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে অন্ধ ? উপদেশ তো গ্রহণ করে কেবল বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই,

٢٠- الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ
وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ○

২০. তারা এমন লোক, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না,

٢١- وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ أَمَرَ اللّٰهُ
بِهٖٓ أَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ○

২১. যারা সে সম্পর্কে বজায় রাখে, যা বজায় রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন, ভয় করে তাদের রবকে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে।

٢٢- وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةَ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ○

২২. আর যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য সবর করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দিয়ে মন্দকে দূরীভূত করে। তাদের জন্য রয়েছে আখিরাতের শুভ পরিণাম,

٢٣- جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ○

২৩. স্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিদের মাঝে যারা নেক্‌কাজ করেছে তারাও। আর ফিরিশ্‌তারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে আসবে,

www.pathagar.com

٢٤- سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ○

২৪. এবং বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, কেননা, তোমরা সবর করেছিলে, আর কত উত্তম এ পরিণাম!

٢٥- وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ○

২৫. আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং তাদেরই জন্য আছে মন্দ আবাস!

সূরা নাহ্‌ল, ১৬ ঃ ৯১, ৯৫

٩١- وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ○

৯১. আর যখন তোমরা পরস্পর আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার কর, তখন তা পূর্ণ কর এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে যামিন করে নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর, তোমরা তা ভঙ্গ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন, তোমরা যা কর।

٩٥- وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৯৫. তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। সম্ভবত আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে, তাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে!

সূরা বনী ইস্‌রাঈল, ১৭ ঃ ৩৪, ৬৪

٣٤- وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۠ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ○

৩৪. আর তোমরা ইয়াতীমের মালের কাছেও যাবে না, যতক্ষণ না সে বয়োপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু এমন পন্থায় যা উত্তম। তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

٦٤- ...وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ○

৬৪. আর শয়তান তো মানুষকে কেবল মিথ্যা ওয়াদাই দিয়ে থাকে।

সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ ঃ ২১

٢١- وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ

২১. আর এরূপে আমি আসহাবে কাহাফের ব্যাপার প্রকাশ করে দিলাম, যেন লোকেরা জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۗ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ○

ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের মধ্যে তাদের ব্যাপারে বিতর্ক করছিল তখন তারা বলল ঃ তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর, তাদের রব তাদের ব্যাপারে ভাল জানেন। অবশেষে তাদের ব্যাপারে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল ঃ অবশ্যই আমরা তাদের পাশে মসজিদ নির্মাণ করব।

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৩, ১০৪, ১০৯,

١٠٣- لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۗ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

১০৩. হাশ্‌রের মাঠের মহাত্রাস তাদের চিন্তাযুক্ত করবে না এবং ফিরিশ্‌তারা তাদের এই বলে অভিনন্দন জানাবে ঃ এই তোমাদের সে দিন যে দিনের ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।

١٠٤- يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۗ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ۗ وَعْدًا عَلَيْنَا ۗ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ○

১০৪. সে দিন আমি আসমানকে এমনভাবে গুটিয়ে নেব যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র, যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি আরম্ভ করে ছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। এ আমার কৃত ওয়াদা আমি অবশ্যই তা পূর্ণ করব।

١٠٩- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۗ وَاِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ○

১০৯. এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দিন ঃ আমি তো তোমাদের পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছি এবং আমি জানি না যে, তোমাদের যা ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা নিকটবর্তী না দূরবর্তী।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭২,

٧٢- وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۗ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۗ
قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۗ اَلنَّارُ ۗ

৭২. আর যখন তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তুমি যারা কুফরী করেছে তাদের চোখেমুখে অসন্তোষের চিহ্ন দেখতে পাবে। যারা তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। আপনি বলে দিন ঃ তবে কি আমি

وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۖ
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

তোমাদের এর চেয়ে মন্দ কিছুর সংবাদ দেব, তা হলো দোযখ। কাফিরদেরকে আল্লাহ্ এর ওয়াদা দিয়েছেন। আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৮, ৯, ১০, ১১,

٨-وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ○

৮. আর যারা নিজেদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে,

٩-وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○

৯. এবং যারা নিজেদের সালাতের হিফাযত করে,

١٠-اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ○

১০. তারাই হবে অধিকারী–

١١-الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ۖ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১১. তারা অধিকারী হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৫৫

٥٥- وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى
ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۖ
يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ۖ
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও নেক্কাজ করে, আল্লাহ্ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদের পৃথিবীতে আধিপত্য দান করবেন, যেমন তিনি আধিপত্য দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের জন্য তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পসন্ত করেছেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের ভয়-ভীতির পরে তা পরিবর্তীত করে দেবেন নিরাপত্তায়, তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কারো শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর যারা এরপরও না-শোকরী করবে, তারাই তো নাফরমান।

সূরা শু'আরা, ২৫ ঃ ১৫, ১৬

١٥- قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ
الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۖ
كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ○

১৫. আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন ঃ এটাই উত্তম, না অনন্তকালের আবাস জান্নাত, যার ওয়াদা মুত্তাকীদের দেয়া হয়েছে ? তা হবে তাদের জন্য পুরস্কার এবং সর্বশেষ বাসস্থান।

www.pathagar.com

১৬. তারা সেখানে যা চাইবে তাই পাবে। চিরকাল তারা সেখানে থাকবে। এটা আপনার রবের জিম্মায় একটি ওয়াদা, যা পূরণের দায়িত্ব তাঁর।

١٦- لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ۭ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔوْلًا ○

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ১৩

১৩. অবশেষে আমি মূসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে চিন্তান্বিত না থাকে, আর সে বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা অবশ্যই সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

١٣- فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

সূরা রূম, ৩০ ঃ ৬, ৬০

৬. আল্লাহ্‌র ওয়াদা। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

٦- وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৬০. আপনি সবর করুন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।

٦٠- فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ○

সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ৮, ৯, ৩৩

৮. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক্‌আমল করেছে, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত।

٨- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ○

৯. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। আর তিনি পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

٩- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৩৩. হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে এবং ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন পিতা সন্তানের কোন কাজে আসবে না আর সা সন্তান পিতার কোন কাজে আসবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই তোমাদের ধোঁকা না দেয় এবং প্রতারক শয়তান যেন তোমাদের আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত না করে।

٣٣- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ز وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ○

www.pathagar.com

সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ ঃ ৭, ৮, ১২, ২২, ২৩, ২৪

৭. আর স্মরণ করুন, আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম নবীদের কাছ থেকে এবং আপনার কাছ থেকেও, আর নূহ্‌, ইব্‌রাহীম, মূসা এবং ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের কাছ থেকেও। আর আমি তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলাম অতি মজবুত অঙ্গীকার।

٧- وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوحٍ وَّإِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

৮. যেন সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আর তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٨- لِّيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا أَلِيْمًا ○

১২. আর স্মরণ করুন, মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ ছিল, তারা বলছিল ঃ আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছেন, তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

١٢- وَإِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ إِلَّا غُرُوْرًا ○

২২. আর যখন মু'মিনরা সম্মিলিত শত্রু-বাহিনীকে দেখতে পেল, তখন তারা বলে উঠল ঃ আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল তো এরই ওয়াদা আমাদের দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন, এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্য আরো বৃদ্ধি পেল।

٢٢- وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْأَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ○

২৩. মু'মিনদের মধ্যে কতক লোক এমনও আছে, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত তাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শহীদ হয়েছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা স্বীয় সংকল্প একটুও পরিবর্তন করেনি।

٢٣- مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ○

২৪. এটা এজন্য, যাতে আল্লাহ্‌ সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতার জন্য প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফিকদের শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে তাওবা করার

٢٤- لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ إِنْ شَآءَ أَوْ يَتُوْبَ

www.pathagar.com

عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

٢٩- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

٣٠- قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ
عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

٥- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ
حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٝ
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

٤٠- قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ
الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ
اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ
اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ
اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ
بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
اِلَّا غُرُوْرًا ۝

٤٢- وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ
لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ
لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ
فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۝

www.pathagar.com

৪৩. পৃথিবীতে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এবং হীন ষড়যন্ত্রের কারণে। হীন ষড়যন্ত্রের কুফল পতিত হয় সে কুচক্রীদেরই উপর। তবে কি তারা কেবল পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের অপেক্ষা করছে ? আপনি আল্লাহ্‌র বিধানে কখনো কোন পরিবর্তন পাবেন না এবং তাঁর বিধানে কোন বিচ্যুতিও দেখবেন না।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ২০, ৭৪

২০. তবে যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে অনেক উঁচু উঁচু প্রাসাদ, তাছাড়া রয়েছে আরো অনেক নির্মিত প্রাসাদ, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন। আল্লাহ্ কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না।

৭৪. আর জান্নাতবাসীরা বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের ব্যাপারে তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়িত করেছেন এবং আমাদের মালিক করেছেন যমীনের, আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। কত উত্তম পুরস্কার নেকআমলকারীদের জন্য!

সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮, ৫৫, ৭৭,

৮. (ফিরিশ্‌তারা বলবে) হে আমাদের রব! আপনি মু'মিনদের দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদের দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মাঝে যারা নেকআমল করেছে তাদেরও। আপনি তো পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

৫৫. আর আপনি সবর করুন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। এবং আপনি আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা

www.pathagar.com

بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارِ ○

٧٧- فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ج
فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ
اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ○

٣٢- وَ اِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
وَّ السَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ
مَّا نَدْرِىْ مَا السَّاعَةُ لا اِنْ نَّظُنُّ
اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ○

١٥- وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
اِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا
وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ط
وَحَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط
حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً لا
قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَ عَلٰى وَالِدَىَّ
وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ
وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ج
اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ

আমি আপনার নিকট তাওবা করছি এবং আমি তো একজন মুসলিম।

১৬. এরা এমন লোক যাদের নেককাজসমূহ আমি কবুল করে থাকি এবং তাদের যাবতীয় মন্দকাজ মার্জনা করি, তারা জান্নাতবাসীদের শামিল। তাদের যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা সত্য প্রমাণিত হবেই।

১৭. আর যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে বলে ঃ ধিক তোমাদের প্রতি! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাচ্ছ যে, আমি কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়ে বের হব ? অথচ আমার আগে অনেক জনগোষ্ঠি অতীত হয়েছে! তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করে বলে ঃ দুর্ভোগ তোমার জন্য! তুমি ঈমান আন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। কিন্তু সে বলে ঃ এতো অতীত কালের ভিত্তিহীন উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সূরা ফাতহ্, ৪৮ ঃ ১৮, ১৯, ২০, ২৯

১৮. অবশ্যই আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল। আর তাদের অন্তরে যা ছিল, তা তিনি জানতেন। তারপর তিনি তাদের প্রতি নাযিল করলেন প্রশান্তি এবং তাদের দান করলেন একটি নিকট বিজয়,

১৯. এবং বিপুল পরিমাণে গনীমতের মাল, যা তারা লাভ করবে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

২০. আর আল্লাহ্ তোমাদের ওয়াদা দিয়েছেন প্রচুর গনীমতের, যা তোমরা লাভ করতে থাকবে। অতএব তিনি এটা তোমাদের জন্য প্রথমে ত্বরান্বিত

www.pathagar.com

وَكَفَّ اَيۡدِيَ النَّاسِ عَنۡكُمۡ ۚ
وَلِتَكُوۡنَ اٰيَةً لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ
وَيَهۡدِيَكُمۡ صِرَاطًا مُّسۡتَقِيۡمًا ۝

٢٩- مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰهِ ؕ
وَالَّذِيۡنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الۡكُفَّارِ
رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡ تَرٰىهُمۡ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَّبۡتَغُوۡنَ فَضۡلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضۡوَانًا ۫
سِيۡمَاهُمۡ فِيۡ وُجُوۡهِهِمۡ مِّنۡ اَثَرِ السُّجُوۡدِ ؕ
ذٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي التَّوۡرٰىةِ ۛۚ
وَمَثَلُهُمۡ فِي الۡاِنۡجِيۡلِ ۛۚ
كَزَرۡعٍ اَخۡرَجَ شَطۡـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ
فَاسۡتَغۡلَظَ فَاسۡتَوٰى عَلٰى سُوۡقِهٖ
يُعۡجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيۡظَ بِهِمُ الۡكُفَّارَ ؕ
وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
مِنۡهُمۡ مَّغۡفِرَةً وَّاَجۡرًا عَظِيۡمًا ۝

٣١- وَاُزۡلِفَتِ الۡجَنَّةُ لِلۡمُتَّقِيۡنَ غَيۡرَ بَعِيۡدٍ ۝

٣٢- هٰذَا مَا تُوۡعَدُوۡنَ
لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيۡظٍ ۝

٨- وَمَا لَكُمۡ لَا تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ ۚ

www.pathagar.com

রাসূল তোমাদের আহবান করছেন, যেন তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন, আর আল্লাহ্ তো তোমাদের থেকে পূর্বেই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। যদি তোমরা মু'মিন হও।

১০. আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করছ না ? অথচ আসমান ও যমীনের মালিকানা তো আল্লাহ্রই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। বরং তারা মর্যাদার অনেক শ্রেষ্ঠ তাদের থেকে যারা মক্কা বিজয়ের পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ্ সকলকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা সম্যক অবহিত।

সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ২৪, ২৫, ২৬

২৪. আপনি বলুন ঃ তিনিই তোমাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

২৫. আর তারা বলে ঃ এ ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?

২৬. বলুন ঃ এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্রই কাছে আছে। আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৭

৭. নিশ্চয় তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা অবধারিত।

ইফা— ২০১৩-২০১৪

www.pathagar.com